

1161



ওঁ নমো বেদান্তবেদ্যায়
শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

মুণ্ডক-মাণ্ডুক্যোপনিষদৌ

সার্কো বেদা যংপদমানবন্তি (কঠক্ৰটিঃ)

বেদৈশ্চ সার্কো রহমেব বেদ্যো (শ্রীগীতা)

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্রকুমরকতঃ

স্বমন্তি দিব্যৈঃ শুভৈ-

বেদৈঃ সাম্পদকমোপনিষদৈ-

র্গায়ন্তি যং সামগাঃ ।



ধ্যানাবস্থিততদ-গতেন মনসা

পশ্যন্তি যং যোগিনো

যস্তাত্বং ন বিদুঃ স্বরাস্বরগণা

দেবায় তন্নৈ নমঃ । (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

ত্রিদণ্ডিহামিনা শ্রীমন্ত্ৰিশ্রীকৃষ্ণ-সিদ্ধান্তিনা সম্পাদিতা

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাজ্যে জয়ত:

অধৰ্ষবেদীয়ে

মুণ্ডক-মাণ্ডু ক্যোপনিষদৌ

বিশিষ্টা দ্বৈতবাদাচার্য্য-

শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-

মুনীশ্ব-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যোপেতে

গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তসম্মত-সানুবাদানুয়ানুবাদ-ভূমিকা-

সূচীপত্রাদি-সমেতে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায়-নবমাধস্তনাবয়বর-ব্রহ্ম-মাধ্ব-

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়িক-সংরক্ষকপ্রবর-

নিতালীলাপ্রবিষ্ট-ও বিষ্ণুপাদাচ্যোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমন্তুষ্টিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-প্লভুপাদানাং

শ্রীপাদপদ্মানুকম্পিতেন শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানস্য

অন্যতম-প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি-আচার্য্যোণ-

নিতালীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ-

শ্রীশ্রীমন্তুষ্টিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামি-

মহারাজেন রচিতয়া শ্রীমদ্ভাগবতানুগয়া শ্রীচৈতন্য-মতানু-

মোদিতাচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারপরয়া 'তত্ত্বকণা'নাময়া

চানুব্যাখ্যয়া সহ ভেনৈব সম্পাদিতে ।

অস্য প্রতিষ্ঠানস্য পণ্ডিতপ্রবর মহোপাধ্যায় স্বধামপ্রাপ্ত নৃত্যগোপাল

পঞ্চতীর্থ-বেদান্তরত্ন-ভক্তিভূষণ-কৃতয়া 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-

সমাখ্যয়া টীকয়া সমন্বিতে ।

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানতঃ প্রকাশিতে ।

উপনিষদ-গ্রন্থমালার অন্তর্গত মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্যোপনিষদ গ্রন্থদ্বয় শ্রুতিমন্ত্র,
 অন্যানুবাদ, অনুবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমদ রঙ্গ-
 রামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখা-ভাষ্য, শ্রুতার্থ-
 বোধিনী-টীকা ও সম্পাদক কর্তৃক রচিত
 তত্ত্বকথা-নাম্নী অনুব্যাখ্যার সহিত
 প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব বাসর

গোরাব্দ—৪৮৫, বাংলা—১৩৭৮ সাল, ইংরাজী—১৯৭২ সাল।

—প্রকাশক—

স্বধামপ্রাপ্ত সতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বিচার্ণব', 'ভক্তিপ্রমোদ'।



দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব-বাসর

গোরাব্দ—৫০৫, বাংলা—১৩৯৮ সাল, ইংরাজী—১৯৯১ সাল।

—প্রকাশক—

ত্রিদিগ্ভিঙ্কু শ্রীভক্তিরঞ্জন সাগর

বর্তমান সভাপতি ও আচার্য্য

শ্রীসারস্বত গোড়ীয় আসন ও মিশন।

—মুদ্রাকর—

শ্রীনির্মল মিত্র

দি ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৯৩এ, লেলিন সরণী, কলিকাতা-১৩

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীসারস্বত গোড়ীয় আসন ও মিশন,

- (১) ২২কি. হাজরা রোড, কলিকাতা-২২
- (২) সাতাসন রোড, স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।
- (৩) রাধাবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

উৎসর্গপত্র

ପରସ୍ପରାଧ୍ୟାତ୍ମ-ସଦୃଶ-ଶ୍ରୀଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପାଦପଦ୍ମ-
 ସ୍ପର୍ଶ-ସାମ୍ପର-ଗୋଡ଼ାୟ-ସମ୍ପଦାୟେକ - ସଂସାରକମ୍ପବର -
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚୈତନ୍ୟାହାରା - ନବସାଧନନାଥସବର -
 ଶ୍ରୀସ୍ବରୂପ - ଶ୍ରୀମନାତନ-ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଢିଶାସିତ-ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ-
 ବୈଷ୍ଣବରାଜମଠା-ପାତ୍ରରାଜାନାଥ ଶ୍ରୀନବହୀମଧ୍ୟାହ୍ନ-
 ଶ୍ରୀଗୋରାବିଠାବନ୍ଧନ - ଶ୍ରୀସାଧୁସାଧୁପୁରୁଷ
 ବିଷ୍ଣୁବିଷ୍ଣୁତାକରସର୍ବଭାବ - ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟସର୍ବସ୍ବ
 ଚକ୍ରାଧାର-ଶ୍ରୀଗୋଡ଼ାୟସର୍ବସ୍ବଧର୍ମ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତୃ ନାଥ
 ନିତ୍ୟଜୀବୀପ୍ରାଣବିଷ୍ଣୁ ଓ ବିଷ୍ଣୁପାଦାଞ୍ଚୋତ୍ତରସତଶ୍ରୀ-
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭକ୍ତିସିଦ୍ଧାନ୍ତସରସ୍ବତୀ - ଗୋସ୍ବାମି - ପ୍ରଭୁପାଦାନାଥ
 ଶ୍ରୀନୋବଂଶୀଧାରୁମାରେଣ ତାମ୍ରପ୍ରୀତ୍ୟାତ୍ମ ତଦୀୟ
 ଶ୍ରୀପାଦପଦ୍ମରେଣୁ - ସେବାକାଞ୍ଜିନୀ ଦାମାଧ୍ୟକ୍ଷେନ
 ସମ୍ପାଦିତୋପନିଷଦ୍-ଗ୍ରନ୍ଥମାଳାନ୍ତର୍ଗତେ ଗୁପ୍ତକ-ମାତୃକ୍ୟୋପ-
 ନିଷଦାବିମେ ତେଷାଂ ଶ୍ରୀକରକମଳେଷୁ ସମର୍ପ୍ୟେତେ—

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবিভাব-
বাসরে,

গৌরাঙ্গপঞ্চাশীত্ম্যন্তরচতুঃশতকে
শ্রীসারস্বতগোড়ীয়াসন-মিশন-
প্রতিষ্ঠানাং কলি-২২ সংখ্যাস্তর্গতে
২২বি, সংখ্যাকে হাজরা বস্খ'নি।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-কঙ্করাভাস-
শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তিনা ।

শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তিনা ।

শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌরাঙ্গ-গুরু ! ভবৎকরণয়া প্রারব্ধমিষ্টা 'কণা-
তৎবানাং' বিমলোপপত্তিমহিতা সম্পূর্য্যতাং বাং ভুমঃ ।
ঈশাকেনকঠৈতরেয় বিলসচ্ছান্দোগায়ুক্ তৈত্তিরী
যা শ্বেতাশ্বতরাপি মুণ্ডকমথো আরণ্যকং যদ্ বৃহৎ ॥

যা প্রশ্লোপনিষৎ সঠৈব রমতে মাণ্ডুকান্যায়ান্য়য়া
তা একাদশবিশ্বকোষোপনিষদঃ প্রারম্ভতঃ সংস্কৃতমঃ ।
ভেদাভেদমতান্ত্ৰচিন্ত্যসরণৌ সিদ্ধাস্তভূতানি চ
নিত্যং মে হৃদয়ে স্মরন্তু চ গুরুদীনে প্রসীদেন্নয়ি ॥

শ্রীশ্রোতানি বচাংসি নৈব পুরুষৈরুক্তানি তানীশ্বর-
ভেদ-শ্রোতপথে চরন্তি চ নিজপ্রামাণ্যসিদ্ধানি হি ।
আচার্য্যাঃ পরিপূজয়ন্ত্যভিধয়া বৃত্ত্যানুশীল্যান্মনাং
তত্ত্বং তেন ময়াহধমেন চ কৃতস্তদ্বোধনায় শ্রমঃ ॥

দীনাতিদীন-
গ্রন্থ-সম্পাদকেন

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গো জয়ত:

সদগুরুর লক্ষণ—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ

সসিংপাণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠম্ (মুণ্ডক ১।২।১২)

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উদগম্ ।

শাক্যে পরে চ নিষ্কাতং ব্রহ্মণাপশমাশ্রয়ম্ ॥ (ভাঃ ১।১।৩২১)

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তদ্বদশ্বিনঃ ॥ (গীঃ ৪।৩৪)

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাণী—

কিবা বিপ্র, কিবা ঞ্চামৌ শূদ্র কেনে নয় ।

যেই কুম্ভতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১২৭)

শ্রুত্যুক্ত কুম্ভবর্ণ পুরুষ ই পুরটসুন্দরদ্যুতি শ্রীগৌরসুন্দর—

যদা পশুঃ পশাতে কুম্ভবর্ণং কণ্ঠারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধুয় নিব্জ্ঞানঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

(মুণ্ডক ৩।১।৩)

অনপিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ

সমর্পয়িতুম্নরতোজ্জন-রসাং স্বভক্তিপ্রিয়ম্ ।

হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি-কদম্বসন্দীপিতঃ

সদা হৃদয়-কন্দরে ক্ষুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ।

(বিদগ্ধমাধব ১ম অঙ্ক, ২য় শ্লোঃ)

ତତ୍ତ୍ୱମୀଠିକା

ଓଁ

ଅତ୍ତାନାତିସିରାକ୍ଷୟ ଡାନାଞ୍ଜନମାଳାକଥା ।

ଠକ୍କୁ ଚୁଆଁନିତଂ ଧେନ ତୈଶ୍ଚ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନୟଃ ॥

ନୟ ଓଁ ବିଷ୍ଣୁପାଦାୟ କୁଞ୍ଜପ୍ରେଷ୍ଠହହାସ୍ୟନେ ।

ଶ୍ରୀଧୃତେ ଓଞ୍ଜିମିଦ୍ଧାଞ୍ଜ-ମରୁତ୍ୟୁତୀତିନାସିନେ ॥

ଶ୍ରୀବାର୍ଦ୍ଧଞ୍ଜନବୀଦେବୀଦୟିତାୟ କୃପାକ୍ଷୟେ ।

କୃଷ୍ଣମଧ୍ୟକ୍ଷବିଜ୍ଞାନଦାସିନେ ସ୍ରବେ ନୟଃ ॥

ସାଧୁର୍ହୋଞ୍ଜନପ୍ରେସ୍ଥାଠ୍ୟ-ଶ୍ରୀକୃପାଞ୍ଜୁଗଞ୍ଜିଦ୍ ।

ଶ୍ରୀଗୋର-କରୁଣାସାକ୍ତିବିଗ୍ରହାୟ ନୟୋଽଞ୍ଜୁ ତେ ॥

ନୟଞ୍ଜେ ଗୋରବାଣୀ-ଶ୍ରୀସୁକ୍ତୟେ ଦୀନତାସିନେ ।

କୃପାଞ୍ଜୁଗବିରୁଦ୍ଧାପାମିଦ୍ଧାଞ୍ଜ-ସ୍ତାଞ୍ଜୁହାସିନେ ॥

ଶ୍ରୀଠେତନ୍ୟାନ୍ୟନୋଽଞ୍ଜିଞ୍ଜଂ ଶ୍ରୀମିତଂ ଧେନ ଓଁତନେ ।

ଅୟଂ (ମୋଽୟଂ) କୃପଂ କଦା ଶୟଂ ଦଦାତି

ଅପଦାଞ୍ଜିକୟ୍ ॥

ବଦ୍ଧେ ଶିଖାଞ୍ଜୁରଂ ଶ୍ରୀଞ୍ଜଂ ଓଞ୍ଜିବିବେକଞ୍ଜରତୀୟ୍ ।

ମରୁତ୍ୟୁତ୍ୟୟଂ ବିଜ୍ଞଂ ମଦା ନାୟମରାୟନୟ୍ ॥

ବୈଷ୍ଣବାଠାର୍ଥପାଦାୟ ଶ୍ରୁକ୍ଷେପୈକଜୀବିନେ ।

ଶ୍ରୀଧାରୁତଗୋଡ଼ୀୟାମନସ୍ତାପନକାସିନେ ॥

ମଂସାରସୋଽନାସାୟ ପ୍ରାପକାୟ ଶ୍ରୁରୋଃ ପଦୟ୍ ।

ଓଞ୍ଜିବଦ୍ଧ ଦର୍ଶକାୟ ନୟଞ୍ଜୟେ କୃପାକ୍ଷୟେ ॥

ନନ୍ଦୋ ମୋରାକିଶୋରାୟ ମାଞ୍ଜାନ୍-ବୈରାଗ୍ୟଧୂର୍ତ୍ତସ୍ତେ ।
ବିପ୍ରଜନ୍ମରମାନ୍ତୋସେ ! ପାଦାଞ୍ଜୁଜାୟ ତେ ନମଃ ॥

ନନ୍ଦୋ ଓକ୍ତିବିନୋଦାୟ ମଞ୍ଜିଦାନନ୍ଦ-ନାସିନେ ।
ମୋରାସକ୍ତି-ଅରୁପାୟ ଋପାନ୍ତଗବରାୟ ତେ ॥

ମୋରାବିର୍ଭାବହୃଦ୍ରେକ୍ତଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଷ୍ଟା ମଞ୍ଜନସ୍ଥିତଃ ।
ବୈଷ୍ଣବମାର୍ଚ୍ଚାଘୋଷ-ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ ॥

କ୍ଳାନ୍ତିରାବର୍ତ୍ତହୃଦ୍ରେକ୍ତଂ ପଦ୍ମଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀତେ ଗିରିନ୍ଧ୍ର ।
ଧାରୁପା ତଦ୍ବନ୍ଧଂ ବନ୍ଧେ ଶ୍ରୀହରଃ ଦୀନତାରଣନ୍ ॥

ବାଞ୍ଛାକଲ୍ପତରୁଣ୍ଡଞ୍ଚ ଋପାମିକ୍ଷୁଣ୍ଡ ଏବ ଚ ।
ପାତିତାନାଂ ପାବନେଢ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଢ୍ୟୋ ନନ୍ଦୋ ନମଃ ॥

ନନ୍ଦୋ ଶ୍ରୀବାବଦାନାୟ ଋଷସ୍ତେଷମଦାୟ ତେ ।
ଋକ୍ଷାୟ ଋକ୍ଷତ୍ତେତନ୍ୟନାସ୍ତେ ମୋରାଦ୍ରିସ୍ତେ ନମଃ ॥

ମହତତ୍ତ୍ବାୟକଂ ଋକ୍ଷଂ ଓକ୍ତାରୁପଅରୁପକଂ ।
ଓକ୍ତାବତାରଂ ଓକ୍ତାଥ୍ୟଂ ନନ୍ଦାସି ଓକ୍ତାସକ୍ତିକଂ ॥

ଶ୍ରୀଋକ୍ଷତ୍ତେତନ୍ୟ ମୁଢ଼ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀଅର୍ଦ୍ଧେତ୍ତ ।
ଶ୍ରୀମଦାଧର ଶ୍ରୀବାମାଦି ଶ୍ରୀଗୋରଓକ୍ତାବନ୍ଦ ॥

ଶଝେର ଆରଞ୍ଜେ କରନ୍ତି ଶଝନାଚରଣ ।
ହର-ବୈଷ୍ଣବ-ଓଗବାନ୍ ତିନେର ଅରଣ ॥
ତିନେର ଅରଣେ ଶଝ ବିଷ୍ଣ-ବିନାଶନ ।
ଅନାୟାସେ ଶଝ ଧେନ ବାଞ୍ଛିତ-ପୁରଣ ॥

শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনামুখে
স্মরণমূলে তাঁহাদের অহৈতুক রূপাশীর্ষাদে উপনিষদ্-গ্রন্থমালার অন্তর্গত
ঈশ, কেন, কঠ ও শ্বেতাশ্বতর-উপনিষৎ-চতুষ্ঠয়ের সম্পাদনা সমাপ্ত
হওয়ায় শ্রীগুরু-গৌরাক্ষের অশেষ করুণার কথা স্মরণ করিয়া
পুনঃ পুনঃ শ্রীগুরু-গৌরাক্ষের জয় ঘোষণাকরতঃ নিজেকে কৃতকৃতার্থ
বোধ করিতেছি ।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদেব অহৈতুকী করুণাই একমাত্র
সম্বল করিয়া মাদৃশ অধ্যম উপনিষদ্ গ্রন্থমালার সম্পাদনরূপ দুর্লভকার্য্যে
হস্তক্ষেপ করিতে বাসনা করিয়াছে ।

শিষ্টাচারানুসারে গ্রন্থের আরম্ভে গ্রন্থের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বর্ণন-
পূর্ব্বক ভূমিকা লিখনের প্রথা থাকায় মাদৃশ অধ্যম প্রতিটি উপনিষদের
প্রথমে বিভিন্ন নামে একটি ভূমিকা লিখিয়া আসিতেছে । এবারেও
এই গ্রন্থের ভূমিকার নামকরণ হইয়াছে 'তত্ত্বপীঠিকা' ; কারণ এই
উপনিষদখানিতে বহুতত্ত্বের সমাবেশ দৃষ্ট হয় । বিভিন্ন উপনিষদের
সারতত্ত্বসমূহ এই উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে ।

এই উপনিষদখানি অথর্ষবেদের শৌনকীয় শাখার অন্তর্গত । ইহা
সকল উপনিষদের সারস্বরূপ বলিয়া ইহাকে মুণ্ডকোপনিষৎ বলে ।
দেহের মধ্যে মুণ্ড অর্থাৎ মস্তক যেমন উত্তমাজ ও সারস্বরূপ, সেইরূপ
সমস্ত জ্ঞতির সারতত্ত্ব ইহাতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহা মস্তকসদৃশ
শ্রেষ্ঠ ।

কেহ বলেন—এই উপনিষৎ অজ্ঞান ও অবিদ্যার মূণ্ডন করিয়া
লোককে মুক্ত করে বলিয়া ইহার নাম মুণ্ডক-উপনিষৎ ।

আবার কেহ বলেন—অথর্ষবেদের ২৮ খানি উপনিষদের মধ্যে
এই উপনিষৎখানি শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহাকে মুণ্ড বা শির আখ্যা দেওয়া

হইয়াছে। আবার কেহ বলেন—মুণ্ডক নামে কোন ঋষি কর্তৃক ইহা উপদিষ্ট বা প্রবর্তিত হওয়ায় সেই প্রবর্তক ঋষির নামানুসারে ইহার নাম ‘মুণ্ডক’ হইয়াছে। যেমন কঠ, শ্বেতাশ্বতর নামেও কোন কোন উপনিষৎ আখ্যাত হইয়াছে। মূলতঃ উপনিষৎ অপৌকুষেয়। ইহা কাহারও রচিত গ্রন্থ নহে।

এই উপনিষদে প্রথমতঃ ব্রহ্মবিচার আশ্রয় পারম্পর্য্য কথিত হইয়াছে। আদি গুরু ব্রহ্মা স্বায় জ্যোষ্ঠপুত্র অথর্ষাকে সর্গবিচার আশ্রয়ভূত ব্রহ্মবিচার উপদেশ করেন। অথর্ষা তাহা অঙ্গিরাসকে মুনিকে এবং অঙ্গির মুনি তাহা তরঙ্গাজগোত্রীয় সত্যবহ নামক মুনিকে এবং সত্যবহ তাহা অঙ্গিরস্ নামক নিজ পুত্র অথবা শিষ্যকে উপদেশ করিয়াছিলেন। আবার শুনক মুনির পুত্র শৌনক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহর্ষি অঙ্গিরা তাহাকে এই ব্রহ্মবিজ্ঞা উপদেশ করেন। শৌনক আচার্য্য অঙ্গিরাতে প্রশ্ন করিলেন—‘হে ভগবন্ ! কোন্ বস্তু সম্যক্ বিদিত হইলে সমস্ত অবগত হওয়া যায়? মহর্ষি অঙ্গিরা তদন্তরে বলেন যে, বিজ্ঞা দুই প্রকার—পর্য্য ও অপর্য্য। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ষবেদ, এবং বেদাঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকৃৎ, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এগুলি অপর্য্য বিজ্ঞা-মধ্যে গণিত। আর যাহা দ্বারা অক্ষরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই পর্য্য বিজ্ঞা।

সেই ব্রহ্মবস্তু জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, তিনি নিত্য, বিভূ, সর্গগত, সৃষ্টি ও অব্যয়। তিনি স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া অচিন্ত্যশক্তিবলে সমগ্র জগৎ সৃষ্টি, পালন ও সংহারাদি করিয়া থাকেন। তিনি উপাদান ও নিমিত্তকারণ, এবিষয়ে ত্রিবিধ দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—মাকড়সা, পৃথিবী ও মানব-শরীর।

অক্ষরব্রহ্ম সঙ্কল্পাত্মক ঈক্ষণ দ্বারা এই বিচিত্র জগৎ উৎপাদন করেন। তাঁহা হইতে জগৎপত্নির বীজ অন্ন প্রথমে উৎপন্ন হয়। অন্ন হইতে প্রাণ, মন ও সত্য, ভূতসমূহ, লোকসকল, এবং নিমিত্ত-ভূত কৰ্মসমূহ ও তজ্জনিত অবিনশ্বর ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ব্রহ্মবশ্ত সৰ্বস্ব ও সৰ্ববিৎ। তাঁহা হইতেই ব্রহ্মা, পদার্থের নাম, রূপ ও শাস্ত্রাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা প্রথম মণ্ডকের প্রথম খণ্ডের সারকথা।

প্রথম মণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের সার বর্ণনে পাই,—সেই অক্ষরব্রহ্ম-বশ্ত সত্যস্বরূপ ও নিত্য। সত্যযুগে জীবের কৰ্মসমূহ পরব্রহ্ম-বিষয়ক ছিল কিন্তু ত্রেতাযুগে উহা নানা দেবতা-বিষয়ক হইয়াছে। কৰ্মসমূহ সাধারণতঃ চিন্তাশুদ্ধির জন্মই উপদিষ্ট। বৈদিককৰ্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া ত্রীভগবানে সমর্পিত হইলে চিন্তাশুদ্ধিক্রমে ক্রমশঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ লাভ করায়। তজ্জন্ম বলা হইয়াছে যে, কালী, করালী প্রভৃতি সপ্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত সপ্তশিখ অগ্নিতে অগ্নিহোতাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। আহুতি সমূহ পুণ্যকর্মের ফলপ্রাচুর্য্যে লোভ প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু এই অষ্টাদশাশ্রয় যজ্ঞরূপ ভেলা অদৃঢ় অর্থাৎ তদ্বারা ভবসমুদ্র পার হওয়া যায় না। যে সকল মূঢ় ব্যক্তি ইহাকেই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া অভিনন্দন করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ-মধ্যে পতিত হয়।

যাহারা অবিচার মধ্যে অর্থাৎ কাম্যকর্মাধিক্রম অজ্ঞানের মধ্যে বর্তমান থাকিয়া নিজদিগকে বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি অনর্থপরম্পরায় পীড়িত হইয়া অন্ধ কর্তৃক পরিচালিত অন্ধের ন্যায় এই সংসারে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। এই সকল ব্যক্তি সদ্গুরুর চরণাশ্রয় না পাইয়া নিজেদের পাণ্ডিত্যহীনতাকেই

পাণ্ডিত্য বলিয়া বিবেচনাকরতঃ নিজদিগকে কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকে । তাহারা কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে না পারিয়া সংসারে প্রমত্ত হইয়া ইষ্টোপ্ত কৰ্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ মনে করতঃ অপর শ্রেয়োমার্গ জানিতে পারে না ও পুনঃ পুনঃ হীনতর লোকে প্রবেশপূৰ্ব্বক দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ; আর যাহারা সাংসারিকভোগে বিরক্ত হইয়া যতি-পথান্বিত হন এবং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূৰ্ব্বক অরণ্যে বাস করতঃ তপস্যা ও শ্রদ্ধা অচ্যুতান করেন, তাহারা ক্ষীণপাপপুণ্য হইয়া সূর্য্যাস্তারা ব্রহ্মলোকে নীত হন । তজ্জগুই কৰ্ম্মোপার্জিত লোকসমূহের অনিত্যত্ব ও দুঃখপ্রদত্ত বিচার পূৰ্ব্বক ব্রাহ্মণ যখন বুঝিতে পারেন যে, অনিত্য-কৰ্ম্ম দ্বারা নিতাপদার্থ লাভ হয় না, তখন নির্বেদসহকারে সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট বাস্তব সত্য অবগত হইবার জ্ঞান এবং নিত্যমঙ্গল লাভের জ্ঞান অভিগমন করিয়া থাকেন ; ব্রহ্মজ্ঞ তত্ত্ববিৎ গুরুদেবও সেই বৈরাগ্যযুক্ত প্রশান্ত-মনা, সংযতেন্দ্রিয় শিষ্যকে ষথাবৎ ব্রহ্মবিজ্ঞা অর্থাৎ ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ করিয়া থাকেন ; কারণ একমাত্র পরা বিজ্ঞারূপ ভক্তির সাহায্যেই পরমসত্য অক্ষরস্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং নিত্যমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে ।

দ্বিতীয় যুগের প্রথম খণ্ডের তাৎপর্যালোচনায় পাই,—প্রথম যুগের দ্বিতীয় খণ্ডে অপরা বিজ্ঞার স্বরূপ ও ফল বর্ণন পূৰ্ব্বক উহার তুচ্ছতা প্রদর্শন করায় উক্ত ফলে বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির পরা বিজ্ঞা লাভের নিমিত্ত সদগুরুর সন্নিকটে শরণাগত হইবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ।

এক্ষণে সেই পরা বিজ্ঞার বর্ণনাভিপ্রায়ে অন্ত প্রকরণ আরম্ভ করিয়া মহর্ষি অঙ্গিরা শৌনককে বলিলেন যে পূৰ্ব্ববর্ণিত পরব্রহ্মের

স্বরূপই সৰ্ব্বথা সত্য। দীপ্তিমান্ অগ্নি হইতে অগ্নিকণাসমূহ যেমন
নিৰ্গত হয়, সেইরূপ পরম অক্ষরপুরুষ হইতে বিবিধ বিভিন্নাংশ
জীবসকল উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় তাঁহাতেই প্রবেশ করে।

তিনি অপ্রাকৃত মৃতিমান্ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্য ও অভ্যন্তরবতী, অজ,
প্রাকৃত মনঃ প্রাণাদি রহিত, শুদ্ধ, এবং অক্ষর জীব হইতে শ্রেষ্ঠ
অর্থাৎ সৰ্ব্বথা উত্তম। এই সৰ্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতেই জগৎ-
সৃষ্টিকালে প্রাকৃত প্রাণ, মন (অন্তঃকরণ) ও সমুদয় কৰ্ম্মেন্দ্রিয় ও
জ্ঞানেন্দ্রিয়, এমন কি, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী প্রভৃতি
পঞ্চ মহাভূত সমস্তই উৎপন্ন হয়। তাঁহা হইতেই বিরাটরূপের
উৎপত্তি। লোকের যেমন মস্তক দেহের উপরিভাগে থাকে, সেইরূপ
দ্বালোক অর্থাৎ স্বৰ্গ বিরাটপুরুষের মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার
চক্ষুর্দ্বয়, দিক্‌সকল কর্ণদ্বয় এবং প্রকাশিত বেদসকল বাক্য, বায়ু
প্রাণ, বিশ্ব হৃদয়। ইহার পাদযুগল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে,
তিনি সৰ্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তারপর পঞ্চাগ্নিবিজ্ঞান উপদেশে বর্ণিত
হইয়াছে, দ্বালোক তাঁহা হইতেই প্রকাশিত, দ্বালোক হইতে পৰ্জ্জন্ত
এবং পৰ্জ্জন্ত হইতে ওষধির উৎপত্তি, ওষধি হইতে শক্তিপ্রাপ্ত
ত্ৰী-পুরুষের সংযোগে প্রাণিগণের উৎপত্তি।

সেই পরমপুরুষ হইতেই ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ, যজ্ঞে ব্রতী-
দিগের যৌগীৰ্ব্ধনাদি নিয়ম, অগ্নিহোতাদি যজ্ঞ, বিবিধ ষাগ, দক্ষিণা,
সংবৎসরাদি কাল, যজ্ঞমান ও যজ্ঞফল স্বর্গাদি উদ্ভূত হইয়াছে।
পারলৌকিক দ্বিবিধ গতি—যথা দক্ষিণায়নে মৃতের পিতৃযানগতি এবং
উত্তরায়ণে মৃতের দেবযানে গতিও তাঁহা হইতেই প্রবর্তিত হইয়াছে।

সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বর হইতেই বসু-রুদ্রাদি দেবতা, সাধাগণ,
মহুগ্ন, পশু, পক্ষী সকল, প্রাণ, অপান, ধাতু ও যবাদি শস্ত্র, তপস্তা,

শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্যা ও বিধিসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাণিগণের ভেদ, সৰ্ব্বপ্রকার সদাচার তাঁহা হইতেই উৎপন্ন ; অর্থাৎ সব কিছু পরমেশ্বর হইতেই উৎপন্ন এবং তিনিই সকলের পরমকারণ।

এই পরমেশ্বর হইতেই সপ্ত প্রাণ অর্থাৎ যাহাতে বিষয় প্রকাশনের বিশেষ বিশেষ শক্তি আছে, তৎসমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে ; সপ্ত প্রাণ, সপ্ত সমিধ্, সপ্ত হোম ও এই সপ্তলোক, ইহারা সকলেই তাঁহা হইতে উৎপন্ন। ইহা হইতে সাগর, উপসাগর, পৰ্ব্বত, নদী, নদ এবং ধাতু যবাদি শস্ত, মধুরাদি রসসমূহ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে।

এই বিশ্ব, কৰ্ম ও তপঃ পরামৃত্যুরূপ ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক। যিনি এই পরমপুরুষকে হৃদয়ে অবস্থিত জানেন, তিনি এই সংসার-
দশাতেই অবিজ্ঞাপ্রাপ্তি ছেদন করিতে পারেন।

দ্বিতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের তাৎপর্য্যানুধাবন করিলে পাওয়া যায়,—পরমাত্মা পরমেশ্বর স্বতঃপ্রকাশমান, কার্য্য-কারণস্বরূপ, প্রাণী-দিগের অন্তরবস্তী, হৃদয়-বিচরণকারী এবং মহান্ আশ্রয়। চলনশীল, প্রাণাপানবিশিষ্ট ও নিমেষাদিক্রিয়াযুক্ত সকলেই এই পরমাত্মার আশ্রিত। পরমাত্মা শ্রেষ্ঠতম ও পরম পূজনীয় এবং প্রাণিগণের প্রাকৃত জ্ঞানের অগোচর। তিনি অণু হইতেও অণু, তাঁহার আশ্রয়ে সকল লোক অবস্থান করিতেছে। তিনিই অক্ষরব্রহ্ম, তিনিই প্রাণ, বাক্য ও মনঃ, তিনিই সত্য, অমৃত, তাঁহাকে মনোরূপ শরের দ্বারা বিদ্ধ করিতে হইবে। অতএব তাঁহাতেই মনঃ সমাধান করা কর্তব্য।

উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য গ্রন্থরূপ ধনুতে জীবাাত্মারূপ মহাস্ত্র শর ভক্তি দ্বারা শাণিত করিয়া সন্ধান করিতে হইবে ; অর্থাৎ তদুগত-চিত্তে গ্রন্থব ধনুঃ আকর্ষণ পূর্ব্বক ঐ অক্ষর ব্রহ্মরূপ লক্ষ্য বিদ্ধ করা প্রয়োজন। একাগ্রচিত্তে সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হয় অর্থাৎ শরের

জ্ঞান তন্ময় হইতে হইবে। এখানে রূপকভাবে প্রণবকে ধনুঃ, জীবাত্মাকে শর, ব্রহ্মকে লক্ষ্য, তদগত ভক্তিভাবে ধনুকের আকর্ষণ-স্থানীয় বল হইয়াছে। আরও বল হইয়াছে যে, সেই সর্বাশ্রয় পরমাত্মাকে উপাসনারূপ উপায়াবলম্বনে জানিবে অর্থাৎ আশ্রয় করিবে এবং অপরা বিচার অন্তর্গত সকল কথা পরিত্যাগ করিবে। আর একটি রথনাভির দৃষ্টান্ত দ্বারাও ভগবদ্‌উপাসনার প্রণালী ও প্রাপ্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে।

সেই সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী পরমাত্মা ব্রহ্মপূরে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে ও জীবের হৃদয়াকাশে অবস্থিত থাকেন। ভক্তিবিজ্ঞানের সাহায্যে সেই পরাপর-স্বরূপ পরমাত্মাকে দর্শন কবিতো পারিলে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়। সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং জীবের কর্মসমূহ ক্ষয় হয়। তিনি পরম প্রকাশময়, আদিত্যাদি জ্যোতির্ময় পদার্থ সমূহেরও প্রকাশক স্বয়ং-প্রকাশবস্তু, তাঁহাকে সূর্য্য চন্দ্রাদি প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু তাঁহারই প্রকাশে অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশন শক্তির আংশিক সাহায্য লইয়াই সকল বস্তু প্রকাশিত হয়। তাঁহার দীপ্তিতেই সকলে দীপ্তিমান্। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। সমস্ত বিশ্ব তদাত্মক। তিনি সকলের বরিষ্ঠ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয়, অসমোক্ততত্ত্ব। তাঁহার ভজনই জীবের একমাত্র কর্তব্য।

তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের তাৎপর্য্যাত্মকশীলনে পাওয়া যায় যে, দুইটি সহযোগী, সখ্যভাবাপন্ন জীবাত্মা ও পরমাত্মরূপ পক্ষী একই দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিয়া থাকে। তন্মধ্যে জীবরূপ পক্ষীটি বিচিত্র কর্মফল ভোগ করে, আর অপর পরমাত্মরূপ পক্ষী কর্মফলের ভোক্তা না হইয়া কেবল জীবকে কর্মফল ভোগ করাইয়া নিজে সাক্ষিস্বরূপে দর্শন করে। জীব ভগবদ্‌ঐমুখ্যক্রমে সেই

শরীররূপ বৃক্ষ নিবাসী হইয়া শরীরকেই আত্মজ্ঞান করতঃ নিমগ্ন হয় এবং শক্তিহীন অবস্থায় মুহূমান হইয়া বিবিধ শোক অশুভব করিতে থাকে। কিন্তু স্বকৃতিক্রমে সেই জীব যখন সাধুসঙ্গপ্রভাবে নিজের ভগবদ্ভিমুখতার পরিণাম বুঝিতে পারে এবং সাধুভক্তগণসেবিত পরমেশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দর্শন করে, তখনই কৃষ্ণভক্তনোমুখ হইয়া শোকরহিত হয়।

যখন জীব জ্যোতির্ময় কল্পবর্ণ, কর্তা, পরমেশ্বর, ব্রহ্মারও উৎপত্তি-স্থল সেই পরমপুরুষকে ভজন-প্রভাবে দর্শন করে, তখন পাপপুণ্য-বিধৌত হইয়া নির্মলতা লাভ করে এবং পরব্রহ্মের সাম্বিধ্য প্রাপ্ত হইয়া তদাশ্রকভাবে তাঁহার সেবানিরত থাকে। তাঁহার ফলে জীব আত্মরতি, আত্মকীড় হয় অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিত্যধামে নিতালীলায় পার্শ্বদণ্ড লাভ করে। এইরূপ ব্যক্তিই ব্রহ্মবিস্তম।

সত্যেরই জয়, মিথ্যার কখনও জয় নাই। ইহা জানিয়া যাহারা সত্যাত্মী হন, তাঁহারা সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের ধামে গমন করেন। দেবযানাত্ম্য বিস্তৃত পথ একমাত্র সত্যদ্বারাই লভ্য। অতএব আমাদের সকলের সেই ভাগবতকথিত ‘নিরন্তকুহক’ পরমসত্যের আরাধনা করা কর্তব্য। অনেকে সাধারণভাবে সত্যকথা বলাকে সত্যাত্ম্য অর্থে গ্রহণ করিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীউপনিষৎ-কথিত বা সমুদ্র সাত্তত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য সত্য কিন্তু শ্রীভগবান্। যাহারা এই পরমসত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের উৎকর্ষ খ্যাপন করেন, তাহারাই অতিবাদী হন। এ-বিষয়ে বেদান্তসূত্রের “ভূমা সপ্তসাদাদধ্যাপদেশাৎ” (বে: সূ: ১৩৩৮) গোবিন্দভাষ্য দ্রষ্টব্য। ছান্দোগ্যের “এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যোনাতিবদতি” মন্ত্রটিও আলোচ্য।

সাধারণ সত্যকথা অবশ্য সকলেরই বলা কর্তব্য। কারণ মিথ্যাবাদী ইহলোকে যেমন দিচ্ছ ও তিরস্কৃত বা অবজ্ঞাত,

সেইরূপ পরলোকেও তাহার কোন প্রকার সদ্গতি হয় না কিন্তু সাধারণ সত্য কথার দ্বারা জীব নৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠতা লাভ পূৰ্ব্বক পারলৌকিক কিছু সদ্গতি অৰ্জন করিতে পারিলেও পরমসত্য শ্রীভগবানের আশ্রয় ব্যতিরেকে সংসার হইতে মুক্তি লাভ কিংবা শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লাভ করিতে পারে না। এ-বিষয়ে আমাদের বিশেষ বিচার করা কর্তব্য। এই উপনিষদে এস্থলেই বর্ণিত হইয়াছে যে, আগ্নেয়কাম ঋষিগণ সত্যের পরম নিধান যে স্থানে আছেন, তথায় গমন করিয়া থাকেন। সেই ব্রহ্মবন্ত বৃহৎ, দিব্য এবং অচিন্ত্যরূপ, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, তিনি ভজনহীনের নিকট হইতে অতি দূরে আর ভজনশীলের দেহমধ্যে; অতি নিকটে হৃদয়-গুহায় অবস্থিত আছেন। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহ তাঁহাকে অশুভব করিতে পারে না। তপস্তা বা কৰ্ম্মদ্বারাও তিনি গ্রাহ্য নহেন। যিনি ভগবৎপ্রসাদে শুদ্ধজ্ঞান লাভে নির্মলচিত্ত হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে সতত ধ্যান করেন, তিনিই সেই অখণ্ড পরমানন্দময় পরমেশ্বরকে দর্শন করেন। ভগবৎ-স্বরূপ-জ্ঞান লাভের পূর্বে জীবাশ্মরূপ-জ্ঞানও প্রয়োজন। জীবাশ্মা অণু অর্থাৎ অণুচৈতন্য। বিশুদ্ধচিত্ত দ্বারাই এই জীবাশ্মরূপ জ্ঞাতব্য। দেহের মধ্যে হৃদয় প্রদেশে জীবাশ্মা ও পরমাশ্মা উভয়ই অবস্থিত। জীব সাধুগুরুর উপদেশে ও সেবার ফলে আশ্মরূপ অবগত হয়, নির্মল আশ্মার ভগবদ্-ভজনপ্রভাবে ভগবদর্শন হয়। সকাম ব্যক্তিও ভগবদুপাসনার ফলেই কাম্য লোক লাভ করেন। কিন্তু সেই সকল ভূতিকাম ব্যক্তিগণেরও আশ্মজ্ঞের সেবা করা কর্তব্য।

তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের সারনির্যাসরূপে আমরা পাই যে, যিনি বিভূতিভূষণবর্জিত হইয়া নিকামভাবে তত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীভগবানের উপাসনা করেন, তিনি আর পুনর্জন্ম লাভ

করেন না। আপ্তকাম তৎসজ্জ ব্যক্তির সকল কামনা ইহলোকেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আর সকাম ব্যক্তি কামাহুযায়ী ভোগোপযোগী লোকে জন্মগ্রহণ করে, সুতরাং কেবল ভগবন্তজনপ্রভাবে শ্রীভগবানের নিত্যধামে নিত্যসেবা লাভের জগুই বুদ্ধিমান ব্যক্তির তৎসজ্জ গুরু চরণাশ্রয় পূর্বক হরিতজন করা কর্তব্য।

সেই পরমাত্মবস্ত্ত বেদাধ্যয়ন, মেধা বা শাস্ত্রার্থধারণা দ্বারা লভ্য হন না, কিন্তু তিনি ঐহাকে যোগ্য বলিয়া মনে করেন, অর্থাৎ আপনার বলিয়া স্বীকার করেন, সেই স্বীকারের ফলেই শ্রীভগবান্ লভ্য হন। এইজগুই তাঁহাকে বরণৈকলভ্য বলিয়া শ্রুতি নির্দেশ করিয়াছেন। সেই সময়ে শ্রীভগবান্ তাঁহাকে অর্থাৎ নিজ ভক্তকে স্বীয় শ্রীবিগ্রহ দর্শন করাইয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ আত্মতৎসজ্জ-জ্ঞানরূপ বলহীন ব্যক্তি অর্থাৎ শ্রীভগবানের কৃপাবলহীন ব্যক্তির লভ্য নহেন। বিষয়াসঙ্গ-জনিত প্রমাদ বা অশাস্ত্র-বিহিত লিঙ্গাদি ধারণ বা ঘোর তপস্তাদি দ্বারাও শ্রীভগবান্ লভ্য নহেন। যিনি শাস্ত্রবিহিত ভক্তির অঙ্গভূত সাধন দ্বারা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকারার্থ যত্নশীল, তিনিই ব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভগবদসাক্ষাৎকারপ্রাপ্ত ঋষিগণ জ্ঞানতৃপ্ত, বীতরাগ ও প্রশাস্তাত্মা হন। যুক্তাত্মা পুরুষ সর্বব্যাপী শ্রীভগবান্কে সর্বভূতের হৃদয়ে দর্শন করিয়া সর্বতত্ত্বাত্মক সেই পরব্রহ্মেই অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকেন।

ঐহারা বেদান্তপ্রতিপাত্ত পরমাত্মবস্ত্তকে পরমপুরুষার্থ বলিয়া স্থনিশ্চিত করিয়াছেন, বৈরাগ্যাদি অবলম্বনে ভগবন্তজনের ফলে ঐহাদের অন্তঃকরণ নির্মল হইয়াছে, সেই সকল ভক্ত সংসারদশার অবসানে পরব্রহ্মকেই অমৃতস্বরূপ জানিয়া ব্রহ্মের ধামে মোক্ষানন্দ লাভ করেন। মুক্তাবস্থায় জীবাত্মা পরব্রহ্মে ঐক্য প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তৎসামীপ্য-লাভে তদাত্মকভাবে তদীয়ত্ব লাভ করেন। বদ্ধাবস্থার

জ্ঞান আর অত্যন্ত ভেদ থাকে না। অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ লাভ করিয়া নিত্যদাস্ত প্রাপ্ত হন। নদীর সমুদ্রে মিলনের জ্ঞান জীব প্রাকৃত নাম ও রূপ পরিত্যাগ পূর্বক পরাংপর দিব্যপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মসাদৃশ্যই লাভ করেন কিন্তু কেবলাভেদভাব প্রাপ্ত হন না, ইহাই বিশেষ লক্ষণীয়। 'সদৃশ' কথায় কেবলাভেদ বুঝায় না। ব্রহ্মদর্শী ব্যক্তি শোকাতীত হন এবং হৃদয়গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়া নিত্যস্বরূপ প্রাপ্ত হন।

ঋক্মন্ত্রেও প্রকাশিত আছে যে, যে সকল ক্রিয়াবান্, বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি যথাবিধি হোম ও ব্রতাদি পালন করেন অথবা উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ভক্তিয়োগের অনুষ্ঠান করেন তাঁহাদিগের নিকটেই এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেষ্টব্য।

অঙ্গিরা নামক ঋষি শোনককে এই পরমমত্যা অক্ষরপুরুষের উপদেশ করিয়াছিলেন। সেই পরম ঋষিদিগকে নমস্কার।

এই উপনিষৎখানি বিভিন্নত্বের উপদেশক, সূত্রবাং শ্রদ্ধা ও মনোযোগ সহকারে আগ্রহ বিচারপূর্বক তত্ত্ববিৎ গুরু নিকট শ্রবণ বা অধ্যয়ন করা কর্তব্য। ইহাতে গুরুপরম্পরার তত্ত্ব, যাহার তত্ত্বজ্ঞানে সকলের জ্ঞান লাভ হয়, পরা ও অপরা বিচার স্বরূপজ্ঞান, সর্বশক্তিমান্ অপ্রাকৃত ভগবৎস্বরূপ তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, যজ্ঞাদি কৰ্মতত্ত্ব, কৰ্মফলের তত্ত্ব, কৰ্মকাণ্ডের হেয়ত্ব, বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞানের তত্ত্ব, কৰ্ম ও জ্ঞানের প্রতি নির্বেদপ্রাপ্ত জনগণের সদগুরু চরণাশ্রয়ের কর্তব্যতা ও গুরুতত্ত্ব, বিভিন্ন জীবের উৎপত্তির তত্ত্ব, সর্বভূতের উৎপত্তির তত্ত্ব, ভগবত্তত্ত্ব, ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় তত্ত্ব, ভগবৎ-প্রাপ্ত ব্যক্তির মহিমা, জীব ও পরমাত্মার সহভাবতত্ত্ব, জীবের ভগবদ্ভিমুখতার পরিণাম ও ভগবদ্ভিমুখতার ফল, ভগবদ্ প্রাপ্তির সহজ উপায়, ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত ব্যক্তির

মহিমা প্রভৃতি বিপুল তত্ত্বের সমাহার দৃষ্ট হয়, সেইজন্যই ভূমিকার নাম 'তত্ত্বপীঠিকা' করা হইয়াছে।

আশা করি, সহৃদয় পাঠকগণ আমার অযোগ্যতানিবন্ধন যে সকল দোষ ও ত্রুটি এই গ্রন্থমধ্যে দর্শন করিবেন, তাহা তাঁহারা নিম্নগুণে সংশোধনকরতঃ এবং মাদৃশ অধমের প্রতি করুণাবশতঃ ক্ষমাপন পূর্বক গ্রন্থে বর্ণিত তত্ত্বের মর্ম্ম অবধারণ করিবেন। তাহা হইলেই আমি নিজে কৃতকৃতার্থ বোধ করিব।

আমি সর্ববিষয়ে অযোগ্য হইয়াও একমাত্র গুরু-বৈষ্ণবের রূপাবল আশ্রয় করিয়াই যে এই গ্রন্থ-সম্পাদনে রত, তাহা আমি আদি ও অন্তে এবং মধ্যে সর্বত্র জ্ঞাপন করিয়াছি। এই গ্রন্থপাঠে যাহারা উপকৃত হইবেন, তাঁহারা মদীয় গুরুবর্গের মহিমা জানিবেন, আর যে-বিষয়ে ক্ষণ হইবেন, সে দোষ আমার জানিবেন ও আমাকে ক্ষমা করিবেন, ইহাই আমার কাতর নিবেদন।

এই গ্রন্থ মুদ্রণে রূপ লেখা প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীমান্ জ্যোতিবিন্দু নাথ নন্দী, বি, এন্স, সি, 'ভক্তিকলানিধি' মহোদয় যেরূপ ঐকান্তিক সেবাচেষ্টা লইয়া মুদ্রণকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে পুনরায় মদীয় পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী-করুণার কথা স্মরণ পূর্বক তদীয় বাতুলচরণে কৃতাজলিপুটে প্রণাম পুরঃসর এই নিবেদন করিতেছি যে, হে প্রভো! মাদৃশ অধমের সকল অপরাধ ক্ষমা করুন, শ্রীচরণে স্থান দিয়া অধমকে উদ্ধার করুন। নিত্য-কালের দাস করুন। শ্রীচরণে নিবেদনমিতি।

অধমস্ত প্রার্থনা—

ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধাস্ত্যতুলহরিকথাপ্রেমিকাণাং প্রভুণাং
 দাসঃ শ্রীবৈষ্ণবানাং পরিচরণপরঃ কৃষ্ণসেবাত্রতানাম্ ।
 কর্ত্তুং গন্তীরসারং সুগমমুপনিষন্মুগুং তত্বচিন্তা-
 লেশং ভাষানিবন্ধং ব্যতনুত কৃপয়া শ্রীগুরোঃ ক্ষম্যতাং ভোঃ।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের
 বিরহতিথি-বাসর
 ৪ নারায়ণ, ৪৮৫ গোবিন্দ
 ১২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮
 ৬ই ডিসেম্বর (১৯৭১)

শ্রীচৈতন্যসরস্বতী প্রভুপাদের
 কৈর্য্যাভিলাষী
 দীনাতিদীন—
 শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধাস্তী

শ্রীশ্রীগুরু-গোবিন্দো জয়ত:

প্রকাশকের নিবেদন

পরমারাধ্য মদীয় শিক্ষাগুরুদেব পরিত্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগ্‌শ্বামী শ্রীশ্রীমন্তকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ [সিদ্ধান্তী] গোবিন্দ মহারাজ তৎ-সংকলিত উপনিষৎগ্রন্থমালার অন্তর্গত ঈশ, কেন, কঠ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ-চতুষ্টয়ের সম্পাদনা সমাপ্ত করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই মুণ্ডক ও মাণ্ডূ-ক্যোপনিষৎ গ্রন্থদ্বয় একত্র সম্পাদনা করিলেন।

পরমারাধ্যা পরমা শুভা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দত্রয়োদশী তিথিতে গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হইতেছেন, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। অথর্কবেদীয় শাখায় যতগুলি উপনিষৎ আছে, তন্মধ্যে মুণ্ডকোপনিষৎখানি সারস্বরূপ, দেহের মস্তক যেরূপ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ এই উপনিষৎখানিও মস্তকস্বরূপ শ্রেষ্ঠ বলিয়া মুণ্ডক নামে প্রসিদ্ধ।

মাণ্ডুক্যোপনিষৎখানিতেও চারিটি পাদে ত্রৈলোক্যই বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ওঁ কারই শ্রীভগবানের বিগ্রহস্বরূপ।

পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজ যেরূপ প্রত্যেক উপনিষদের ভূমিকা বিস্তৃতভাবে বর্ণন করেন, তাহাতে আমার আর অধিক লিখিবার প্রয়াস বাতুলতামাত্র জানিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

আশা করি, গোড়ীয়ভাষ্যসম্বলিত এই উপনিষৎ-গ্রন্থমালা সকল বৈষ্ণবমাত্রেয়ই আদরের বিষয় হইবে। বিশেষতঃ গোড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে ইহা একটি অমূল্যনিধিরূপে বিচারিত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। গ্রন্থ-সংগ্রহে ও অনুশীলনে সকলে যত্ববান হইবেন, ইহাই আমার নিবেদন। ইতি। বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীসতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

(গ্রন্থ-প্রকাশক)

ତ୍ରିତ୍ରୀତ୍ବ-ଗୌରାଂଶୌ ଜୟତ:

ବିଷୟ-ସୂଚୀ

ପ୍ରଥମ ଗୁଣ୍ଡକେର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ

କ୍ରମିକ ନଂ	ବିଷୟ	ପୃଥାକ
୧ ।	ଶାନ୍ତିପାଠ	୧—୫
୨ ।	ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାର ପ୍ରବକ୍ତା ଋଷି-ପରମ୍ପରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକା- ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନ	୫—୧୧
୩ ।	ଅନ୍ଧିରା ଋଷିର ନିକଟ ଶୌନକେର ପ୍ରଶ୍ନ ...	୧୧—୨୮
୪ ।	ଅନ୍ଧିରା ମୁନି କର୍ତ୍ତୃକ ଉତ୍ତରଦାନ-ପ୍ରସଙ୍ଗେ ତ୍ରିବିଧ ବିଦ୍ୟାର ବର୍ଣ୍ଣନ ଏବଂ ପରା ଓ ଅପରା ବିଦ୍ୟାର-ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନ	୨୮—୩୭
୫ ।	ପରା ବିଦ୍ୟାର ବିଷୟ ଅକ୍ଷରବ୍ରହ୍ମେର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନ ଓ ଉର୍ଗନାଭେର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତେର ଉଲ୍ଲେଖ ପୂର୍ବକ ପରବ୍ରହ୍ମେର ସର୍ବକାରଣତ୍ୱ ଓ ଜଗତେର ଉତ୍ପତ୍ତିର କ୍ରମ ସଂକ୍ଷେପେ ବର୍ଣ୍ଣନ	୩୭—୫୬

ପ୍ରଥମ ଗୁଣ୍ଡକେର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ

୧ ।	ଅପରା ବିଦ୍ୟାର ବିଷୟ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରାଦି କର୍ମେର ବର୍ଣ୍ଣନ ଓ ତାହାର ବିଧି ଓ ଅବିଧିର ଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ	୫୭—୬୬
୨ ।	ଅଗ୍ନିର ସଂପ୍ରାପ୍ତି-ବର୍ଣ୍ଣନା-ପ୍ରଶଂସା ଓ ଫଳ- ନିର୍ଦ୍ଦେଶ	୬୭—୭୨

- ৩। ভক্তিরহিত কর্মের অসারতা ও দুঃখমূলক
প্রতিপাদন পূর্বক বহিস্মুখ কর্মের বহু-
মাননকারীর নিন্দা ও তৎফলে সংসারে পুনঃ
পুনঃ আবর্তন ও দুঃখভোগ ... ৭৩—৮৫
- ৪। সাংসারিক ভোগে বিরক্ত পুরুষের আশ্রমো-
চিত আচার-ব্যবহার ও তাহার ফল বর্ণন ৮৫—৮৮
- ৫। সংসার-বিরক্ত পুরুষের ভগবৎপ্রাপ্তির প্রধান-
উপায়, তত্ত্ববিৎ সৎগুরুর পদাশ্রয় ও সেবা এবং
তাঁহার সংশ্লিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান প্রদানের বিধিবর্ণন ৮৯—৯৮

দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ড

- ১। প্রজ্জলিত অগ্নি হইতে উৎপন্ন বিস্ফুলিঙ্গের
গায় অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে জীবের উৎপত্তি
ও ব্রহ্মে লয়ের বর্ণন ... ৯৯—১০২
- ২। অক্ষর পরব্রহ্মের সর্বকারণত্ব ও সর্বাশ্রয়ত্ব
এবং তদ্বিজ্ঞানের ফল বর্ণন ... ১০২—১০৬

দ্বিতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ড

- ১। পরব্রহ্মের সর্বভূতাস্তর্যামিত্ব ও সর্বাশ্রয়ত্ব
কথন ও তিনিই যে সকলের পরমলক্ষ্য
তদুপদেশ এবং তদ্বিজ্ঞানের ফল ... ১০৭—১০৮
- ২। অক্ষর পরব্রহ্ম লাভের উপায়কথন, ওঁকার—
ধর্মঃ, জীবাত্মা—শর, পরব্রহ্মই—লক্ষ্য ও সেই
পরব্রহ্মের স্বরূপ এবং লক্ষ্যভেদপ্রকার বর্ণন ১০৮—১১৫

- ৩। সূর্যাদি জ্যোতিঃপদার্থ পরব্রহ্মকে প্রকাশে
অসমর্থ, পরব্রহ্মই সূর্যাদির প্রকাশক, তাহা
প্রতিপাদন ও তদ্বিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞান লাভের
বিষয় বর্ণন ... ১৬৫—১৭২

তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ড

- ১। দেহরূপ বৃক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ
পক্ষিদ্বয়ের অবস্থান ও জীবের কর্মফল-
ভোগের বিষয় ও পরমাত্মার সাক্ষিস্বরূপে
অবস্থান কথা বর্ণন ... ১৭৩—১৭৮
- ২। ভগবত্তিমুখতার ফলে জীবের মায়াবন্ধন ও
তজ্জনিত ক্লেশ এবং ভগবন্তদ্বনের ফলে
মায়ামুক্তি ... ১৭৮—১৮৫
- ৩। ব্রহ্মজ্ঞের ব্রহ্মসারূপ্যলাভ ও আত্মক্ৰীড়া ও
আত্মরতিবিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্মবিদগণের মধ্যে
শ্রেষ্ঠতমত্ব লাভের বিষয় বর্ণন ... ১৮৬—১৯৩
- ৪। ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের সহকারিরূপে সত্যাদি
সাধনের নিরূপণ ও তৎসাহিমা কথন ১৯৪—২০১
- ৫। পরব্রহ্মের স্বরূপের দুজ্ঞেয়তা ও ভক্তির দ্বারাই
জ্ঞেয়তা ও তদাত্মকুল্যে চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা
বর্ণন ... ২০১—২১৮

তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ড

- ১। নিকাম ভগবদুপাসকগণের আত্মদর্শনের
অসম্ভবতা বর্ণন ... ২১৯—২২৪

- ୨ । ଭଗବଦ୍‌ଗ୍ରନ୍ଥ ବାଚୀତ ଅନ୍ତ ଉପାୟେ ଭଗବଦ୍‌ଦର୍ଶନ
 ଲାଭେର ସମ୍ଭାବନା ଆକାଶକୁସୁମତୁଳ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ୨୨୧—୨୩୫
- ୩ । ଭଗବଦ୍‌ଦର୍ଶନ-ପ୍ରାପ୍ତି ବାକ୍ତିର କୃତକୃତ୍ୟତା,
 ଦେହତ୍ୟାଗାନ୍ତେ ପ୍ରାଣାଦିର ଅ-ଅ କାରଣେ ଲୟ-
 ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ମର୍କ୍ଷୋପାଧି ବିନିଷ୍କୃତାବସ୍ଥାୟ
 ଜୀବାତ୍ମାର ଭଗବନ୍ନୋକଲାଭ ଓ ତାଦାତ୍ମାଭାବ
 ପ୍ରାପ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ... ୨୩୫—୨୫୩
- ୪ । ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାର ଉପଦେଶେର ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
 ଓ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥେର ଉପସଂହାର ... ୨୫୩—୨୬୧

• ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଗୁରୁ-ଗୌରାଂଜୋ ଜୟତ:

ମନ୍ତ୍ର-ସୂଚୀ

(ବର୍ଣମାଳାନୁକ୍ରମେ)

ମନ୍ତ୍ର	ମୁଦ୍ରା, ଧ୍ୟାନ, ଶ୍ରୁତି-ସଂଖ୍ୟା	ପୃଷ୍ଠା
ଅ		
ଅଗ୍ନିର୍ମୂର୍ତ୍ତା ଚକ୍ରସୀ ଚକ୍ରହର୍ଯ୍ୟୋ ଦିଶ:	୨।୧।୫	୧୧୨
ଅତଃ ସମୁଦ୍ରା ଗିରୟନ୍ତ ସର୍ବେହସ୍ୟାଂ	୨।୧।୨	୧୨୭
ଅଧର୍ଷଣେ ସାଂ ପ୍ରବଦେତ ବ୍ରହ୍ମାହର୍ଷା	୧।୧।୨	୧୦
ଅଥ ପରା ସ୍ୟା ତଦ୍‌ଦକ୍ଷରମଧିଗମ୍ୟାତେ	୧।୧।୫	୭୧
ଅସା ଇବ ସ୍ବଧନାର୍ତ୍ତେ ସଂହତା ସତ୍ର ନାଭ୍ୟ:	୨।୨।୬	୧୫୦
ଅବିଦ୍ୟାୟାମନ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନାଃ ସ୍ବୟଂ କ୍ଷୀରା:	୧।୨।୮	୭୭
ଅବିଦ୍ୟାୟାଂ ବହଧା ବର୍ତ୍ତମାନା ବୟଂ କୃତାର୍ଥା	୧।୨।୨	୮୦
ଆ		
ଆବି: ସନ୍ନିହିତଂ ଗୁହାଚରଂ ନାମ	୨।୨।୧	୧୭୫
ଇ		
ଇଷ୍ଟାପୂର୍ବଂ ମନ୍ତ୍ରମାନା ବରିଷ୍ଠଂ ନାନ୍ତୁଛ୍ରେୟୋ	୧।୨।୧୦	୮୭
ଏ		
ଏତନ୍ମାଞ୍ଜାୟତେ ପ୍ରାଣୋ ମନଃ ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟାଗି ଚ	୨।୧।୭	୧୦୬
ଏତେଷୁ ଯଚ୍ଚରତେ ଭାଜ୍ୟମାନେଷୁ	୧।୨।୫	୬୮
ଏଷୋହ୍ନୁରାୟା ଚେତସା ବେଦିତବ୍ୟୋ	୩।୧।୨	୨୦୮
ଏହେହୀତି ତମାହତୟଃ ସ୍ବବର୍ଚ୍ଚସ:	୧।୨।୬	୭୦

(চ)

মন্ত্ৰ	মুণ্ডক, খণ্ড, ঋতি-সংখ্যা	পত্রাঙ্ক
	ক	
কশ্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সৰ্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং	১।১।৩	১১
কামান্ ষঃ কাময়তে মনুমানঃ	৩।২।২	২২২
কালী করালী চ মনোজবা চ	১।২।৪	৬৭
ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ	৩।২।১০	২৫৩

গ

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা দেবাশ্চ সৰ্ব্বে	৩।২।৭	২৪০
--	-------	-----

ত

তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদো	১।১।৫	৩১
তদেতৎ সত্যম্ ঋষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ	৩।২।১১	২৫২
তদেতৎ সত্যম্। মন্ত্ৰেষু কৰ্ম্মাণি কবয়ো	১।২।১	৫৭
তদেতৎ সত্যং—যথা স্বদীপ্তাংপাবকাদ্বিশ্বলিঙ্গাঃ	২।১।১	৯৯
তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যাপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা	১।২।১১	৮৫
তপসা চীয়েতে ব্রহ্ম ততোহন্নমভিজায়তে	১।১।৮	৪৮
তস্মাক্ দেবা বহধা সংপ্রসূতাঃ	২।১।৭	১২১
তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যন্ত সূর্য্যঃ	২।১।৫	১১৫
তস্মাদৃচঃ সাম যজুংষি দীক্ষা	২।১।৬	১১৮
তস্মৈ স বিদ্বাহুপসন্নায় সম্যক্	১।২।১৩	৯৩
তস্মৈ স হোবাচ—ষে বিত্তে বেদিতব্যো	১।১।৪	২৯

দ

দিব্যো হ্যমূৰ্জঃ পুরুষঃ সবাহ্যাত্মন্তরো হৃদ্রঃ	২।১।২	১০২
দ্বা অপর্যা সযুজ্জা সখায়া সমানং বৃক্ষং	৩।১।১	১৭৩
দে বিত্তে বেদিতব্যো	১।১।৪	২৯

(ছ)

মন্ত্ৰ	মুণ্ডক, খণ্ড, শ্ৰুতি-সংখ্যা	পত্রাঙ্ক
ধ		
ধনুর্গৃহীত্বোপনিষদং মহাজ্ঞং শয়ং	২।২।৩	১৪২
ন		
ন চক্ষুষা গৃহতে নাপি বাচা	৩।১।৮	২০৪
ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতায়কং	২।২।১০	১৬৫
নায়মায়া প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া	৩।২।৩	২২৫
নায়মায়া বলহীনেন লভ্যো	৩।২।৪	২২২
প		
পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিহ্নান্ ব্রাহ্মণো	১।২।১২	৮২
পুরুষ এবৈদং বিশং কর্ম তপো ব্রহ্ম	২।১।১০	১৩০
প্রণবো ধনুঃ শরো হাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে	২।২।৪	১৪৫
প্রাণো হেষ ষঃ সর্কভূতৈর্বিভাতি	৩।১।৪	১২০
প্রবা হেতে অদৃঢ়া যন্তরূপা	১।২।৭	৭৩
ব		
বৃহচ্চ তদ্ব্যমচিস্ত্যরূপং	৩।১।৭	২০১
ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্ভূত্ব	১।১।১	৫
ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদব্রহ্ম পশ্চাদব্রহ্ম	২।২।১১	১৬৮
ভ		
ভিগ্নতে হৃদয়গ্রন্থিহিগ্নস্তে সর্কসংশয়াঃ	২।২।৮	১৫২
ম		
মন্ত্ৰেষু কর্মাণি কবয়ো যাগপশুং-	১।২।১	৫৭

(জ)

মত্ৰ	মুণ্ডক, খণ্ড, শ্ৰুতি-সংখ্যা	পত্ৰাঙ্ক
য		
যন্তদদ্রেশ্চমগ্ৰাহমগোত্ৰমবৰ্ণম্	১।১।৬	৩৭
যথা নগঃ শ্ৰুতমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি	৩।২।৮	২৪৫
যথা সূদৌষ্টাংপাবকাংবিফুলিঙ্গাঃ	২।১।১	৯৯
যথোৰ্ণনাভিঃ স্ফজতে গৃহুতে চ	১।১।৭	৪২
যদৰ্চ্চিমদ্ যদগুভ্যোহণু চ যশ্মিল্লৌকা	২।২।২	১৩৮
যদা পশুঃ পশুতে কৃষ্ণবৰ্ণং	৩।১।৩	১৮৬
যদা লেলায়তে হৃচ্চিঃ সমিদ্ধে হবাবাহনে	১।২।২	৬১
যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি	৩।১।১০	২১৩
যশ্মিন্ জ্যোঃ পৃথিবী চাস্তব্রহ্ম	২।২।৫	১৪৭
যশ্চাগ্নিহোত্ৰমদৰ্শমপৌৰ্ণমাসম্	১।২।৩	৬৩
যঃ সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ববিদ্ যশ্চ জ্ঞানময়ং তপঃ	১।১।৯	৫২
যঃ সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ববিদ্ যশ্চৈষ মহিমা ভুবি	২।২।৭	১৫৫

ব

বেদান্তবিজ্ঞানস্থানিক্তিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্	৩।২।৬	২৩৭
--	-------	-----

শ

শৌনকো হ বৈ মহাশালোহদ্বিবসং	১।১।৩	১১
----------------------------	-------	----

স

সত্যমেব জয়তি নানৃতং সত্যেন পশ্বা	৩।১।৬	১৯৭
সত্যেন লভ্যস্তপসা হেৰ আত্মা সমাগ্জ্ঞানেন	৩।১।৫	১৯৪

(ঝ)

মন্ত্ৰ	মুণ্ডক, তণ্ড, শ্ৰুতি-সংখ্যা	পত্রাঙ্ক
সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ	২।১।৮	১২৪
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো	৩।১।২	১৭৮
সম্প্রাপ্তানমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতান্মানো বীতরাগাঃ	৩।২।৫	২৩৪
স যো হ বৈ তৎ পরমং	৩।২।৯	২৪৯
স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম	৩।২।১	২১৯

ছ

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্	২।২।৯	১৬২
--	-------	-----

শ୍ରীশ୍ରীগুরু-গୋରାঙ্গୋ জୟତ:

শ୍ରীগুরু-ବନ୍ଦନା

ନାମୋ ଓଁ ଗୁରୁଦେବ୍ୟାୟ ବୀମାତେ ମେଘିମାମୁଖ୍ୟେ ।
ଓଞ୍ଚି ଶ୍ରୀରୂପାମିଦ୍ଧାନ୍ତୀ ପ୍ରଭବେ ଶ୍ରୀମହାତ୍ମନେ ॥
ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଓଞ୍ଚିମିଦ୍ଧାନ୍ତ-ବାସୀ-ପ୍ରଚ୍ଚାରିଣେ ମତେ ।
ମାତ୍ରତତ୍ତ୍ଵାନ୍ତମଦ୍‌ବାଧ୍ୟା-ନିପୁଣ୍ୟ ମହାମତେ ॥
ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର-ଶ୍ରୁତି-ସ୍ମୃତୌ ଗୌଡ଼ୀୟଭାଷାକାରିଣେ ।
ଆତ୍ମସୂକ୍ଷ୍ମା ତତସ୍ତତ୍ତ୍ଵ ବିସ୍ତାରିତମିତିନାଶିନେ ॥
ଶ୍ରୀମାରୟତ ଗୌଡ଼ୀୟାବୀର୍ଯ୍ୟ-ସେବା-ପ୍ରକାଶିନେ ।
ବୈଷ୍ଣବାଚାର୍ଯ୍ୟାଦେବ୍ୟା ନିତାକଳ୍ୟାଣ-ଦାୟିନେ ॥

—ପ୍ରକାଶକ



পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য-ভাস্কর
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্বক্তি শ্রীরূপ
সিক্কান্তী গোস্বামী মহারাজ ।
গ্রন্থ-সম্পাদক ও 'ঈশাদি'-উপনিষদের 'তত্ত্বকনা' নাম্নী
অনুব্যাখ্যা লেখক ।



শ্রীসারস্বত গোড়ীয় আসন ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা নিতালীলাপ্রবিশ্ট
ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদুক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ।
গ্রন্থ-সম্পাদকের বহু প্রদর্শক ও শিক্ষাগুরুদেব।



নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ঙ্গ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীশ্রীমদ্বক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ।
গ্রন্থ-সম্পাদকের শ্রীগুরুদেব ।



কলিকাতাস্থিত শ্রীসারস্বত গোড়ীয় আসন ৬ নিশানে নিতা-সেবিত
শ্রীবিগ্রহগণ।

শ্রীশ্রীগুরু-গোবিন্দো জয়তঃ

অথর্ষবেদীয়া

মুণ্ডকোপনিষৎ

শ্রীশ্রীউপনিষদ্-গ্রন্থমালা—৫

শান্তিপাঠঃ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাঙ্কভির্যজজ্ঞাঃ ।

স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টু বা ৮ সস্তনুভির্ব্যাশেম দেবহিতং যদাযুঃ ॥

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ । স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ ।

স্বস্তি ন স্তাক্ষে গাহরিষ্টনেমিঃ । স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অম্বয়ানুবাদ—[হে] দেবাঃ (ভগবদশক্ত্যাহিত শক্তিশালিন্
দেবতাগণ !) কর্ণেভিঃ (কর্ণসমূহের দ্বারা) [বয়ম্—আমরা]
ভদ্রম্ (ভগবন্তুজনাশুকুল বাক্য) শৃণুয়াম (যেন শ্রবণ করিতে
সমর্থ হই) [হে] যজ্ঞজ্ঞাঃ (যজ্ঞমান-পালক দেবগণ !) অঙ্কভিঃ
(চক্ষুর দ্বারা) [আমরা] ভদ্রম্ (ভগবন্তুজনাশুকুল মঙ্গলময়
শ্রুতিপ্রতিপাত্ত-বিষয়) পশ্যেম (দর্শন করিতে যেন সমর্থ হই) স্থিরৈঃ
(দৃঢ় ও অবিকল) অঙ্গৈঃ (হস্তপদাদি অবয়ব) [এবং] তনুভিঃ
(শরীরের সহিত) [যুক্ত হইয়া] তুষ্টুবাংসঃ (শ্রীভগবানের স্তব করিতে

করিতে) দেবহিতং (ভগবদুপাসনাযোগ্য) যদাযুঃ (জীবন বা পরমাযু)
-ব্যশেম (যেন প্রাপ্ত হই) ।

বৃদ্ধশ্রবাঃ ইন্দ্রঃ (মহৎকীর্তি যাহার সেই অসমোদৈর্ঘ্যশালী
পরমেশ্বর) নঃ (আমাদিগের অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের) স্বস্তি (মঙ্গল)
দধাতু (বিধান করুন অর্থাৎ নির্বিঘ্নে আমাদের শ্রুতিজ্ঞান উৎপন্ন
করুন) [তথা] বিশ্ববেদাঃ (তথা সর্বজ্ঞ) পুষা (পোষক সূর্য্য অর্থাৎ
সর্বজ্ঞান-প্রকাশক শ্রীহরি) নঃ (আমাদিগের) স্বস্তি [দধাতু]
(কল্যাণ বিধান করুন) অরিষ্টেনমিঃ (অকুণ্ঠিত চক্রধার বিষ্ণুর বাহন)
তাক্যঃ (গরুড়দেব) নঃ (আমাদিগকে) স্বস্তি [দধাতু] (কল্যাণ-
ময় গন্তব্যস্থানে লইয়া চলুন) [তথা] বৃহস্পতিঃ (বাকপতি বা বুদ্ধির
অধিপতি) নঃ (আমাদিগকে) স্বস্তি [দধাতু] (পঠন-পাঠনে ও বোধে
শক্তিপ্রদান করুন) ।

ওঁ (হে ভগবন্ পরমাত্মন !) শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (ত্রিবিধ তাপ
ও বিঘ্নের উপশম হউক) ॥১॥

অনুবাদ—হে মঙ্গলবিধায়ক ভগবচ্ছক্ত্যাহিত শক্তিশালী ইন্দ্রাদি
দেবগণ ! আমরা (গুরু-শিষ্য সম্প্রদায়) কর্ণ দ্বারা ইন্দ্রিয়-পরিচালক
আপনাদের অহুগ্রহে যেন কল্যাণময় বিষয় অর্থাৎ নির্ঝাড়ে উপাসনা ও
উপনিষদের বাণী শ্রবণ করিতে পারি। হে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা যজ্ঞমান-
পালক দেবগণ ! চক্ষুর্দ্বারা যেন ভগবদুপাসনার অহুকূল বিষয় দর্শন
করি। দৃঢ় অঙ্গ ও শরীর লইয়া শ্রীভগবানের স্তবে নিরত থাকিয়া
যেন উপাসনাযোগ্য পরমাযুঃ আমরা প্রাপ্ত হই। সকল কল্যাণময়
পরমেশ্বর আমাদিগকে কল্যাণ দান করুন। সূর্য্যরূপ সর্বজ্ঞ শ্রীহরি
আমাদিগের নির্বিঘ্নে পাঠ সমাপ্তি বিধান করুন। যাহার চক্রধারা

কুতাপি কুষ্ঠিত হয় নাই, সেই বিষ্ণুরথ অথবা বিষ্ণুবাহন গরুড়
 ঐবিষ্ণুর যজ্ঞনকারী আমাদিগকে গন্তব্য-স্থানে লইয়া যাউন। বাকপতি
 দেবগুরু তিনি আমাদিগের পঠন-পাঠনে ও বোধে শক্তি বিতরণ
 করুন ॥১॥

তাৎপর্য্যবিবৃতিঃ—অথ মঙ্গলাচরণশ্চ কৰ্ত্তব্যতয়া নিৰ্ব্বিঘ্নপরি-
 সমাপ্ত্যর্থম্ আদৌ তৎপাঠো যুক্ত্যতে। অয়ংহি মন্ত্রঃ প্রাজ্ঞাপত্যঃ ত্রিষ্টুপ-
 ছন্দোনিবন্ধঃ দেবাদিলিঙ্গোক্তদেবতাকঃ শাস্তিকৰ্ম্মণি বিনিযুক্ত্যতে অশ্চ
 ব্যাখ্যা—হে দেবাঃ, ইন্দ্রাদয়ঃ! কর্ণেভিঃ কর্ণৈঃ বহুকৰ্ত্তৃকত্বেন
 কর্ণেন্দ্রিয়শ্চ বহুত্বম্, ভদ্রং কল্যাণং ভগবন্তুজ্ঞানাম্ভুলং বয়ং শৃণুয়াম
 যুস্মৎপ্রসাদাদিতিশেষঃ। অস্মদোষয়োশ্চেতি পাণিনীয়াম্মশাসনাৎ বহুত্বম্।
 বহলং ছন্দসীতি কর্ণেভিরিত্যত্র ভিস এস্ ন ভবতি, ‘বহুবচনে কলোৎ’
 ইতি ঔৎসর্গিকম্ এতৎ ভবত্যেব। হে যজ্ঞভ্রাতাঃ যজ্ঞস্তুং ভগবদায়াধকং
 যজ্ঞমানং জায়ন্তে ব্রহ্মস্তুতি যজ্ঞমানপালকাঃ দেবা অক্ষভিঃ অক্ষিভিঃ
 ছান্দসত্বাৎ হলিচ অনঙাদেশঃ, ভদ্রং মঙ্গলং ঋতিপ্রতিপাদ্যর্থং পশ্চৈম
 জানীমঃ। কিঞ্চ দেবহিতং ভগবদুপাসনাযোগাৎ যদাযুঃ জীবনং তদ্বয়ং
 ব্যাশেম ছান্দসঃ প্রয়োগঃ বাশ্রুবীমহি প্রাপ্নুয়াম ইত্যর্থঃ, কীদৃশা বয়ং—
 স্থিরৈঃ দৃঢ়ৈঃ অবিকটৈঃ, অষ্টৈঃ হস্তপদাদিভিরবয়বৈঃ, তনুভিঃ শরীরৈঃ
 গুরু-শিষ্টাদিভির্বা যুতাঃ, তথা তুষ্টুবাংসঃ স্তবস্তঃ সন্তঃ, বৰ্ত্তমানে
 লিটঃ কস্ম শ্চান্দসঃ।

ও স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবা ইত্যাদের্ব্যাখ্যা—অশ্চ মন্ত্রশ্চ ঋষিঃ প্রজ্ঞা-
 পতিঃ, বিরাট্ ছন্দঃ ইন্দ্র-পৃষ-তাক্ষ্য-বৃহস্পত্যয়ো দেবতাঃ শাস্তিকৰ্ম্মণি
 বিনিয়োগঃ। অস্ত্যর্থঃ—বৃদ্ধশ্রবাঃ বৃদ্ধং মহৎ শ্রবঃ কীর্ত্তিঃ যশ্চ স ইন্দ্রঃ
 অসমোঐক্ৰম্য্যবান পরমেশ্বরঃ, নঃ অস্মভ্যাং (গুরু-শিষ্টোভ্যাঃ) স্বস্তি
 ক্ষেমং দধাতু নিৰ্ব্বিঘ্নেন ঋতিজ্ঞানং জনয়তু ইতি ভাবঃ। তথা বিশ্ব-

বেদাঃ বিশ্বং সৰ্বং বেত্তি সৰ্বজ্ঞঃ পৃষা পোষকঃ সূৰ্য্যঃ সৰ্বজ্ঞানপ্রকাশকঃ
 শ্রীহরিঃ নঃ স্বস্তি দধাতু, তথা অরিষ্টেনেমিঃ অকুষ্ঠিত চক্রধারঃ, তাস্ক্যঃ—
 বিষ্ণুরথো গরুড়ঃ, নঃ স্বস্তি দধাতু, তথা বৃহস্পতিঃ বাকপতিঃ, নঃ স্বস্তি
 দধাতু । ভগবদ্বিভূতয়ঃ সৰ্বৈ দেবা অস্মাকং শ্রুতিপাঠে ক্ষেমাং বিতরন্তু
 ইতি ভাবঃ । ১১।

এই উপনিষৎটি অথৰ্ববেদান্তর্গত । জীবদেহে মৃত্ত অর্থাৎ মস্তক
 যেমন উদ্ভাস্ত্র এবং সমস্ত দেহের সার সেইপ্রকার এই উপনিষৎটি
 উপনিষৎসমূহের সঙ্ক্ষিপ্তসার, এজন্য ইহার নাম মুক্তকোপনিষৎ ।
 অমুসন্ধান করিলে ইহাতে সমস্ত শ্রুতির সঙ্ক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য অবগত
 হওয়া যায় । ইহাই ইহার মর্ম্মার্থ ।

অথবা কেহ কেহ বলেন,—‘মুক্তক’ নামক কোন ঋষি কর্তৃক
 উপদিষ্ট বলিয়া সেই ঋষির নামানুসারে এই উপনিষৎ-খানির নাম
 মুক্তকোপনিষৎ হইয়াছে ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরান্দো জয়তঃ

মুণ্ডকোপনিষৎ

প্রথমমুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ

শ্রুতিঃ—ওঁ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্ভব
বিশ্বস্য কৰ্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা ।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সৰ্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্-
অথৰ্ব্বায় (অথৰ্ব্বণে) জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥১॥

অম্বয়ানুবাদ—[আয়ায়-জ্ঞানে যাহাতে এই উপনিষদ্ বিদ্যায়
প্রবৃতি জন্মে সেই উদ্দেশ্যে গুরু-শিষ্য-পরম্পরাক্রমে ইহার প্রচার
আখ্যায়িকামুখে শ্রুতি বর্ণন করিতেছেন—] বিশ্বস্য (চরাচর সমস্ত
জগতের) কৰ্ত্তা (সৃষ্টিকৰ্ত্তা) ভুবনস্য (সৃষ্ট-জগতের) গোপ্তা (পালক)
দেবানাং (ইন্দ্রাদি-দেবগণের) প্রথমঃ (আদিদেব) ব্রহ্মা (ব্রহ্মা)
সংভব (শ্রীনারায়ণের নাভিকমল হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন)
সঃ (তিনি—ব্রহ্মা) সৰ্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্ (পরা ও অপরা সৰ্ববিধ বিদ্যার
আশ্রয়) ব্রহ্মবিদ্যাং (ব্রহ্মবিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান) জ্যেষ্ঠপুত্রায় (জ্যেষ্ঠ পুত্র)
অথৰ্ব্বায় (অথৰ্ব্বকে) প্রাহ (উপদেশ করিলেন) ॥১॥

অম্বয়ানুবাদ—ব্রহ্মবিদ্যার প্রবক্তা ঋষি-পরম্পরা আখ্যায়িকারূপে
বলিতেছেন । ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতার আদিদেব স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, যিনি সমগ্র

জগতের সৃষ্টিকর্তা ও পালক, তিনি পরাপর সকল বিচার শ্রেষ্ঠ
আশ্রয়ভূত ব্রহ্মবিদ্যা নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ষকে উপদেশ করিলেন ॥১॥

ও তৎসদ ব্রহ্মণে নমঃ

পরমপূজ্যপাদ শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-ভাষ্যম্ ।

অত্রমীশ্ত্রিষ্কমজ্জ্যোত্স্বাক্ষিতোন্নতঃশরণঃ শিষ্যা ।

অজ্ঞানাচলশৃঙ্গারজ্ঞানজ্ঞানির্ঘর্ষ গাহতাম্ ।

ব্যাসং লক্ষ্মণযোগীন্দ্রং প্রজ্ঞান্যান্যান্ শুক্লনপি ।

মুণ্ডকার্ষিদুষ্ণাং প্রীত্যে ব্যাকরোহি যথামতি ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—বিদ্যাপ্রয়োচনার্থায়াথ্যায়িকা—ব্রহ্মা...সংবভূব ।

চতুর্মুখ ইন্দ্রাদীনাং দেবানামগ্র উৎপন্ন ইত্যর্থঃ । স কৌদৃশ ইত্যত্রাহ—
বিশ্বস্ত.....গোপ্তা । বিশ্বস্ত ভুবনস্ত সর্ষস্য ভুবনদ্যোৎপাদয়িতা
ব্রহ্মকশ্চেত্যর্থঃ । স.....প্রাহ ॥১॥

তাদৃশো ব্রহ্মা সর্ষবিদ্যাশ্রয়ভূতাং ব্রহ্মবিদ্যামথর্ষনাম্নে জ্যেষ্ঠপুত্রায়োক্ত-
বানিত্যর্থঃ । ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ সর্ষবিদ্যাশ্রয়ত্বং চ জ্ঞাতব্যে ব্রহ্মণি কৃৎস্ন-
জ্ঞাতব্যাস্তর্ভাবেন ব্রহ্মজ্ঞানে কৃৎস্নজ্ঞানস্যান্তভূতত্বাদিতি ব্যাসার্থৈকরূপ-
পাদিতম্ ॥১॥

শ্রুত্যার্থবোধিনী—ওঁ তৎ সং ।

নত্ৰা শ্রীশ্রুত-গোরাহ্মো তৎওক্তান্ বৈষ্ণবাংস্তথা ।

প্রণিয়িতুং যস্য চীকা শ্রুত্যার্থবোধিনী কৃত্য ।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-নির্দেশাদ্ গোড়ীয়া-মতমাধনম্ ।

মাধবো যদি তুহ্যেয়ান্ মধুনোহম্মো ততঃ শ্রদ্ধাঃ ।

আখ্যায়িকারূপেণ ব্রহ্মবিদ্যায়া ঋষিপরম্পরাং বর্ণয়তি শ্রুতিব্রহ্মা-
দেবানামিত্যাदिঃ । প্রথমত এব ওঁ শব্দোচ্চারণং মঙ্গলার্থম্ । দেবানাং

যজ্ঞে উপাশ্রানামিজাদীনাং মধ্যে প্রথমঃ অগ্রে সম্ভূত উৎপন্নঃ তথাচ
 স্মৃতিঃ—‘এষ হৃশেষমস্থানামাত্মাংশঃ পরমাত্মনঃ । আত্মোহবতারো যত্রাসৌ
 ভূতগ্রামো বিভাবাতে’ ইতি শ্রুতিশ্চ ‘ততো বিরাড়্জায়ত বিরাজৌ
 অধিপুরুষঃ । স জাতোহত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথোপূর্বঃ’ । সঃ কৌদৃশঃ ?
 যো হি বিশ্বশ্চ ভুবনশ্চ সকললোকশ্চ কর্তা প্রাকৃতিক ত্রয়োবিং-
 শতি-তত্ত্বানাং সংযোজনেন উৎপাদকঃ, শ্রুতিশ্চ ‘তদৈক্ষত বহুশ্চাং
 প্রজায়েয়েতি তদীক্ষণপূর্বকত্বাৎ সৃষ্টেঃ । ভুবনশ্চ গোপ্তাপি রক্ষকশ্চ
 স এব, তশ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রকাশনায় প্রবৃদ্ধিমাহ—সঃ ব্রহ্মা সর্ববিজ্ঞা-
 বরিষ্ঠাম্—সর্বাসাং বিজ্ঞানাং শ্রেষ্ঠাং ব্রহ্মবিজ্ঞাম্ ব্রহ্মবিষয়িণীবিজ্ঞাং তস্মাৎ
 সর্ববিজ্ঞাশ্রয়ত্বাৎ পরত্বম্, যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বে বিজ্ঞাতং ভবতীতি
 —শ্রুতেঃ । তাং জ্যেষ্ঠপুত্রায় গুণবত্বাৎ প্রথমজাতত্বাৎ প্রথমজাতায়
 অথর্কায় অথর্কণে তন্মানে সর্কে অনন্তাঃ অকারান্তাশ্চ বিভাষয়া স্বরাস্তা
 ইতি অকারবস্তোহথর্কশব্দঃ, অথবা ছান্দসঃ নকারলোপঃ । গ্রাহ
 উক্তবান্ গ্রাহেতি তিঙস্ত প্রতিক্রপকমব্যয়ম্ বোধ্যম্ ॥১॥

তত্ত্বকণা—

ওঁ

অত্যানতিমিত্রাক্ষম্য ত্তানাত্তনশলোকত্বা ।
 চক্ষুঃকর্ণানিভং যেন তস্মৈ শ্রীশ্রুতবে নমঃ ॥
 যস্য প্রমাদাদ্ ওগবৎপ্রমাদো
 যস্যাপ্রমাদাগতিঃ কুতোহপি ।
 ধ্যায়ন্তু বংস্তস্য যশস্বিনক্ষ্যৎ
 বদেত্তুরোঃ শ্রীচরণারবিদ্যম্ ॥

বাস্তবকল্পতরুভ্যশ্চ রূপান্নিকুভ্য এব চ ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষাদি তদপ্যস্য তুণ্ডা
 য আত্মাশ্রয়্যাশ্রী পুরুষ ইতি মোহম্যাংসাবিভবঃ ।
 স্বদৈবৈশ্বৈঃ পূনো য ইহ ওগবান্ য স্বস্বস্বয়ং
 ন চৈতন্য্যো রূক্ষাঙ্গগতি পরতত্ত্বং পরমিত্ব ॥

শ্রীচৈতন্য্যপ্রভুং বন্দে বাণোদ্যপি যদনুগ্রহাৎ ।
 তন্নৈশ্বানাশ্রয়ত্যাগব্যাপ্তং শিদ্ধাশ্রমাগরম্ ॥

শ্রীশুরু, বৈষ্ণব আর প্রভু-ওগবান্ ।
 তিনের স্বরূপে হইল বিশ্ব-বিনাশন ।
 সেই আশাবঞ্চে মুই করিণু স্বরূপ ।
 অনাশ্রমে হইল যেন বাঞ্ছিত-পূরণ ॥

শ্রীশুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের বন্দনামুখে তাঁহাদের
 শ্রীপাদপদ্মের স্মরণ-মূলে তাঁহাদের অহৈতুক রূপাশীর্বাদ প্রার্থনা
 পূর্বক শ্রীউপনিষদ্ গ্রন্থমালার অন্তর্গত ‘শ্রীমুণ্ডকোপনিষদের’
 “ভঙ্কলী -নাম্না অন্তব্যাখ্যা রচনা কারতে প্রয়াস পাইতেছি ।

এছের প্রথমেই মঙ্গলাচরণের কর্তব্যতা-বিধায় শাস্তিসূক্ত পঠিত
 হইয়াছে । তাঁহার অনুবাদ যথাস্থানে প্রদত্ত হইল ; তাহা তথায়
 দ্রষ্টব্য ।

প্রথম মন্ত্রের প্রারম্ভেও ‘ওঁ’কার-স্মরণ পূর্বক বর্তমান মুণ্ডকো-
 পনিষদ্ আরম্ভ হইতেছেন । ইহা দ্বারা স্থচিত হয় যে, মন্ত্রস্তরের প্রত্যেক
 কার্য্যারম্ভে পরমেশ্বরের শ্রীনাম উচ্চারণ ও স্মরণ অবশ্য করণীয় । সেই
 শ্রীনাম সংক্ষেপে ওঁকার শব্দবাচ্য ।

সৰ্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর হইতে সৰ্বপ্রথম ব্রহ্মা প্রকট হইলেন । তিনি শ্রীভগবানের শক্তিতে শক্তিয়ুক্ত হইয়া বিশ্বের কর্তা ও ভুবনের পালয়িতা পিতামহ । তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অথৰ্ব্বাকে সৰ্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠারূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন ।

শ্রীগীতাতে আত্মায়-পারম্পর্যা-সম্বন্ধে পাই,—

“ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মহুর্নিস্কাকবেহব্রবীৎ ॥
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরস্তপ ॥” (গী: ৪।১-২)

শ্রীশ্রীল মহারাজের অমৃতবর্ষিণীতে পাই,—

“প্রতি মধ্বস্তরে স্বায়ত্ত্ববাদি মহুর আবির্ভাব হইলেও ইদানীং বৈবস্বত মধ্বস্তর বলিয়া তজ্জনক সূর্য্য এই জ্ঞানযোগের প্রথম উপদেশপাত্র—ইহা জানাইয়া শ্রীভগবান্ সম্প্রদায়ের অবতারণা করিলেন, কেননা, তদ্বারা বিষয়ের প্রাচীনত্ব ও মহত্ব প্রমাণিত হয় এবং উহা গ্রহণেও লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি হইয়া থাকে ।”

পরম্পরা-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“ভেনাসৌ চতুরো বেদাং চতুর্ভির্সদনৈর্নিস্কিভুঃ ।
সব্যাস্তিকান্ সোকারাং চাতুর্হোত্রবিবক্ষয়া ॥
পুত্রানধ্যাপয়ৎ তাংস্ত ব্রহ্মর্ষীন্ ব্রহ্মকোবিদান্ ।
তে তু ধর্মোপদেষ্টারঃ স্বপুত্রৈভ্যঃ সমাদিশন্ ॥
তে পরম্পরয়া প্রাপ্তাস্তত্তচ্ছিষ্টৈশ্চৈতব্রতৈঃ ।
চতুর্যুগেষথ ব্যাস্তা দ্বাপরাদৌ মহর্ষিভিঃ ॥”

শ্রুতিঃ—অথর্ক্বেণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাহ-

থর্ক্বা তাং পুরোবাচাজিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্ ।

স ভারদ্বাজায় সত্যবহায় প্রাহ

ভারদ্বাজোহজিরসে পরাবরাম্ ॥২॥

অনুবাস্তুবাদ—ব্রহ্মা (পিতামহ) যাং (যে ব্রহ্মবিদ্যা) অথর্ক্বেণে (অথর্ক্বে নামক পুত্রকে) প্রবদেত (উপদেশ দিয়াছিলেন) অথর্ক্বা (সেই অথর্ক্বা মুনি) পুরা (পূর্বে) অজিরে (অজির্নামক মুনিকে) তাম্ (সেই) ব্রহ্মবিদ্যাম্ (ব্রহ্মবিদ্যা) উবাচ (উপদেশ দিলেন), সঃ (সেই অজির্মুনি) ভারদ্বাজায় (ভারদ্বাজ-গোত্রসম্ভূত) সত্যবহায় (সত্যবহ নামক মুনিকে) প্রাহ (উপদেশ দিলেন) ভারদ্বাজঃ (ভারদ্বাজ-গোত্রোৎপন্ন সত্যবহ) অজিরসে (নিজ পুত্র অথবা শিষ্য অজিরাকে) পরাবরাম্ (পূর্বে হইতে পরবর্তী কর্তৃক প্রাপ্ত অথবা পর ও অপর সকল বিদ্যাবিষয়ের ব্যাপিনী সেই ব্রহ্মবিদ্যাকে) [প্রাহ—উপদেশ করিয়াছিলেন] ॥২॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা অথর্ক্বা নামক নিজ পুত্রকে যে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন অথর্ক্বা পূর্বে অজির্নামক মুনিকে তাহাই উপদেশ করিলেন । অজির্ মুনি ভারদ্বাজগোত্রোৎপন্ন সত্যবহ নামক মুনিকে সেই বিদ্যা দিলেন, পরে সত্যবহ পূর্বাহ্নক্ৰমে প্রাপ্ত অথবা পরাবর সকল বিদ্যার প্রতিপাত্ত-বিষয়-ব্যাপিনী সেই বিদ্যা অজিরা নামক নিজ পুত্র অথবা শিষ্যকে উপদেশ করিয়াছিলেন ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অথর্ক্বেণে...ব্রহ্মবিদ্যাম্ । অথর্ক্বেণে ব্রহ্মা প্রোবাচ । তামথর্ক্বনামঋষিঃ ঋশিষ্ঠায়াজির্নাম ঋষয়ে প্রোবাচ ।

স...প্রাহ । সোহজির্নাম ঋষির্ভরদ্বাজগোত্রায় সত্যবাহনায়ৈ প্রোক্তবান্ ।

ভারদ্বাজো...পরাবরাম্ । পরস্মাদবরণে প্রাপ্তেতি পরাবরা । পরা-
বরসৰ্ববিদ্যাপ্রাপ্তেৰ্বা পরাবরা । তামস্মিরসে প্রাহেত্যম্বষঃ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যাম্ এতাম্ ব্রহ্মবিদ্যাম্ অথর্কণে ক্রিয়াযোগে
চতুর্থী । প্রবদেত ‘তিঙাং তিঙ্’ ইতি লভঙ্স্থানে লিঙ্ আত্মনেপদঞ্চ
ছান্দসম্ । পুরা পূৰ্বং প্রাক্ ইত্যর্থঃ, অস্মিরে অঙ্গীর্নাম্নে মুনয়ে । স
অঙ্গীঃ মূনিঃ ভারদ্বাজায় ভরদ্বাজস্ত গোত্রাপত্যম্ ইত্যণ্ । সত্যবহায়
তন্মায়ৈ নিজপুত্রায় স্বশিষ্যায় বা, বহতীতি বহঃ পচাণ্চ সত্যস্ত বহঃ
সত্যবহঃ সত্যবাহ ইতি বা পাঠঃ । পরাবরাম্—ব্রহ্মবিদ্যা বিশেষণম্,
পরস্মাৎ পূৰ্বস্মাদিত্যর্থঃ অবরণে পরবর্তিনা প্রাপ্তাম্ জ্ঞাতাম্ অথবা পরা-
বরসকলবিদ্যাবিস্ময়ীং প্রাহেত্যম্বষঃ ॥২॥

তত্ত্বকণা—অথর্ক্য মূনি ত্রিব্রহ্মার নিকট যে ব্রহ্মাবস্থা লাভ
করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মবিদ্যা তিনি অস্মির্ নামক ঋষিকে প্রদান
করিলেন । আর অস্মির্ ঋষিও ভরদ্বাজ-গোত্রোৎপন্ন সত্যবহ নামক
ঋষিকে উপদেশ করেন । গুরু-শিষ্য পরস্পরাক্রমে প্রাপ্ত উক্ত পরাবরা
ব্রহ্ম-বিদ্যা ভারদ্বাজ অস্মিবাকে শিক্ষা দিলেন ।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমন্তাগবতের “তাসাং স চতুরঃ শিষ্যাহুপাহুয়
মহামতিঃ । ...তস্ত শিষ্যো দেবমিত্রঃ সৌভর্যাদিভ্য উচিবান্ ॥”
(ভাঃ ১২।৬।৫১-৬৬) প্রভৃতি শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য ॥২॥

শ্রুতিঃ—শৌনকো হ বৈ মহাশালোহস্মিরসং

বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ ।

কস্মিন্নুভগবো বিজ্ঞাতে সৰ্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং

ভবতীতি ॥৩॥

অম্বয়ানুবাদ—হ বৈ (প্রসিদ্ধি আছে), মহাশালঃ (গৃহস্থশ্রেষ্ঠ,
অনেক পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন অথবা বৃহৎ-বিদ্যালয় অর্থাৎ ঋষিকুলের

অধিষ্ঠাতা) শৌনকঃ (শুনক-পুত্র) অঙ্গিরসম্ (সেই অঙ্গিরা মুনির
 নিকট) বিধিবৎ (শাস্ত্রবিধি-অনুসারে অর্থাৎ গুরুসমীপে উপস্থিতির
 যেমন নিয়ম আছে, যথা সমিধ্ হস্তে লইয়া বিনীতভাবে) উপসন্নঃ
 (উপস্থিত হইয়া) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন) [হু—বিতর্কে]
 ভগবঃ (হে ভগবন্ !) কস্মিন্ হু (কোন্ তত্ব) বিজ্ঞাতে (বিশেষ-
 ভাবে জ্ঞাত হইলে) ইদম্ সৰ্ব্বম্ (এই সমস্ত বিজ্ঞেয়বস্তু) বিজ্ঞাতং
 ভবতি ইতি (বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া থাকে, ইহা অর্থাৎ যেমন মৃৎপিণ্ড
 জানিলে তাহার কার্য্য ঘট-শরীবাদি সমস্ত মৃন্ময়জ্ঞান হইয়া থাকে ;
 তাহা কি ? কথাটি এই,—শৌনক প্রথমে লোকমুখে শুনিয়াছেন
 ‘একস্মিৎ জ্ঞাতে সৰ্ব্ববিদ্ ভবতি’ একটি জানিলেই সৰ্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়,
 সামান্যাকারে এই শিষ্টপ্রবাদ শুনিয়া শৌনক বিশেষরূপে তাহা জানিবার
 জন্ত প্রশ্ন করিলেন—‘কাহার বিজ্ঞানে সমস্ত জ্ঞাত হয়’) ১৩।

অনুবাদ—শুনক মুনির পুত্র শৌনকের বহু পোষ্য ছিল, তিনি
 মহাগৃহস্থ, সেজ্ঞ সাংসারিক সুখদুঃখের আক্রমণে তিনি বৈরাগ্যবান্
 হইয়া ব্রহ্ম-জ্ঞানাভিলাষী হন ও ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশে বিশেষ পারদর্শী মনে
 করিয়া তিনি মহর্ষি অঙ্গিরার নিকট শাস্ত্রোক্ত নিয়ম পালন পূর্বক
 উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন । হে ভগবন্ ! আপনাদের কাছে শুনিয়াছি
 —যে রূপ মৃৎপিণ্ডজ্ঞান হইলে সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ-জ্ঞান হইয়া থাকে,
 সেইরূপ এমন কোন তত্ব আছে, যাহা জানিলে সমস্ত বস্তুর স্বরূপ জ্ঞাত
 হয় । ইহা সামান্যাকারে জানিয়া এক্ষণে বিশেষরূপে সৰ্ব্বনিমিত্ত ও উপা-
 দানভূত সেই তত্ব জানিবার জন্ত আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি । এখানে
 প্রণিধানযোগ্য এই,—প্রশ্নকর্ত্তা কি স্থূল, চিৎ, অচিৎ-শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মকে
 জানিতে চাহিতেছেন ? অথবা ‘সৰ্ব্বমিদং’ ইহা প্রশ্নবাক্যে পাওয়ায় কোন
 স্থূল, চিৎ, অচিৎ শরীরের জিজ্ঞাসা তাঁহার অভিপ্রেত ? তন্মধ্যে প্রথমটি
 অর্থাৎ বিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রশ্ন হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্মই তাঁহার

জ্ঞাত নহে, অতএব প্রশ্ন যদি বিশেষণবিষয়ক বলা হয়, তাহাও অর্থোক্তিক, যেহেতু উপাদেয় ও উপাদান অভিন্ন হওয়াই নিয়মসিদ্ধ, তাহা হইলে স্থূল প্রপঞ্চ ও চিৎস্বরূপ জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, তাহাদের উপাদান-কারণ ব্রহ্ম কিরূপে হইবেন? এই সমস্তার সমাধান-কল্পে বলিতে হয় যে, 'ইদং সৰ্ব্বম্' ইহার দ্বারা বিশেষণই প্রশ্নের বিষয়, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের ব্রহ্মোপাদানকত্ব হইতে বাধা নাই, কেননা, অভিন্ন দুইটি বস্তুর উপাদান এবং উপাদেয় যে একই হইতে হইবে, তাহা নহে; ইহার ব্যতিক্রমও আছে, যেমন কার্য্য প্রথমে কারণাবস্থায় অর্থাৎ সূক্ষ্মাবস্থায় থাকিয়াও পরে কার্য্যাবস্থায় স্থূল হইয়া থাকে, সেইরূপ চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর ইহাদেরও অবস্থা ভেদ আছে, জীবের ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মরূত সঙ্কোচ বা বিকাশ, অচেতন প্রপঞ্চের সূক্ষ্মত্ব ও স্থূল-আবস্থাযোগ, পরমেশ্বরের অদ্বারক (নিরপেক্ষ) নিয়ন্তৃত্ব। অতএব বিশেষণকে আশ্রয় করিয়া উপাদান প্রশ্ন সম্ভব; এতদ্বিষয়ে শ্রীরঙ্গরামা-নুজের ভাষ্য দ্রষ্টব্য ৷৩।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—শোনকো...পপ্রচ্ছ। মহাগৃহস্থঃ শুনকহৃতঃ সমিৎপাণিভাদিশাস্ত্রীয়নিয়মানতিক্রমেণোপগতঃ সন্ পৃষ্টবান্—

কস্মিন্মু.....ভবতীতি।

হে ভগবঃ। উৎপত্তিঃ প্রলয়ঃ চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।

বেত্তি বিজ্ঞামবিজ্ঞাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি।

ইতি লক্ষণাৎ। ভগবন্নিত্যন্ত বিভাষা ভবন্তগবদ্বিত্তি নকারপ্র-
কৃত্বেহবন্তোদ্বাভাবস্থান্দসঃ। যথা মৃৎপিণ্ডে বিজ্ঞাতে সৰ্ব্বং মৃন্ময়ং
বিজ্ঞাতং ভবতি, এবং কস্মিন্শিদ্ধন্তবিশেষে জ্ঞাতে সৰ্ব্বং কার্য্যজ্ঞাতং
বিজ্ঞাতং ভবতীতি সামান্ততো ভবাদৃশাং বচনমশ্রৌষং, তাদৃশন্ত
কিমিতি প্রশ্নার্থঃ। সৰ্ব্বনিমিত্তোপাদানভূতং বস্ত্ব কিমিতীতি যাবৎ।

নহ সৰ্বমিদমিতি শব্দেন স্থূল-চিদচিচ্ছরীরবিশিষ্টং ব্রহ্মোচ্যত উত
 বিশেষণমাত্রম্ । নাচঃ । প্রশ্নদণায়াং শৌনকস্তাব্রহ্মবিদ্যেনাব্রহ্মবিদ
 ইদংবুদ্ধিশব্দয়োব্রহ্মপর্য্যস্তত্বাভাবাৎ । তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সৰ্বমিত্যু-
 ক্তবাক্য ইদং সৰ্বমিত্যন্ত বিশেষণমাত্রে পর্য্যবসায়িত্বেন ব্রহ্মপর্য্যস্তত্বা-
 দর্শনেন প্রশ্নবাক্যগতস্তাপীদং সৰ্বমিতি শব্দস্ত ব্রহ্মপর্য্যস্তত্বাভাবাৎ ।
 ন দ্বিতীয়ো বিশেষণভূতস্থূলচিদচিত্তোরক্ষরব্রহ্মভিন্নয়োৰ্বক্ষ্যমাণাক্ষর-
 ব্রহ্মোপাদানকত্বাভাবাদিতিচেহ্যতে । ইদং সৰ্বমিত্যানেন বিশেষণমেব
 নির্দিষ্টতে ন বিশেষ্যম্ । অথাপি বিশেষণস্তাপি ব্রহ্মোপাদেয়ত্বমস্তি ।
 নহভিন্নয়োরেবোপাদানোপাদেয়ভাব ইতি নিয়মঃ । ভাবিস্থলাবস্থাবতঃ
 পূৰ্ণভাবিস্থল্লাবস্থাযোগি হ্যোপাদানম্ । অবস্থাবৎ চ চিদচিদৌশ্বর্য্যং
 জ্ঞাণামপ্যন্তব্য । ইয়াংস্ত বিশেষঃ—অদ্বারকাবস্থাযোগিৎমচেতনস্ত,
 জীবস্ত তু ধর্ম্মভূতজ্ঞানদ্বারাৎচেতনশরীরদ্বারা চ কক্ষকৃতসংকোচবিকাস-
 রূপাবস্থাশ্রয়ত্বম্ । পরমাঅনন্ত চেতনাচেতনদ্বারকমবস্থাশ্রয়ত্বদ্বারক-
 নিয়ন্তৃত্বাবস্থাশ্রয়ত্বং চ । ততশ্চ মহত্বাহকারাদিলক্ষণভাব্যবস্থাযোগি-
 ত্বস্তাচেতনপরমাঅসাধারণেন পরমাঅন ইব চেতনপ্রপঞ্চস্তাপি ভাব্য-
 বস্থাশ্রয়ত্বেনাক্ষরং প্রত্যুপাদেয়ত্বমন্ত্যেব । ততশ্চেদং সৰ্বমিতি বিশেষ-
 মাত্রনির্দেশেহপি তস্ত বক্ষ্যমাণমক্ষরমূপাদানং ভবত্যেবেতি—কস্মিন্
 ভগবো বিজ্ঞাতে সৰ্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি বিশেষণমাত্র উপাদানপ্রশ্ন
 উপপত্ততে । অত এব মহাসিদ্ধান্তে কৃৎস্নস্ত জগতো ব্রহ্মকার্য্যতয়া তদন্ত-
 র্য্যামিকতয়া চ তদাত্মকত্বেনৈক্যাস্তংপ্রত্যনৌকনানাৎ নিষিধ্যত ইতি
 ভাষ্ণ-ব্যাখ্যানাবসরে ব্যাসার্থনির্দিষ্টয়োরেবোপাদানোপাদেয়ভাবঃ, ন তু
 বিশেষণীভূতস্ত চেতনাচেতনপ্রপঞ্চস্ত ব্রহ্মোপাদানকত্বম্ । শরীরাত্মভাবস্ত
 নিকৃষ্টবিশেষণস্ত চ নিকৃষ্টবিশেষণস্ত চ চিদচিদ্দ্বিশিষ্টব্রহ্মণশ্চিদচিদ্দ্বিশিষ্ট-
 ব্রহ্মানিয়মাৎকেবলস্ত প্রপঞ্চস্ত কেবলব্রহ্মান্তর্য্যামিকত্বাদিতি পক্ষমাত্রিত্য
 তদন্তর্য্যামিকতয়েত্যত্র নিদর্শঃ জগত ইতি শব্দান্তরমধ্যাহর্তব্যমিত্যুক্তা

‘সন্মূলাঃ সৌম্যোমাঃ সর্ক্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ’ [ছাঃ ৬।৮।৪]
 ইতি বাক্য উপাদানোপাদেয়ভাবপ্রতিপাদকে সন্মূলাঃ সংপ্রতিষ্ঠা ইত্যত্র
 প্রজাশব্দস্ত ব্রহ্মপর্য্যস্তৎ সচ্ছন্দস্তাপি সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্টব্রহ্মপরৎ সদায়তনা
 ইতি শরীরাত্মভাবপ্রতিপাদকাংশে তু প্রজাশব্দস্ত বিশেষণমাত্রপরৎ
 সচ্ছন্দস্ত বিশেষ্যমাত্রপরৎ ব্রহ্মণো ব্রহ্মাস্তর্য্যামিত্যাসংভবাৎকেবলপ্রপঞ্চস্ত
 বিশেষ্যমাত্রাস্তর্য্যামিকত্বেহপি বিশিষ্টাস্তর্য্যামিকত্বাভাবাদিত্যুক্তাহ্মশ্বিন্পক্ষে
 সৰুৎপ্রযুক্তস্ত প্রজাশব্দস্ত দ্বৈরূপাং সচ্ছন্দানাং চ দ্বৈরূপাং জগত ইতি
 শব্দান্তরাধ্যাহারাদিলক্ষণভাষ্যক্লেঃ চ পর্যালোচ্য প্রজাশব্দস্ত বিশেষণ-
 মাত্রপরত্বমেব সচ্ছন্দস্ত বিশেষ্যমাত্রপরত্বমেব। ন চ বিশেষণীভূতচিদ-
 চিৎসর্গস্ত সূপাদানকত্বং নাস্তীতি শব্দম্। তস্তাপি ভাব্যবস্থাবশ্বেন
 বিশিষ্টশ্চেব বিশেষণস্তাপি ব্রহ্মোপাদানকত্বসংভবাদিতি স্বাভিমতং
 পক্ষান্তরম্পন্যন্তঃ—যদ্বা জগত ইতি নিরূপকঃ শব্দ ইত্যাদিনা।
 আত্মেতি তূপগচ্ছন্তীতিভাষ্যাদৌ সর্ক্বস্ত চিদচিৎস্বনস্তজ্ঞাত্তত্ত্বাস্তদন-
 ত্তান্ত্রিয়মাত্মাস্তচ্ছরীরত্বাচ্চ সর্ক্বস্তায়মাত্মেতি শরীরত্বোপাদেয়ত্বয়োঃ
 সামানাদিকরণ্যং বহুত্ব উদ্ঘূষিতম্। ন চৈতদনুথা কর্ত্তুং প্রভবামঃ।
 ‘প্রাক্ষেনাত্মনা সংপরিষক্তঃ’ [ত্রঃ সূঃ ৪।৩।২১] ইতি বাক্যে প্রাক্ষ-
 শব্দীতে ভিন্নে পরমাত্মনি জীবস্ত পরিষক্তরূপলয়প্রবণাচ্চ। ন চ
 পরিষক্তো ন লয়ঃ, কিংত্বত্র এব সংসর্গবিশেষ ইতি বাচ্যম্। ‘স্বা-
 পায়ান্’ [ত্রঃ সূঃ ১।১।২] ইতি সূত্রভাষ্যতদ্ব্যাখ্যানগ্রন্থপর্যালোচনায়ান্
 তয়োঃ সমানার্থকত্বশ্চোপলভ্যমানত্বাৎ। ন চ জাগ্রদাশ্রয়ত্বাগতরাগদে-
 ষাদিকালুপ্তযুক্তজীববিশিষ্টস্ত পরমাত্মনস্তদ্রহিতজীববিশিষ্টপরমাত্মরূপেণা-
 বস্থানমেব ‘সতা দৌম্য তদা সংপন্নো ভবতি’ ইতি বাক্যস্তার্থোহ-
 ভ্যাপেতঃ স এব প্রাক্ষেনাত্মনেতি বাক্যস্তার্থোহস্তিতি বাচ্যম্। তথা
 সত্যস্ত বাক্যস্ত জীবপরভেদাসাধকত্বেন ‘স্বষুপ্প্যুৎক্রাস্ত্যোর্ভেদেন’
 [ত্রঃ সূঃ ১।৩।৪২] ইতি সূত্রাসংগতিপ্রসঙ্গাৎ। ন চ ভাব্যবস্থাবৎসর্ক্ব-

মুপাদেয়ং পূর্বাবস্থাবৎসৰ্বমুপাদানং চেন্তাবিমহত্বাহকারত্বাবস্থাবৎ-
 পরমাঅ্যানং প্রত্যাব্যক্তত্বলক্ষণপূর্বাবস্থাশ্রয়শ্চাচেতনশ্চাপ্যুপাদানত্বপ্রসঙ্গঃ ।
 অতো ভাব্যবস্থাবতন্তদভিন্নং পূর্বাবস্থাযোগো নোপাদানমিতি বক্তব্যম্ ।
 ততশ্চেদং শব্দবাচ্যশ্চ বিশেষণশ্চ ন ব্রহ্মোপাদানকত্বমিতি বাচ্যম্ ।
 ভাব্যবস্থাবতঃ পূর্বাবস্থাযোগি যৎ কারণং তদুপাদানমিত্যুক্তাবতিপ্রস-
 ঙ্গাভাবাৎ । ভাব্যবস্থাবদব্রহ্ম প্রত্যচেতনশ্চ হেতুত্বগ্রাহকপ্রমাণাভাবে-
 নোপাদানত্বাভাবেহপি ব্রহ্মণঃ সৰ্ব্বকার্যকর্তৃত্বপ্রবণেন ভাব্যবস্থাবদচেত-
 নাংশং প্রত্যাপাদানত্বে নানুপপত্তিঃ । ন চ ব্যক্তত্বমহত্বাহকারত্বায়া অব্যক্ত-
 মহাদিনিষ্ঠত্বেহপি ব্রহ্মনিষ্ঠত্বাভাবেন পূর্বাবস্থাযোগিত্বাভাবাৎ কথমুপা-
 দানত্বমিতি চেদত্র ব্যাসার্থাঃ—প্রকৃত্যধিকরণে ব্রহ্মণশ্চিদচিচ্ছরীরকতয়া
 প্রকৃতেব্রহ্মস্বরূপাস্তর্গতত্বেন প্রকৃত্যবস্থানং ব্রহ্মাবস্থাভাবাৎ । ন হি
 বিশেষ্যমাত্রং বিশিষ্টশ্চ স্বরূপম্ । বিশিষ্টশ্চ বস্তুনো বিশিষ্টমেব হি
 স্বরূপম্ । ন হি ঘটশ্চ মুদ্রাত্ত্বং স্বরূপমপি তু ঘটত্ববিশিষ্টম্ । নহু যদি
 বিশেষণমপি স্বরূপাস্তর্ভূতং তর্হি দণ্ডাদয়ঃ সংযোগাদয়শ্চ স্বরূপং স্যঃ ।
 তথা যাবদব্রহ্মাব্যাবিনামপৃথকসিদ্ধবিশেষণানামেব স্বরূপাস্তর্ভাবাৎ । কিঞ্চ
 ঘটাদিবস্তুন উদকাহরণাদিতন্তদসাধারণকার্যযোগ্যত্বমেব স্বরূপং ন
 মুদ্রাত্ত্বম্ । পিণ্ডেটকাদীনামপি ঘটস্বরূপত্বপ্রসঙ্গাৎ । ঘটশ্চোদকাহরণং
 প্রতি যোগ্যতা নাম নিশ্চিদ্রঘটত্বমেব । যন্ত বস্তুনো যৎকার্য্যং যদা-
 কারাণ্ময়ব্যতিরেকাহবিধায়ি স আকারস্তশ্চ বস্তুনস্তৎকার্য্যং প্রতি
 যোগ্যতা । যথা চ বহ্নেকক্ষত্বং স্ফোটজনেন যথা পরশোর্নৈশিত্যং
 ছেদনে যথা চ মৃদো মৃৎত্বং ঘটাদিপরিণামলক্ষণত্বাভাবশ্চ । এবং প্রকৃতি-
 পুরুষকালান্ত জগজ্জপেণ বহুভবনে পরমাঅ্যনো যোগ্যতাস্থানীয়া অযুত-
 সিদ্ধপ্রকারাঃ । অতএব হি কচিচ্ছক্তিশব্দেন জগদভিধীয়তে । কার্য্যো-
 পযোগ্যপৃথকসিদ্ধবিশেষণং হি শক্তিঃ । সা চ যোগ্যতা যোগ্যব-
 স্তুনঃ স্বরূপাস্তর্গতা । অতো মহদাহবস্থাশ্চিদচিচ্ছবিশিষ্টব্রহ্মস্বরূপগতা ইতি

নাবস্থাশ্রয়ত্বাসিক্তিঃ। যতো বিশিষ্টং ব্রহ্মস্বরূপমত এব হি তদুপা
বধস্তাবেষু নেমির্পিতো নাভাবরা অর্পিতা এবমেবং তা ভূতমাত্রাঃ
প্রজ্যামাত্রাহর্পিতাঃ প্রজ্যামাত্রাঃ প্রাণেহর্পিতাঃ' [কোঃ ১।৮] ইতি,
অবনাভিদৃষ্টান্ত উপন্যস্ততে। ন হি নাভিমাত্রং বধচক্রং কিস্ত নাভি-
বদরনেমী অপি স্বরূপান্তর্গতে। তথা 'অদূষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহস্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরং প্রবৃহেন্মুজাদিবেষী-
কাম্' [কাঃ ২।১৭] ইতি মুঞ্জেষীকাদৃষ্টান্তশ্চ শ্রুতঃ। নহীষীকামাত্রং
মুঞ্জঃ কিস্ত বাহুদলবিশিষ্টেষীকা হি মুঞ্জস্বরূপং বিশেষ্যাংশস্ত দৃষ্টান্ত ইষীকা।

যথা হি কদলী নাভ্যা ত্বক্পত্রান্নাথ জায়তে।

এবং বিশ্বস্ত নাভ্যং ত্বং মায়ীশ্বর দৃশ্যসে ॥

ইতি ত্বক্পত্রকদলীদৃষ্টান্তশ্চ চিদচিদ্বিশিষ্টং ব্রহ্মস্বরূপমবগময়তি। ন
হি বাহুত্বক্পত্রেণ বিনা কাণ্ডমাত্রং কদলী, অপি তু ত্বক্পত্রবিশিষ্ট-
কাণ্ডস্বরূপা। এবং বিশ্ববিশিষ্টং ত্বংস্বরূপং তত্র বিশেষ্যভূতত্বং বিশেষ-
ণাংশ্চ বিলক্ষণশ্চ দৃশ্যস ইতি হর্থঃ। ইয়ান্ভেদঃ—নাভীষীকাকাণ্ডা-
নামরনেমিবাহুদলত্বক্পত্রাণাং চাচেতনতয়া মিথোনিয়ন্তৃনিয়ম্যভাবা-
ভাবান্ন শরীরশরীরিতাবঃ। অত এব নেম্যাদিশব্দাশ্চ ন বিশেষ্যবাচকাঃ।
ইহ তু নিয়ন্তৃনিয়ম্যভাবাদিনা শরীরাত্মভাবসংভবাচ্ছরীরবাচিনঃ শব্দা
ব্রহ্মপর্যাস্তা ইতি। অত এব মহদাত্মবস্থানাং বিশিষ্টব্রহ্মস্বরূপাবগতত্বা-
পাদানত্বং মুখ্যম্। কিঞ্চ মা ভূংপ্রকৃতিপুরুষয়োঃ স্বরূপান্তর্ভাবস্তথাহপি
মুখ্যত্বং যুক্তং, ন হি শরীরদ্বারকং ব্রহ্মণো মহদাত্মাপাদানত্বমুখ্যং
কারণতানির্বাহকাত্মব্যবহিতত্বাজ্জালাব্যবহিতস্ত কাষ্ঠস্ত পাকং প্রতি
কারণত্ববৎ। নহু মৃদ্বব্যবহিতস্তাপি কুলানস্ত ঘটং প্রত্যাপাদানত্বং
স্তাদিতি চেন্ন। স্বস্বতত্ত্বনিষ্ঠমুংপিণ্ডব্যবহিতত্বাৎ। অতঃ স্বাপৃথক্সিদ্ধ-
ব্যবধানাদুপাদানত্বমবিকল্পম্। নহু তথাহপ্যুপাদানস্ত কার্য্যাবস্থাশ্রয়ত্বং

বাচ্যম্। কথং ব্যবহিতমবস্থা বিশেষং প্রত্যাশ্রয়ত্বম্। উচ্যতে—কুন্তো-
দরসংভূতমন্তঃ প্রীতি পুরুষস্তেব পরমাঅনো মহদাত্তবস্থাশ্রয়ত্বমুপপন্নম্।
ন চ পুরুষস্তান্তোদারককুন্তুদারকত্বমেব নান্তোদারকত্বমিতি বাচ্যম্।
তথা সত্যান্তোদারণজনিতপ্রমো ন সত্যং। কিঞ্চাব্যবহিতাদপি ব্যব-
হিতস্তাশ্রয়ত্বং মুখ্যং দৃষ্টতে। যথাস্তরগাংস্তকাদপি পর্য্যকস্ত যথা
দর্ভেভ্যো ভূতলস্তাব্যবহিতমপ্যাংস্তকং ন পুরুষস্ত দারকমসামর্থ্যাৎ।
ঋত্মুখপিদারকবিস্তীর্ণমংস্তকং ন হি পদন্তাসং ধারয়িত্বং প্রভবতি।
কুপাচ্ছাদকো হি দর্ভান্তত্র নিহিতং পুরুষপদং ন ধারয়ন্তি। তস্মা-
দংস্তকানাং দর্ভাণাং চ ধারণাসামর্থ্যাৎপর্য্যকভূতলয়োরেব সামর্থ্যাদান্ত-
রণদর্ভাণাং পুরুষসংযোগমাত্রাব্যবধায়কত্বমেব। অতঃ পরমাঅনঃ সর্বা-
বস্থাশ্রয়ত্বং মুখ্যমিতি জগদুপাদানত্বং মুখ্যমেব। নহু জগদুপাদানা-
ব্যক্তশরীরকণ্ডেন জগদুপাদানত্বমুচ্যতে চেদবৈশেষিকাদিপক্ষান্তবৎপক্ষস্ত
কো ভেদঃ। নিয়মাবিশেষো হি শরীরমভিমতং চিদচিত্তোন্নীশ্বর-
প্রের্যত্বং তন্মতেহপ্যন্তীতি চেৎ। মহন্তরোহয়ং পর্য্যকযোগঃ। বৈশে-
বিকাশেদপ্রামাণিকমেব ক্রয়ন্তদুক্তং চেদনাদবগীয়মিতি ন নঃ প্রতিজ্ঞা।
অস্মদুক্তার্থস্তুদঙ্গীকৃতশ্চেৎক। নঃ ক্ষতিঃ। কিঞ্চ সাম্যমপি দুৰূপ-
পাদম্। আকাশকালদিগাঅবর্গস্তেশ্বরধার্য্যত্বানভূপগমাদিত্যাহঃ। ততশ্চ
ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বে নাস্পপত্তিঃ। নহু তথাহপি ব্রহ্মজ্ঞানাত্মরী-
ভূতপ্রপঞ্চজ্ঞানং নোপপত্ততে। তস্ত তন্ত্রিন্নত্যাৎ। ন চ স্মৃচ্চিদচিদি-
শিষ্টেশ্বররূপে ব্রহ্মণি জায়मानে সর্বস্তাপি তদন্তর্গতত্যাৎ, বনে জ্ঞাতে
তদন্তর্গতঃ পনসো জ্ঞাতো ভবতীতিবৎপ্রপঞ্চো জ্ঞাতো ভবতীতি
নির্দেশ উপপদ্যতামিতি বাচ্যম্। ভবন্ততে ব্রহ্মণোহবস্থাশ্রয়ত্বাভাবে-
নোপাদানত্বশ্চৈবাসম্ভবাৎ। তথাহি—সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্মেতি
লক্ষণাশ্রয়স্ত চেতনাচেতনবর্গস্ত ব্রহ্মস্বরূপান্তর্ভাবে প্রমাণাত্বাৎ। ন
চ বিশেষ্যাত্মশস্ত লক্ষণং ‘সত্যং জ্ঞানমনস্তম্’ [তৈঃ ২।১] ইতি

বিশিষ্টশ্চ জিজ্ঞাস্তশ্চ ব্রহ্মণস্ত লক্ষণং জন্মাদ্যেবেতি সূত্রকাবাভিপ্রায়-
ইতি জন্মাদিসূত্রে ব্যাসার্থ্যকৃত্তমিতি বাচ্যম্। কারণশোধকবাক্য-
য়োর্ভিন্নবিষয়ত্বাসংমতত্বাৎ। ‘আত্মন আকাশঃ সমুতঃ’ [তৈতঃ ২।১]
ইত্যত্মন এবোপাদানত্বাভিধানাচ্চ। কিঞ্চ—

ন সন্তি যত্র সর্কেষে নামজাত্যাদিকল্পনাঃ।

সন্ত্যামাত্রাত্মকে জ্ঞেয়ে জ্ঞানাত্মাত্মনঃ পরে।

প্রকৃতির্থা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।

পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি।

অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মনিহলে সংপ্রলীয়তে।

তমঃপরে দেব একী ভবতীতি প্রমাণপ্রতিপন্নত্বাব্যক্ততমঃশব্দেন
লয়াধিষ্ঠানভূতশ্চৈবাক্ষর্যাংপরতঃ পর ইতি চিদচিংকারণভূতশ্চৈব
প্রতিপিপাদয়িষিততয়া তত্র চিদচিদমুপ্রবেশশ্চ বক্তুং শক্যত্বাচ্চিদচিল্লৈ-
শলক্ষণাসদংশাহু প্রবেশে সন্ত্যামাত্রাত্মকত্বভঙ্গপ্রসঙ্গাৎ। অস্ত বা বিশিষ্টং
ব্রহ্ম তথাহপি ‘বাচরস্তণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্’
[ছাঃ ৬।১।৪] ইতি শ্রুতাবেকবিজ্ঞানেন সর্কবিজ্ঞানস্তোপাদানোপা-
দেয়াভেদেদৈবোপপাদিততয়েহেদং সর্কমিতি, ইদংতাম্পদতয়া প্রতীয়-
মানে বিশেষণভূতে জগতি বিশিষ্টাভেদাসংভবাচ্ছরীরগতাবস্থায়াঃ
শরীরিনিষ্ঠত্বমিতি যদুক্তং তত্ত্ব সর্কলৌকিকতাত্ত্বিকবিরুদ্ধম্। ‘ন তু
দৃষ্টাস্তভাবাৎ’ [ব্রঃ সূঃ ২।১।২] ইতি সূত্রভাষ্যবিরুদ্ধং চ। পূর্বা-
বস্থাশ্রয়নিয়সূত্রেমেবোপাদানত্বমিত্যশ্চ পরিভাষামাত্রত্বাৎ। কিঞ্চোৎ-
পাদ্যং হ্যুপাদেয়ং ভবতি উৎপাদ্যং চ ভবন্নতেন ত্রবাং তস্য নিত্য-
ত্বাচ্ছস্পর্শাদিলক্ষণায়া ত্রবারূপাবস্থায়া এবোৎপত্তেস্তুশ্চ ব্রহ্মণাহভে-
দগন্ধশ্চৈবাত্মাবাৎ। নহু ঘটত্বাবৈত্বং ঘটত্বাৎপ্রাপ্তিস্তিষ্ঠতিপিত্তশ্চ বিনাশশ্চ
ত্রব্যগ্নোত্তরোত্তরসংস্থানযোগস্তৎপূর্বনংস্থানসংস্থিতশ্চ বিনাশঃ স্বাব-

যশ্চ তুংপত্তিঃ । অবস্থায়্যা উৎপত্তিমত্চোদনমুৎপত্তেকুৎপত্তিমত্চোদন-
 মিব জাত্যুক্তিৰ্ভবতি । পৃথক্প্রতিপত্তিকার্য্যার্থাণামেব পৃথগুৎপত্তাদি-
 কমপেক্ষাতে । পৃথক্প্রতিপত্তিকার্য্যানর্হধর্ম্মাঃ পৃথগুৎপত্তিনিরপেক্ষাঃ ।
 অত এব হ্যুৎপত্তেকুৎপত্তাদিনৈরপেক্ষাম্ । তস্মাদপৃথক্সিদ্ধধর্ম্মাস্তু স্বয়ং
 ধর্ম্মিণ উৎপত্তাদ্যাবস্থাভূতা অতোহবত্শ্চ বস্তুন উৎপত্তির্নস্ববস্থাশ্রয়োৎ-
 পত্তির্নামাতীত্যারম্ভণাধিকরণভাষ্যশ্রুতপ্রকাশিকয়োরুপপাদিতমিতি চেন্ন ।
 ঘটাবস্থায়্যা এব ঘটোৎপত্তিমুৎপিণ্ডবিনাশরূপত্বে যাবদ্ঘটত্াবস্থাসমুৎ-
 ঘট উৎপদ্যতে মুৎপিণ্ডো নশ্চতীতি প্রসঙ্গো ন তু ঘট উৎপন্নো
 মুৎপিণ্ডো বিনষ্ট ইতি । ন চ ঘটাবস্থাগতাদ্যক্ষণসম্বন্ধ এব ঘটশ্চোৎ-
 পত্তিরিতি বাচ্যাম্ । যশ্চ হাগন্তকত্য়াদ্যক্ষণসম্বন্ধোহভূত্বা ভবনং বা স
 তশ্চোৎপত্তিঃ । যশ্চ তু তন্নাস্তি তশ্চোৎপত্তিরিত্যশ্চ পরিভাষামাত্রত্য়াং ।
 ঘটে রূপরসাদিষু সংযোগে চ জায়मानে তদাশ্রয়োৎপত্তিব্যবহারাতা-
 বাদশ্রুতরকর্ম্মজ উভয়কর্ম্মজঃ সংযোগ ইত্যাদিপ্রতীতিব্যবহারাদিকং
 সর্কং নির্মূলং জ্ঞাত্যং । ‘ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি’ [শ্বে: ৪।২]
 ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদিত্যাदीনাং বেদোৎপত্তিপ্রতিপাদকানামপ্রা-
 মাণ্যং জ্ঞাত্যং । শব্দ উৎপন্ন ইতি প্রতীতিব্যবহারৌ ন জ্ঞাত্যামাকাশ
 উৎপন্ন ইত্যেব প্রতীতিব্যবহারৌ জ্ঞাত্যামপৃথক্সিদ্ধধর্ম্মাণামুৎপত্তিবি-
 নাশাভাবে শরীরশ্চোৎপাদবিনাশৌ ন জ্ঞাত্যাম্ । আত্মন এব তৌ
 জ্ঞাত্যং, কিং বহুনেশ্বরব্যতিরিক্তশ্চ কশ্চাপ্যুৎপাদবিনাশৌ ন জ্ঞাত্যামী-
 শ্বরশ্চৈব জ্ঞাত্যাম্ । নম্পৃথক্সিদ্ধজ্ঞাত্যব্যত্শ্চোৎপত্তিবিনাশৌ নাত্মা-
 পেয়েতে শ্রবাস্ত তৌ স্ত এবেতি চেন্ন । বিনিগমকাতাবাঐশ্বরীত্য-
 জ্ঞাপি স্বেচছাচ্চ । কিঞ্চ প্রকৃতিরূপাদানং বিকার উপাদেয়মিতি
 নির্ব্বিবাদম্ । বাচ্যরম্ভণং বিকারো নামধেয়মিত্যত্র ঘটাবস্থায়্যা এব
 বিকারশব্দেনাভিহিততয়া যথা সৌম্যৈকেন মুৎপিণ্ডেন সর্কমিদং মৃন্ময়ং
 বিজ্ঞাতং জ্ঞাদিতি পূর্ব্ববাক্যেহপি বিকারার্থময়ট্প্রত্যয়েন তস্মা এবা-

ভিধাতুম্চিততয়া তস্মা এবোপাদেয়ং সিদ্ধবৎকৃত্য বিজ্ঞাতত্বাভি-
 ধানাং । ভবন্মতে চাবস্থায় জ্ঞাতত্বাসম্ভবাদমুপপত্তিস্তদবশ্চৈব । ন চ
 সৰ্বং মুন্ময়ং বিজ্ঞাতং শ্রাদিতাত্ম ময়ট্ প্রত্যয়ার্থবিকারশ্চবস্থাবান্ ।
 বাচারম্ভং বিকার ইত্যত্রাবস্থা বিকারশব্দেনোচ্যতে মৃত্তিকেতোব
 সত্যমিত্যভেদপ্রতিপাদনাংশেহম্বশক্তেন মুন্ময়মিতি পদেন পুনরপ্যবস্থা-
 বাস্বিকারঃ পরামুশ্রুত ইতি বাচ্যম্ । অশ্রা উক্তেঃ পরিহাসমাত্রফলত্বাৎ ।
 তস্মাৎসৰ্বং মুন্ময়ং বাচারম্ভং বিকারো মৃত্তিকেতোব সত্যমিত্যন্বয়ে-
 হৈপ্যেকরূপ্যমেব বক্তব্যম্ । তস্মাদ্বিকাররূপাবস্থায় মুন্মতে জ্ঞাতত্বা
 নভূপগমাৎ একবিজ্ঞানেন সৰ্বশ্চ তদভিন্নশ্চ বিকারশ্চ জ্ঞানমমুপপন্ন-
 মিতি চেদুচ্যতে—প্রকৃতো জ্ঞাতায়াং বিকৃতিজ্ঞাতা ভবতীত্যশ্রায়মর্থঃ
 —প্রকৃতিবিকৃত্যোঃ কারকব্যাপারবৈয়র্থাৎপ্রসঙ্গাদভেদসত্ত্বেহপি পৃথক্স্থি-
 তিপ্রতিপত্ত্যানর্হত্বেন পৃথক্সত্তা নাস্তীতি সিদ্ধম্ । ততশ্চাভিন্নসত্তাক-
 কারণমুপাদানং প্রকৃতিরাশ্রোতি পর্যায়ান্তত্বে চ নৈয়ায়িকাস্তদেব স্মৃটত-
 রবিবেকপ্রকাশরহিতমযুতসিদ্ধং কারণং সমবায়িকারণমিতি ব্যবহরন্তি ।
 কার্য্যভিন্নাভিন্নং কারণমুপাদানমিতি ভেদাভেদবাদিনো ভিন্নতয়াহভিন্ন-
 তয়া বা দুৰ্লভং কারণমিতি কেচিৎ । ভিন্নত্বে সতি, অভিন্নসত্তাকং
 কারণমিত্যুচ্যতে । অস্মাকং তু ভিন্নয়োঃভিন্নয়োঃপু্যপাদানত্বাভূপগ-
 মাদভিন্নসত্তাককারণত্বলক্ষণমপৃথক্সিদ্ধকারণত্বমেবোপাদানত্বমিতি সম্ব-
 তম্ । ঘটশরাবাদিরূপাবশ্চৈব বিকারো ঘটশরাবাদিনানাসংস্থানাবস্থা-
 রূপবিকারাপন্নং নানানামধেয়মপি মৃত্তিকাসংস্থানবিশেষত্বাদ্রব্যমেবাত্ম-
 ন্তবস্থিতমিতি বেদার্থসংগ্রহেহবস্থায় বিকারত্বকথনান্তশ্চ চ মৃদশ্চ দণ্ড-
 ঘটয়োঃপিব পৃথক্স্থিতিপ্রতিপত্ত্যোরভাবান্তদপৃথক্সিদ্ধত্বেন ঘটাপৃথক্সিদ্ধ-
 কারণত্বরূপোপাদানত্বশ্চ মৃদি সত্ত্বায়ুদৌ ঘটশরাবাদিপ্রকৃতিত্বমাত্মত্বং
 চ । ততশ্চ তস্মাৎ মৃদি জ্ঞাতায়াং ঘটশরাবাদিলক্ষণতদবস্থারূপবিকৃতী-
 নাং পৃথক্স্থিতিপ্রতিপত্ত্যানর্হাণাং যুৎসন্তয়া সত্তাবৎববন্মজ্জ্ঞাতত্বত্বৈব

জ্ঞাততাত্প্রয়ত্বাৎসৰ্বমিদং জ্ঞাতমিতি শক্যতে বক্তুমেবং ব্রহ্মণো-
 ইপি চেতনাচেতনসমস্তপ্রপঞ্চং প্রতাপৃথক্সিদ্ধকারণত্বেন সৰ্বপ্রকৃতি-
 ত্বেন সৰ্বস্বতয়া ততো ভিন্নত্বেন প্রদৰ্শনাযোগ্যতয়া জ্ঞাতত্বং সিদ্ধম্।
 নহু ভাষ্যে কেবলভেদবাদিনং চাত্যস্তভিন্নয়োঃ কেনাপি প্রকারেণৈ-
 ক্যাসংভবাদেব ব্রহ্মস্বভাবোপদেশো ন সংভবতীতি সৰ্ববেদান্তপরি-
 তাগঃ স্তাদিতি কেবলভেদস্ত প্রতিক্ষিপ্তত্বাৎ—

একত্বে সতি নানাৎ নানাৎ সতি চৈকতা ।

অচিন্ত্যং ব্রহ্মণো রূপং কস্তদেদিতুমর্হতি ।

ইতিস্মৃতিবশাজ্জগৎ ব্রহ্মণোভিন্নাভিন্নত্বমেব ভগবতো ভাষ্যকারস্তাভিম-
 তম্। ততশ্চ কার্য্যভিন্নং কারণমুপাদানমিত্যেবাস্ত। এবং সতি
 সৰ্বস্তাপি তদভিন্নত্বাৎসৰ্ববিজ্ঞানমপ্যুপপত্তে ।

হবের্ন কিং চিদ্ব্যতিরিক্তমস্তি একঃ সমস্তং যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ ।

তদুচ্যতে নাস্তি পরং ততোহন্যদেকং সদৈকং পরমঃ পরেশঃ ।

স বাসুদেবো ন যতোহন্যদন্তীত্যাदिनिषেधाच्च কেবলভেদাত্প্রয়নিষে-
 ধকতয়োপপত্তে । কেবলভেদপক্ষে শরীরভূতস্ত জগত আত্মভিন্নত্বা-
 ভিন্ননিষেধো নোপপত্ততেততঃ কার্য্যভিন্নং কারণমুপাদানমিত্যেবাস্তিতি
 চেন্ন । ভেদাভেদবাদে তু ব্রহ্মণ্যেবোপাধিসংসর্গাস্তৎপ্রযুক্তজীবগতা
 দোষা ব্রহ্মণ্যেব প্রাদুঃস্ব্যরिति নিরন্তনিখিলদোষকল্যাণগুণাত্মকব্রহ্মভা-
 বোপদেশাবিরোধাদেব পরিত্যক্তাঃ স্ম্যরिति তত্রৈব ভেদাভেদপক্ষস্ত
 ভাষ্যে দুষিতত্বাৎ । ব্রহ্মজ্ঞানপক্ষাদপি পাপীয়ানয়ং ভেদাভেদপক্ষ
 ইতি বেদার্থসংগ্রহে নিন্দিতত্বাস্তেদাভেদবাদো ন ভাষ্যকার্য্যভিমতঃ ।
 নহু যদি ভেদাভেদো ন ভাষ্যরূদভিমতঃ কথং তর্হি কেবলভেদবাদিনাং
 চাত্যস্তভিন্নয়োঃপ্রতি ভাষ্যমুপপত্ততাং শরীরাত্মভাবো হ্যত্যস্তভেদ এব
 প্রকারপ্রকারিভাবো হি ভেদরূপো নিয়মেন প্রকারপ্রকারিভাব-

লক্ষণঃ। শরীরশরীরিভাবো হি নিয়মেন ভেদরূপ ইতি শরীরাত্মভাবে কেবলভেদ এব দৃঢ়ীকৃতো ভবতি। অত এব হি—উভয়োরপি হি ভেদে নৈনমধীয়ত ইতি শরীরাত্মভাব এব ভেদত্বেন বর্ণিত ইতি চেহুচাতে—অত্যন্তভিন্নয়োরিত্যাতিভাষ্যশ্রাং ভাবঃ—লোকে হৈক্য-ব্যবহারে স্বরূপৈক্যং তত্রঃ তদভাবে দেশাদিলক্ষণপ্রকারৈক্যং যথা সায়ং গোষ্ঠে সৰ্কে গাব একীভবন্তি। রাজান একীভূতা একো ব্রীহিরিত্যাদৌ দেশবুদ্ধিজাত্যাত্মভেদত ইহ তু জগদ্রূপণোঃ স্বরূপভো ভিন্নয়োঃ কেনচিদাকায়েণাভেদো বক্তব্যঃ। স ক ইতি বিচারে-পৃথক্ সিদ্ধবিশেষণত্বমিতি সহস্রকৃষোহভ্যাত্মাপৃথক্ সিদ্ধপদপ্রয়োগাৎ সিদ্ধ্য-ক্যমেব ভাষ্যরূঢ়ভিমতমিতি প্রতীয়তে। সিদ্ধির্নাম স্থিতিপ্রতিপত্তিস্থ পৃথক্ স্থিতিপ্রতিপত্তিযোগ্য ইতি ভাষ্যাদিগ্রন্থেষু বহুশো ব্যবহারদর্শনাৎ-স্থিতিপ্রতিপত্ত্যাবৈক্যমবয়বাবয়বিজ্ঞাতিব্যক্তিগুণগুণিস্বলেষু পৃথক্-স্থিতিপ্রতিপত্ত্যাবতাবদবসীয়তে। নহু ঘটো ভূতলে বর্ততে নীলা-দিগুণস্ত ঘটে তথা গন্ধরসস্বাদানাং দ্রব্যপ্রতিপত্তিমন্তরেণাপি পৃথক্-প্রতিপত্তির্দৃষ্টাহতঃ কথং স্থিতিপ্রতিপত্ত্যাক্যম্পপত্ততাম্ ন চ তাবাবায়ুতসিদ্ধৌ ঘৌ বিজ্ঞাতবৌ যয়োৰ্ঘ্যোরবশ্তমেকমপরাশ্রিতমেবা-বতিষ্ঠত ইতি তार्কিকৌক্তমযুতসিদ্ধত্বমেবাপৃথক্ সিদ্ধত্বমিতি বাচ্যম্ তথা হি সতি বিনিয়তাপ্রয়াশ্রয়িতাবলক্ষণায়ুতসিদ্ধত্বস্ত ভেদৈকসাধ-কত্বেন প্রকারৈক্যসাধকত্বাদিতি চেন্ন। পৃথক্ প্রতিপত্তিকার্য্যার্থাণামেব পৃথগ্ংপত্তাদিকমপেক্ষিতমিত্যাदिশ্রুতপ্রকাশিকাগ্রন্থপৰ্য্যালোচনায়্যং যন্তোংপত্তিবিনাশাপক্ষয়সত্তাদিকমাশ্রয়োংপত্তাদিনৈব ব্যবহ্রিয়তে তন্ত-দপৃথক্ সিদ্ধমিতি ফলতি। ততশ্চ যদ্বংপত্ত্যোংপত্তত ইতি ব্যবহ্রিয়তে যৎসত্তয়া সদ্বিতি ব্যবহ্রিয়তে ন তু সত্তাস্তবমপেক্ষতে ততদপৃথক্-সিদ্ধমিতি। ততশ্চ বিকৃতেঃ প্রকৃতিসত্তাতিরিক্তসত্তাশ্রুতাদভিন্ন-সত্তাকং কারণত্বমুপাদানত্বং তদেব চাত্মত্বং তজ্জাতান্তল্লজাতদনজাতগ্নি-

মাত্মাস্তচ্ছরীরত্বাচ্চ সৰ্বস্বাশ্রয়মাত্মেতি বদতো ভগবতো ভাষ্যকারস্তাপ্যভি-
 মতম্ । নহত্বাত্মত্বমন্তঃপ্রবিষ্ট নিয়ন্তৃৎরূপং তাদৃশাত্মত্বস্তোপাদানত্বা-
 প্রযোজ্যত্বাৎ । নহত্বোপাদানত্বনিয়ন্তৃৎত্বাভ্যাং ন নির্বাহ্যমাত্মত্বং নিয়ন্তৃ-
 ত্বরূপং ভবতি, অস্বদন্তমাত্মত্বং তুভয়নির্বাহং ভবতি । কথমুচ্যতে—
 তজ্জহাদিনাহচেতনাংশ উপাদানত্বলক্ষণমাত্মত্বং ফলতি তন্নিয়ম্যত্বাদি-
 ত্যেনৈব জীবরূপেণ নিয়ন্তৃৎ বিবক্ষিতং জীবাপৃথক্‌সিদ্ধমিতি যাবৎ ।
 ততশ্চ চেতনবর্গস্তাপৃথক্‌সিদ্ধকারণত্বলক্ষণমুপাদানত্বমুক্তং ভবতি ।
 ততশ্চ ব্রহ্মব্যতিরিক্তচেতনাচেতনবর্গং প্রীতি ব্রহ্মণোহপৃথক্‌সিদ্ধকারণ-
 ত্বলক্ষণাভিন্নসত্তাকারণত্বরূপোপাদানত্বপ্রকৃতিত্বাপরপর্যায়ত্বস্ত সত্বাদা-
 ত্মভূতে তন্নিষ্কৃজ্ঞাত ইত্যৎসৰ্বং জ্ঞাতমেব । ইতরশ্চ পৃথক্‌প্রতি-
 পত্তিসিদ্ধিযোগ্যস্ত জ্ঞাতবাস্তাবাস্তবাস্তস্য সদ্ভিত্যি ব্যবহারবত্তজ্জ্ঞাততয়া
 জ্ঞাতমিতি ব্যবহৃতুং শক্যত্বাৎ । ন চ প্রপঞ্চস্ত ব্রহ্মসত্তাব্যতিরিক্ত-
 সত্তাবাবে যথাবাদিমতবল্লিখ্যত্বং শ্রাদ্ধিতি বাচ্যম্ । যথা গুণগত-
 জ্ঞাতানভ্যুপগন্তৃমতে রূপাদৌ সদবুদ্ধেদ্রব্যগতসত্তাবিষয়ত্বেহপি ন রূপাদি-
 মিথ্যাত্বম্ । যথা বা দ্রব্যগতগুণাদিষু ঘট্টৈকত্বাদিসংখ্যাপ্রতীতেদ্রব্য-
 গতসংখ্যানির্বাহত্বেহপি রূপাদিগতসংখ্যাপ্রতীতের্ন ভ্রান্তিত্বম্ । যথা
 বা সিদ্ধান্তে ঘটত্বাচবস্থায়াদৃশদ্রব্যাপেক্ষয়োৎপত্তিস্থিতিসত্তানাং পার্থ-
 ক্যভাবেহপি ন তত্রোৎপত্তিস্থিতিসত্তাপ্রতীতেদ্রবীক্ষিতম্ । এবং প্রপ-
 ঞ্চগতসত্তাপ্রতীতেব্রহ্মসত্তানির্বাহত্বেহপি ন তৎসত্তাপ্রতীতেদ্রবীক্ষিতম্ ন
 বা প্রপঞ্চস্ত মিথ্যাত্বম্ । অতএব 'নৈকস্মিন্নসংভবাৎ' [ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৩]
 ইতি সূত্রে কালস্ত পদার্থবিশেষণতয়ৈব প্রতীতেস্তস্ত পৃথগস্তিত্বনাস্তি-
 ত্বাদয়ো ন বক্তব্যঃ । কালোহন্তীতি ব্যবহারো জ্ঞাত্যাচক্ষি-
 তব্যব্যবহারতুল্য ইতি স্পষ্টং ভাষিতম্ । অতো ব্রহ্মসত্তাব্যতিরিক্তস-
 ত্বাশ্রয়ত্বেহপি প্রপঞ্চস্ত ন মিথ্যাত্বম্ । নহত্বপৃথক্‌সিদ্ধকারণত্বমুপাদানত্বং
 তদেবাত্মত্বং চেত্তগবদ্বিগ্রহগোপূরপ্রাকারনিত্যস্মিন্নপ্রভৃতি নিত্যবিভূতিং

প্রত্যাখ্যৎ ন স্রাংকারণত্বাভাবেনোপাদানত্বাভাৱং । নহু চ 'প্রতি-
জ্ঞাহানিরব্যতিরেকাৎ' [ত্রঃ সূঃ ২।৩।৬] ইতি সূত্রে বিয়দাদেব্রক্ষণ
উৎপত্ত্যানুভূপগম একবিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাহানিপ্রসঙ্গাধ্বিয়দা-
দ্যুৎপত্ত্যানুভূপগমবহ্নিত্যবিভূতৈবপু্যপাদেয়ত্বভূপগমস্তব্যামিতরখা সৰ্ববি-
জ্ঞানপ্রতিজ্ঞাহানিপ্রসঙ্গাৎ । ন চ নিত্যবিভূতেনিত্যত্বগ্রাহকপ্রমাণাত্ম-
সারাৎ 'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি' [ছাঃ ৬।১।৩] সৰ্বমিদং বিজ্ঞাতং
ভবতীত্যাদাবশ্রুতাংশিনানাং নিত্যবিভূতিব্যতিরিক্তপরতয়া সংকোচঃ
ক্রিয়তামিতি বাচ্যম্ । আকাশবৎসৰ্বগতশ্চ নিত্যো বায়ুশ্চাস্তরিক্ষং
চৈতদমৃতম্ । আকাশং নিত্যনিরবয়বত্ববাত্মাদিত্যাদিপ্রমাণবলেনাশ্র-
তাংশিনানামাকাশব্যতিরিক্তপরত্বমেব স্রাদিত্যাকাশপ্রতিবন্ধাদ্ধ্মোচ-
ত্বমেব স্রাদিতি চেন্ন । নিত্যবিভূতেনিত্যত্বানুভূপগমে বহুপ্রমাণসং-
ক্ষোভপ্রসঙ্গাৎ । অশ্রুতাংশিনানাং নিত্যবিভূতিব্যতিরিক্তপরতয়া সং-
কোচানুভূপগমেহপি বিয়দিত্যত্বপ্রতিপাদকপ্রমাণশ্রাপেক্ষিকনিত্যত্বপরত-
য়াহপু্যপন্নস্ত প্রতিপিপাদয়িষিতসৰ্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাসংকোচকত্বাযোগাৎ ।
ন চ বাক্যাকারৈ রূপং চাতীন্দ্রিয়মন্তঃকরণপ্রত্যক্ষনির্দেশাদিতি যথা
জ্ঞানাদয়ঃ পরস্ত ব্রক্ষণো রূপতয়া নির্দেশাৎস্বরূপভূতা গুণান্তথেষদমপি
রূপং শ্রুত্বা স্বরূপতয়া নির্দেশাৎস্বরূপভূতমিত্যুক্তত্বাৎ, যদাত্মকো ভগবাৎ-
স্তদাত্মিকা ভগবতো ব্যক্তিঃ' ইতি শ্রুতেৰ্তগবদ্বিগ্রহাদিকং সৰ্বমাত্ম-
স্বরূপাদব্যতিরিক্তমিত্যেবানুভূপগম্যতাম্ । এবং চৈকবিজ্ঞানেন সৰ্ববি-
জ্ঞানপ্রতিজ্ঞাহপি ন ক্লেষিতা ভবতি । ন চ বাপীকূপায়ামাদীনাং
কথং ব্রক্ষরূপত্বমিতি বাচ্যম্ । বাপীকূপোত্তানাদিপ্রতিপাদকবাক্যানাং
তত্ত্বংক্রীড়াঙ্গনিতস্থানাং ব্রক্ষাত্তবাবুনিধিলবকণিকায়মানত্বমিত্যত্র
তাৎপর্যাৎ । যচ্চাস্তেহাস্তি ষষ্ঠ নাস্তি সৰ্বং তদস্মিন্ সমাহিতং
সৰ্বমি চ ভূতানি সৰ্বৈ চ কামা ইতি বাক্যস্ত ব্রক্ষণঃ সৰ্ববিধ-
ভোগ্যত্বমন্তীত্যত্র তাৎপর্যমিতি দহবাধিকরণে ভাষ্যশ্রুতপ্রকাশিকয়োঃ

স্থিতাদিতি চেৎ । অর্চিরাদিমার্গেণ বিবজ্ঞানদীপতিক্রম্য গন্তব্যোহ-
প্রাকৃত্যে লোকে তদৈবমদীয়ং সরস্তুদশ্বখঃ সোমসবনস্তুদপরাঙ্গিতা
পূর্বক্ৰণ ইত্যাদিবাধ্যপ্রতিপন্নানাং সরোশ্বখাদীনাং ব্রহ্মস্বরূপমাত্ৰত্বশ্চ
বক্তুমশক্যত্বাৎ ।

যে রূপে ব্রহ্মণস্তত্ত্ব মূর্তং চামূর্তমেব চ ।

ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্বভূতেষু চ স্থিতে ।

ইতি, অমূর্তশব্দিতমুক্তাত্মস্বরূপশ্চাপি শরীরবাচিনা রূপশব্দেন নির্দেশেন
মুক্তাত্মস্বরূপশ্চ পরব্রহ্মস্বরূপতয়া বক্তুমশক্যত্বাৎ । ‘সোহম্মুতে সর্বা-
ন্থকামাসহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা’ [তৈঃ ২।১] স তত্র পর্যোতীত্যাদি-
ভিশ্চুক্তানাম্ ব্রহ্মণশ্চ ভোক্তৃভোগ্যতয়াধারাধেয়ভাবেন চ ভেদপ্রতীত্যা
নিত্যস্বরূপাং ব্রহ্মস্বরূপমাত্ৰত্বাসংভবাত্তান্ প্রত্যপি চ পরমাত্মন আত্মত্বশ্চ
বক্তব্যাত্মনিত্যাস্বরূপাদীনাং নিত্যতয়া তান্ প্রত্যাপাদানানর্হত্বলক্ষণাত্মত্বা-
সংভবাৎকথং তন্ত সর্বাভ্যুত্বং সিদ্ধমিতি চেৎ । যদি নিত্যপদার্থান্-
প্রত্যাপ্যাত্মত্বং পরমাত্মনো বক্তব্যমিতি নির্বুদ্ধস্তর্হি তান্ প্রত্যাভ্যুত্মপাদান-
ত্বৈকদেশভূতমপৃথক্ সিদ্ধাশ্রয়ত্বমেব তত্রাত্মশব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তমন্ত । ইতর-
ত্রোপাদানত্বমেতদ্রূপং চাত্মত্বং তজ্জ্ঞাদিভিকপপাণ্ডমিতি নানুপপত্তিঃ ।
ততশ্চোপাদানে জ্ঞাতে তদপৃথক্ সিদ্ধমপি জ্ঞাতং ভবতীতি একবি-
জ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানমুপপন্নং ভবতি । যদ্বা যদ্বা কো ভবানিতি
সৌবীৰ্য্যাজপ্রশ্নস্ত প্রকৃতিসংসৃষ্টাভ্যবিষয়ত্বেনপি বস্তুগত্যা ভবচ্ছব্দমুখ্যার্থত্বং
পরিণুক্তাত্মস্বরূপশ্চৈবোচিতমিতি মত্বা তশ্চৈব ভবচ্ছব্দমুখ্যার্থত্বং
প্রদর্শয়ন্নাদিভরতো যদা সমস্তভূতেষু পুমানেকো ব্যবস্থিতঃ । যত্তন্তো-
ইস্তি পরঃ কোহপীত্যাদি প্রত্যাবোচৎ । যথাবাহবর্কশিরসি কৃত্রং প্রতি
দেবৈঃ প্রযুক্তস্ত কো ভবানিতি প্রশ্নস্ত পুরোবস্তিকৃত্রমাত্রপরত্বেনপি
ভবচ্ছব্দস্ত পরমাত্মপর্যাস্তত্বশিক্ষণায়াহমেকঃ প্রথমমাসমিত্যাदि প্রতিব-

চনপ্রবৃত্তিঃ। এবং সৰ্বমিদং বিজ্ঞাতমিতি প্রশ্নস্য বিশেষণমাত্রপৰ্য্যে-
হপি বিশেষ্যমাত্রপৰ্য্যং তত্র শিক্ষণায় স্থলচিদচিচ্ছরীরকং ব্রহ্ম প্রতি
স্থলচিদচিচ্ছরীরকং ব্রহ্মবোপাদানমিত্যেতদর্থপ্রতিপাদকস্য প্রতিব-
চনসন্দৰ্ভস্য প্রবৃত্তৌ দোষাভাবাদিতি প্রপঞ্চিতং চেদমস্মাভিবৃহদাৰণ্য-
কপ্রকাশিকায়ামিত্যলমতিচৰ্চয়া। ১৩।

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—অগ্নিরাঃ শৌনকায় তাং ব্রহ্মবিজ্ঞাং প্রাহ, ইত্যত্র
ব্রহ্মবিজ্ঞাগ্রহণেহধিকারিত্বং দৰ্শয়তি—শৌনকো হবৈ ইত্যাদিনা। হবৈ
ইতিযুগ্মবায়ম্ প্রসিদ্ধ্যৰ্থে। শৌনকঃ স্তনকস্যাপত্যপুমান্, স কীদৃশঃ
মহাশালঃ মহতী বিশালা শালা গৃহং যস্য এতেন তস্য বহুপরিবারত্বং
তেন চ নিবস্তবস্থত্বদুঃখসমুদ্ভেদেন বৈরাগ্যোদয়শ্চ সূচ্যতে। বিধিবৎ
বিধিরিবেতি নিয়মানুপালয়ন্ ইত্যর্থঃ, কোহসৌ নিয়মঃ? সমিৎপানিৎ
বৈরাগ্যবস্তুম্, শ্রদ্ধা-বিনীতত্বাদয়শ্চ ইতি। উপসন্নঃ—উপসমীপে সন্নঃ
গতমান্ উপস্থিত ইত্যর্থঃ। হে ভগবঃ ইতি সংবোধনপদং, ভগবন্নিত্যস্য
'বিভাষাভবদ্ ভগবদ্বিতি নকারস্য কৃত্যেহবসৌত্বাভাবশ্চান্দসঃ। 'কস্মিন্মু
বিজ্ঞাতে' ইতি প্রশ্নঃ সৰ্বনিমিত্তোপাদানভূতং বস্তু কিমিতি যাবৎ।
অগ্নিরসৌ ভগবচ্ছেন্নেদং সংবোধনাৎ তস্য বিশেষজ্ঞত্বং তেন চ জিজ্ঞাসিত-
বস্তুনঃ সমাধানশক্তিঃ সূচিতা তথাচ স্মৃতিঃ 'উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব
ভূতানামাগতিং গতিং। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি' ১৩।

ভক্তকণা—শৌনক নামে এক প্রসিদ্ধ মহর্ষি ছিলেন। যিনি
বিশাল গৃহের গৃহস্থ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ গৃহস্থ অথবা বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের
অধিষ্ঠাতা। পুরাণানুসারে উহার ঋষিকুলাশ্রমে অষ্টাশীতি সহস্র ঋষি
বাস করিতেন। উপযুক্ত ব্রহ্মবিদ্যা লাভের নিমিত্ত শাস্ত্রবিধি-অনুসারে
সমিৎপানি হইয়া শ্রদ্ধাপূৰ্ব্বক শৌনক মহর্ষি অগ্নিয়ার শরণ গ্রহণ
করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে মহর্ষি অগ্নিৱাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন—হে ভগবন্! যাহার স্বরূপ জ্ঞাত হইলে সকল বস্তুর জ্ঞান

হইয়া থাকে, সেই পরম তত্ত্বটি কি ? কৃপাপূর্বক বলুন, কি প্রকারে
সেই তত্ত্ব জানিতে পারা যায় ?

নারদীয়-বাক্যে পাই,—

“সদ্ব্যস্যাববোধায় যেষাং নির্বন্ধিনী মতিঃ ।

অচিরাদেব সৰ্বার্থঃ সিদ্ধতোষামভীপ্সিতঃ ॥”

(সদানন্দ-যোগীজ্জরুত-বেদান্তসার ১১শ সংখ্যা-ধৃতবচন)

“জননমরণাদি-সংসারানল-সন্তপ্তোদীপ্তশিরাজলরাশিমিব ।

উপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়-ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য তমহুসরতি ॥”

মুক্তকেও পরে পাওয়া যাইবে,—

“তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ ।

সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥” (মুঃ ১।২।১২)

শ্রীমন্তাগবতেও পাই,—

“তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্ ।

শাক্ষে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥”

(ভাঃ ১।১।৩২)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

“তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥” (গীঃ ৪।৩৪)

শ্রীসনাতনশিক্ষায়ও পাই,—

“কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয় ।

ইহা নাহি জানি—কেমনে ‘হিত’ হয় ॥

‘সাধা’, ‘সাধন-তত্ত্ব’ পুছিতে না জানি ।

‘কৃপা করি’ সব তত্ত্ব কহ ত’ আপনি ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১০২-১০৩) ॥৩॥

শ্রুতিঃ—তন্মৈ স হোবাচ—দে বিত্তে বেদিতব্যে

ইতি হ স্ম যদব্রহ্মবিদো বদন্তি—পর্যচৈবাপর্য চ ॥৪॥

অনুবাদ—সঃ (সেই অগ্নিরামুনি) হ (প্রসিদ্ধ আছে)
তন্মৈ (তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু শৌনককে) উবাচ (প্রত্যুত্তর করিলেন) দে
বিত্তে (দুইটি বিত্তা) বেদিতব্যে (জানিতে হইবে) যৎ (এই যে কথা)
ইতি হ (তাহাই) ব্রহ্মবিদঃ (বেদবিদ্ বা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারিগণ) বদন্তি
স্ম (বলিয়াছেন ।) [সেই বিত্তা দুইটি কি ?] পর্য চ এব (পরা বিত্তা—
অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান) অপর্য চ (অপরা বিত্তা—পরোক্ষ জ্ঞান) [এই
দ্বিবিধ জ্ঞান আবশ্যক । অর্থাৎ পরব্রহ্মকে পাইতে অভিলাষী
ব্যক্তি সেই বিষয়ে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ দুইটি জ্ঞান অবশ্য অর্জন
করিবেন ।] ॥৪॥

অনুবাদ—এই প্রশ্নের উত্তরে অগ্নিরামুনি সেই শৌনককে
বলিলেন—দুইটি বিত্তা জানিতে হইবে । পরা ও অপরা ভেদে সেই
বিত্তা দুইপ্রকার—একথা ব্রহ্মবিদগণ বলিয়াছেন ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তন্মৈ...হোবাচ । স্পষ্টোহর্থঃ । দে...বদন্তি ।

অত্র প্রাপ্তুমিত্যাধ্যাহারঃ । যদন্ত প্রাপ্তুং দে বিত্তে জ্ঞানে উপাদেয়-
ভূতে ইতি হ বেদাভিজ্ঞাঃ পরাশরাদয়ঃ ।

তৎপ্রাপ্তিহেতুর্বিজ্ঞানং কৰ্ম চোক্তং মহামুনে ।

আগমোখং বিবেকাস্ত দ্বিধা জ্ঞানং তথোচ্যতে ॥

শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজমিতি যদবদন্তি তদ্বিজ্ঞানে
সৰ্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীত্যর্থঃ । এতৎসৰ্বমভিপ্রেত্য ভগবতা ভাষ্য-
কৃত্য দে বিত্তে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা
চৈবাপর্য চেতি ব্রহ্মপ্রাপ্তুনা দে বিত্তে বেদিতব্যে ব্রহ্মবিষয়ে

পরোক্ষাপরোক্ষরূপে যে জ্ঞানে উপাদেয়ে ইত্যর্থ ইতি ভাবিতম্।
 এতেন পরবিদ্যায়া ব্রহ্মপ্রেম্পূপাদেয়েহপি অপরিবিদ্যায়ান্তথাপ্রতীতেঃ।
 অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যত ইতি বাক্যপর্যালোচনয়াহপরিবিদ্যয়া
 ব্রহ্মপ্রেম্পূপাদেয়ত্বাবশ্যৈব প্রতীতেঃ। ব্রহ্মপ্রেম্পূনা যে বিদ্যে
 উপাদেয়ে ইতি ভাণ্ড্যং কথমিতি শঙ্ক্যাহপি নিরস্তা। প্রাপ্তুমিতিপদা-
 ধ্যাহারেনাস্তার্থস্ত প্রতীতেঃ। ইতরথা যৎপদবৈয়র্থ্যাৎ। কিঞ্চ কস্মিন্মু-
 ভগব ইতি সৰ্ব্বোপাদানে পৃষ্ঠে বিদ্যাভ্যয়মাত্মানপৃষ্ঠে কোবিদারানচষ্টে
 ইতি ন্যায়মহুসয়েৎ। অতো যথোক্ত এবার্থঃ। ওদনপাকং পচতীতি-
 বদ্যে বিদ্যে বেদিতব্যে [ইতি] নির্দেশঃ। কে তে বিদ্যে ইত্যত্রাহ—
 পরা.....চ। ইতি। পরমপরমিতি জ্ঞানং দ্বিবিধমিত্যর্থঃ ॥৪॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—নহু আত্মান পৃষ্ঠো যদি কোবিদারানচষ্টে তদা
 তন্তোয়ন্তপ্রলাপবৎ অত্রাপি ‘কস্মিন্ বিজ্ঞাতে সৰ্বমিদং বিজ্ঞাতং ভব-
 তীতি’ সৰ্বোপাদানকারণে পৃষ্ঠে বিদ্যায়া দ্বৈবিধাকখনং কথমায়াতি সঙ্গত্যা-
 ভাবাৎ ইতি চেন্ন—অত্রোপোদঘাতসঙ্গতিঃ—তথাহি ব্রহ্মপ্রাপ্তীচ্ছুনা
 সাধনজ্ঞানং সাধ্যসিদ্ধৌপয়িকম্ ইতি কৃত্বা সাধনমাহ—যে বিদ্যে যৎ
 প্রাপ্তুমিতি শেষঃ বিদ্যে জ্ঞানে বেদিতব্যে উপাদেয়ে ইতি এতৎ, ব্রহ্মবিদঃ
 ব্রহ্মপ্রাপ্তবন্তঃ মহর্ষিপরাশরাদয়ঃ বদন্তি স্ম তথাহি ‘নিরতাতিশয়াহ্লাদ-
 স্তথভাবৈকলক্ষণা। ভৈষজ্যাং ভগবৎপ্রাপ্তিরেকান্তাত্যস্তিকৌ মতা।
 তৎপ্রাপ্তিহেতুর্জ্ঞানঞ্চ কৰ্মচোক্তং মহামুনে। আগমোখং বিবেকোখং
 দ্বিধাজ্ঞানং তথোচ্যতে। শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজম্’।
 (বিষ্ণু পুঃ ৬।৫।৫২-৬১।) ইত্যেতাবতা ভগবৎপ্রাপ্তিহেতুঃ কথিতঃ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—শৌনক যখন আচার্য্য অঙ্গিরাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন
 যে, কোন্ বস্তু সমাগ্ বিদিত হইলে সকল বস্তু অবগত হওয়া
 যায়? তাহার উত্তরে অঙ্গিরা ঋষি বলিলেন,—বিদ্যা দুইপ্রকার—

পর্যাপ্তা। পরা বিদ্যা ভগবদ্বিষ্মিনী আর অপরা বিদ্যা তদ্বি-
পরীত। শ্রীউদ্ধবের প্রশ্নক্রমে শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—“বিদ্যাশ্চনি ভিদা
বোধো” (ভাঃ ১।১।১৮০) এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ
বলেন,—আত্মনি জীবাশ্চনি অবিদ্যাকৃতা ভিদা অনাত্মত্বং তস্তা বাধ
এব বিদ্যা। যদ্ব্যং—“ত্রিগুণময়ঃ পুমান্” ইতি। ভিদা যদবোধকৃতেতি
ন ব্ধীতা ব্যাকরণাদ্যা” ১৪।

শ্রুতিঃ—তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ

সামবেদোহথর্কবেদঃ, শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং,

নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।

অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥৫॥

অনুমান্যবাদ—[সূচীকটাহত্যায়ে বহুবক্তব্য পরা বিদ্যার বিবৃতি
হইতে বিরত হইয়া প্রথমে অপরা বিদ্যার বর্ণন করিতেছেন।
অপরা বিদ্যা কি? ঋগ্বেদ ইত্যাদি চারিবেদ ও ছয়টি বেদান্তই
অপরা বিদ্যা। ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনভূত বিদ্যার নাম পরা বিদ্যা] তত্র
(উক্ত বিদ্যাষয়ের মধ্যে) ঋক্-বেদঃ (ঋগ্বেদ), যজুর্বেদঃ, সামবেদঃ,
অথর্কবেদঃ, শিক্ষা, কল্পঃ, ব্যাকরণম্, নিরুক্তম্, ছন্দঃ, জ্যোতিষম্
—ইতি অপরা (অপরা বিদ্যা) [শিক্ষা প্রভৃতি ছয়টি বেদান্ত।
ইহাদের জ্ঞান বাতীত যথার্থ বেদজ্ঞান সম্ভব নহে। তন্মধ্যে শিক্ষা—
উদাস্তাদিস্বর শিক্ষা, বেদোক্ত মন্ত্র-পাঠে ঋষিঃ, ছন্দঃ, দৈবত ও বিনিয়োগ
জ্ঞানের মত পদপাঠও জ্ঞাতব্য। সেই পদপাঠে যে পদে যে সকল
স্বরবর্ণ আছে—তাহাদের উচ্চারণে যে যে স্বরের নিয়ম শাস্ত্রবিহিত
তাহার জ্ঞাপক শিক্ষাগ্রন্থ; কল্প—প্রয়োগবিধি ইহার জ্ঞাপক ঋগ্-
বেদের আখ্যায়িক গৃহসূত্র, যজুর্বেদের বোধায়ন-সংহিতা ও পারস্বর গৃহ-
সূত্র, সামবেদের গোভিল গৃহসূত্র, অথর্কবেদের আথর্কণ শ্রোত-

সূত্র। অথ বেদচতুষ্টয়স্ত পৃথক্ সংজ্ঞাহেতুকচাত্তে—যজুর্বেদোহি
 যাজ্ঞনস্ত প্রধানকর্মণোবিধায়কত্বাৎ তথা সংজ্ঞিতঃ। তথাহ্যুক্তম্
 ‘যচ্ছিষ্টঞ্চ যজুর্বেদে তেন যজ্ঞমযুক্তত। যাজ্ঞনাক্ষি যজুর্বেদ ইতি শাস্ত্রস্ত
 নিশ্চয়ঃ’ ইতি বায়বীয়ে। সঙ্ক্ষেপেণাহ বেদোদ্ভিষ্টানি বিষ্ণুপুরাণে
 পরাশরঃ—যথা ‘আধ্বর্য্যাবং যজুভিস্ত ঋগ্ভির্হৌত্রং তথা মূনিঃ। ঔদ্-
 গাত্রং সামভিচ্চক্রে ব্রহ্মত্বং চাপাধর্ষভিঃ। বাজ্রত্বধর্ষবেদেন সর্ষকর্ষাণি
 চ প্রভুঃ। ঋচোমজ্ঞাঃ তৎপ্রকাশকোবেদ ঋগ্বেদ ইত্যাচ্যতে। বেদে
 সামাংশ উঠৈর্গায়মানত্বাৎ তদ্গায়কানাং সামগসংজ্ঞা। অধর্ষবেদে
 রাজ্ঞঃ সর্ষকর্ষাণি শাস্ত্রিপুণ্ড্রাদীনি বর্ণিতানি, আধ্বর্য্যাবং যজ্ঞকর্ম
 যজুর্ভিঃ সাধাম্’। ব্যাকরণম্—বাক্রিয়ন্তে ব্যাপাদ্যন্তে পদানি যেন
 অর্থাৎ শব্দাহুশাসন-গ্রন্থ, নিরুক্তম্—বৈদিকশব্দনির্কচনশাস্ত্র, জ্যোতিষম্
 —কর্মোপযোগী কালনিরূপকগ্রন্থ, ছন্দঃ—গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অমৃষ্টভ্,
 বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টভ্ ও জগতী এই সাতটি ছন্দই প্রধান ; বিরাট্,
 অতিধৃতি, অত্যাঞ্চিক্, শকরী প্রভৃতি উহাদের অবাস্তবভেদ] অথ পরা
 (পরা বিদ্যা) যয়া (যে বিদ্যা দ্বারা) তৎ (সেই) অক্ষরম্ (অক্ষর
 ব্রহ্মবস্ত) অধিগম্যতে (প্রাপ্ত হন) ॥৫।

অনুবাদ—সেই পরা ও অপরা দ্বিবিধ বিদ্যা-মধ্যে অপরা
 বিদ্যা হইতেছে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অধর্ষবেদ এবং
 বেদাঙ্গ—শিক্ষা (স্বরশিক্ষা-বোধক গ্রন্থ) কল্প (বৈদিক কর্মের প্রয়োগ-
 বিধায়ক গ্রন্থ) ব্যাকরণ, (শব্দাহুশাসন) নিরুক্ত (বৈদিক শব্দের
 নির্কচন গ্রন্থ) জ্যোতিষ (বিহিত কর্মের নিমিত্তীভূত কাল-নির্দেশক
 জ্যোতিঃশাস্ত্র) ছন্দঃ (গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ) মতান্তরে ইতিহাস,
 পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র এগুলিও অপরা বিদ্যা মধ্যে
 গণিত। অতঃপর পরা বিদ্যার নির্দেশ করিতেছেন। যে বিদ্যা দ্বারা
 সেই অধিকারী পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ॥৫।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তত্র সূচীকটাহন্যেনাপরজ্ঞানস্বরূপমাহ—

তত্রাপরা.....ধর্মশাস্ত্রাণীতি ।

ষড়্ভ্রোপেতশশিরস্কসকলোপবৃংহণবেদশ্রবণজ্ঞাতং জ্ঞানং পরোক্ষজ্ঞান-
মিত্যর্থঃ । অপরবিদ্যামুক্তা পরবিদ্যামাহ—

অথ পরা.....মধিগম্যতে ॥

অত্র তচ্ছব ইতি হ স্ম যদব্রহ্মবিদ ইতি যচ্ছবপ্রতিনির্দেশকঃ ।
যেন জ্ঞানেনেতি হ স্ম ব্রহ্মবিদ ইতি বাক্যে প্রাপ্যতয়া নির্দিষ্টং তদ-
ব্রহ্মমধিগম্যত ইতি । আধিক্যেন গম্যতেহপরোক্ষীক্রিয়ত ইত্যর্থঃ ।
বিবেকাদিসাধনসম্পদজ্ঞাতং শ্রবণজ্ঞাপরোক্ষজ্ঞানানন্তরভাবিদর্শনসমানা-
কারজ্ঞানং পরজ্ঞানমিত্যর্থঃ । এতেনাধিগম্যত ইত্যশ্চ জ্ঞায়ত ইতি
বা প্রাপ্যত ইতি বাহ্যশ্রাব্যগীয়তয়া পরবিদ্যয়া এব ব্রহ্মবিষয়ত্বব্রহ্ম-
প্রাপ্তিহেতুত্বয়োঃ সিদ্ধাপরবিদ্যয়া ব্রহ্মবিষয়ত্বতৎপ্রাপ্তিহেতুত্বয়োঃরতা-
বেনাপরবিদ্যয়া অপি ব্রহ্মবিষয়ত্বতৎপ্রাপ্তিহেতুত্বপ্রতিপাদকভাষ্যাসং-
গতিঃ । কিঞ্চ পরবিদ্যয়া অপরোক্ষজ্ঞানরূপত্বে প্রমাণাহুপলম্বাদপরো-
ক্ষত্বপ্রতিপাদকভাষ্যশ্রাব্যাসংগতিরिति দূষণং পরাস্তম্ । অধিগম্যত
ইত্যশ্রাপরোক্ষীক্রিয়ত ইত্যর্থকত্বাৎ । নন্বেতদুপবৃংহণে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

ধে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি চাখর্ষগী শ্রুতিঃ ।

পরয়া ত্বক্ষরপ্রাপ্তির্থাৎখেদাদিময়াহপর্য । ইতি ।

অধিগম্যত ইত্যশ্চ প্রাপ্ত্যর্থকতয়োপবৃংহিতত্বাৎকথমিদমুচ্যত ইতি
চেন্ন । যদি উপবৃংহণাহুসারেণ প্রাপ্ত্যর্থকতয়া ব্যাখ্যাতব্যমिति নিকৃষ্ট-
স্তর্হি, ইতি হ স্ম যদব্রহ্মবিদো বদন্তীতি পূর্ব্ববাক্যে পরাপরবিদ্যয়ো-
র্ষয়োঃপি ব্রহ্মপ্রাপ্তিহেতুত্বশ্চ কথিতত্বেন যয়া তদব্রহ্মমধিগম্যত ইত্য-
শ্রাপরবিদ্যাব্যাবর্ত্তকত্বাভাবপ্রসঙ্গেন তদব্যাবর্ত্তকত্বার্থং সাক্ষাদিতি
পদমধ্যাহৃত্য যয়া সাক্ষাদব্রহ্মমধিগম্যতে প্রাপ্যতে সা পরবিদ্যেত্যন্ত ।

অপরোক্ষং স্বর্গাভ্যন্তরে 'নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাংপ্রমুচ্যাতে'
 [কা: ১।৩।১৫] 'তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে' [ম্: ১।২।২৮] ইত্যাদিদর্শনা-
 দিতি দ্রষ্টব্যম্। নহ 'স্বাধায়ন্ত তথাহেন' [ব্র: সূ: ৩।৩।৩] ইতি
 সূত্রে তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেতেত্যপসংহারগতব্রহ্মবিদ্যাশব্দস্ত
 ব্রহ্মবিদ্যাং বেদবিদ্যামিত্যপনিষৎপরতয়া ভাষ্যকৃত্য ব্যাখ্যাতত্বাৎ।
 'যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তদ্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্'
 [ম্: ১।২।১৩] ইতি দ্বিতীয়খণ্ডগতব্রহ্মবিদ্যাশব্দস্তাপি তৎপরত্বশ্চোচি-
 ত্যাহপক্ষে চ ব্রহ্মবিদ্যাং সৰ্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথকায়া জ্যেষ্ঠপুত্রায়
 প্রাহেত্যাভিক্ষতয়া শ্রয়মাণায়া ব্রহ্মবিদ্যায়া উপনিষদগ্রন্থরূপত্বৈবো-
 চিত্যাৎ। তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদ ইত্যত্র ঋগ্বেদাদি-
 শব্দানাং তজ্জ্ঞানলক্ষণায়া অযুক্তত্বেন বিদ্যাশব্দস্ত গ্রন্থপরত্বাশ্রয়ণস্ত
 যুক্তত্বাৎ। পরবিদ্যাশব্দেনাপি সাক্ষাদব্রহ্মপ্রাপকোপনিষদগ্রন্থা এবাভি-
 ধাতুমুচিতত্বাৎ। ততশ্চ পরোক্ষাপরোক্ষরূপজ্ঞানপরত্বেন যুক্তং পশ্যাম
 ইতি চেদত্রোচ্যতে—যদি পরবিদ্যাশব্দেনোপনিষদগ্রন্থসন্দর্ভবিশেষং প্রতি-
 পাণ্ড ঋগ্বেদাদিশব্দেন মুখ্যায় বৃত্ত্যায়, ঋগ্বেদাদয় এব প্রতিপাদ্যাস্তহি
 ব্রহ্মপ্রতিপাদকোপনিষদামৃগ্বেদাদিবহির্ভাবপ্রসঙ্গেন যা বেদবাহা: স্তুতয়
 ইত্যুক্তরীত্যাহসদর্থত্বমেব স্তাৎ। ঋগ্বেদাদিশব্দানাং মুখ্যার্থমাপ্রিতবন্তি-
 রপি পঠৈরুপনিষদাং বেদবাহত্বপ্রসঙ্গাৎ পরবিদ্যাশব্দো জ্ঞানবাচীত্যুক্তম্।
 ইয়াংস্ত বিশেষঃ—পরমতে হে বিত্তে বেদিতব্যে ইত্যত্র সকুৎপ্রযুক্ত এব
 বিদ্যাশব্দঃ সত্যপি সাধারণে প্রবৃ্ত্তিনিমিত্ত-ঋগ্বেদাদিগ্রন্থসন্দর্ভলক্ষণা-
 পরবিদ্যাং ব্রহ্মজ্ঞানলক্ষণাং পরবিদ্যাং চ বক্তীতি দোষোহস্তুতি, অস্বয়মতে
 স নাস্তি। কিঞ্চ পরব্যাক্তান-ঋগ্বেদাদিবেদবিলক্ষণত্বাদব্রহ্মণো 'বেদৈশ্চ
 সর্কৈরহমেব বেদঃ' [গী: ১৫।১৫] ইতি স্মৃতি: পীড়্যতাত ঋগ্বেদাদিভিন্নং
 ব্রহ্মবিষয়কমেবেত্যেব যুক্তম্। অত: পরাপরজ্ঞানশব্দিতপরোক্ষাপরোক্ষ-
 জ্ঞানবিষয়ত্বং ব্রহ্মণ এবৈতি ভাষ্যকারীয়া রীতিরেব সাধীয়সী। ৫।

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—বিদ্যাশব্দস্ত জ্ঞানপরত্বং তদভিধায়কগ্রন্থপরত্বঞ্চ
উপচারিকমিতি তদাহ—ঋগ্বেদো যজুর্বেদ ইত্যাদিনা । যে বিদ্যে বেদি-
তব্যো ইত্যুক্তেঃ প্রয়োজনমাহ—বৈষ্ণবে ‘তৎ প্রাপ্তিহেতুর্বিজ্ঞানং কৰ্ম-
চোক্তং মহামুনে । আগমোখং বিবেকাচ্চ দ্বিধা জ্ঞানং যথোচ্যত’ ইতি ।
তথাচ পরোক্ষজ্ঞানমপরা বিদ্যেতি, তল্লক্ষণঞ্চ ষড়ঙ্গোপেতসশিরস্কসকলো-
পবৃংহণবেদশ্রবণজ্ঞাতং জ্ঞানং পরোক্ষজ্ঞানম্ । অপরোক্ষজ্ঞানং পরা বিদ্যেতি
তথাহি বিবেকাদিসাধনসম্বন্ধজ্ঞাত্বে সতি শ্রবণাদিজ্ঞাপরোক্ষজ্ঞানানন্তর-
ভাবিদর্শনসমানাকারজ্ঞানত্বং অপরোক্ষজ্ঞানত্বমিতি নিষ্কটং তল্লক্ষণম্ ।
ততশ্চ পরাপরবিদ্যাশব্দিতপরোক্ষাপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বং ব্রক্ষণ এবৈতি ।
স্মৃতিশ্চ—‘স ঋগ্‌ময়ঃ সামময়ঃ স আত্মা সযজুর্ময়ঃ । ঋগ্‌যজুঃ সাম-
সারাত্মা স এবাত্মা শরীরিণাম্’ ॥ ইতি । অথ অপরবিদ্যানির্দেশানন্তরং
পরা পরা বিদ্যা নির্দিষ্টতে, কিমর্থম্ ? যয়া পরবিদ্যয়া যেন জ্ঞানে-
নেতাব্যর্থঃ তৎ যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি জগদুপাদান-
কারণং ব্রক্ষ, তদ্বিষ্ণোতি অক্ষরম্—অবিকারিসদ্বস্ত, অধিগম্যাতে
প্রাপ্যতে অপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ী ক্রিয়তে ॥৫॥

ভবকণা—এক্ষণে পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যার ভেদ জানাইতে
গিয়া প্রথমেই অপরা বিদ্যার পরিচয় দিতেছেন যে, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ,
সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকৃষ্ট, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ
—এই কয়টি অপরা বিদ্যা । কেহ বলেন—ইতিহাস, পুরাণ, ন্যায়,
মৌমাংসা, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতিও অপরা বিদ্যার অন্তর্গত । আর যাহা
দ্বারা অক্ষর ব্রক্ষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই পরা বিদ্যা ।

এই দুই বিদ্যার মধ্যে যাহার দ্বারা ইহলোকে এবং পরলোকে
ভোগস্থখের কথা তথা তাহার প্রাপ্তির সাধন-জ্ঞান পাওয়া যায়,
যাহাতে ভোগের স্থিতি, ভোগের উপভোগ করিবার প্রকার, ভোগ-

সামগ্রীর রচনা এবং উহার উপলব্ধির নানাবিধ সাধন-আদির বর্ণন আছে, উহাই অপরা বিদ্যা মধ্যে গণিত ।

এইজ্ঞাই চারিবেদ ও বেদাঙ্গসমূহকে অপরা বিদ্যা বলা হয় । আর যাহার দ্বারা অক্ষর পরব্রহ্ম পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান-লাভ ও তৎপ্রাপ্তি হয়, তাহাকে পরা বিদ্যা বলা হয় ।

উহার বর্ণনও বেদ মধ্যে পাওয়া যায় । কিন্তু সেই বেদার্থ জানিবার জ্ঞান শ্রুতি এবং শ্রুতির সারার্থ জ্ঞানের জ্ঞান বেদান্তসূত্র আবার সৰ্ব্বেবেদান্তসার জানিতে হইলে “সৰ্ব্বেবেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিচ্ছতে” অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাতে সৰ্ব্বেশান্তসার স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে । অবশ্য শ্রীমদ্ভাগবতার্থ আশ্রয় করিতে হইলে আবার শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট অভিগমন করিতে হইবে ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে ।

একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥” (চৈ: চ: অস্ত্য ৫।১৩১)

এই বিষয়ে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অহুভাষ্যে পাই,—

“নির্কিংশেষ কেবলান্বৈতমতনিষ্ঠ মায়াবাদীর নিকট বা ভক্তিহীন শব্দচতুর বৈয়াকরণের নিকট বা অর্থগৃহ্য বিষয়সেবীর নিকট ভাগবত পড়িতে বা শুনিতে গেলে তৎফলে কৃষ্ণ-প্রেমা-লাভ হইবে না, পরন্তু কৃষ্ণরসের পরিবর্তে জড়রসভোগ বৃদ্ধি পাইবে মাত্র । ত্যক্ত-বিষয় পরমহংস-বৈষ্ণবের নিকটই ভাগবত পড়িতে হইবে । শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের একান্ত চরণাশ্রিত হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত ভাগবতার্থ ই বৈষ্ণবের এক-মাত্র সম্পত্তি” ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“সৱিদ্ভা তন্নতিৰ্ঘ্যা ।” (ভাঃ ৪।২৩।৫০) এবং “বিদ্যাকৈব মদা-
শ্রয়াম্ ।” (ভাঃ ৩।২।৩০)

অৰ্থাৎ শ্রীহরির উপাসনাই বিদ্যা । যাহা দ্বারা শ্রীহরির প্রতি মতি
হয়, তাহাই বিদ্যা ।

“তাহারে সে বলি বিদ্যা মন্ত্র-অধ্যয়ন ।

কৃষ্ণপাদপদ্মে যে করয়ে স্থির মন ।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয় ।

কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবৃন্তি রয় ।” (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

“প্রভু কহে ‘কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার ?’

বায় কহে—‘কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর’ ।”

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ পঃ) । ৫১

শ্রুতিঃ—যন্তদদ্বেশ্যমগ্রাহমগোত্রমবর্ণ-

মচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপানিপাদম্ ।

নিত্যং বিভুং সৰ্ব্বগতং স্মৃক্ষ্মং,

তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥৬॥

অম্বয়ানুবাদ—[সেই অক্ষর ব্রহ্ম কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন]
যৎতং (সেই যে) [পরে বক্তব্যতত্ত্ব চিন্তের মধ্যে ধারণ করিয়া প্রত্যক্ষবদ্
বিভাসমান, যদি প্রত্যক্ষবদ্ বিভাসমান, তবে আমরা দেখিতে পাই
না কেন ? তাহার উত্তর—তিনি] অদ্বেশ্যম্, (অদৃশ্য—চক্ষুবাди প্রাকৃত
জ্ঞানেन्द्रিয়ের অগোচর), অগ্রাহম্ (গ্রহণের অযোগ্য অৰ্থাৎ প্রাকৃত
কর্ষেन्द्रিয়ের অবিষয়) [তাহা হইলে শাক্যবোধের বিষয় হইতে পারে ?
তদ্বস্তরে বলিতেছেন] অগোত্রম্ (প্রাকৃত নাম-বংশ প্রভৃতি পরিচয়হীন

অর্থাৎ মূলপুরুষ ধরিয়া বংশের পরিচয় হয়, কিন্তু পরব্রহ্ম অজ সূতরাং তাঁহার মূলপুরুষ নাই তিনিই মূলপুরুষ) [প্রাকৃত বর্ণনোপযোগী কোন ধর্মই তাঁহাতে নাই, সেজন্য প্রাকৃত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি জাতির পরিচয়ও তাঁহার নাই, ইহাই বলিতেছেন] অবর্ণম (তিনি প্রাকৃত স্থলত্বাদি শরীর-ধর্মহীন এবং প্রাকৃত গুরুত্বাদি বর্ণহীন, এজন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর) অচক্ষুঃশ্রোত্রং (সংসারী জীবগণ যেমন চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা কার্য্য নির্বাহ করে, তিনি কিন্তু জীবের মত নহেন ; তাঁহার প্রাকৃত চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি নাই,) তৎ (সেই ব্রহ্ম) অপানিপাদম্ (প্রাকৃত হস্ত-পাদাদি কর্ষেন্দ্রিয়রহিত) [তিনি] নিত্যম্ (অবিনাশী, সর্বদা একরস) বিভূং (প্রভু এবং ব্রহ্মাদি স্বাবর পর্য্যন্ত পদার্থ-মধ্যে অন্তর্ধ্যায়ী-রূপে অবস্থিত) সর্বগতং (আকাশাদির ন্যায় সর্বব্যাপক অর্থাৎ অচিন্ত্য ঐশী শক্তিতে সর্বস্বরূপ হইয়াও কালতঃ ও দেশতঃ সীমাহীন) [তথাপি তিনি দুঃখের যেহেতু] সূক্ষ্মং (অতিশয় সূক্ষ্ম) [তিনি অপ্রাকৃত শরীর-বিশিষ্ট বলিয়া] তৎ (সেই ব্রহ্ম) অব্যয়ম্ (ক্ষয়হীন) [এইরূপ বস্তুর সত্য প্রমাণ কি ?] যদ্ (যাহাকে) ভূতযোনিম্ (সমস্ত স্বাবর-জঙ্গম-পদার্থের মূলকারণরূপে) ধীরাঃ (ধীরব্যক্তিগণ) পরিপশুন্তি (ভক্তির্যোগে দর্শন করিয়া থাকেন অর্থাৎ বিচিত্র জগতের মূলকারণ এক আছেই, এই সমীক্ষায় তাঁহারা সেই অক্ষর বস্তুর অহুভব করিয়া থাকেন) ॥৬॥

অমুবাদ—সেই অক্ষর ব্রহ্ম কি ? তাহাই বলিতেছেন—সেই যিনি চক্ষুঃ প্রভৃতি প্রাকৃত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর এবং প্রাকৃত হস্ত-পাদাদি দ্বারা গ্রহণের অযোগ্য, যাহার কোন প্রাকৃত বংশ-পরিচয় নাই, প্রাকৃত জাত্যাদি নাই, প্রাকৃতিক চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই এবং প্রাকৃতিক হস্ত-পাদাদি কর্ষেন্দ্রিয় নাই, তিনি নিত্য, কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, নিজ অচিন্ত্য ঐশী শক্তিতে দেব, মহেশ্ব, তির্থাগাদি সৃষ্টি করিয়া বিভিন্নদেহে অন্তর্ধ্যায়ীরূপে প্রতিভাত,

আকাশাদির মত বিশ্বব্যাপক, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, এই নিত্য চিন্ময় সবিশেষ বস্তু অপচয়রহিত, অর্থাৎ তিনি সমস্ত চরাচর বিশ্বের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ, ইহা ধীর ব্যক্তিগণ পরা বিদ্যার দ্বারা নিজ হৃদয়মধ্যে পরিপূর্ণরূপে দর্শন করিয়া থাকেন ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যন্তদ...ধীরাঃ ॥ অদ্রেশ্চমদৃশং জ্ঞানেন্দ্রিয়াবিষয়ঃ । অগ্রাহং পাণ্যাদিকার্যাহানোপাদানাদাবিষয়ঃ । অগোত্রং কুলরহিতম্ । অবর্ণমপেতব্রহ্মকল্লাদিকম্ । অচক্ষুঃশ্রোত্রং জ্ঞানেন্দ্রিয়রহিতম্ । তৎ-প্রসিদ্ধম্ । অপাণিপাদং কৰ্ম্মেন্দ্রিয়রহিতম্ । নিত্যং কালাপরিচ্ছিন্নম্ । বিভূং দেশাপরিচ্ছিন্নম্ । সৰ্ব্বগতং সৰ্ব্বভ্রাতৃঃ প্রবিষ্টাবস্থিতম্ । তত্র হেতুমাহ—সূক্ষ্মমিতি । উক্তবিশেষবিশিষ্টং যন্তদব্যয়ম্ । অথ পরা যয়া তদক্ষরমিত্যাত্মাক্ষরশব্দনির্দিষ্টমিত্যর্থঃ । যদ্ভূতযোনিং পরিপশুস্তি ধীরাঃ । প্রজ্ঞাশালিনো যন্তংসৰ্ব্ভূতোপাদানতয়া পশুস্তীত্যর্থঃ । যোনিশব্দস্তোপাদানবচনত্বং ‘যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহতে চ’ [মুঃ ১।১।৭] ইতি বাক্যশেষাদবগম্যত ইতি প্রকৃতাধিকরণে ভাষিতম্ ॥৬॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—নহু কৌদৃশং তদক্ষরমিত্যপেক্ষায়ামাহ—যন্তং—ত্বয়া জিজ্ঞাসিতং কস্মিন্ ভগবো জ্ঞাতে সৰ্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি সকলবিজ্ঞানহেতুপাদানরূপং বস্তু, যৎতৎ ইতি বক্ষ্যমাণং স্বরূপং বুদ্ধৌ আধায় সিদ্ধবৎ নির্দিষ্টতে । শৃঙ্গগ্রাহিকয়া তন্নির্দিষ্টতামিতিচেৎ, ন তৎ তন্ন্যায়স্ত বিষয়ঃ, যস্মাৎ অদ্রেশ্চম্ অদৃশম্ ছান্দস একাঙ্গাগমঃ । চক্ষুরাদি প্রাকৃতজ্ঞানেন্দ্রিয়াণামগোচরম্ । ভবতু, গৃহীত্বা আনীয়তামিতি-চেৎ ন, তস্ত প্রাকৃতকৰ্ম্মেন্দ্রিয়গ্রহণাযোগ্যত্বাৎ ইত্যাহ অগ্রাহমিতি । তর্হি বর্ণ্যতাম্ তৎ কস্মিন্নস্বয়ে জাতমিতি চেৎ আহ অগোত্রম্ তস্ত মূলপুরুষাভাবাৎ অবয়বপরিচয়ো ন সম্ভবতি স এব মূলপুরুষঃ । তর্হি শৃণুমস্তাবৎ তদ্ বর্ণ্যদিকম্ ইতি চেৎ আহ তৎ অবর্ণম্—প্রাকৃতিক

শুক্রাদি বর্ণরহিতম্ প্রাকৃতশরীররহিতত্বাৎ । তদাহ তৎ প্রসিদ্ধং
ব্রহ্ম অচক্ষুঃশ্রোত্রম্ অপানিপাদমিত্যেতৎ ‘অপানিপাদো অবনো-
গ্রহীতা পশুত্যাচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ’ ইতি শ্রুতিঃ । স্বরূপতত্ত্ব তৎ
‘সৰ্গতঃ পানিপাদস্তৎ সৰ্গতোহক্ষিশিরোমুখম্ । সৰ্গতঃ শ্রুতিমল্লোকে
সৰ্গমাবৃত্য তিষ্ঠতি’ ইতি গীতাবচনস্ত স্বরূপাবগাহি বক্তবাম্ । তর্হি
কিং স্বরূপং তদাহ—নিত্যং কালতোহপরিচ্ছিন্নম্, বিভুং স্বয়মেব
কারণান্তরয়নপেক্ষ্য বিবিধাকারেণ ভবনশীলং, গগনবৎ সৰ্গগতম্
দেশতোহপরিচ্ছিন্নং সৰ্গব্যাপকম্, সূক্ষ্মাণাং ভূতমাত্রাণাম্পাদানত্বাৎ
অতিসূক্ষ্মতোহনির্দেশ্যম্ । তদ্ অব্যয়ম্—অপচয়রহিতম্, তৎসঙ্গে কিং
প্রমাণমিতিচৎ ভূতযোনিম্—সৰ্গেষাং ভূতানাম্ যোনিম্পাদানকারণম্
তথাচ শ্রুতিঃ ‘যতোবা ইমানি ভূতানি জাতানী’তি । তত্রাপি
বিষদমুভবং প্রমাণয়তি পরিপশুস্তি ধীরাঃ ধিয়মীরয়স্তি ইতি বিবেকিন
ইত্যর্থঃ, পরিপশুস্তি সমীক্ষস্তে ॥৬॥

ভঙ্ককণা—একমাত্র পরা বিদ্যার দ্বারা জ্ঞেয় সেই অক্ষর ব্রহ্ম
বস্তু কী? তাহাই এক্ষণে এই মন্ত্রে বলিতেছেন যে, সেই ব্রহ্মবস্তু
জড়েন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন, তিনি নিত্য, বিভু, সৰ্গগত, সূক্ষ্ম ও অব্যয় ।

বেদান্তসূত্রে প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে অদৃশত্বাধিকরণে—

“অদৃশত্বাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ” (বে: সূ: ১।২।২১) সূত্রের
সূক্ষ্মা টিকায় শ্রীমৎস্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু “যত্তদদ্রেশম্”
(মু: ১।১।৬) শ্রুতি মন্ত্রটি উদ্ধার করিয়াছেন এবং তাহাতে এই
শ্রুতির তাৎপর্য্যে সেই অক্ষর বস্তু প্রাকৃত হস্তপদাদি ও চক্ষুরাদি-
ইন্দ্রিয়শূন্য হইলেও যে স্বরূপাত্মবন্ধী অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি তাঁহার আছে,
তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে এবং পরেও ইহা প্রতিপাদিত হইবে বলা
হইয়াছে ।

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

“ ‘প্রাকৃত’ নিষেধি, করে ‘অপ্রাকৃত’ স্থাপন ।”

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৪১)

শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীভগবানের প্রাকৃত বিশেষরহিত নির্বিশেষ স্বরূপের বর্ণন পাওয়া যায় ।

“বচস্যপরতেহপ্রাপ্য য একো মনসা সহ ।

অনামরূপশ্চিহ্নাত্ত্বঃ সোহব্যাসঃ সদসংপরঃ ॥”

(ভাঃ ৬।১৬।২১)

আবার শ্রীভগবানের জগৎকারণত্ব-বিষয়েও

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং তিষ্ঠত্যাণোতি জায়তে ।

মুন্নয়েষিব মুজ্জাতিস্তস্মৈ তে ব্রহ্মণে নমঃ ॥” (ভাঃ ৬।১৬।২২)

শ্রীভগবান্ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ারির অগম্য ; তাহাও শ্রীভাগবতে পাই,—

“যন্ন স্পৃশস্তি ন বিদুর্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াসবঃ ।

অস্তর্কর্ষহিচ্চ বিততং ব্যোমবস্তন্নতোহস্মাহম্ ।

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়োহমী

যদংশবিদ্ধাঃ প্রচরন্তি কৰ্ম্মসু ।

নৈবান্নদা লৌহমিবাশ্রতপ্তং

স্থানেষু তদ্ দ্রষ্টৃপদেদশমেতি ॥” (ভাঃ ৬।১৬।২৩-২৪)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকা এবং শ্রীল শ্রীজীবপাদের ভগবৎ-সন্দর্ভ—১২ দ্রষ্টব্য ॥৬॥

শ্রুতিঃ—যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্মতে চ
 যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি ।
 যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
 তথাহক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥৭॥

অমুখ্যাসুবাদ—[বিধের সৃষ্টি কেবল নিরপেক্ষভাবে সেই অক্ষর
 পুরুষ হইতে হয়, তাহা নহে ; উপরন্তু উপসংহারও তাঁহাতেই হয় ;
 এই সঙ্কোচ-বিকাশ একই অক্ষরপুরুষ হইতে হইয়া থাকে, ইহা
 লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থন করিতেছেন—যথোর্ণনাভিঃ ইত্যাদি বাক্য
 দ্বারা—] যথা উর্ণনাভিঃ (যেমন লুতাকীট মাকড়সা) [নিজ শরীর
 হইতে তন্তু বাহির করিয়া] সৃজতে (জাল বয়ন করে) গৃহ্মতে চ
 (আবার সেই তন্তুগুলি প্রত্যাহার করে) [ইহা তাহাদের অণু-
 নিরপেক্ষভাবেই স্বয়ংই হইয়া থাকে] [আর একটি দৃষ্টান্ত] যথা
 ওষধয়ঃ (কিংবা যেমন ধাতু, যব প্রভৃতি শস্ত এবং অগ্ন্যান্ত ভৌতিক
 পদার্থ) পৃথিব্যাম্ (পৃথিবীতে) সম্ভবন্তি (উদ্ভূত হয়) [ইহা পৃথিবীরই
 পরিণামে দৃষ্টান্ত, অথবা যেমন] কেশলোমানি (কেশ ও লোমগুলি)
 সতঃ (সজীব) পুরুষাৎ (পুরুষদেহ হইতে) যথা [সম্ভবন্তি] (যেরূপ
 দেহে প্রকাশ পায়) [ইহা অণু কোন কারণকে অপেক্ষা না করিয়া
 আত্মবিলক্ষণরূপে প্রকাশ পায়] তথা (সেইপ্রকার) ইহ (এই
 জগতে) বিশ্বম্ (স্বাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রপঞ্চ) অক্ষরাৎ সম্ভবতি (সেই
 পরব্রহ্ম অক্ষরপুরুষ লীলাময় শ্রীহরি হইতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে,
 প্রলয়কালে আবার সেই বিশ্ব তাঁহাতেই লীন হয়) ॥৭॥

অমুখ্যাসুবাদ—যদি মনে কর, উপাদানকারণমাত্রই অণু নিমিত্ত-
 কারণকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য সৃষ্টি করে কিন্তু এখানে তাহা
 সম্ভবত কিরূপে ? যেহেতু বলা হইয়াছে—এক অক্ষর পুরুষকে জানিলেই

সকল কার্যাবস্তুর জ্ঞান হয়, এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—যেমন লুতাকীট অপরের সাহায্য না লইয়াই নিজ শরীর হইতে তন্তু বাহির করিয়া তাহা দ্বারা পাশ বয়ন করে আবার ইচ্ছামত তাহার উপসংহার করে, সেইরূপ ভগবান্ও প্রলয়-কালে নিজমধ্যে প্রবেশিত বিশ্বকে সৃষ্টিকালে স্বেচ্ছায় নির্গত করিয়া বিশ্ব রচনা করেন, পুনশ্চ ইচ্ছামত তাহা ধ্বংস করেন, 'ইহা তাঁহার অচিন্তনীয় ইচ্ছাশক্তির কার্য। কিংবা যদি শঙ্কা কর, এক অক্ষর-স্বরূপ হইতে বিজ্ঞাতীয় অনিত্য অনন্ত বিশ্বের উদ্ভব কিরূপে হয়? তাহাও (শঙ্কা) করিও না, দেখ—এক পৃথিবী হইতে নানাপ্রকার শস্য জন্মিতেছে আবার ধ্বংসও প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু পৃথিবী স্থির এক। আর যদি ভগবান্কে উপাদানকারণ বলিলে অসঙ্গতি মনে কর, বিনা উপমর্দে কিরূপে বিশ্বকার্যের উৎপত্তি তাঁহা হইতে সম্ভব? তাহাও ভুল, কারণ ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিতে সমস্তই সম্ভব; দৃষ্টান্ত দেখ—যেমন সজীব পুরুষদেহ হইতে নখ, লোম, কেশ নির্গত হয়, কিন্তু জীবাত্তার কোন বিকার হয় না, সেইপ্রকার তাঁহা হইতে জগৎ সৃষ্টিও জানিবে ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নহু লোক উপাদানশ্চ স্বভিন্ননিমিত্তকারণসাপেক্ষত্বদর্শনাদেক-বিজ্ঞানেন সর্বজ্ঞানমহুপপন্নম্। কিঞ্চৈকশ্চ ব্রহ্মণঃ পরম্পরবিলক্ষণানন্তপ্রপঞ্চোপাদানত্বমপি ন সংভবতি। কিঞ্চ ঘটাদ্ব্যুৎপত্তাবুপাদানভূতম্ব্যুৎপিণ্ডাদিষু পূর্ষাবস্থোপমর্দো দৃশ্যতে। প্রাকারোপাদানভূতাস্বিষ্টকান্ চতুরশ্বাদিলক্ষণপূর্ষাকারতিরোধানং দৃশ্যতে। অক্ষরশব্দিতশ্চ নির্বিকারশ্চ ব্রহ্মণঃ পূর্ষাকারোপমর্দতিরোধানয়োবসংভবেনোপাদানত্বং ন সংভবতীত্যশঙ্ক্যাহ—

যথোর্ণ...চ। যথোর্ণনাভিস্তদদ্যাদূর্ণাং সংতত্যা বক্তৃতঃ।

তয়া বিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং জনাৰ্দ্দনঃ ॥

ইত্যুক্তরীত্যা যথা লূতাখ্যকীটবিশেষশ্চ স্বাস্তঃস্থিততন্তুনিঃসারণতৎ-
প্রবেশনয়োনিরপেক্ষকর্তৃত্বম্।

যথা...সংভবন্তি। যথৈকশ্চা এব পৃথিব্যাঃ পূৰ্ণাবস্থোপমর্দতিরো-
ধানাভাবেহপি বিলক্ষণানন্তৌষধূপাদানত্বম্।

যথা...লোমানি। যথা জীবতঃ পুরুষশ্চ চেতনশ্চাচেতনকেশলো-
মাদ্যুপাদানত্বম্। তথা...বিশ্বম্।

এবমেব নিমিত্তান্তরনিরপেক্ষাদুপাদেয়বিলক্ষণান্নির্বিষ্কারাৎপরমাঅনঃ
পরম্পরবিলক্ষণং চেতনাচেতনাঅকং নিখিলং জগৎসংভবতীত্যর্থঃ। ৭।

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—নহু অক্ষরপুরুষশ্চোপাদানকারণত্বমহুপপন্নম্
উপাদানশ্চ নিমিত্তরূপকারণান্তরসাপেক্ষত্যাং তথা সতি একবিজ্ঞানেন
কথং সৰ্ববিজ্ঞানং সম্ভবি, কিঞ্চ একশ্চ পরমাঅন উপাদানত্বে
বিজাতীয়োপাদেয়শ্চাপ্যসম্ভবঃ, কার্যোৎপত্তৌ কারণাবস্থায় উপমর্দদর্শ-
নাং অত্র তদভাবেতদ্ভুক্তিরসঙ্গতেত্যাশঙ্কাং পরিহরতি—যথাক্রমং
ত্রিভির্দৃষ্টান্তৈঃ—যথোর্ণনাভিঃ—লূতাকীটঃ নিরপেক্ষঃ সন্—স্বাস্তঃস্থিত-
তন্তুনিষ্কাশনতৎপ্রবেশনাভ্যাং স্বজতে পাশং রচয়তি, গৃহতে গৃহ্নাতি
পুনস্তং সংহরতীত্যর্থঃ তত্র স্বেচ্ছৈব প্রযোজিকা এবং জগদীশ্বরশ্চ
প্রলয়কালে স্বাস্তঃপ্রবেশিতশ্চ প্রপঞ্চশ্চ পুনঃ সৃষ্টিকালে নির্গমণম্,
প্রলয়ে তদুপসংহারশ্চ, অত্র ভগবন্নীলৈব প্রযোজিকা, নান্যৎ কিমপি
কারণমস্তি, যথাচ একশ্চাঃ পৃথিব্যাঃ সকাশাৎ বিজাতীয়ত্রীহি-যবাদি
শস্ত্রোন্তুবো দৃশ্যতে তত্র উপাদানভেদাভাবেহপি যথোপাদেয়বৈলক্ষণ্যশ্চ
নামুপপত্তিঃ এবম্ যথা জীবতঃ চেতনশ্চ পুরুষশ্চোপমর্দাভাবেহপি
অচেতনকেশলোমাদিসম্ভবঃ, তথা অক্ষরাৎ পুরুষাৎ কারণান্তরনৈর-
পেক্ষ্যেণ, একস্বরূপাৎ নির্বিষ্কারাৎ পরমাঅনো বিলক্ষণসৃষ্টিঃ স্বাহুপ-
মর্দেন সম্ভবতি সৰ্বত্র অচিষ্টৈশ্যশী শক্তিরেব প্রযোজিকেতি ভাবঃ। ৭।

তত্ত্বকণা—বর্তমান মস্ত্রে তিনটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছেন যে, পরব্রহ্ম পরমেশ্বরই এই জড় ও চেতনাত্মক সম্পূর্ণ জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ।

প্রথমে মাকড়সার দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, যে-প্রকার মাকড়সা নিজেই উদরমধ্যে অবস্থিত জালকে বাহির করতঃ প্রকাশ করে এবং পুনরায় উদরমধ্যে নিহিত করে, সেই প্রকার পরব্রহ্ম পরমেশ্বর নিজের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে লীন সমগ্র জগৎকে সৃষ্টির প্রারম্ভে নানাপ্রকারে উৎপন্ন করিয়া থাকেন এবং প্রলয়কালে পুনরায় নিজ মধ্যে লীন করেন।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

“সৰ্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যাস্তি মামিকাম্।

কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিন্দ্ভজামাহম্।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিন্দ্ভজামি পুনঃ পুনঃ।

ভূতগ্রামমিমং ক্লংশ্রমবশং প্রকৃতেৰ্ক্ষশাৎ ॥” (গী: ৯।৭-৮)

দ্বিতীয় উদাহরণ দিয়াছেন যে, পৃথিবীতে যে যে প্রকারের ধাতু, তৃণ, বৃক্ষ, লতা-আদি ওষধির বীজ পড়ে, সেই সেই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ওষধি উৎপন্ন হয়, উহাতে পৃথিবীর কোন পক্ষপাত নাই, সেইপ্রকার জীবের নানাপ্রকার কৰ্ম্মরূপ বীজানুসারে ভগবান্ উহা-দিগকে ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম দিয়া থাকেন, ইহাতে উহার কোন প্রকার বৈষম্য ও নির্দয়তা প্রকাশ পায় না। ব্রহ্মসূত্রেও পাই,— “বৈষম্যনৈঘূণো ন, সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি।” (বে: সূ: ২।১।৩৪)।

তৃতীয়—মনুষ্ণের শরীর-দৃষ্টান্তে পাই যে, যে প্রকার জীবিত মানুষ্ণের শরীর হইতে সৰ্ব্বথা বিলক্ষণ কেশ, রোম ও নখ স্বতঃই উৎপন্ন হয় ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইপ্রকার ভগবান্ হইতে

বিলক্ষণভাবে যথাকালে বিশ্ব উৎপন্ন ও বিস্তৃত হয়, ইহাতে শ্রীভগবানের কোন প্রযত্ন করিতে হয় না। শ্রীগীতাতেও পাই,—“তস্ম কৰ্ত্তারমপি মাং বিদ্ব্যকৰ্ত্তারমব্যয়ম্।” (গী: ৪।১৩)

শ্রীগীতাতে আরও পাই,—

“ন চ মাং তানি কৰ্ম্মাণি নিবধ্নস্তি ধনঞ্জয় ।

উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেযু কৰ্ম্মস্ব ॥” (গী: ৯।২)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“স এব বিশ্বং সৃজতি, স এবাবতি, হস্তি চ ।

তথাপি হনহকারো নাক্ষ্যতে গুণকৰ্ম্মভিঃ ॥” (ভা: ৪।১।১২৫)

বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদের ষষ্ঠ সূত্রে পাই,—
“দৃশ্যতে তু” ইহার গোবিন্দভাষ্যে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাবূষণ প্রভু এই শ্রুতিমন্ত্রটি উদ্ধার করিয়া জানাইয়াছেন যে, বৈরূপ্যবিশিষ্ট দুইটি বস্তুরও উপাদান ও উপাদেয়ভাব দৃষ্ট হয়। যেমন গুণ সমূহের বিজ্ঞাতীয় ভাব্য হইতে উৎপত্তি, মধু হইতে ক্ষুদ্র কীটের উৎপত্তি, কল্লভ্রম হইতে হস্তী, অশ্বের উৎপত্তি, চিন্তামণি হইতে স্বর্ণের উৎপত্তি। আরও যেমন উৰ্গনাভি (মাকড়সা) মূত্র সৃজন করে, নিগরণ করে ; যেমন পৃথিবী হইতে ওষধি, জীবের জীবিত শরীর হইতে কেশরোমাদি উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, সেইরূপ অক্ষরস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“যথা নভস্তত্রতমঃ-প্রকাশা

ভবন্তি ভূপা ন ভবন্ত্যহুক্রমাং ।

এবং পরে ব্রহ্মণি শক্তয়ন্তম্

ব্রহ্মন্তমঃ সত্ত্বমিতি প্রবাহঃ ॥” (ভা: ৪।৩।১।১৭)

এই শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকা দ্রষ্টব্য ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গোণ-কারণ ।

অগ্নি-শক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ।

অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎ-কারণ ।

প্রকৃতি-কারণ, যৈছে অজাগলন্তন ॥ -

মায়া-অংশে কহি তারে নিমিস্ত-কারণ ।

সেহ নহে, যাতে কৰ্ত্তা-হেতু নারায়ণ ॥

ঘটের নিমিস্ত হেতু যৈছে কুস্তকার ।

তৈছে জগতের কৰ্ত্তা—পুরুষাবতার ॥” (চৈঃ চঃ আদি ৫)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

“ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্মৃতে সচরাচরম্ ॥” (গীঃ ৯।১০)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“আপনে পুরুষ—বিশ্বের ‘নিমিস্ত’-কারণ ।

অদ্বৈতরূপে ‘উপাদান’ হন নারায়ণ ॥”

(চৈঃ চঃ আদি ৩।১৬) ॥৭॥

শ্রুতিঃ—[যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্

যস্মান্মানীয়ো ন জ্যায়োহস্তি কশ্চিৎ ।

বৃক্ষ ইব শুক্লো দিবি তিষ্ঠত্যেক-

স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সৰ্ব্বম্ ॥]

ইহা শ্রীরঙ্গরামানুজ-ভাষ্যোপেতা-গ্রন্থে অধিকরূপে ধৃত মন্ত্ৰ—(এই মন্ত্ৰটি আবার শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে (৩।২) দৃষ্ট হয়) ।

মুক্তকোপনিষদের এই মন্ত্ৰটির শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত ভাষ্যটিও প্রদত্ত হইল ।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নহু ভূতযোনিশব্দনির্দিষ্টং সর্বোপাদানত্বং ব্রহ্মণো
ন সম্ভবতি ঘটাদিষু মৃদ এবোপাদানত্বদর্শনাদব্রহ্মণ উপাদানত্বাসম্ভবাদি-
ত্যাশক্য মৃদাদিষপি ব্রহ্মণ আত্মতয়া ব্যাপ্তত্বান্দাদিরূপশ্চ ব্রহ্মণ
উপাদানত্বে নানুপপত্তিরিত্যভিপ্রয়গ্রাহ—

যস্মাৎপরং...কিঞ্চিৎ । অত্র পরশব্দ উৎকৃষ্টবচনঃ । অপরশব্দোহ-
ন্যবচনঃ । যস্মাদনুত্বংকৃষ্টং নাস্তীত্যর্থঃ । নাত্র পরাপরয়োৰ্যোরপি
নিষেধঃ । তথা সতি নঞঃ সৰুচ্ছ তস্তাবৃতিপ্রসঙ্গাৎ ।

যস্মা...কশ্চিৎ । অণোরণীয়ান্নহতো মহীয়ানিতি ভাবঃ । অণীয়ত্বং
নৃশব্দং ব্যাপিত্বমিতি ফলতি । জ্যায়ত্বং সর্বৈশ্বরত্বং সর্বব্যাপিত্বাৎ-
সর্বৈশ্বরত্বাদনৈব, এতদ্ব্যতিরিক্তশ্চ কশ্চাপি জ্যায়ত্বমণীয়ত্বং চ নাস্তীত্যর্থ
ইতি বেদার্থসংগ্রহে ব্যাখ্যাতম্ । কশ্চিদिति লিঙ্গব্যত্যয়শ্চান্দসঃ ।

বৃক্ষ...তিষ্ঠত্যোকঃ । নস্তব্যবস্থভাবাদবৃক্ষবদপ্রণতশ্চভাবঃ সঙ্গগৎ-
প্রধানভূতঃ পরমপদ আস্ত ইত্যর্থঃ ।

তেনেদং সৰ্বম্ ॥ নিয়মনাৰ্থমন্তরপ্রবিষ্টেন সৰ্বমিদং ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ ।
অতশ্চ মৃদাদিকশরীরকশ্চ ব্রহ্মণো ঘটাদাবপ্যোপাদানত্বসংভবাদভূতযোনিত্বং
নানুপপন্নমিতি ভাবঃ । অয়ং মন্ত্রঃ কেষুচিৎকোশেষু ন দৃষ্টঃ । কৈচ্চিদব্যাক-
কৃতো ভাষ্যেহপি ন গণিতঃ । তথাহপি ব্যাসার্থৈরক্ষরপুরুষশ্চ যস্মাৎ-
পরং নাপরমস্তীতি সমাভ্যধিকনিষেধশ্চোপক্রমাবগত ইত্যভিহিতত্বান্ন
প্রক্ষেপশকাৰ্হ ইতি ব্রষ্টব্যম্ ।

শ্রুতিঃ—তপসা চীয়েতে ব্রহ্ম ততোহম্মমন্তিজায়তে ।

অম্মাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কৰ্ম্মসু চামৃতম্ ॥৮॥

অম্মানুবাদ—[জগতের উৎপত্তি-ক্রম সংক্ষেপে বলিতেছেন,—]
ব্রহ্ম (সেই অক্ষরপুরুষ পরব্রহ্ম) তপসা (অভিধ্যান দ্বারা সিস্রুকা

বশতঃ) চীয়েতে (সৃষ্ট্যান্মুখ হইয়া থাকেন) ততঃ (ঐরূপে সৃষ্টি-
 স্থিতি-লয়-শক্তি-বিজ্ঞানবিশিষ্টরূপে প্রবৃদ্ধ ব্রহ্ম হইতে) অন্নম্ (অব্যাকৃত
 ভোগ্যভোক্তৃ চিৎ অচিৎ সমষ্টি) অভিজায়তে (অভিব্যক্ত হইয়া
 থাকে অর্থাৎ নাম-রূপাদি অবস্থায় ব্যাকৃত করিতে অভিপ্রেতাবস্থায়
 উপস্থিত হয়), অন্নাৎ (সেই অবস্থায় উপনীত অব্যাকৃত প্রপঞ্চ
 হইতে) প্রাণঃ (চিদচিৎ সমষ্টির প্রাণভূত জ্ঞান, ক্রিয়া, বল
 অধিষ্ঠান করিয়া হিরণ্যগর্ভ জগদাত্মা উৎপন্ন হইলেন), [তাহার
 পর সেই প্রাণ হইতে] মনঃ [অভিজায়তে] (মন সৃষ্ট হইল) [সেই
 মন হইতে] সত্যং (বায়ু, আকাশ ও পৃথিবী, জল, অগ্নি—এই
 পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইল) [সৃষ্ট সেই পঞ্চভূত হইতে] লোকাঃ
 (ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিক্রমে ভূঃ প্রভৃতি সপ্তভুবন সৃষ্ট হইল) [তাহার পর
 মনুজ প্রভৃতি প্রাণিবর্গ ও তাহাদের বর্ণাশ্রম ব্যবহ্যক্রমে কর্ম উৎপন্ন
 হইল] কর্মস্ব (কর্ম-জন্ত) অমৃতং চ (অবশ্যস্তাবী সুখ-দুঃখরূপ কর্মফল)
 [উৎপন্ন হইল] । ৮।

অনুবাদ—উৎপত্তি-বিধির বিজ্ঞানবিশিষ্ট ভূতযোনি অক্ষরব্রহ্ম
 সঙ্লগ্নাত্মক ঐকগ্ণদ্বারা প্রবৃদ্ধ হইলেন অর্থাৎ সৃষ্ট্যান্মুখ হইয়া থাকেন,
 সেই সৃষ্টাভিলাষী ব্রহ্ম হইতে নামরূপাদিরূপে অব্যাকৃত জগৎ—
 ব্যাকৃতেচ্ছার বিষয় হয়। পরে তাদৃশাবস্থাপন্ন অব্যাকৃত হইতে প্রাণ
 অর্থাৎ ঐশ্বরের জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াশক্তি অধিষ্ঠান করিয়া জগদাত্মা
 হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হন। হিরণ্যগর্ভ হইতে মনের উৎপত্তি হইল,
 মন হইতে পঞ্চভূত, ভূঃ প্রভৃতি সপ্তভুবন, জীবের কর্ম ও তজ্জনিত
 অবিনশ্বর কর্মফল উৎপন্ন হইল । ৮।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ব্রহ্মণো বিশোৎপত্তিপ্রকার উচ্যতে—তপসা..
 ...ব্রহ্ম। তপসা জ্ঞানেন। যশ জ্ঞানময়ং তপ ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ।

চীয়ত উপচীয়তে । বহুশ্চামিতি সংকল্পরূপেণ জ্ঞানেন ব্রহ্ম সৃষ্ট্যানুখং ভবতীত্যর্থঃ ।

ততো.....জায়তে । ‘অনুতেহস্তু চ ভূতানি’ [তৈঃ ২।২।১] ইতি ভোগ্যভোকৃৎপচেতনাচেতনসংঘাতলক্ষণমব্যাকৃতং পরস্মাদব্রহ্মণো জায়ত ইত্যর্থঃ ।

অন্যৎ.....চামৃতম্ । তস্মাৎসমষ্টিরূপচিদচিৎসংঘাতান্ব্যকাদব্রহ্ম-
তাদব্যাকৃতানুখাঃ প্রাণোহস্তঃকরণং সত্যশক্তিতো ভোকৃৎবর্গঃ স্বর্গাদম্বো-
লোকাঃ কৰ্ম্মস্ব আয়ত্তমমৃতং চামৃতত্বসাধকং কৰ্ম্মেতি যাবৎ । অথবা
কৰ্ম্মশ্রুতি নির্দ্ধারণে সপ্তমী । কৰ্ম্মমধ্যে মোক্ষার্থং কৰ্ম্মেত্যর্থঃ । এতৎ-
সৰ্ব্বমভিজায়ত ইতি পূৰ্বেণাশ্রয়ঃ । এতৎসৰ্ব্বং ভাগ্যশ্রুতপ্রকাশিকয়োঃ
স্পষ্টম্ । ৮।

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—অধেদানীং সৃষ্টিপ্রকারমাহ—তপসা চীয়ত-
ইত্যাদিনা—ব্রহ্ম অক্ষরপুরুষঃ পরব্রহ্ম তপসা অভিধ্যানেন
সিস্কৃয়া ইত্যর্থঃ তথাচ শ্রুতিঃ ‘স ব্রহ্মত বহুশ্চাম্ প্রজায়েয়’ ইতি,
ঈক্ষণমূলকত্বাৎ সৃষ্টেঃ, ঈক্ষণশ্চ চ জ্ঞানবিশেষত্বাদিতি চীয়তে উপচীয়তে
সৃষ্ট্যানুখং ভবতি, নায়ম্পচয়ো বিকারবিশেষঃ, তস্মাৎ নির্বিকারত্ব-
শ্রুতেঃ । ততঃ স্বাভাবিকজ্ঞান-বল-ক্রিয়া শক্ত্যুপহিতাৎ পরমাত্মনঃ,
অন্যং অব্যাকৃতং, অভিজায়তে নামরূপাদি-ব্যাচিকীৰ্ষিতাবস্থারূপেণ
অভিজায়তে উপপত্তিতে ‘নামরূপে ব্যাকরবানি’ ইতি শ্রুতেঃ ; পর-
মেশ্বরশ্চ ব্যাচিকীৰ্ষিতং নামরূপাদি প্রাগ্ ভবতি । ততশ্চ অন্যৎ তাদৃশাৎ
অব্যাকৃতত্বাৎ প্রাণঃ অবিজ্ঞাকামকৰ্ম্মভূতপঞ্চকানাং বীজানামক্ষুরো-
জগদাত্মা হিরণ্যগৰ্ভঃ উপপত্তিতে, তস্মাৎ প্রাণাৎ মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মান্বকং
অস্তঃকরণং, মনসশ্চ সত্যং ভূতপঞ্চকং, ততশ্চ লোকাঃ ভূঃ প্রভৃতয়ঃ

সপ্তলোকাঃ, তেষু মহাশ্যাদিপ্রাণি-বর্ণাশ্রমবিভাগেন কৰ্ম্মাণি জায়ন্তে
কৰ্ম্মজন্মম্ অমৃতম্ অবিনশ্বরং কৰ্ম্মফলম্ অভিজায়তে ॥৮॥

তত্ত্বকণা—বৰ্ত্তমান মন্ত্রে সংক্ষেপে জগতের উৎপত্তির ক্রম বর্ণন
করিতেছেন ।

যখন জগৎ রচনার সময় উপস্থিত হয়, তখন পরব্রহ্ম পরমেশ্বর
নিজ সংকল্পরূপ তপশ্চা হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সৃষ্ট্যানুয হন ।
তখন সেই অব্যাকৃত সূক্ষ্মরূপ বা অবস্থা হইতে হিরণ্যগৰ্ভ ব্রহ্মা-
রূপে আবির্ভূত হন । ব্রহ্মা হইতে সমস্ত প্রাণিবর্গের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি
করিবার নিমিত্ত অন্ন উৎপন্ন হয়, তৎপরে অন্ন হইতে ক্রমশঃ প্রাণ,
মন ও কার্য্যরূপ পঞ্চ মহাভূত, সমস্ত প্রাণী ও উহাদের বাসস্থান
বিভিন্ন লোক এবং উহাদের ভিন্ন ভিন্ন কৰ্ম্ম হৈতে অবশস্তাবী
অবিনশ্বর কৰ্ম্মফলসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে । যতদিন পর্য্যন্ত জীব
মুক্ত না হয়, ততদিন তাহাকে অবশ্যই কৰ্ম্মফল ভোগ করিতে হয়
বলিয়া কৰ্ম্মফলকে অবিনশ্বর বলা যাইতে পারে ।

সৃষ্টিতত্ত্ব-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“কালং কৰ্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া ।

আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষুরুপাদদে ।

কালাদ্ গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ ।

কৰ্ম্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ ॥” ইত্যাদি

(ভাঃ ২।৫।২১-২২) ॥৮॥

অতঃপর উক্ত সিদ্ধান্তের উপসংহার করিবার ইচ্ছায় পরবর্ত্তিনী
শ্রুতি বলিতেছেন,—

শ্রুতিঃ—যঃ সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ববিদ্ যশ্চ জ্ঞানময়ং তপঃ ।

তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥১১॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ

সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—যঃ (ভূতধোনি যে অক্ষরপুরুষ) সৰ্বজ্ঞঃ (সৰ্ব-
বিষয়ে জ্ঞাতা) সৰ্ববিৎ (এবং বিশেষরূপে সমস্ত তত্ত্ব যাহার বিদিত)
যশ্চ (স্বরূপতঃ ও প্রকারতঃ সৰ্ববিষয়ক জ্ঞানবান্ যে অক্ষরপুরুষের)
তপঃ (তপশ্চা অর্থাৎ জগৎ-সৃষ্টির উপযুক্ত সামর্থ্য) জ্ঞানময়ং (জ্ঞানের
অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রের পরিণাম) তস্মাৎ (সেই সৰ্বজ্ঞানময়-সৰ্বশক্তিমান্
পুরুষ হইতে) এতৎ ব্রহ্ম (এই অব্যাকৃত নামক ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ)
নাম (বস্তুর নাম—ঘটপটাদি) রূপম্ (গুরুপীতাদি বর্ণ অথবা বিভিন্ন
আকৃতি) অন্নঞ্চ (এবং ত্রীহি যবাদি শস্ত) জায়তে (উৎপন্ন হইয়া
 থাকে) ॥১১॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমখণ্ডশ্চ

অনুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—যিনি স্বরূপতঃ সৰ্ববিষয়ক জ্ঞানবান্ এবং যিনি প্রকারতঃও
সৰ্বজ্ঞ, যাহার সঙ্কল্পরূপজ্ঞান ব্যতীত সৃষ্ট্যুপযোগী আয়ানাত্মক
কর্ম নাই, কিন্তু ইচ্ছারই অভিব্যক্তি এই বিশ্ব, সেই অক্ষরপুরুষ
হইতে অব্যাকৃত নামক ব্রহ্ম উৎপন্ন হন, তাহারই মাধ্যমে বিশ্ব-
প্রপঞ্চের নাম, রূপ ও ত্রীহি যব প্রভৃতি শস্ত জন্মিয়া থাকে ॥১১॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদের প্রথমমুণ্ডকে প্রথম খণ্ডের

অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পূৰ্বমন্ত্ৰোক্ততপঃশব্দঃ বিবৃথন্ ভূতযোনিশক্তিত্ত
ব্রহ্মণঃ সৃষ্ট্যুপকরণং সাক্ষজ্যং দর্শয়তি—

যঃ..... তপঃ । সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ববিষয়কজ্ঞানবান্ । সৰ্ববিস্তৃতদ্বন্দ্বগত-
সৰ্বপ্রকারকজ্ঞানবান্ । স্বরূপতঃ প্রকারতচ্চ সৰ্ববিষয়কজ্ঞানবস্তুমস্মি-
ন্মহে ভূতযোনেৰ্বিধেয়মপ্রাপ্তবাৎ । যন্ত জ্ঞানময়ং তপ ইত্যেননাংশেন
পূৰ্বমন্ত্ৰোক্ততপঃশব্দবিবরণং যন্ত ব্রহ্মণঃ সংকল্পরূপজ্ঞানব্যাতিবৈকেণ
জগৎসৃষ্ট্যুপযুক্তং কৰ্মাস্তবং নাস্তীত্যর্থঃ ।

ততোহন্নমভিজায়ত ইত্যাদিকমমুবদতি—

তস্মাদেত.....জায়তে ।

তস্মাৎসংকল্লেন সৃষ্ট্যনুখাদব্রহ্মণঃ । ততোহন্নমভিজায়ত ইত্যাদ্যব-
শব্দনির্দিষ্টমেতৎ অব্যাকৃতাত্মাং ব্রহ্ম সাক্ষাজ্জায়তে । তদ্বারা নাম-
রূপবৎ অদ্যতেহন্তি চ ভূতানীতি অন্তশব্দনির্দিষ্টভোগ্যভোক্তরূপং চ
জায়ত ইত্যর্থঃ । যদ্যস্মিন্নপি মন্ত্রে সৰ্বজ্ঞত্বাদ্যমুবাদেন ব্রহ্মশক্তিব্যা-
ক্তাদিহেতুত্বং বিধীয়ত ইতি প্রতিভাতি তথাহপি তন্ত পূৰ্বমন্ত্র-
প্রাপ্তত্বেন বিধেয়ত্বাসংভবাদপ্রাপ্তস্ত সৰ্বজ্ঞত্বশ্চৈব বিধেয়ত্বমিতি দ্রষ্টব্যম্ ।
নহু সৰ্বজ্ঞ-সৰ্ববিচ্ছিন্নয়োৰপোনরুক্ত্যায় সৰ্বজ্ঞশব্দস্ত কুট্টিরভ্যুপগন্তব্যম্ ।
কুশাহুরেতাঃ সৰ্বজ্ঞ ইতি নিঘণ্টুপাঠেন সৰ্বজ্ঞশব্দস্তোমাপতৌ কুচত্বা ৫
তস্মাৎসৰ্ববিদো দেবতাস্তরান্নিমিত্তভূতাত্তপসা চীয়েত ব্রহ্মেতি পূৰ্বমন্ত্র-
নির্দিষ্টমুপাদানং ব্রহ্মাণ্ডদেব ভবিতুমর্হতি । তস্মাদেতদব্রহ্ম নামরূপমন্নং
চ জায়ত ইত্যুপাদানভূতাদব্রহ্মণো নিমিত্তভূতেশ্বরস্ত ভেদ এব প্রতীয়ত
ইতি চেন্ন । যঃ সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ববিদ্ যন্ত জ্ঞানময়ং তপ ইতি তপসোপ-
চীয়মানতয়া পূৰ্বমন্ত্রনির্দিষ্টশাক্ষব্রহ্মণ এব সৰ্বজ্ঞত্বসৰ্ববিদ্যয়োঃ প্রতীত্যা
তস্মোৰ্তেদাসংভবাৎ । নিমিত্তোপাদানভেদবিসংখ্যামেকবিজ্ঞানেন সৰ্ব-

ବିଜ୍ଞାନାସକ୍ତବେନ କସ୍ମିନ୍ନ ଭଗବୋ ବିଜ୍ଞାତେ ସର୍ବମିଦଂ ବିଜ୍ଞାତଂ ଭବତୀତି-
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ପ୍ରତିବଚନଦ୍ଵାସକ୍ତବେନ ଶ୍ରୀତିପିପାଦୟିଷିତପ୍ରଧାନାର୍ଥବିରୋଧପ୍ରସଙ୍ଗାଦିତ୍ୟା-
 ଯତିପ୍ରସଙ୍ଗେନ ॥୧॥

ୈତି—ମୁଖକୋପନିଷଦି ପ୍ରଥମମୁଖକେ ପ୍ରଥମଖଣ୍ଡଞ୍ଚ ଶ୍ରୀରଞ୍ଜ-
 ରାମାନ୍ତ-ମୁନୀନ୍ଦ୍ରକୃତ-ପ୍ରକାଶିକାଧ୍ୟ-ଭାଷ୍ୟଂ ସମାପ୍ତମ୍ ॥

ଶ୍ରୁତ୍ୟର୍ଥବୋଧିନୀ—ପରବ୍ରହ୍ମଣଃ ଜ୍ଞାନବାତିରେକେଽ ସୃଷ୍ଟାସକ୍ତବାଂ ତସ୍ତ
 ସୃଷ୍ଟ୍ୟୁପସାଧିତଂ ଦର୍ଶୟତି ଯଃ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ଵରଃ ସର୍ବଜ୍ଞଃ, ସ୍ଵରୂପତଃ
 ସର୍ବବିଷୟକଜ୍ଞାନସମ୍ପନ୍ନଃ, ସର୍ବବିଦ୍ ଏକାରତଃ ସର୍ବବିଷୟକାଭିଜ୍ଞତାବାନ୍,
 ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ପଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜ୍ଞାନମୟଂ ଜ୍ଞାନପରିଣାମଭୂତଂ ତସ୍ୟାଂ ତାଦୃଶାଂ
 ପରମେଶ୍ଵରାଂ ଏତଂ ବ୍ରହ୍ମ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭଃ, ନାମ ପଦାର୍ଥସଂଜ୍ଞା, ରୂପଂ ଶୂନ୍ୟାଦିକମ୍
 ଆକୃତିର୍ବା ଅନ୍ନଂ ଗୋପ୍ୟଂ ବସ୍ତୁ ଚ ଜାୟତେ ଓଽପତ୍ତତେ ॥୨॥

ୈତି—ମୁଖକୋପନିଷଦି ପ୍ରଥମମୁଖକେ ପ୍ରଥମଖଣ୍ଡଞ୍ଚ
 ‘ଶ୍ରୁତ୍ୟର୍ଥବୋଧିନୀ’-ନାମ୍ନୀ ଟୀକା ସମାପ୍ତା ॥

ତତ୍ତ୍ଵକର୍ତ୍ତା—ସମଗ୍ର ଜଗତେର କାରଣୀଭୂତ ପରମପୁରୁଷ ପରମେଶ୍ଵର ସାଧାରଣ-
 ରୂପେ ତଥା ବିଶେଷରୂପେ ସକଳ ପଦାର୍ଥେର ସ୍ଵରୂପ ଜ୍ଞାତ ଆଛନ୍ତି, ତାହି ତିନି
 ସର୍ବଜ୍ଞ ଓ ସର୍ବବିଦ୍ । ଏହି ପରବ୍ରହ୍ମଣ୍ଡର ଜ୍ଞାନ ବା ଇଚ୍ଛାହି ତପନ୍ତା । ଜଗତେର
 ଓଽପତ୍ତିର ନିମିତ୍ତ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ଠେର ଗ୍ରାସ ଓହାକେ କଷ୍ଟସହିଷ୍ଠ ତପନ୍ତା କରିତେ
 ହୁଏ ନା ।

ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ଵର ସବୁଜଗତ୍ରେହି ବିସ୍ତାରି
 ଜଗତ୍, ସାହାର ଅପର ନାମ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ-ବ୍ରହ୍ମ ଅତଃହି ଏକଟ ହିସା ଥାକେ
 ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀମାନ୍ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ, ନାମ, ରୂପ ଓ ଆହାର୍ଯ୍ୟ-ପଦାର୍ଥାଦି
 ଓଽପନ୍ନ ହୁଏ ।

শৌনক ঋষি দ্বিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, কাঁশাকে জানিলে সব জ্ঞাত হওয়া যায় ? তাহারই উত্তরে বলা হইয়াছে,—সমগ্র জগতের পরমকারণ যে পরব্রহ্ম পরমেশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে, সেই সৰ্বশক্তিমান্, সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বেশ্বরের জ্ঞান লাভ হইলেই সৰ্ববিষয়ে জ্ঞান হইয়া থাকে ।

জগৎসৃষ্টি-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“স এব ভূয়ো নিম্ববীৰ্য্যচোদিতাং
স্বজীবমায়াং প্রকৃতিং সিস্কৃতীম্ ।
অনামরূপাত্মনি রূপনামনী
বিধিৎসমানোহমুসসার শাস্ত্রকৃৎ ॥” (ভা: ১।১০।২২)

শ্রীনাগপত্নীগণ স্তবেও বলিয়াছেন,—

“অব্যাকৃতবিহারায় সৰ্বব্যাকৃতসিদ্ধয়ে ।
ব্রহ্মীকেশ নমস্তেহস্ত মুনয়ে মৌনশালিনে ।
পরাবরগতিজ্ঞায় সৰ্বাধ্যক্ষায় তে নমঃ ।
অবিশ্বায় চ বিশ্বায় তদ্রূপেহস্ত চ হেতবে ॥”

(ভা: ১০।১৬।৪৭-৪৮)

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবর্ষি নারদও বলিয়াছেন,—

“বিশুদ্ধবিজ্ঞানধনং স্বসংস্থয়া
সমাপ্তসৰ্বার্থমমোষবাস্তিতম্ ।
অতেজসা নিত্যানিবৃত্তমায়া-
গুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি ॥

ভামীশ্বরং স্বাশ্রয়মাশ্রমায়য়া

বিনির্মিতাশেষবিশেষকল্পনম্ ।

ক্রীড়ার্মদ্যাস্তমহুশ্যবিগ্রহং

নতোহস্মি ধূর্য্যং যদ্বৃক্ষিসাত্বতাম্ ॥” (ভা: ১০।৩৭।২২-২৩)

অর্থাৎ হে ভগবন্! কেবল জ্ঞানমূর্ত্তিস্বরূপ আপনি স্বীয় স্বরূপ-পরমানন্দরূপে অবস্থান করিয়াই সমস্ত অতীষ্ট-বিষয় প্রাপ্ত হইতেছেন অতএব আপনার বাঞ্ছিত অবার্থ; আপনার চিচ্ছক্তিদ্বারা মায়িক গুণ-প্রবাহ সর্বদা প্রতিহত রহিয়াছে। আপনি নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন আমি আপনার পরণাপন্ন হইতেছি। আপনি সকলেরই প্রভু স্বতরাং স্বতন্ত্র অর্থাৎ জীব, কাল, কৰ্ম্ম প্রভৃতি কিছুই বশীভূত নহেন, এই প্রপঞ্চগত অসংখ্য বৈচিত্র্য আপনার নিজ শক্তি-প্রভাবেই রচিত। সম্প্রতি লীলার জ্ঞাত কংসাদি মহুশ্যের সহিত তজ্জাতীয় যুদ্ধ-ক্রীড়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। আপনি যদ্বৃ, বৃক্ষি ও সাত্বত-কুলের (নিত্য) পতি; আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥২॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের
‘তত্ত্বকণা’ নাম্নী-অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ

প্রথমমুণ্ডকে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

শ্রুতিঃ—তদেতৎ সত্যম্ । মন্ত্ৰেষু কৰ্ম্মাণি কবয়ো যান্ত্রপশ্যৎ-
স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সমুত্তানি ।
তান্মাচরথ নিয়তং সত্যকামা
এষ বঃ পশ্বাঃ স্কৃতস্তা লোকে ॥১॥

অম্বয়ানুরাদ—[পূর্ব খণ্ডে অপরা বিদ্যা ও পরা বিদ্যা—দ্বিবিধ বিদ্যা
প্রদর্শিত হইয়াছে এবং তাহাদের বিষয়ভেদও বর্ণিত হইয়াছে । অতঃপর
যে অক্ষরব্রহ্ম জ্ঞাত হইলে সমস্ত কার্য্য-নস্তর জ্ঞান হইয়া থাকে, তাঁহার
জ্ঞানোপায় কি ? তাহা বক্তব্য এবং তাঁহার জ্ঞেয়ত্ব-বিষয়ে যুক্তিও প্রদর্শনীয়,
সেজ্ঞাত এই খণ্ড আরম্ভ হইতেছে । ‘তদেতৎ সত্যম্’ ইত্যাদি—] তৎ
এতৎ (সেই এই অক্ষরপুরুষ যিনি সমস্ত প্রপঞ্চের নিমিত্ত ও উপাদান-
কারণ, ও যাহার সবল্লরূপ তপশ্চা দ্বারা বিশ্বের উৎপত্তি, তিনি)
সত্যম্ (সত্যস্বরূপ ও নিত্য—অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশাদি ষড়্-বিধবিকার-
শূন্য) [এতদ্ভিন্ন সমস্তই সবিকার, তাঁহাকে জানিবার ক্রমপন্থায় উপায়
অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান, তাহার উদাহরণ—] কবয়ঃ
(জ্ঞানী ঋষিগণ) মন্ত্ৰেষু (ঋগ্বেদাদি মণ্ডো) যানি কৰ্ম্মাণি (যে সমস্ত
অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কৰ্ম্মসমূহ) অপশন্ত্ (দেখিয়াছেন) [অতএব

অধিগণের পরিদৃষ্ট অগ্নিহোত্রাদি বৈদিককৰ্মই সত্যযুগে পরব্রহ্ম-বিষয়ক ছিল বলিয়া ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায়। তাহা জানিবার পথ কি?] [তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি] তানি (সেই অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম) ত্রেতায়াং (বেদত্রয়ে অথবা গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ—এই ত্রিবিধ যজ্ঞিয়াগ্নিতে বা ত্রেতাযুগে) বহুধা (বহুপ্রকারে) সন্ততানি (প্রবৃত্ত, ব্যাপ্ত, কৃত হইয়াছে) [অতএব—তোমরা] সত্যকামাঃ (সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে পাইবার কামনা করিয়া—এবং যজ্ঞের ফল স্বর্গাদি কামনারহিত হইয়া) নিয়তং (বিধি অনুসারে ব্রতাবলম্বন পূৰ্ব্বক) তানি (সেই অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম) আচরথ (অনুষ্ঠান কর) [সেই কৰ্মই চিত্ততত্ত্বিকরতঃ জ্ঞান জন্মাইয়া ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সাধন হইবে, ইহাই বলিতেছেন] এষঃ (ইহাই—এই কৰ্মই) বঃ (তোমাদিগের অর্থাৎ সত্যকামদিগের) সূকৃতশ্চ (বিধি অনুসারে অনুষ্ঠানের) লোকে (মনুষ্য-শরীরে ফল-বিষয়ে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির) পন্থাঃ (পথ) । ১।

অনুবাদ—সেই অক্ষর পরব্রহ্মই একমাত্র সত্য, চিরন্তন, উৎপত্তি-বিনাশাদি ষড়্-বিধবিকারহীন, তদ্ভিন্ন সমস্তই অনিত্য। ইহাকে পাইতে হইলে বৈদিককৰ্ম আচরণ করা কর্তব্য। যাহারা অতীন্দ্রিয়পদার্থ-দর্শনে সমর্থ সেই মহর্ষিগণ বৈদিক যজ্ঞের মধ্যে পরব্রহ্মবিষয়ক যে সকল কৰ্মের সন্ধান পাইয়াছেন, সেগুলি ত্রেতাযুগে ত্রিবিধ যজ্ঞিয় অগ্নিতে বহুভাবে প্রবৃত্ত হইয়াছে। হে সত্যকামিগণ! তোমরা কেবল সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কামনা লইয়া সেই বৈদিককৰ্মসমূহ একাগ্রচিত্তে অনুষ্ঠান কর। ইহাই তোমাদিগের সূত্ৰভাবে অনুষ্ঠিত-কৰ্মের ফল-প্রাপ্তি-বিষয়ে পথ । ১।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অথ দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ । তদেতৎ সত্যম্

নিত্যমুৎপত্তিবিনাশাদিষড়্-ভাববিকারশূন্যমিত্যর্থঃ ।

মন্ত্ৰেষু.....পশুন্ । অতীন্দ্রিয়ার্থসাক্ষাৎকারসমর্থ্য বেদেষু ষাণ্ময়িহো-
ত্রকর্মাণি দৃষ্টবন্তঃ ।

তানি.....সন্ততানি । গাহ'পত্যাदिषু বৈতানিকায়িষু ষাবজ্জীবং
কর্ষ্বাতয়াহধিকারিমন্ত্রফলভেদেন বহুধা বিহিতানি ।

তান্না.....সত্যকামাঃ । স্বতঃ সত্যং পরং ব্রহ্মৈব কাময়মানাঃ
ফলাভিসন্ধিরহিতাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ । তানি কৰ্ম্মাণ্যচরতাহুতিষ্ঠত । কৰ্ম্মণাং
ব্রহ্মপ্রাপ্তিহেতুত্বং জ্ঞানদ্বারেতি দ্রষ্টব্যম্ । অমুম্বকুনুপ্রত্যাহ,—

এষ.....লোকে । পুণ্যফলভূতে লোকে তু বক্ষ্যমাণো মার্গ-
ইত্যর্থঃ ॥১॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—অক্ষরং পরং ব্রহ্মৈব সত্যম্ । তৎ-প্রাপ্তয়ে
অধিকারিভেদেন অপরা বিজ্ঞাহপি আবশ্যকী, তদ্বিষয়াশ্চ সাক্ষবেদাঃ
তেষাঞ্চ প্রতিপাদনানি অগ্নিহোত্রাদিকর্মাণি নিয়মেনাহুষ্ঠেয়ানীত্যা-
হানয়া শ্রুত্যা । তদেতৎ প্রপঞ্চোপাদানভূতম্ ব্রহ্ম বিজ্ঞেয়ং, কিমর্থম্
—যতঃ সত্যম্—নিত্যং বড়্ভাববিকারশূন্যম্ সৎ অগুপ্তম্ অসৎ ।
অথাপরবিজ্ঞায়াঃ কিং ফলম্? বৈদিককর্মাহুষ্ঠানজ্ঞানম্ কৰ্ম্মণা
চিস্তত্ত্বদ্বিক্রমেণ জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তিহেতুত্বং ফলবৎ । তদাহ
—মন্ত্ৰেষু বেদেষু, কবয়ঃ অতীন্দ্রিয়ার্থ-সাক্ষাৎকার-সমর্থ্যঃ মহর্ষয়ঃ,
যানি কৰ্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীন্যপশুন্ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেন জ্ঞাত-
বন্তঃ । তেষামহুষ্ঠানং কথমিত্যত আহ তানি কৰ্ম্মাণি ত্রেতায়াং
বৈতানিকেষু অগ্নিষু বহুধা বহুভিঃ প্রকারৈঃ সন্ততানি প্রবৃত্তানি
কৰ্ম্মিভিঃ ক্রিয়মাণানি, তন্তঃ সৰ্ব্বং জ্ঞেয়মিতিভাবঃ । নহু বৈদিককৰ্ম্মণাং
স্বর্গাদিকমেব ফলং নত্বক্ষরপ্রাপ্তিরিতিচেৎ সত্যং সকামকৰ্ম্মণাং
তথা নিকামাণাস্তু কৰ্ম্মণাং ভগবদর্পণেন চিস্তত্ত্বদ্বিপূর্বকং জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম-
প্রাপ্তিহেতুত্বমিত্যুপদিশতি সত্যকামাঃ ! ফলাভিসন্ধিরহিতাঃ সন্তঃ তানি

অগ্নিহোত্ৰাদীনি কৰ্ম্মাণি ভগবতি ফলং সমৰ্প্য নিয়তং যথাবিধি,
 আচরথ আচরত 'তিঙাং তিঙি'তি ছান্দসোব্যতায়ঃ । এতেন কিং
 জ্ঞাদিত্যপেক্ষায়ামাহ—এষঃ বঃ পন্থাঃ—অয়মেব মার্গঃ উপায়ঃ । কস্ত ?
 স্বকৃতস্ত স্বষ্টৃভাবেন নিজ্ঞাদিতস্ত কৰ্ম্মণঃ, লোকে ফলে, নিমিত্তে সপ্তমী
 ফলপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ । ১।

তত্ত্বকণা—পূৰ্ব্ব খণ্ডে চতুর্থ মন্ত্রে পরা ও অপরা-ভেদে দ্বিবিধ-
 বিচার বিষয় জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া বর্তমান খণ্ডে অপরা
 বিচার স্বরূপ ও ফল বর্ণন পূৰ্ব্বক পরা বিচার জিজ্ঞাসা তুলিতেছেন ।
 যে কৰ্ম্মের দ্বারা অনাদি ও দুঃখময় সংসার লাভ হয়, তাহার হস্ত
 হইতে উদ্ধার পাইবার উপায়ও বর্ণিত হইয়াছে ।

ঋষিগণ সৰ্ব্বপ্রথমে সৰ্ব্বথা সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে জানিবার উপায়-
 রূপে ঋথেদাদিতে বর্ণিত যজ্ঞাদিরূপ কৰ্ম্মকে দেখিয়াছেন । সত্যযুগে
 সেইকৰ্ম্ম কেবল পরব্রহ্ম-বিষয়কই ছিল । কিন্তু ত্রেতাযুগে কৰ্ম্মসমূহ
 নানা দেবতাবিষয়ক হইয়াছে । সেই বৈদিককৰ্ম্ম নিকামভাবে আচরিত
 হইয়া শ্রীভগবানে সমর্পিত হইলে চিত্তশুদ্ধিক্রমে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির পথ
 লাভ হয় ।

শ্রীগীতাতে পাই,—

“এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে ।

কৰ্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সৰ্ব্বান্বেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥” (গীঃ ৪।৩২)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

“যদাত্মকমিদং বিশ্বং ক্রতবশ্চ যদাত্মকাঃ ।

অগ্নিরাহতয়ো মজ্জা সাংখ্যং যোগশ্চ যৎপরঃ ॥

এক এবাদ্বিতীয়োহসাবৈতদাত্ম্যমিদং জগৎ ।

আত্মনাত্মাশ্রয়ঃ সত্যোঃ স্বজ্ঞত্যবতি হস্ত্যজঃ ॥

বিবিধানৌহ কৰ্ম্মাণি জনয়ন্ যদবেক্ষয়া ।

ঈহতে যদয়ং সৰ্ব্বঃ শ্রেয়ো ধৰ্ম্মাদিলক্ষণম্ ॥”

(ভাঃ ১০।৭৪।২০-২২) ॥১॥

শ্রুতিঃ—যদা লেলায়তে হুৰ্চিঃ সমিক্ষে হব্যবাহনে ।

তদাজ্যভাগাবন্তুরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ ॥২॥

অম্বয়ানুবাদ—[পূর্ব শ্রুতিতে যথারীতি-অহুষ্ঠিত অগ্নিহোত্রাদিকৰ্ম্মকে চিত্তশুদ্ধিজননপূর্বক তত্ত্বজ্ঞানের ক্রম-পথ বলা হইয়াছে, এক্ষণে সেই অগ্নিহোত্রাহুষ্ঠানের প্রকার বলিতেছেন, ‘যদেত্যাদি’ দ্বারা] যদা হি (যখন) সমিক্ষে (সমিদাধানদ্বারা প্রজ্জলিত) হব্যবাহনে (অগ্নিতে) অৰ্চিঃ (তাহার শিখা) লেলায়তে (চলিতে থাকে অর্থাৎ লেলিহান হয়) তদা (তখন সেই লেলিহান অগ্নিশিখায়) আজ্যভাগৌ অন্তরেণ (দুইটি আজ্যভাগের মধ্যে অর্থাৎ আগন্তু আঘার ও আজ্যভাগ হোমাহুষ্ঠানের মধ্যভাগে) আহুতীঃ (ইষ্টদেবতার উদ্দেশে আহুতি—প্রকৃত হোম) প্রতিপাদয়েৎ (সম্পাদন করিবে) । [ইহাই অগ্নিহোত্রের বিধি । কথাটি এই—যথাবিধি অগ্নি প্রণয়ন করিয়া সেই প্রণীত অগ্নি মন্ত্রপাঠ পূর্বক প্রক্ষিপ্ত সমিধ্ দ্বারা প্রদীপ্ত হইলে তাহার শিখা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে, সেইসময় সেই অগ্নিশিখায় প্রথমে আঘার নামক হোম অর্থাৎ অগ্নির বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত অনবচ্ছিন্ন ঘৃতধারা ‘ওঁ প্রজাপত্যে স্বাহা’ মন্ত্রে এবং নৈঋত কোণ হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা ‘ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা’ মন্ত্রে নিক্ষেপ করার নাম আঘারহোম পরে আজ্যভাগ যথা—অগ্নির দক্ষিণাংশে নৈঋত কোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত ‘ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা’ এই মন্ত্রে ঘৃতধারা নিক্ষেপ এবং উত্তরাংশে বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত ‘ওঁ সোমায় স্বাহা’ মন্ত্রে আহুতি—ইহার নাম আজ্যভাগ হোম,—এই দুইটি হোমের

মধ্যবর্তীকালে প্রকৃত দেবতা অর্থাৎ অভীষ্টদেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিবে] ২২।

অনুবাদ—যে সময় অগ্নি বেশ প্রজ্জ্বলিত হইবে এবং তাহার শিখা ইতস্ততঃ চলিবে তখন দুইটি আঘার ও আজ্যভাগ হোমের মধ্যে প্রকৃত হোম করিবে অর্থাৎ অভীষ্টদেবতার উদ্দেশে সেই লোল শিখায় আহুতি-গুলি প্রদান করিবে ২২।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গতয়া ফলাভিসন্ধিরহিতকর্ম্মানু-
ষ্ঠানং বিধায় ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বকশ্চ তু কর্ম্মণোহযথাবদচুষ্ঠিতশ্চ ন প্রতি-
পদোক্তফলজনকত্বং প্রত্যা ত প্রত্যবায়জনকত্বমেব । যথাবদচুষ্ঠিতস্যাপি
তস্য সত্যলোকপর্য্যন্তফলকত্বমেবেত্যাহ,—

যদা……বাহনে । যদেন্ধনাদিভিজ্জলিতেহগ্নৌ যস্মিন্কালে জালা
চলতি ।

তদা……প্রতিপাদয়েৎ । তস্মিন্কাল আজ্যভাগয়োর্ম্মধ্য আহুতীঃ
প্রক্ষিপেদিত্যর্থঃ ২২।

শ্রুত্যার্থবোধিনী—ফলাভিসন্ধানরহিতং কর্ম্মানুষ্ঠানং ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গ-
ভূতং, তস্যায়থানুষ্ঠানে তু ন অনন্তরোক্তফলং ভবতি প্রত্যা ত মহদনিষ্টমেব
ইতি তদনুষ্ঠানপ্রকারমাহ—যদা লেলায়ত ইত্যাদিনা যদা যস্মিন্কালে
সমিদ্ধে আহিতাভিঃ সমিষ্টিঃ প্রদীপ্তে হব্যবাহনে অগ্নৌ অর্চিঃ তস্য
শিখা লেলায়তে ইতস্ততঃচলতি, তদা তস্মিন্কালে—আজ্যভাগৌ অন্তরেণ
আঘারাজ্যভাগৌ হোমৌ বিনা প্রকৃতহোমস্যানিষ্পত্তেঃ, অত্র অন্তরেণ
পদশ্চ মধ্যে ইত্যর্থঃ । আহুতীঃ অভীষ্টদেবতাম্ উদ্दिश्य आज्याहुतীः
तस्मिन् निर्दिष्टे अग्नौ प्रक्षिपेत् ২২।

তত্ত্বকণা—কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তিগণের পক্ষে অগ্নিহোত্র আচরণীয় ।
যখন দেবতাদিগের নিকট হবনীয় দ্রব্য পৌছাইবার জন্ত অগ্নিহোত্র-

বেদীতে অগ্নিস্বরূপ প্রজ্জ্বলিত হয় এবং উহার শিখা লেলিহান হইয়া চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয় তখন দুইটি আজ্যভাগ অর্থাৎ আঘার ও আজ্যভাগের মধ্যে আহতি দেওয়া কর্তব্য। কারণ নিত্য অগ্নিহোত্রে আজ্যভাগের দুইটি আহতি দেওয়ার নিয়ম নাই। ইহা দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, আত্মন্তে আঘারাজাতাপের মধ্যে যতক্ষণ অগ্নি প্রদীপ্ত না হয়, ততক্ষণ উহাতে আহতি দিতে নাই।

অতএব অগ্নিকে ঠিকভাবে প্রজ্জ্বলিত করিয়া অগ্নিহোত্র হোম করিবে। ফলাভিসন্ধানপূর্বক অযথামুষ্টিত কর্মের ফল কিন্তু প্রত্যাবায়জনক এবং যথাবদমুষ্টিত কর্মের ফল সত্যলোক পর্যাস্ত আর নিকাম ও ভগবদর্পণ সহকারে অমুষ্টিত কর্মের ফল চিত্তশুদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ ॥২॥

শ্রুতিঃ—যস্মাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসম্

অচাতুর্শ্রামনাগ্রয়ণমতিথিবর্জিতং চ।

অহতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হতম্

আসপ্তমাংস্তস্ম লোকাম্ হিনস্তি ॥৩॥

অনুযায়ীমুবাদ—[কর্মাদিকারী অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানরত হইলেও অন্যান্য বিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠানে ঠেঠসিদ্ধির পরিবর্তে কুফল হইয়া থাকে, ইহাই শ্রুতি বলিতেছেন] যস্ম (যে ব্যক্তির) অগ্নিহোত্রম্ (অগ্নিহোত্র হোম) অদর্শম্ (প্রতিমাসীয় অমাবস্তায় কর্তব্য দর্শয়াগহীন হয়) [এইরূপ] অপৌর্ণমাসম্ (প্রতি পূর্ণিমায় কর্তব্য পৌর্ণমাস যাগহীন হয়) [তদ্রূপ] অচাতুর্শ্রাম্ (চাতুর্শ্রাম্রতরহিত) অনাগ্রয়ণম্ (নবশস্য পাকনিমিত্তক শরৎকালে করণীয় আগ্রয়ণেষ্টি-রহিত) অতিথিবর্জিতম্ (অতিথিসংকারবর্জিত) এবং অহতম্ (অগ্নি-হোত্রে প্রকৃতহোম না হইলে) অবৈশ্বদেবম্ (বৈশ্বদেব কর্মের পরিত্যাগে) [এইরূপ] [অশ্রদ্ধয়া] অবিধিনা হতম্ (শ্রদ্ধাবৈধুর্য্যে এবং

যথাশাস্ত্র অহুষ্ঠান না হইলে) [ঐ অগ্নিহোত্র হোম] তস্য (তাহার) আসপ্তম্যান্ (ভূঃ হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধোর্দ্ধ সত্যলোক পর্য্যন্ত) লোকান্ (লোকসকল) হিনস্তি (নাশ করিয়া দেয়) ॥৩॥

[মণ্ডুক্শিপু কথ্য এই—‘অমাবস্যায়ামমাবস্যয়া যজ্ঞেত পৌর্ণমাস্যং পৌর্ণমাস্য যজ্ঞেত’ এই বিধি অহুসারে অমাবস্যা ও শুক্লপ্রতিপদে দর্শযাগ এবং পূর্ণিমা ও কৃষ্ণা প্রতিপদে পৌর্ণমাসী-যাগ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য। নিরগ্নিক গৃহস্থ ব্রাহ্মণমাত্রেয় পঞ্চ মহাযজ্ঞ নিত্যই করণীয়। যথা ‘পঞ্চকন্ধ্যা মহাযজ্ঞাঃ প্রতাহং গৃহমেধিনাম্’। ব্রহ্মযজ্ঞ, মনুশ্রুযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ—এই পাঁচটি মহাযজ্ঞ। তন্মধ্যে অধ্যাপনা—বেদাধ্যয়ন—ব্রহ্মযজ্ঞ, অতিথিসংকার—মনুশ্রুযজ্ঞ, শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি—পিতৃযজ্ঞ, হোম—দেবযজ্ঞ ও বলি-বৈশ্বদেব-কর্ম—ভূতযজ্ঞ। আগ্রয়ণেষ্টি অগ্রহায়ণ মাসে কর্তব্য নবশস্য দ্বারা শ্রাদ্ধ, যেহেতু কথিত আছে—‘অকুতাগ্রয়ণৈকৈব ধান্নজাতং দ্বিজোত্তম! রাজমাযান-নৃশ্চৈব মনুশ্রাংচ বিবর্জয়েৎ’। অতএব আগ্রয়ণেষ্টি অগ্নিহোত্রীয় অবশ্য কর্তব্য। ইহার ব্যতিক্রম হইলে এবং শাস্ত্রোক্ত বিধিবিজ্ঞিত হোমাদি-কর্মও অশ্রদ্ধায় অহুষ্ঠিত কর্মও কর্তার আগ্নাসমাত্র সার।]

অনুবাদ—এই অগ্নিহোত্রকর্ম অতীব দুষ্কর, যেহেতু তাহাতে বাধা অনেক। যথা সেই অগ্নিহোত্রীয় অগ্নিহোত্রকর্ম যদি দর্শ-পৌর্ণমাসীয় যাগহীন হয়, চাতুর্মাস্য-বিধি লজ্জিত হয়, আগ্রয়ণেষ্টি-রহিত, অতিথি-সংকার-বর্জিত, এবং যথাকালে যথাবিধি আহুতি-হীন, বৈশ্বদেব কর্মসহকৃত হয়, অথবা অশ্রদ্ধাদি বশতঃ অবিধি-পূর্বক অহুষ্ঠিত হয়, তবে উহা কেবল আগ্নাসমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে, তাহার সপ্তলোক-প্রাপ্তির হানি ঘটিবে ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যস্যাগ্নি……লোকাহিনস্তি ॥ দর্শ-পৌর্ণমাসাথ্যে-স্ত্যানহুষ্ঠানে নবান্নস্বীকারার্থশরৎকালকর্তব্যগ্রয়ণেষ্টিবিশেষানহুষ্ঠানে,

অতিথিসংকারোপাসনহোমবৈশ্বদেবানহুষ্ঠানে শ্রদ্ধাবৈধূর্যে যথাশাস্ত্রমনহু-
ষ্ঠানেহহুষ্ঠিতমপ্যগ্নিহোত্রকর্ম তস্য স্কৃতফলং সর্বং সপ্তপুরুষপর্যাস্তং
নাশয়তীত্যর্থঃ। যত্রপ্যগ্নিহোত্রস্য ন দর্শপৌর্ণমাঙ্গাদিকমঙ্গং তেষাং
পৃথকফলবস্তাস্থাপি নিত্যনৈমিত্তিকং সকলং কর্মাহুষ্ঠেয়মিত্যত্র তাৎ-
পর্যাম্। অত এব ভগবতা ভাষ্যকৃতা শ্রুতিস্মৃতিচোদিতেষু কর্মসু এক-
তরকর্মবৈধূর্যোহপীতরেষামহুষ্ঠিতানাংপি নিফলত্বম্ অথাহুষ্ঠিতস্যানহু-
ষ্ঠিতসমত্বং চাভিধায়েতি মন্ত্রার্থো বিবৃতঃ। ৩।

শ্রুত্যার্থবোধিনী—পূর্বমুক্তমগ্নিহোত্রং কর্ম জ্ঞানজননদ্বারা ক্রমপথেন
ব্রহ্মসাক্ষাৎকারোপনিকম্, তচ্চাপি নিত্য-নৈমিত্তিককর্মাসহকৃতক্ষে-
পায়সমাত্রফলকং ন হৌষ্টফলায়। কৈঃ কর্মভিরসহকৃতং ন ফলদং
পরন্তু বিপরীতফলকমিত্যাকাজ্জায়াং সহকারীণি কর্মাণ্যভাবমু-
নোচাস্তে, যথা অদর্শম্ এতেন দর্শযোগেহস্য সহকারীতি প্রতিপা-
দিতম্। এবং অপৌর্ণমাসম্, প্রতিমাসম্ পৌর্ণমাস্যাং কণ্ডব্যোহগ্নীষো-
মৌযোগাগঃ, অচাতুর্মাসাম্ বাষিকমাসচতুষ্টয়সাধ্যং হরিশয়নাবধি-
তদুপানপর্যাস্তকালং ব্যাপ্য বিহিতং হরিতোষণকং ব্রহ্মচর্য্যাবিষ্ণুভোজ-
নাদি, অনাগ্রয়ণম্ শরদাদিকণ্ডব্য নবশস্যোষ্টিঃ, অতিথিবর্জিত-
মিতি পঞ্চমহাযজ্ঞাস্তর্গতমহুগ্নয়জ্ঞঃ, অহতমিতি দেবযজ্ঞঃ অবৈশ্বদেব-
মিতি ভূতযজ্ঞঃ এবং ব্রহ্মযজ্ঞাদীনামুপলক্ষণম্, তদ্রহিতম্ অবিধিনা হতম্
বৈদিকবিহিতমঙ্গপাঠাদিপূর্বকোহোমঃ, এতানি অতিক্রম্য যত্রগ্নিহোত্রমহু-
ষ্ঠিষ্ঠেং তর্হি বিফলং ভবতি, সপ্তলোকাশ্চ হীয়ন্তে, অথ দর্শাদিসহ-
কৃতং যত্রহুগ্নীয়েত তর্হি ভূবাদয়ঃ সপ্তলোকাঃ ফলং প্রাপ্যন্তে ইত্যভি-
প্রায়ঃ হিংসাস্তে ইত্যোপচারিকঃ প্রয়োগঃ। তথাহি দর্শযোগাসহ-
কৃতেনাগ্নিহোত্রেণ স্বপ্রাপ্যাঃ ভূবাদয়ঃ সত্যাস্তাঃ সপ্তলোকাস্তস্য নশ্চ-
স্তুত্যাঃ। ৩।

তত্ত্বকণা—নিত্য অগ্নিহোত্র-হোমকারী মহুগ্নের ঐ সঙ্গে আর কি কি করা কর্তব্য, তাহারই জিজ্ঞাসায় শ্রুতি বলিতেছেন,—

নিত্য অগ্নিহোত্র-অহুষ্ঠানকারী যদি দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ না করে, চাতুর্মাস্য যজ্ঞ না করে, অথবা শরৎ ও বসন্ত ঋতুতে নবীন অন্নের ইষ্টিক্রপ আগ্রয়ণ যজ্ঞ না হয়, যদি ঐ যজ্ঞশালায় অতিথিগণের বিধিপূর্বক সংকার অহুষ্ঠিত না হয়, অগ্নিহোত্রে ঠিক সময়মত ও শাস্ত্রবিধি-অনুসারে হবন এবং বলিবেশ্বদেবকর্ম লুপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ অগ্নিহোত্র-অহুষ্ঠানকারীর সপ্তলোক অঙ্গহীন অগ্নি-হোত্র নষ্ট করিয়া দেয় অর্থাৎ ঐ যজ্ঞ দ্বারা লভ্য পৃথ্বীলোক হইতে সত্যলোক পর্যাস্ত সপ্তলোকে প্রাপ্য ভোগসমূহ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

সংক্ষিপ্ত কথা এই—‘অমাবস্যায়ামমাবস্যায় যজ্ঞেত পৌর্ণমাস্যাম্ পৌর্ণমাস্য যজ্ঞেত’ এই বিধি-অনুসারে অমাবস্তা ও শুক্লপ্রতিপদে দর্শ-যাগ এবং পূর্ণিমা ও কৃষ্ণপ্রতিপদে পৌর্ণমাসী যাগ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য। নিরগ্নিক গৃহস্থ ব্রাহ্মণমাত্রেয় পঞ্চ মহাযজ্ঞ নিতাই করণীয়। “যথা পঞ্চকপ্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যাহং গৃহমেধিনাম্’। ব্রহ্মযজ্ঞ, মহুগ্নযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ—এই পাঁচটি মহাযজ্ঞ। তন্মধ্যে অধ্যাপনা—ব্রহ্মযজ্ঞ, অতিথি-সংকার—মহুগ্নযজ্ঞ, শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি—পিতৃযজ্ঞ, হোম—দেবযজ্ঞ ও বলিবেশ্বদেবকর্ম—ভূতযজ্ঞ। আগ্রয়ণেষ্টি—অগ্রহায়ণ মাস-কর্তব্য নব শস্য দ্বারা শ্রাদ্ধ, যেহেতু কথিত আছে,—

“অকৃতাগ্রয়ণৈকৈব ধান্তজাতং দ্বিজোক্তম। রাজমাবাননৃশ্চৈব মনু-
রাংশ বিবর্জয়েৎ।” অতএব আগ্রয়ণেষ্টি অগ্নিহোত্রীর অবশ্য কর্তব্য,
ইহার ব্যতিক্রম হইলে এবং শাস্ত্রোক্ত বিধিবর্জিত হোমাদি কর্ম ও
অশ্রদ্ধায় অহুষ্ঠিত কর্মও কর্তার আয়াসমাত্র সার। ৩।

শ্রুতিঃ—কালী করালী চ মনোজ্বা চ

স্নলোহিতা যা চ, স্নধ্ববর্ণা ।

ক্ষুলিঙ্গিনী বিশ্বকুচী চ দেবী

লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ॥৪॥

অনুবাদ—[কিভাবে হোম করিবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে,—যখন অগ্নির শিখা লেলায়মান হইবে (দুলিতে থাকিবে) তখন তাহাতে আহতি দিবে, এক্ষণে সেই অগ্নিশিখার বিবরণ করিতেছেন] যা (যাহা) কালী (কালির মত রং যুক্ত) করালী (লোলজিহ্বা, অতি ভীষণা ব্যাপিনী) চ (তথা) মনোজ্বা (মনের মত বেগবতী অর্থাৎ অতিবেগে উথিতা) চ (এবং) স্নলোহিতা (অত্যধিক লোহিতাকৃতি) চ (তথা) স্নধ্ববর্ণা (ধূমের দ্বারা কপিশবর্ণা) ক্ষুলিঙ্গিনী (অগ্নিকণা বিকিরণকারিণী) চ (এবং) দেবী (দ্যুতিময়ী) বিশ্বকুচী (সর্বতঃ প্রকাশবিশিষ্টা) ইতি সপ্ত (এই সাতটি) লেলায়মানাঃ (চঞ্চল) জিহ্বাঃ (অগ্নির শিখা) [ইহাদের যে কোন শিখা দেখিলে তাহাতে আহতি দিবে] ॥৪॥

অনুবাদ—অগ্নি-শিখায় আহতি প্রদানের বিধি উক্ত হইয়াছে—সেই শিখা কিরূপ হওয়া আবশ্যক, তাহাই বলিতেছেন,—চঞ্চল অগ্নিশিখা আকৃতিভেদে সাত প্রকার যথা,—কালী, করালী, মনোজ্বা, স্নলোহিতা, স্নধ্ববর্ণা, ক্ষুলিঙ্গিনী ও দীপ্তিমতী বিশ্বকুচী ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—কালী……জিহ্বাঃ ॥ দেবী ত্বেতদ্বিশ্বকুচ্যা বিশেষণ-মিতি লেলায়মানাঃ সপ্ত জিহ্বা ইত্যন্বয়ঃ ॥৪॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—আহত্যধিকরণানামগ্নিশিখানাং ভেদানাহ—কালী করালী কালী কালিকামূর্ত্তিবল্লোলজিহ্বা, করালী ভীষণা ব্যাস্তা-

ননা, মনোজবা মনোবৎ বেগবতী, স্থলোহিতা অতিশয়েন লোহিতবর্ণা, স্বধূম্রবর্ণা কাপিশিখা অতিশয়েন কপিশবর্ণা, ক্ষুলিঙ্গিনী, অগ্নি-কণাবতী, দেবী দ্ব্যতনশীলা বিশ্বকটী চ সৰ্ব্বতঃ প্রকাশনী ইতীমাঃ সপ্ত-জিহ্বাঃ জিহ্বাবৎ লেলায়মানাঃ, শিখাঃ অগ্নেঃ শিখাসংজ্ঞাঃ । উক্তঞ্চ 'সপ্ত তে অগ্নে সমিধঃ সপ্তজিহ্বাঃ, সপ্তধ্বজঃ সপ্তধামপ্রিয়াণি । সপ্তহোত্ৰাঃ সপ্তধাত্বা যজন্তি সপ্তযোনীরাপৃগ্ণশ্চ যুতেন ইতি ॥৪॥

তত্ত্বকণা—বর্তমান মন্ত্রে কি প্রকারে হোম করা কর্তব্য, তাহাই বলিতেছেন যে, অগ্নির সাতটি লেলায়মান জিহ্বা আছে, যথা—কালী, করালী, মনোজবা, স্থলোহিতা, স্বধূম্রবর্ণা, ক্ষুলিঙ্গিনী এবং দ্ব্যতনশীলা বিশ্বকটী । এই লেলায়মান সপ্তজিহ্বাই আহুতি গ্রহণে সমর্থ অর্থাৎ ইহাদের যে কোন একটিতে আহুতি দিতে হইবে । অপ্রজলিত অবস্থায় আহুতি দিতে নাই ॥৪॥

শ্রুতিঃ—এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজ্জমানেষু

যথাকালং চাচ্ছতয়ো হাদদায়ন্ ।

তং নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্তা রশ্ময়ো

যত্র দেবানাং পতিরেকোহধিবাসঃ ॥৫॥

অম্বয়ানুবাদ—[অতঃপর অগ্নিহোত্রীর উক্তরূপে সম্পাদিত আহুতির ফল বলিতেছেন—‘এতেষু’ ইত্যাদি দ্বারা] যঃ চ (যে কেহ অগ্নিহোত্রী) ভ্রাজ্জমানেষু (দেদীপ্যমান) এতেষু (এই সাতপ্রকার শিখাবিশিষ্ট অগ্নিতে) চরতে (অগ্নিহোত্রের অহুষ্ঠান করেন) যথাকালং হি (নির্দিষ্টকাল অতিক্রম না করিয়া অর্থাৎ বিহিতকালেই) [যজমানম্] আদদায়ন্ (যজমানকে যাহারা আশ্রয় করিয়াছে অর্থাৎ যজমান কর্তৃক সম্পাদিত) আহুতয়ঃ চ (সেই আহুতিগুলি) তং

(সেই অগ্নিহোত্রীকে) নয়ন্তি (লইয়া যায়), [কোথায় ? কি ভাবে ?]
 এতাঃ (এই আহতিগুলি) সূর্য্যস্ত রশ্ময়ো [ভূত্বা] (সূর্য্যের রশ্মিরূপে পরিণত
 হইয়া অর্থাৎ রশ্মিদ্বারা মৃত্যুর পর যজ্ঞমানকে লইয়া যায়) [কোথায় ?]
 যত্র (যে ধামে) দেবানাং পতিঃ (সকল দেবতার পূজ্য অধিপতি
 প্রজাপতি ব্রহ্মা) একঃ (একমাত্র) অধিবাসঃ (বাস করেন) ॥৫॥

অনুবাদ—যে অগ্নিহোত্রী উক্ত সপ্ত শিখার মধ্যে যে কোনও
 দীপ্যমান শিখায় অগ্নিহোত্রহোমের অহুষ্ঠান করেন, যথাকালে সম্পাদিত
 সেই আহতিগুলি যজ্ঞমানকে লইয়া সূর্য্যরশ্মি-সাহায্যে সত্যালোকে
 লইয়া যায়, যেখানে একমাত্র সৰ্ব্বদেবপূজ্য হিরণ্যগৰ্ভ ব্রহ্মা অধিষ্ঠান
 করিয়া থাকেন ॥৫॥

ত্রীরঙ্গরামানুজ—এতেষু……দায়ন্ । এতেষু দীপ্যমানেষুগ্নি-
 জিহ্বাভেদেষু বিহিতকালানতিলজ্যনেন হোমদ্রব্যং গৃহীত্বা যোঃগ্নিহো-
 ত্রাদি কৰ্ম্মাচরতি ।

তং ……বাসঃ । অধিবসতীত্যধিবাসঃ । যস্মিন্ সত্যালোকে দেবানাং
 পতিবসমানো হিরণ্যগৰ্ভাস্তে তত্র তা আহতয়ঃ সূর্য্যস্ত রশ্ময়ো ভূত্বা তং
 যজ্ঞমানং প্রাপয়ন্তীত্যর্থঃ ॥৫॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—অথৈতেষু অগ্নেঃ শিখাভেদেষু আহতিদানস্ত ফল-
 মাহ—এতেষ্বিত্যাদিনা । যঃ অগ্নিহোত্রী, ভাজ্যমানেষু, দীপ্যমানেষু,
 এতেষু শিখাভেদেষু, চরতে অগ্নিহোত্রমাচরতি, যথাকালং বিহিতকাল-
 মনতিক্রম্য অহুষ্ঠিতাঃ আদদায়ন্ আদদানাগৃহীত্বাঃ, যজ্ঞমানমিতি শেষঃ,
 এতাহতয়ঃ তং যজ্ঞমানং নয়ন্তি প্রাপয়ন্তি তত্ত্বজ্ঞানজননদ্বারেতিশেষঃ
 কেন প্রকারেণ কংবালোকমিত্যাকাজ্জায়ামাহ—সূর্য্যস্ত রশ্ময়ঃ সূর্য্যস্ত-
 রশ্ময়োভূত্বা সূর্য্যরশ্মিদ্বারেত্যর্থঃ, ‘অগ্নৌ প্রাপ্তাহতিঃ সম্যাগাদিত্যমুপ-

তিষ্ঠতে: ইতি শ্রুতে:; যত্র যস্মিন্ লোকে সত্যলোকে, দেবানামিজ্জাদীনাং
পতি: অধিপতি: হিরণ্যগৰ্ভ ইতি যাবৎ, এক: এককএব. অধিবাস:—
অধিবসতীতি কৰ্ত্তরি অণ্ ৷৫৷

তত্ত্বকণা—এক্ষণে উপরিউক্তপ্রকারে প্রদীপ্ত অগ্নিতে যথানিয়মে
যথাকালে হোম অহুষ্ঠান করিলে, তাহার কি ফল হয়, তাহাই
বলিতেছেন,—

যিনি এই অগ্নিশিখা দীপ্যমান হইলে সত্যবস্তু লাভের নিমিত্ত
অগ্নিহোত্রাদিকর্মের অহুষ্ঠান করেন, সেই অগ্নিহোত্রীকে এই আহুতি-
সকল সূর্য্যরশ্মিভাবে সেই স্থানে অর্থাৎ সত্যলোকে লইয়া যান, যেখানে
দেবতাদিগের অধিপতি হিরণ্যগৰ্ভ ব্রহ্মা একমাত্র বাস করিয়া থাকেন ৷৫৷

শ্রুতি:—এছেহীতি তমাহুতয়: সূবর্চস:

সূর্য্যশ্চ রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি ।

প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোহর্চয়ন্ত্য-

এষ বঃ পুণ্যঃ স্কৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥৬৷

অন্বয়ানুবাদ—[কিভাবে আহুতিগুলি সূর্য্যরশ্মি দ্বারা অগ্নি-
হোত্রীকে সত্যলোকে লইয়া যায়, তাহাই বর্ণন করিতেছেন]
সূবর্চস: (দীপ্তিমতী) আহুতয়: (যজমান-প্রদত্ত আহুতিগুলি) তন্
যজমানং (সেই হোমকারীকে) এহি এহি ইতি (‘এস, এস’ এই-
রূপে ডাকিয়া এবং) প্রিয়াং (মধুর) বাচং (বাক্য) অভিবদন্ত্য:
(বলিয়া) অর্চয়ন্ত্য: (আদর করত:) সূর্য্যশ্চ রশ্মিভি: (সূর্য্যের রশ্মি-
সাহায্যে) [সত্যলোকে] বহন্তি (লইয়া যায়) [কি মধুর বাক্য
বলে ?] এষ: (ইহা) ব: (তোমাদিগের) স্কৃত: (স্কৃতিসাধা)
পুণ্য: (পবিত্র) ব্রহ্মলোক: (কর্মের ফলস্বরূপ চতুশ্চর্য্যলোক) [এইরূপ
বলিয়া লইয়া যায়] ৷৬৷

অমুবাদ—এস, এস, ওগো অগ্নিহোত্রিন্ ! তোমার হোম-অমুষ্ঠানের ফলস্বরূপ পুণ্যময় সত্যলোকে লইয়া যাইবার এই আমরা বাহন, এইরূপ স্তম্ভুর বাক্য বলিয়া আদরপূর্ব্বক দীপ্তিমতী আহতিগুলি সেই অগ্নি-হোত্রীকে সূর্য্যের রশ্মি-সাহায্যে ব্রহ্মার আবাসে লইয়া যায় ।৬।

শ্রীরজরামামুজ—এহেহীতি.....ব্রহ্মলোকঃ ।

সূর্য্যাস্ত রশ্মিসংপৃক্তা অত এব স্ববর্চস আহত্যন্তং যজমানমর্চয়ন্ত্যঃ স্কৃতসাধাঃ পাবন এষ চতুশ্চলোকো ভবদীয়ো ভবৎসামিক-ইতীদৃশীং প্রিয়াং বাচং বদন্ত্য এহেহীত্যাহ্নয়ন্ত্যন্তং যজমানং ব্রহ্মলোকং প্রাপয়ন্তি ।৬।

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—অগ্নিহোত্রস্ত সমাগমুষ্ঠানপ্রবোচনার্থমুচ্যতে—এহেহীতি ইতি আদ্যার্থা দ্বিকৃতিঃ স্ববর্চসঃ শোভনদীপ্তিমত্যাঃ আহত্যঃ পূৰ্ব্বোক্তশিখায় প্রক্ষিপ্তানি হবীংষি তন্ম যজমানং অগ্নিহোত্রিণং, এহি এহি আগচ্ছ আগচ্ছ ত্বাম্ বয়ং নয়াম ইতি আহ্নয়ন্ত্যঃ, এষঃ অয়ং পুরো-বর্তী, স্কৃতঃ স্তূকস্মাক্ষিতঃ, পুণ্যঃ পুণ্যময়ঃ ব্রহ্মলোকঃ ফলরূপঃ সত্য-লোকোদ্রুতে ইতি শেষঃ ইমাং এতাদৃশীং প্রিয়াং মনোজ্ঞাং বাচং বাক্যম্ অভিবদন্ত্যঃ তমভিলক্ষ্য উচ্চায়ন্ত্যঃ, তথা অর্চয়ন্ত্যঃ আদ্রিয়-মানাঃ সত্যঃ সূর্য্যাস্ত রশ্মিভিঃ ষারভূতৈঃ সূর্য্যাকিরণৈঃ বহন্তি সত্যলোকং প্রাপয়ন্তি ।৬।

উত্তরকণা—কি প্রকারে আহতিসমূহ সূর্য্য-কিরণ দ্বারা যজমানকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায় ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—সেই প্রদীপ্ত অগ্নিশিখায় প্রদত্ত আহতিসকল সূর্য্যের কিরণরূপে পরিণত হইয়া মরণকালে ঐ অগ্নিহোত্রীকে বলিয়া থাকে—এস, এস, তোমার শুভ কৰ্ম্মের ফলস্বরূপ ব্রহ্মলোক অর্থাৎ ভোগরূপ স্থখভোগের স্থান স্বর্গ-

লোক আছে। এইপ্রকার প্রিয়বাণী বার বার বলিতে বলিতে আদর পূর্বক উহাকে সূর্য্যের কিরণপথে নিয়া গিয়া স্বর্গলোকে পৌছাইয়া দেয়। যে স্বর্গকে ব্রহ্মলোক বলে অর্থাৎ স্বর্গকেই এখানে ব্রহ্মলোক বলা হইয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সত্যযুগে কৰ্ম কেবল পরব্রহ্ম-বিষয়কই ছিল। ত্রেতাযুগে কৰ্মসমূহ নানা দেবতাবিষয়ক হইয়াছে। কৰ্মসকল সাধারণতঃ হৃদয়গুহ্যের জন্তই উপদিষ্ট হইয়া থাকে, যদি সেগুলি নিকামভাবে অহুষ্ঠিত হইয়া শ্রীভগবানে ফল সমর্পিত হইতে পারে।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

“যজ্ঞার্থং কৰ্মণোহনৃত্ব লোকোহয়ং কৰ্মবন্ধনঃ।

তদর্থং কৰ্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।” (গী: ৩।২)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীবিখনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—“নহু তর্হি কৰ্মণা বধ্যতে জন্তুঃ” ইতি শ্রুতেঃ, কৰ্মণি কৃত্তে বন্ধঃ স্রাদ্ধিত্তি চেন্ন, পরমেশ্বরা-র্পিতং কৰ্ম ন বন্ধকমিত্যাহ—যজ্ঞার্থাদিত্তি। বিষ়র্পিতো নিকামো-ধর্ম এব যজ্ঞ উচ্যতে। তদর্থং যং কৰ্ম ততোহনৃত্বৈব অয়ং লোকঃ কৰ্মবন্ধনঃ কৰ্মণা বধ্যমানো ভবতি। তস্মাৎ ত্বং তদর্থং তাদৃশধর্ম-সিদ্ধার্থং কৰ্ম সমাচর। নহু বিষ়র্পিতোহপি ধর্মঃ কামনামুদ্दिष्ट কৃতশ্চেৎ বন্ধকো ভবত্যেব ইত্যাহ—মুক্তসঙ্গঃ ফলাকাজ্জারহিতঃ। এবমেবোদ্ধবং প্রত্যপি শ্রীভগবতোক্তং—“অধর্মস্বো যজন্ যজৈর-নানীঃ কাম উদ্ধব। ন যাতি স্বর্গ-নরকৌ যদ্বন্তং ন সমাচরেৎ। অস্মিন্ লোকে বর্ত্তমানঃ অধর্মস্বোহনঘঃ শুচিঃ। জ্ঞানং বিত্তদ্ব্যাপ্রোতি” ইতি। (ভা: ১১।২০।১০০-১১)। ৬।

শ্রুতিঃ—প্ৰবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা-

অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কৰ্ম্ম ।

এতচ্চেয়ো যেহভিনন্দন্তি মূঢ়া-

জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥৭॥

অনুবাদ—[এইরূপে স্বৰ্গলোক পর্যান্ত প্রাপক সাধকের কৰ্ম্ম ভক্তিরহিত হওয়ায় উহা অসার, দুঃখের মূল,—এইজন্য তাহার নিন্দা করিতেছেন] এতে হি (এই সকল নিশ্চয়) যজ্ঞরূপাঃ (যজ্ঞরূপ) প্ৰবাঃ (সংসার-সাগর পার হইবার তেলা) অদৃঢ়াঃ (অদৃঢ় অর্থাৎ সংসারের পরপারে লইয়া যাইবার পক্ষে সমর্থ নহে), অষ্টাদশোক্তম্ (চতুর্বেদানুসারে কৰ্ত্তব্য চতুর্বিধ যজ্ঞে প্রত্যেকটিতে চারিটি করিয়া পুরোহিত নির্দিষ্ট যথা হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা ও উদগাতা, এইরূপে ষোলটি ঋত্বিক্ ও যজ্ঞমান, যজ্ঞমানপত্নী সাকল্যে আঠারটিকে আশ্রয় করিয়া শান্ত-নির্দিষ্ট) যেষু (যে অষ্টাদশে) অবরং কৰ্ম্ম উক্তম্ (নিকৃষ্টে, যেহেতু ভক্তিবর্জিত কৰ্ম্ম বর্ণিত আছে) যে মূঢ়াঃ (যে সকল অজ্ঞ ব্যক্তি স্বর্গাদি ফলের মোহে মগ্ন হইয়া) এতৎ [এই অষ্টাদশোক্ত কৰ্ম্মকে) শ্রেয়ঃ [ইতি] (শ্রেয়োলাভের উপায় মনে করিয়া) অভিনন্দন্তি (আনন্দ সহকারে প্রশংসা করে বা সমাদর করে) তে (তাহারা—সেই ভক্তিরহিত কৰ্ম্মযোগিগণ) জরামৃত্যুং (জরা ও মৃত্যু) পুনঃ এব অপি (মূহমূহঃ) যন্তি (প্রাপ্ত হয়) ॥৭॥

অনুবাদ—যজ্ঞনির্কাহক এই আঠারটি পুরুষকে (ষোলটি ঋত্বিক্, যজ্ঞমান ও যজ্ঞমানপত্নী) আশ্রয় করিয়া যে যজ্ঞ-কৰ্ম্মসকল অহুষ্ঠিত হয়, তাহা সংসারতরণের পক্ষে অদৃঢ় প্ৰব অর্থাৎ অপটু নৌকা। এইভাবে শান্ত যে যজ্ঞকৰ্ম্মের বিধান করিয়াছেন, তাহা অবর—নিকৃষ্টে, যেহেতু ভক্তিবর্জিত। তাহারা এই কৰ্ম্মকে শ্রেয়ঃ বলিয়া সমাদর করে,

তাহারা অবিবেকী ; সেইজন্য তাহারা বারবার এই জরামৃত্যুসঙ্কল
সংসারাবর্তে পতিত হয় ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং ব্রহ্মলোকপর্যন্তসাধকাত্মপি কৰ্ম্মাণি কয়ি-
ফলতয়া নিন্দ্যন্তে—প্রবা.....কৰ্ম্ম ॥

ষোড়শত্বিক্পত্নীষজমানরূপাষ্টাদশকৰ্ম্মাশ্রিতত্বেনোক্তমবরং ফলাভি-
সন্ধিমন্তয়াহশ্রেষ্ঠং কৰ্ম্ম যেষু যজ্ঞমানেষু বৰ্ত্ততে তে যজ্ঞপ্রধানাঃ পুরুষা
জীর্ণনৌকা ইব সংসারার্ণব-সন্তরণাসমৰ্থা ইত্যর্থঃ । যদ্বা, অষ্টাদশশ্লোক
স্মার্ত্তং কৰ্ম্ম যেষু শ্রৌতকৰ্ম্মস্ব তদধিকারসম্পাদকত্বেনাবরমঙ্গভূতং
ভবতি তান্তপি শ্রৌতানি যজ্ঞাত্মকানি কৰ্ম্মাণি শৌকাস্বতরণে সাধনানি
ন ভবন্তীত্যর্থঃ ।

এত.....যন্তি ॥ এতংকৰ্ম্ম শ্রেয়ঃসাধনং যদ্বা যে হৃদ্যন্তি তে
জরামৃত্যুং চ ভূয়ো ভূয়ো গচ্ছন্তি ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ভঙ্গুরহস্তানি ভক্তিরহিতানি কৰ্ম্মাণি চ ন
সংসারতরণক্ষমাণীতি নিন্দ্যন্তে—এতে বর্ণিতাঃ, যজ্ঞরূপা যজ্ঞাত্মকাঃ প্রবাঃ
সংসারতরণসাধনানি, অদৃঢ়াঃ ন দৃঢ়াঃ অতঃ পরমার্থপ্রাপ্তয়ে ন কমাঃ ন
সমৰ্থাঃ ; কথং ? অষ্টাদশোক্তং ষোড়শত্বিক্সঃ, যজ্ঞমানঃ যজ্ঞমানপত্নী
চ এতদাশ্রয়ং কৰ্ম্মশাশ্ত্রেণ বিহিতম্ কৰ্ম্ম যেষু অষ্টাদশশ্লোক যজ্ঞমানেষু
অবরং ভক্তিবিরহিতং কৰ্ম্ম ফলাভিসন্ধিমন্তয়া নিকৃষ্টং বৰ্ত্ততে । যে
এতং যজ্ঞরূপং কৰ্ম্ম, শ্রেয়ঃ শ্রেয়ঃসাধনমিতি অভিনন্দন্তি প্রশংসন্তি
উক্তঞ্চ ভগবতা ‘যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ’ ইতি ।
তে মূঢ়াঃ অবিবেকিনো যদ্বা বেদোক্তাপাতরম্যফলবিমুক্তচিত্তাঃ জরামৃত্যুং
জরাসহিতং মৃত্যুং, সংসারমিত্যর্থঃ পুনরেবাপি ভূয়োহপি যন্তি গচ্ছন্তি
‘কীণে পুণ্যে মৰ্ত্ত্যালোকং বিশন্তী’তি শ্রুতিশ্চ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—সাংসারিকভোগে বৈরাগ্য এবং পরমানন্দরূপ পরমেশ্বরে প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত স্বর্গলোকের সাধনরূপ যজ্ঞাদি সকাম কর্ম ও উহার ফলরূপ ঐহিক ও পারত্রিক ভোগের তুচ্ছতা বর্ণন পূর্ব্বক শ্রুতি এক্ষণে বলিতেছেন যে, যজ্ঞ আঠারটি পুরুষকে আশ্রয় করিয়া নিম্পন্ন হইয়া থাকে। আবার নিত্য, দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য-আদি-ভেদে যজ্ঞের আঠারটি প্রধান ভেদ আছে। ইহা বলা যায় যে, ভগবদ্দুঃখসনারহিত সকাম কর্মের যে বর্ণন পাওয়া যায়, ইহাতে যে যজ্ঞরূপ অষ্টাদশ নৌকার উল্লেখ আছে, তাহা দৃঢ় নহে অর্থাৎ ইহার দ্বারা সংসারসমুদ্র পার হওয়া তো যায়ই না, এমন কি, স্বর্গ-গমনের পক্ষেও অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকে, যদি বা স্বর্গ-লাভ হয়ও, তথাপি ত্রিগীতোক্ত বচনানুসারে—“ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি” অর্থাৎ কিছুদিন স্বর্গভোগের পর পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যালোকে প্রবেশ করিতে হয়। এই বহুস্ত্র অবগত না হইয়া যে সকল অবিবেকী মূঢ়লোক এই বহিস্মৃৎ কর্মমার্গকে শ্রেয়ঃসাধনের পথ মনে করিয়া ইহার প্রশংসা করে বা সমাদর করে, তাহারা নিঃসন্দেহে পুনঃপুনঃ সংসারে যাতায়াত ও জরা-মরণমালা পরিধানপূর্ব্বক অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

“যামিমাং পুস্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।

বেদবাদয়তাঃ পার্থ নাস্তদন্তীতি বাদিনঃ ॥” (গী: ২।৪২)

এই শ্লোকের টীকায় গোড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলেন,—“অবিপশ্চিতোহল্লজ্ঞাঃ যামিমাং” “জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গ-কামো যজ্ঞেত” ইত্যাদিকাং বাচং প্রবদন্তি,—ইয়মেব প্রকৃষ্টা বেদবা-গিতি কল্পয়ন্তি, তয়া বাচাপহৃতচেতসাং তেষাং সমাধৌ মনসি বাব-

ସାମ୍ୟାଦ୍ଭିକା ବୁଦ୍ଧିଃ ସମାଧୌ ନ ବିଧୀୟତେ ନାଭ୍ରାଦେତି ଇତ୍ୟୁଷନ୍ନଃ । କୌଦୃଶୀଂ
ବାଚୟିତ୍ୟାହ,—ପୁଷ୍ପିତାୟିତି । କୁହ୍ନିତବିଷୟତାବଦାପାତମନୋଜ୍ଞାଂ ନିର୍ଦ୍ଦଳା-
ୟିତାର୍ଥଃ । ଏବଂ କୃତସ୍ତେ ବଦନ୍ତି ତଦ୍ଭାହ,—ବେଦେତି । ବେଦେଷୁ ଯେ ବାଦାଃ
“ଅପାୟ ମୋୟୟତା ଅଭୂୟ” “ଅକ୍ଷୟାଂ ହ ବୈ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟାନ୍ତୟାଜ୍ଞିନଃ ସ୍ମୃତଂ
ଭବତି ।” ଇତ୍ୟାଦୟୋଽର୍ଥବାଦାନ୍ତେଷେବ ସତାଃ । ବେଦନ୍ତ ସତ୍ୟତାସିଦ୍ଧାଦେ-
ବର୍ମେବୈତଦିତି ପ୍ରତୀତିମନ୍ତଃ । ଅତଏବ ନାନ୍ତରୀକ୍ଷି କର୍ମଫଳାଂ ସ୍ୱର୍ଗାଦନ୍ତଂ
ଜୀବାଂଶିପରମାର୍ଥଜ୍ଞାନଂ ଲଭ୍ୟଂ ଯୋକ୍ତବ୍ୟଂ ନିରତିଶୟଂ ନିତ୍ୟସୁଖଂ ନାସ୍ତି,
ତଂପ୍ରତିପାଦିକାନାଂ ବେଦାନ୍ତବାଚାଂ କର୍ମାନ୍ନକର୍ତ୍ତୃଦେବତାବେଦକତୟା ତଚ୍ଛେଷ୍ଟା-
ଦିତି ବଦନଶୀଳା ଇତ୍ୟାର୍ଥଃ ।”

ତ୍ରୈଚୈତନ୍ୟମହାପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟୋଽପାହି,—

“କର୍ମନିନ୍ଦା, କର୍ମତ୍ୟାଗ, ସର୍ବଶାନ୍ତେ କହେ ।

କର୍ମ ହେତେ ପ୍ରେମ-ଭକ୍ତି କ୍ଷେପେ କହୁ ନହେ ।”

(ତ୍ରୈଚୈତନ୍ୟଚରିତାମୃତ ମଧ୍ୟ ୨।୨୬୩)

ଏହି ପଦ୍ଧତ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାୟ ପରମାରାଧ୍ୟାତମ ପରାଂପର ଶୁକ୍ରଦେବ ଶ୍ରୀମ ଠାକୁର
ଭକ୍ତିବିନୋଦ ସ୍ୱାମୀ ଅସ୍ମତ୍ପ୍ରବାହତାନ୍ତେ ଲିଖିଆଛେନ,—

“କର୍ମପ୍ରତିପାଦକଶାନ୍ତେ କର୍ମେର ଉପଦେଶ ଓ ପ୍ରଶଂସା ବହୁସ୍ଥାନେ
ଧାକିଲେଓ ଚରମେ କର୍ମେର ନିନ୍ଦା ଓ କର୍ମତ୍ୟାଗେର ବାବସ୍ତାହି ସର୍ବଶାନ୍ତେ
ଉକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । କର୍ମ ବା କର୍ମାର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷେପେ କହନ୍ତି ପ୍ରେମଭକ୍ତି
ହେତେ ପାରେ ନା । ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଯେ, କର୍ମାର୍ପଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତ
ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ । ଚିନ୍ତାଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ସଂସ୍କରଣେ ଅନନ୍ତ-କ୍ଷେପଭକ୍ତିତେ ଅନ୍ତର
ଉଦୟ ହୁଏ । ଅନ୍ତରାୟ ହେଲେ ଅବଶ୍ୟକୀର୍ତ୍ତନାଦିରୂପ ‘ସାଧନଭକ୍ତି’ ହୁଏ ।
ଅବଶ୍ୟକୀର୍ତ୍ତନାଦି-ଭକ୍ତି ସାଧନ କରିତେ କରିତେ ଅନ୍ତରାୟ ଯତ୍ନି ନିବୃତ୍ତି ହୁଏ,
ପ୍ରେମେର ଉତ୍ତର ଅଭାବ ହୁଏ । ସ୍ତୁତ୍ୟାଂ କର୍ମ ବା କର୍ମାର୍ପଣ ହେତେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ-

রূপে কৃষ্ণভক্তির উদয় হইবার সর্বত্র সম্ভাবনা নাই ; কেননা (শুদ্ধকৃষ্ণ-ভক্তি) সংসঙ্গজনিত ‘শ্রবণোৎপত্তি’-লক্ষণা প্রকার অপেক্ষা করে ।”

আমাদের পরমারাধ্যাতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তদীয় অমৃতভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

“অসংকৰ্ম্ম অপেক্ষা সংকৰ্ম্ম শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু তাদৃশ কৰ্ম্ম হইতে কখনই কৃষ্ণে প্রেমভক্তির উদয় হয় না । কৰ্ম্ম—জীবের সুখ বা দুঃখ-প্রাপ্তির কারণ । জীবের সুখ বা দুঃখ-প্রাপ্তির ফলে ভক্তির উদয়ের সম্ভাবনা নাই । কৃষ্ণের সুখ-প্রাপ্তির জন্য সেবাই ভক্তি । নিজ-ভোগতাৎপর্য্যের নিন্দা এবং তাহা ত্যাগ করিবার বিধান সকল-শাস্ত্রে, এমন কি, জ্ঞানশাস্ত্রেও কথিত আছে । অমল প্রমাণশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে শুদ্ধজ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিত নৈষ্কৰ্ম্ম্যের কথাই বিচারিত ও সংস্থাপিত হইয়াছে, সুতরাং সৰ্ব্বশাস্ত্রশ্রেষ্ঠ ঐ পুরাণের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে, সৰ্ব্বত্রই নিতাস্ত তুচ্ছ ফলভোগাভিসন্ধিলক্ষণময় কৰ্ম্ম ও জ্ঞানকে গর্হণ করা হইয়াছে, সুতরাং বাহ্য-বোধে এস্থলে কোন-লোক-প্রমাণ উদ্ধৃত হইল না” ৷১৷

শ্রুতিঃ—অবিজ্ঞান্যামন্তরে বর্তমানাঃ

স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতশ্রমজ্ঞানমাঃ ।

জন্মজন্মমাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া-

অজ্ঞেনৈব নীয়মানা যথাক্রাঃ ॥৮॥

অজ্ঞানানুবাদ—[কৰ্ম্মকেই শ্রেয়ঃ মনে করিবার কারণ—ঐহিক আশ্রয়বিদের উপদেশ গ্রহণ করেন না, কৰ্ম্মবাদী জড়ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া স্বর্গাদিফলক যজ্ঞেই রত থাকেন] অবিজ্ঞান্যঃ (কাম-

কর্মাদি-অবिवেকের) অন্তরে (মধ্যে) বর্তমানাঃ (রত থাকিয়া) স্বয়ং (নিজে নিজেই) ধীরাঃ (নিজেকে ধীমান্—বিবেকী অভিমানে) পণ্ডিতম্ মন্থমানাঃ (নিজেকে পণ্ডিত মনে করিয়া থাকেন) মূঢ়াঃ [তে] (বস্তুতঃ উহারা মুখ্) জজ্ঞমানাঃ (জ্বরারোগাদি সাংসারিক দুঃখরাশি দ্বারা পীড়িত হইয়া) অন্ধেন এব (দৃষ্টিহীন ব্যক্তি কর্তৃক) নীয়মানাঃ (চালিত হইয়া) অন্ধাঃ যথা (যেমন অন্ধ ব্যক্তিগণ গর্তাদিতে পড়িয়া কষ্ট পাইয়া থাকে, সেই প্রকার ইহারাও) পরিযন্তি (বারবার সংসারে পরিভ্রমণ করে) ৷৮৷

অনুবাদ—ইহারা যে বারবার সংসারাবর্তে পতিত হয়, তাহার কারণ তত্ত্বজ্ঞানাত্মক, তাহার কারণ সংসঙ্গরাহিত্য, হৃদয়াং অবিজ্ঞা-স্বরূপ এই কামকর্মাধিতে রত থাকিয়া এবং নিজেরাই সৃষ্ট ধী না থাকিলেও ধীমান্ অভিমানে নিজেকে পণ্ডিত মনে করে, কলে এই সকল মুখ্ ব্যক্তি অন্ধকর্তৃক চালিত অন্ধের গর্তকণ্টকাধিতে পতনের মত জ্বর-রোগ-মরণাদি অনর্থসমূহে পতিত হইয়া কেবল সংসারে গমনাগমন করিতে থাকে ৷৮৷

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অবিজ্ঞা...মন্থমানাঃ । অবिवেকপ্রধানাঃ স্বয়মেব ধীমন্ত উহাপোহক্ষমধীশালিন ইতি মন্থমানাঃ । জজ্ঞ...মূঢ়াঃ । জ্বরারোগাঘনেকানর্থব্রাতৈভৃশং হন্থমানা মূঢ়াঃ পরিভ্রমন্তি । অন্ধে...যথাঅন্ধাঃ । স্পষ্টোহর্থঃ ৷৮৷

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তেষাং ভূয়োভূয়ো জ্বরামরণাদি প্রাপ্তৌ কিং বীজম্ ? ইতি প্রশ্নে অবিজ্ঞৈব ইত্যাহ—অবিজ্ঞায়াং কামকর্মানৌ বর্তমানাঃ স কাম-কর্মনিরতাঃ মূঢ়া অবिवেকিনঃ স্বয়মাত্মনৈব ধীরাঃ ধীমন্তঃ অতএব পণ্ডিতম্ মন্থমানাঃ আত্মানং পণ্ডিতং মন্থন্তে ন তু সংপ্রসঙ্গেন তত্ত্ববিদ্যে জাতাঃ, তাদৃশাঃ অন্ধেন দৃষ্টিহীনেন নীয়মানা শালামানা অন্ধা যথা স্বয়-

মজ্জা: স্তূহপদেষ্টোরোহপি অজ্জা: অতস্তাদৃশেন কৰ্ম্মকাণ্ডিনা উপদিষ্টমানা: অজ্জা: জজ্ঞানমানা: হনুগতো ইতি ষড়্ভিৰূপম্ । অত্যৰ্থম্ অনর্থৈ: পীড়্য-
মানা: সন্ত: পরিষন্তি সংসারং পরিভ্রমন্তি, তেষাং তস্মোপদেশকাত্মাবা-
দিয়ং দুর্গতিরিত্তিভাব: ৷৮৷

তত্ত্বকণা—কৰ্ম্মমার্গে ভ্রাম্যমাণ জীব কিপ্রকার দু:খাদি ভোগ করে,
তাহাই বর্তমান মস্ত্রে শ্রুতি বলিতেছেন ।

যাহারা অবিচার মধ্যে অর্থাৎ কাম্যকৰ্ম্মাদিরূপ অজ্ঞানের মধ্যে
বর্তমান, তাহারা নিজেবাই নিজদিগকে ধীমান্ ও পণ্ডিত বলিয়া মনে
করে এবং শুদ্ধভক্ত তত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুদেবের উপদেশ গ্রহণ করে না,
তাহারা বাস্তবিকই মূৰ্খ । ইহারা নিজদিগকেই জ্ঞানী ও শাস্ত্রবিৎ মনে
করিয়া অত্যন্ত কুটিল পথ অর্থাৎ বিপরীত পথ ধরে, তাহার ফলে
অর্থাৎ সেই কাম্য-কৰ্ম্মের ফলে মোহিত হইয়া অন্ধকর্ষক পরিচালিত
অন্ধগণের মত গন্তব্য পথ অর্থাৎ শ্রেয়: পথ না পাইয়া কেবল জরা-
মরণ-রোগাদি দু:খই ভোগ করে । ইহারা পুন: পুন: স্বর্গ-নরকাদি
এমন কি, পক্ষী পশু, জন্মাদিতে নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করে ।

এক অন্ধ ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত বহু অন্ধের বিপথে গমন ও
অনর্থ-প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রুতি ইহাই বুঝাইতেছেন যে, কাম্য-কৰ্ম্মের
প্রাধান্তবাদী পণ্ডিতমন্ত ব্যক্তির দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া আপাতত: সুখ-
কামী অবিবেকিগণ কাম্য-কৰ্ম্মমার্গে পরিচালিত হয় । ইহাতে
তাহাদের যেমন অন্ধতা ও মূৰ্খতা প্রকাশ পায়, সেইরূপ কাম্য-কৰ্ম্মের
উপদেষ্টা গুরুগণ অন্ধতা ও মূৰ্খতা তত্ত্বজ্ঞপুরুষগণের নিকট স্পষ্টভাবেই
প্রতীত হইয়া থাকে ।

ইহার প্রায় অমুরূপ কঠোপনিষদের ১।২।৫ মস্ত্রে পাওয়া যায় ।

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও বলিয়াছেন,—

“ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং

দূরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ ।

অজ্ঞা যথাকৈরুপনীয়মানা-

স্তেহপীশতন্ত্যামুরুদাম্মি বন্ধাঃ ॥” (ভা: ৭।৫।৩১)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

“স চাপি ভগবদ্ধর্মাৎ কামমৃতঃ পরাঙ্মুখঃ ।

যন্নতে ক্রতুভির্দেবান্ পিতৃংশ্চ শ্রদ্ধয়াস্থিতঃ ॥ (ভা: ৩।৩২।২)

“কর্মবল্লীমবলম্ব্য তত আপদঃ কথঞ্চিন্নরকাদ্ বিমুক্তঃ

পুনরপোষং

সংসারাম্বনি বর্তমানো নরলোকসার্থমুপযাতি

এবমুপরিগতোহপি ॥” (ভা: ৫।১৪।৪১) ৮।

শ্রুতিঃ—অবিজ্ঞায়াং বহুধা বর্তমানা

বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্তস্তি বালাঃ ।

যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ

ভেনাভুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥৯॥

অজ্ঞান্যাসুবাদ—[উক্ত অর্থই বিশদ করিতেছেন] অবিজ্ঞায়াং (অপরা বিজ্ঞায়) বহুধা (বহু প্রকারে) বর্তমানাঃ (ত্রতী থাকিয়া অর্থাৎ পরা বিজ্ঞা ভিন্ন বেদাদি বিজ্ঞায় আকৃষ্ট হইয়া কেহ যজ্ঞে, কেহ কুচ্ছুচান্দ্ৰায়ণাদি তপস্যায়, কেহ উপবাসাদি ত্রতে, কেহ বা দ্বানধর্মে যত থাকে) [ইহারা মনে করে] বয়ং কৃতার্থাঃ (আমরা জীবনের কর্তব্য, পারলৌকিক সদ্গতির উপায় করিয়াছি সুতরাং অন্ত কিছুই আর করণীয় নাই) ইতি (ইহা) বালাঃ (বালক সদৃশ অজ্ঞানী ব্যক্তিরাই)

অভিমগ্নস্তি (অভিমান করে) [ইহা তাহাদের ভুল] যৎ (যেহেতু) কৰ্ম্মিণঃ (সকাম-কৰ্ম্মরত ব্যক্তিগণ) রাগাৎ (কৰ্ম্মফল স্বর্গাদির লালসায়) ন প্রবেদয়ন্তি (যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারে না) তেন (সেইজন্য) আতুরাঃ (ইহলোকে যাগাদির শ্রমের কষ্টে এবং পরলোকেও কৰ্ম্মফল ভোগান্তে পতনজন্য দুঃখে কাতর হইয়া) ক্ষীণলোকাঃ (কৰ্ম্মফল-ভোগ শেষ হইলেই) চ্যবন্তে (স্বর্গলোক হইতে পতিত হয়) ৷২৥

অনুবাদ—মূঢ় ব্যক্তিগণ অবিদ্যাস্বরূপ কাম্যকৰ্ম্মাদিতে নিরত থাকিয়া মনে করে, আমরা কৃতার্থ, আমরা কর্তব্য কার্য সমস্তই সম্পন্ন করিয়াছি, যেহেতু কৰ্ম্মীরা কাম্যকৰ্ম্মের ফলে লালসান্বিত হইয়া প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে না, সেইজন্য পরলোকে কৰ্ম্মফল ক্ষীণ হইলে দুঃখান্বিত হইয়া স্বর্গলোক হইতে পড়িয়া পড়িয়া ৷২৥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এতদেব বিশদয়তি—অবিদ্যায়াং...বর্তমানাঃ । প্রকৃতিমণ্ডলে দেবমহুগ্ধাদিবহুবিধাভিমানিতয়া বর্তমানা অজ্ঞানিনঃ ।

বয়মেব...বালাঃ । বয়মেব কৃতার্থা ইতাভিমানং কুর্কন্তি ।

যৎ...রাগাৎ । কৰ্ম্মফলস্বর্গাদিরাগাৎকৰ্ম্মঠাস্তত্ত্বং যতো ন জানন্তি । তেনা.....বন্তে । তত্ত্বজ্ঞানাতাবাদেব হেতোঃ ‘ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তী’ত্যর্থঃ ৷২৥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—বৈদিককৰ্ম্মণাম্ উভয়ত্র দুঃখহেতুত্বমিতি আহ—বেদবাদব্রতা নাগদন্তীতি বাদিনো যদ্ যদা চরন্তি সৰ্ব্বাণ্যেব অবিদ্যাস্তর্গতানি, তস্মাৎ বহুভিঃ প্রকারৈরুর্জমানাঃ কেচিদিজয়া, কেচন প্রজয়া, প্রব্রজয়া, দানেনোপবাসাদিনা চ কৰ্ম্মণা ব্যাপ্তাঃ সন্তঃ, বয়ং কৃতার্থাঃ বিহিতানামেষাং কৃতত্বাৎ লক্ষ্যলাভপ্রত্যায়াং চরিতার্থাঃ ইতি আত্মানম্ অভিমগ্নস্তি অভিমগ্নস্তে অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানং কুর্কন্তি যতন্তে বালাঃ মূর্খাঃ উক্তঞ্চ শ্রুত্যা ‘ন প্রজয়া ন প্রব্রজয়া ধনেন

ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানন্তঃ’। কথন্তেষামিদং মিথ্যাজ্ঞানং তদাহ—যং
 যস্মাৎ কারণাৎ কৰ্ম্মিণো বেদোক্তকাম্যকৰ্ম্মাহুষ্ঠায়িনঃ, রাগাৎ কৰ্ম্ম-
 ফলেষু লালসয়া ন প্রবেদয়ন্তি তত্ত্বং ন জ্ঞানন্তি, প্রবিদ্ স্বার্থেণিচ্। তেন
 হেতুনা রাগেণ বা আতুরাঃ ক্লিশ্যমানাঃ সন্তঃ ক্ষীণলোকাঃ কৰ্ম্মফলভোগাৎ
 পরং চ্যবন্তে স্বৰ্গলোকাৎ ভ্রশন্তি। কৰ্ম্মিণাং কৰ্ম্মফলং ন শাস্বতমিতি-
 ভাবঃ ॥২॥

তত্ত্বকণা—কৰ্ম্মকাণ্ডাশ্রিত ব্যক্তিগণ বারবার দুঃখ ভোগ করিয়াও
 শ্রেয়ঃ পথে অর্থাৎ নিত্যমঙ্গলের পথে বিচরণ করে না; কেন?
 তাহারই উত্তরে শ্রুতি বর্ত্তমান মন্ত্রে বলিতেছেন যে, তাহারা অবিচার
 কবলে বহুপ্রকারে বর্ত্তমান থাকিয়াও নিজেরা অভিমান করে যে,
 ‘আমরা কৃতার্থ হইয়াছি’। ‘আমরা মঙ্গলের পথ ঠিক আশ্রয়
 করিয়াছি’, ইত্যাকার অভিমানের কারণ তাহারা অতিশয় অজ্ঞ।
 কৰ্ম্মফলে অত্যন্ত আসক্তি থাকায় তাহারা আত্মমঙ্গল বৃদ্ধিতে
 পারে না। বিশেষতঃ তাহারা ভগবন্তত্ববিদ্ গুরুর নিকট গমন
 করিয়া শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ পথের ভেদ জানিবার সৌভাগ্য পায় নাই।
 সেইজন্যই তাহারা স্বর্গাদিতে কৰ্ম্মফল-ভোগান্তে দুঃখার্ভ হইয়া
 নানাধোনি ভ্রমণ করিয়া থাকে।

ত্রিমহ্ভাগবতেও পাই,—

“ইষ্টেহ দেবতা যন্তৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ।

ভূঞ্জীত দেববৎ তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজ্জার্জিতান্ ॥”

“তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎপুণ্যং সমাপ্যতে।

ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্কীগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ ॥”

(ভাঃ ১।১।১০২৩, ২৬)

ত্রিগীতাতে পাওয়া যায়,—

“তে তং ভুক্তা...গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥” (গী: ৯।২১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায় ।

দণ্ডাজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥” (চৈ: চ: মধ্য ২০।১১৮) ॥২॥

শ্রুতিঃ—ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং

নাশ্চচ্ছেয়ো বেদয়ন্তে প্রমুঢ়াঃ ।

নাকশ্চ পৃষ্ঠে তে স্কৃততেহমুভূত্বৈ-

মং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥১০॥

অনুবাদ—ইষ্টাপূর্তং (ইষ্ট—যাগযজ্ঞাদি বৈদিক কৰ্ম ও আরাধ-
কৃপ-বাপী-তড়াগাদি প্রতিষ্ঠারূপ ধর্মশাস্ত্রবিহিত স্মার্তকর্ম) বরিষ্ঠং
(সর্বাধিক প্রাধান) মন্যমানাঃ (মনে করে) [অতএব আরও
অবিরোধী ইহারা] অশ্চ (ইহা ছাড়া অপর অর্থাৎ নিত্যমঙ্গলরূপ)
শ্রেয়ঃ (পরমার্থ-লাভের সাধন) ন বেদয়ন্তে (জানে না বা মনে
করে না), তে (সেই মায়ামোহগ্রস্ত ব্যক্তিগণ) নাকশ্চ (স্বর্গের)
পৃষ্ঠে (উপরিতলে) স্কৃততে (স্কার্থা যাগযজ্ঞাদির ফল ভোগের
স্থানে) অমুভূত্বা (স্থখ ভোগ করিয়া) [পুনঃ—আবার] ইমম্
লোকম্ বা হীনতরম্ (মনুষ্য জগতে অথবা তাহা হইতেও হয় তিথ্যক্
জাতিতে বা নরকে) বিশন্তি (ভুক্তাবশিষ্ট কর্মবশে পতিত হয়) ॥১০॥

অনুবাদ—যাহারা বেদোক্ত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও ধর্মশাস্ত্রবিহিত
কৃপ-তড়াগাদি প্রতিষ্ঠারূপ দানকে সর্বাধিক উত্তম কার্য্য মনে করে,
তাহারা আরও মুঢ়, যেহেতু ইহারা জানে না যে, ইহা ব্যতীত পরম-
পুরুষার্থসাধনরূপ শ্রেয়ঃ-পথ আছে । সেই ইষ্টাপূর্তকারী মুঢ়গণ স্বর্গের
উপরিতলে থাকিয়া স্খ অচরিত কর্মফল ভোগ করে, পরে পুণ্য-

ক্ষয়ান্তে অবশিষ্ট কৰ্মভোগের জন্য এই মর্ত্যালোকে অথবা ততোধিক হয়
তির্যাক্ জাতিতে বা নরকে পতিত হয় ৷১০৥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ইষ্টাপূৰ্ত্তং...বরিষ্ঠম্ । ইষ্টং যাগাদি । পূৰ্ত্তং
থাতাদি । এতদেবাখিলপুরুষার্থসারং মন্যমানাঃ ।

নান্নচ্ছ্রয়ো...প্রমূঢ়াঃ । শ্রেয়োহস্তরং ন জানন্তীত্যর্থঃ । নাকশ্ম...বিশস্তি ।

তে স্বকৃতসাধ্যো স্বর্গলোকোদ্ধার্লোকে কৰ্মফলমহুভূয়েমং লোকং
মহুশ্ললোকং ততো হীনতরং বা নরকাদিলক্ষণং বিশস্তি ৷১০৥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—অথ পুণ্যকৰ্মপরিচয়ং তৎফলকান্শ্চ তস্ম
হেয়ত্বমুপপাদয়তি—ইষ্টাপূৰ্ত্তমিত্যাদিনা । ইষ্টাপূৰ্ত্তং ইষ্টং শ্রোতং
যাগাদিকৰ্ম, পূৰ্ত্তং খননাদিকৰ্ম কুপবাপীতডাগাদি-আরামাদিকৰ্ম স্মার্ত্তং
কৰ্ম বরিষ্ঠং অতিশয়েন প্রধানং মন্যমানাঃ জানন্তঃ, অতএব প্রমূঢ়াঃ
প্রকর্ষণে মোহগ্রস্তাঃ, অন্ম—ইষ্টাপূৰ্ত্তাৎ অপরং শ্রেয়ঃ শ্রেয়ঃসাধনম্
পরমাত্মভক্তিসাধনম্ অস্তি ইতি ন বেদয়ন্তে জানন্তি উক্তঞ্চ ভগবতা
'বেদবাদরতাঃ পার্থ ! নান্নদন্তীতিবাদিনঃ । কামাত্মানঃ স্বর্গপরা ইতি' ।
তে কৰ্মরতাঃ প্রমূঢ়াঃ নাকশ্ম স্বর্গশ্চ কং স্বখং তদ্বিপরীতমকং দুঃখং
নাস্তি যত্র তাদৃশশ্চেত্যর্থঃ, পূৰ্ত্তে উপরিভাগে স্বকৃতে স্বষ্টকৃতশ্চ কৰ্মণঃ
ফলং অহুভূত্বা অহুভূয় উপভূজ্য কৰ্মফলং ততঃ স্বখজনককৰ্মাবসানে
সতি পুনঃ যথা পূৰ্ব্বমিত্যর্থঃ ইমং লোকং মহুশ্ললোকং ততোহপি
হীনতরং পশাদি-জন্ম নরকং বা বিশস্তি প্রাপ্নুবন্তি দুষ্কৃতকৰ্মণো-
ভোগার্থমিতি ভাবঃ ৷১০৥

তত্ত্বকণা—পূৰ্ব্বোক্ত বিষয় আরও স্পষ্ট করিয়া শ্রুতিমন্ত্র বলিতেছেন
যে, ভোগপ্রিয় মহুশ্লগণ অতিশয় মূৰ্খ । ইহারা ইষ্ট আর পূৰ্ত্তকে
অর্থাৎ বেদ আর স্মৃতি-আদি শাস্ত্রে প্রাপঞ্চিক স্বখ-প্রাপ্তির নিমিত্ত
যে সকল সাধন বর্ণন করিয়াছেন, তাহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ-সাধন

মনে করে। এই কারণে উহা বাতীত অর্থাৎ পরমেশ্বরের শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদি-ভজন, ধ্যান এবং পরমপুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত তীব্র লালসাপূৰ্ণক অনুসন্ধান প্রভৃতি যে সকল পরমকল্যাণের সাধন আছে, উহা আদৌ জানে না। ঐরূপ পরম শ্রেয়ঃসাধনের দিকে আদৌ লক্ষ্য করে না। কেবল নিজ-আচরিত পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ স্বর্গলোকে থাকিয়া সুখ-ভোগের পর পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় কর্মাবশেষ লইয়া এই মহাশলোকে অথবা ইহা হইতেও নীচ শূকর, কুকুর, কীট-পতঙ্গ-আদি যোনিতে এবং নরকাদিতে গমন করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“ইষ্টে হ দেবতা যজ্ঞৈর্গত্বা যন্ত্রামহে দিবি ।

তস্তাস্ত ইহ ভূয়াম্ম মহাশালা মহাকুলাঃ ।

এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যাক্ষিপ্তমনসাং নৃণাম্ ।

মানিনাঞ্চাতিলুকানাং মদ্বার্ত্তাপি ন যোচতে ॥”

(ভাঃ ১।২।১।৩৩-৩৪)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

“ভোগৈশ্বর্য্যগ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥” (গীঃ ২।৪৪) ১০।

শ্রুতিঃ—তপঃশ্রদ্ধে যে ছ্যপবসন্ত্যরণ্যে

শাস্ত্রা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্য্যাং চরন্তঃ ।

সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়াস্তি

যত্রামৃতঃ স পুরুষো হব্যয়াত্মা ॥১১॥

অশ্বয়ানুবাদ—[তদ্বিপরীত ব্যক্তিদিগের ক্রিয়াকলাপ অন্তপ্রকার, এবং তাহার ফলও অন্তপ্রকার, তাহাই বলিতেছেন] যে হি (যাহারা

কিন্তু সংসারে বৈরাগ্যযুক্তপুরুষ বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী হইয়া) অরণ্যে (বনে থাকিয়া) তপঃ-শ্রদ্ধে (ব্রহ্মের ধ্যান ও শ্রদ্ধা লইয়া) উপবসন্তি (উপাসনা করিয়া থাকেন) [কিংবা যে বানপ্রস্থশ্রমিগণ] শাস্তাঃ (সমস্ত ইন্দ্রিয় দমন করিয়া তপশ্চা ও শ্রদ্ধার উপাসনা করেন) [অথবা যে সকল গৃহস্থ] বিদ্বাংসঃ (তত্ত্বজ্ঞানের সহিত উপাসক হন) [এবং ব্রহ্মচারিগণ] তৈক্ষ্য-চর্যাং চরন্তঃ (ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসিগণ ভিক্ষালব্ধ অন্ন জীবিকা নির্বাহ পূর্বক) [অরণ্যে থাকিয়া পরব্রহ্ম ও পরা বিচার উপাসনা করেন তাঁহারা সকলেই) বিরজাঃ (রজোগুণাতীত অর্থাৎ পুণ্য-পাপের ক্ষয়হেতু শুদ্ধসত্ত্বময় হইয়া) সূর্য্যদ্বারেণ (মৃত্যুর পর সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া) প্রয়ান্তি (উত্তম পথে গমন করে) [কোথায় ?] যত্র হি (যেখানে—যে ধামে) অমৃতঃ (আনন্দময়) অব্যয়াত্মা (নিত্য বিগ্রহবান্) স পুরুষঃ (পরমেশ্বর) [আন্তে—থাকেন] ॥১১॥

অনুবাদ—সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও গৃহস্থ—এই চারি আশ্রমী যদি পূর্বোক্ত কর্মকে হেয় জ্ঞান করিয়া তত্ত্বজ্ঞান-সহ ঈশ্বরে ভক্তিযুক্ত হয়, তবে তাঁহাদের অক্ষয় লোকে গমন হয়। তন্মধ্যে যে সকল সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী তপশ্চা ও শ্রদ্ধা অর্থাৎ পরব্রহ্মকে তদ্বিষয়ক প্রেমাতিশয়ের সহিত ভজন করেন, যে সকল বানপ্রস্থী অরণ্যে থাকিয়া ইন্দ্রিয় দমন পূর্বক উক্ত তপ ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রীহরির ভজন করেন, কিংবা যে সকল গৃহস্থ তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তি সহকারে নিঃসরিগ্রহভাবে ভিক্ষালব্ধ জীবনযাত্রা নির্বাহ পূর্বক শ্রীহরির ভজন করেন, তাঁহারা পাপ ও পুণ্য মুক্ত হইয়া মৃত্যুর পর সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করতঃ সেই শাস্ত ধামে গমন করেন, যথায় সেই আনন্দঘন, অব্যয়াত্মা, নিত্যবিগ্রহবান্ পরমপুরুষ অবস্থান করেন ॥১১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তপঃশ্রদ্ধে……অব্যয়াত্মা।

যে সন্ন্যাসিনঃ কৃত্তশ্রবণমননা বনে স্থিত্বোপরতকরণগ্রামান্তপঃ-
শক্তিং ব্রহ্ম চ তদাদরাতিশয়রূপশ্রদ্ধাং চ সেবন্তে তে বিধৃত-
পাপাঃ সূর্য্যমণ্ডলং ভিত্ত্বা 'সহস্রস্থূণে বিমিতে দৃঢ় উগ্রে যত্র দেবানাম-
ধিদেব আস্তে' ইতি পর্য্যাকবিদ্যাছাস্তো হেয়প্রতানৌকঃ সর্দৈকরূপরূপা-
য়েতিপ্রমাণপ্রতিপন্ননিত্যবিগ্রহযুক্তঃ যত্রাস্তে তত্র যাস্তীত্যর্থঃ। 'যে
চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইতু্যাপাসতে' [ছাঃ ৫।১০।১] ইত্যত্র তপঃ-
শব্দেন ব্রহ্মোচ্যতে। বৃহদারণ্যকে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসত ইতি তপঃশব্দ-
স্থানে সত্যশব্দপ্রয়োগাৎ সত্যশব্দস্ত ব্রহ্মপরত্বাদিতি ব্যাসার্থৈকরূপত্বাস্তপঃ-
শ্রদ্ধে ইত্যত্র তপঃশব্দো ব্রহ্মপরঃ ॥১১॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—অথ ত্রয়াণামাশ্রমিণাং বিষ্ণুলোকগমনোপায়মাহ
—যে তু সন্ন্যাসিনঃ ব্রহ্মচারিণামূলক্ষণম্ তপঃ-শ্রদ্ধে তপস্তাং তপোরূপ
ব্রহ্ম, শ্রদ্ধাঞ্চ শাস্ত্রে ভগবতি চ আদরাতিশয়ম্ উপবসন্তি সেবন্তে, যে চ
বানপ্রস্থাশ্রমিণঃ অরণ্যে স্থিত্বা শাস্তাঃ উপরতেন্দ্রিয়াঃ সন্তঃ তপঃশ্রদ্ধে
সেবন্তে ইত্যন্বয়ঃ, যেহপি বা গৃহস্থাঃ বিদ্বাংসঃ হেয়োপাদেয়-জ্ঞানসম্পন্নাঃ,
ভৈক্ষ্যচর্চ্চাং চরন্তঃ পরিগ্রহাভাবাৎ শ্বোদরমাত্রং ভৈক্ষ্যাম্নেন পূরয়ন্ত
তপঃ-শ্রদ্ধে উপবসন্তি তে সর্কৈ বিরজাঃ রজোগুণকার্ধ্যাং কৰ্ম্মণো-বিরতাঃ
বিধৃত-পাপপুণ্যাশ্চ সন্তঃ মৃত্যোঃ পরং সূর্য্যদ্বারেণ সূর্য্যমণ্ডলং ভিত্ত্বৈত্যর্থঃ,
তত্র ধাম্নি প্রযাস্তি, যত্র সঃ অমৃতঃ আনন্দঘনঃ, অব্যয়াত্মা নিত্যবিগ্রহঃ
পুরুষো বিচতে ॥১১॥

তত্ত্বকণা—সাংসারিক-ভোগে বিরক্ত মহত্ত্বগণের আচার-ব্যবহার
এবং তাহার ফল বর্তমান মস্ত্রে বর্ণিত হইতেছে।

মহত্ত্ব-শরীরের মহত্ত্ব ও দুঃস্বভাব উপলব্ধি করিবার পর যাহার
অন্তঃকরণে পরমাত্মার তত্ত্ব জানিবার এবং পরমাত্মার প্রাপ্তির বাসনা
জাগিয়াছে, তিনি বনবাসী হইয়া বানপ্রস্থ ধৰ্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক

শ্রীহরিভজন করেন, কেহ বা শাস্ত্রস্বভাব, বিদ্বান্ ও সদাচারী গৃহস্থ
হইয়া শ্রীহরিভজন করেন, কেহ বা ভিক্ষা দ্বারা জীবন নির্বাহকারী
ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী হইয়া নিরন্তর তপশ্চা ও শ্রদ্ধার অহুষ্ঠান করেন
অর্থাৎ তপশ্চারুপ শম-দমাদি সাধন-সম্পন্ন হইয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত
পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত শুদ্ধ-ভক্তিরূপ উপযুক্ত সাধন
অবলম্বন করেন, তাঁহারা ব্রজোপগম্য হইয়া সূর্য্যালোক অতিক্রম
পূর্বক সেই শাস্ত্র ধামে গমন করেন, যেখানে পরম প্রাপ্য অমৃত-
স্বরূপ নিত্য অবিনাশী পরমপুরুষ পুরুষোত্তম অবস্থান করেন ।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীঋষভদেবের বাক্যে পাওয়া যায়,—

“অধ্যাত্মযোগেন বিবিক্তসেবয়া প্রাণেন্দ্রিয়াত্মাভিজয়েন সধ্যাক্ ।

সচ্ছুদ্ধয়া ব্রহ্মচর্য্যেণ শব্দদসম্প্রমাদেন যমেন বাচাম্ ॥

সর্ব্বত্র যন্তাববিচক্ষণেন জ্ঞানেন বিজ্ঞানবিরাজিতেন ।

যোগেন ধৃত্যত্মসম্বযুক্তো লিঙ্গং ব্যাপোহেৎ কুশলোহহমাত্মা ॥”

(ভাঃ ৫।৫।১২-১৩)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

“বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ ।

শব্দাদীন্ বিষয়াস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বेषৌ বুদ্ধস্ত চ ॥

বিবিক্তসেবী লঘুশী যত্বাকায়মানসঃ ।

ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।

বিমুচ্য নির্মমঃ শাস্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥”

(গীঃ ১৮।৫১-৫৩) ১১১

শ্রুতিঃ—পরীক্ষ্য লোকান্ কৰ্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো-
নির্বেদমায়াম্মাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন ।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥১২॥

অন্থয়ানুবাদ—[সংসারে বিরক্ত পুরুষের ব্রহ্ম-প্রাপ্তির প্রথম উপায়—
তত্ত্বজ্ঞান, তাহা লাভ করিতে হইলে তত্ত্ববিৎ গুরুর আশ্রয় ও সেবা
কর্তব্য] [যঃ] ব্রাহ্মণঃ (যে শাস্ত্রবেদাধ্যয়নকারী ব্যক্তি) কৰ্ম্মচিতান্
(কৰ্ম্মাহুষ্ঠানদ্বারা অর্জিত) লোকান্ (স্বর্গাদি সত্যলোকাস্তলোক)
পরীক্ষ্য (প্রত্যক্ষাহুমান-আগম প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া
অর্থাৎ এইসকল লোক অনিত্য, অবিশুদ্ধ ও অতিশয় দুঃখযুক্ত বুঝিয়া)
নির্বেদম্ (সেই অপরিবিচার বিষয় কৰ্ম্মকাণ্ডে বৈরাগ্য) আয়াৎ (প্রাপ্ত
হইবেন) [সেই বৈরাগ্য কিরূপ ?] অকৃতঃ (সেই নিত্যপুরুষ, অথবা
মোক্ষ) কৃতেন (কৰ্ম্ম দ্বারা) নাস্তি (লক্ষ হয় না) ; [সমস্তই কৃত
পদার্থ, তাহা দ্বারা কি হইবে ? আমি যে অমৃতময় পরমপুরুষের
প্রার্থী, যিনি নিত্য, অভয়, কূটস্থ ও আনন্দময় পুরুষ, এইরূপ
বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়া] সঃ (তিনি) তদ্বিজ্ঞানার্থং (সেই অমৃতস্বরূপ পর-
ব্রহ্মের সন্ধানের জ্ঞ) গুরুমেব (গুরুর নিকটেই) অভিগচ্ছেৎ (শাস্ত্রবিধি-
অনুসারে যাইবেন) [যদিও তিনি বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন,
তথাপি স্বাধীনভাবে ব্রহ্মের অনুসন্ধান করিবেন না, যেহেতু তাহাতে
ব্রাহ্মের সম্ভাবনা ও তত্ত্বজ্ঞানের অভাব এবং তাঁহার অধিগত সমস্তই
অবিচার বিষয়, কিন্তু পরব্রহ্ম পরা বিচার বিষয়বস্তু, সেই পরা
বিচার লাভের জ্ঞ, যিনি বাস্তব তত্ত্বদর্শী, তাঁহার নিকটেই যাইবেন]
[কি ভাবে যাইবেন ?] সমিৎপাণিঃ (গুরু-সন্তোষণের জ্ঞ সমিষ্টার হস্তে
লইয়া অথবা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবারূপ উপায় লইয়া) [কিরূপ

গুরু নিকট যাইবেন ?] শ্রোত্রিয়ং (যিনি বেদান্তাদি শাস্ত্রে পারদ্রুত)
[তথাপি অত্রকনিষ্ঠ অর্থাৎ অভক্তিমানের কাছে যাইবেন না] ব্রহ্মনিষ্ঠম্
(যিনি নিষ্ঠা সহকারে পরমপুরুষে রত, তাঁহারাই নিকট যাইবেন) ১১২।

অনুবাদ—অপরা বিচার ফল নথর ও আয়াসমাত্র, অতএব
অপরা বিচা লাভ করিলেও তাহাতে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক পরা
বিচা লাভের জন্ত চেষ্টা করিবেন। অধীতশাস্ত্র-ব্যক্তি অবিচ্যাকাম-
কর্মের দ্বারা অর্জিত স্বর্গাদিলোকের হেয়ত্ব বিচার করিয়া কর্মে বিরক্ত
হইবেন। যেহেতু অনিত্য কর্ম দ্বারা কর্মের অপ্রাপ্য নিত্যত্ব লাভ
করা যায় না। অতএব সেই নিত্য পরমপুরুষের অমুভূতির জন্ত সমিধ্
হস্তে লইয়া তাদৃশ গুরুসমীপে গমন করিবেনই, যিনি বেদান্তশাস্ত্র-
প্রতিপাত্ত-তত্ত্বে অভিজ্ঞ এবং সেই পরমপুরুষের ভজনে নিমগ্ন ১১২।

শ্রুত্যার্থবোধিনী—বিরক্তশ্রুতিপিরব্রহ্মজ্ঞানার্থং গুরুপাসনমাবশ্যকম্।
নহু সৎস্ব শ্রোতস্মার্ভেষু কর্মস্ব কথং তেষু বৈরাগ্যম্ ইতি চেচ্চ্যতে—
ব্রাহ্মণঃ অধীতাপরবিচোহপি সর্বত্যাগেন ব্রাহ্মণো পরবিচ্যায়াম্ রমেতেতি
শ্রবণাং, কথং সর্বত্যাগেপ্রবৃত্তিঃ শ্রাং তত্রাহ—কর্মচিতান্ অপরবিচ্য-
কামদোষপ্রবৃত্তিতান্ লোকান্ স্বর্গাদীন পুরীক্ষা প্রমার্ণৈর্বিচার্যা তত্র
নির্কেদং বৈরাগ্যং গচ্ছং। কুতঃ ? যতো নাস্তি অকৃতঃ কৃতেনেতি কৃতেন
কর্মণা অকৃতঃ নিতাঃ পুরুষো মোক্ষো বা নাস্তি ন সিধ্যতি ন লভ্যো-
ভবতি। সর্বমেব কর্ম আয়াসবহলং বিনশ্বরম্ অনর্থসাধনং নহি তেন
অনায়াসসাধ্যম্ শাস্ত্রতং সুখময়ং তত্ত্বং লক্ষ্যং শক্যমিতি বোধে কর্মবি
বৈরাগ্যমুদিয়াদেব। কথং তাদৃশস্ত তত্ত্বস্য বিজ্ঞানং স্যাং অত আহ—
তদ্বিজ্ঞানার্থং তস্য পরমপুরুষস্য দর্শনার্থং স নির্বিঘ্নো ব্রাহ্মণো গুরুমেব
আচার্য্যমেব অভিগচ্ছং, এবকারেণ নিয়মবিধিভ্রমবগম্যতে অগ্ৰথাহুয়-
মহুসজ্ঞানং ব্যর্থং শ্রমমাত্রং স্যাং। কীদৃশঃ সন্ অভিগচ্ছং ? সমি-
-

পাণিঃ সমিদ্ধারং হস্তেন গৃহীত্বা গচ্ছেৎ, ন যুক্তপাণিঃ ‘যুক্তপাণিস্ত
নোপেয়াদ্রাজানং দৈবতং গুরুমি’তি নিষেধশ্চুভেঃ। নাপি লৌকিকং
গুরুম্ তদাহ—শ্রোত্রিয়ং বেদান্তশাস্ত্রপারঙ্গমম্, অতীথা অপরিবিচায়াং
কৃতশ্রমোহপি ন তদ্ বোধয়িতুং সমর্থঃ স্যাৎ, তত্রাপি ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ব্রহ্মণি
পরমপুরুষে নিষ্ঠা একান্তভক্তির্যস্য তাদৃশম্ ন তু কৰ্মনিষ্ঠং জ্ঞানকৰ্মণো-
বিরোধাৎ ॥১২॥

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান ও প্রাপ্তির নিমিত্ত
মহুশ্বের কি করা কর্তব্য, তাহাই এক্ষণে শ্রুতিমস্ত্রে বলিতেছেন।

নিত্যকল্যাণপ্রার্থী মহুশ্বের প্রথমেই অপরা বিচার অন্তর্ভুক্ত
বেদান্ত কাম্যাকর্ষের ফল, ঐহিক অথবা পারত্রিক যাহাই হউক না
কেন, উহা যে অনিত্য ও দুঃখপ্রদ তাহা সম্যাকরূপে বিচার করিয়া
ব্রাহ্মণ নির্বেদসহকারে সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর
নিকট বাস্তবসত্য বিদিত হইবার নিমিত্ত অভিগমন করিবেন।
তাদৃশ গুরুই শরণাগত শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিতে সমর্থ।

কৰ্মোপার্জিত লোকসকল অনিত্য এবং অনিত্য কৰ্ম্মদ্বারা নিত্য
পদার্থ লাভ করা যায় না, ইহা অবগত হইয়া অপরা বিচার বিষয়-
বস্ত্ত প্রমাণাদি সহকারে পরীক্ষা করিয়া তাহাতে বৈরাগ্য অবলম্বন
পূর্ব্বক নিত্যপদার্থ বিদিত হইবার নিমিত্তই সদগুরুর সকাশে গমন
করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“দুঃখোদর্কেষু কামেষু জাতনির্বেদ আত্মবান্।

অজিজ্ঞাসিত-মদুর্কো গুরুং মুনিমুপাব্রজেৎ।

তাবৎ পরিচরেত্তুক্তঃ শ্রদ্ধাবাননশ্যকঃ।

যাবদব্রহ্ম বিজানীয়ান্মামেব গুরুমাদ্যতঃ।”

আরও পাই,—

“তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্ ।

শাক্ষে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥”

(ভা: ১।১।২১)

“লঙ্কাত্তগ্রহ আচার্য্যাস্তেন সন্দর্শিতাগমঃ ।

মহাপুরুষমভ্যর্চেন্মূর্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ ॥” (ভা: ১।১।৪৮)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের “এবং গুরুপাসনয়ৈকভক্ত্যা...তাক্রান্তম্ ॥”
(ভা: ১।১।২১২৪) শ্লোকও আলোচ্য ।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

“তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥” (গী: ৪।৩৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“তাতে কৃষ্ণভজে, করে গুরুর সেবন ।

মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥” (চৈ: চ: মধ্য ২২।২৫)

আরও পাই,—

“কিবা বিপ্র কিবা গ্রাসী শূদ্র কেনে নয় ।

যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥” (চৈ: চ: মধ্য ৮।১২৭)

“ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।

গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥”

(চৈ: চ: মধ্য ১৯।১৫১)

এতৎপ্রসঙ্গে বেদান্তসূত্রের প্রদানাদিকরণে “প্রদানবদেব তদ্বক্তৃম্”
(বে: সূ: ৩।৩।৪৪) সূত্রটি আলোচ্য ॥১২॥

শ্রুতিঃ—তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্

প্রশাস্তচিত্তায় শমাস্থিতায় ।

যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং

প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥১৩॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—সঃ বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিদ্ সেই গুরু) সম্যক্ (শাস্ত্রোক্ত
নিয়মে) উপসন্নায় (উপস্থিত) প্রশাস্তচিত্তায় (সৰ্ববিষয়ে বিরক্তচিত্ত
প্রশান্তান্তঃকরণ) শমাস্থিতায় (বাহেन्द्रিয়েরও উপরমযুক্ত) তস্মৈ
(সেই তত্ত্বজিজ্ঞাসুকে) যেন (যে বিজ্ঞান দ্বারা) অক্ষরং
(অবিনাশী ও বিকারশূন্য) সত্যং (শাস্ত) পুরুষং (পরমপুরুষ
পরমেশ্বরকে) বেদ (জানিতে পারে) তাং (তাদৃশ) ব্রহ্মবিদ্যাং
(ব্রহ্মবিদ্যাকে) তত্ত্বতঃ (যথাযথরূপে) প্রোবাচ [প্রক্রিয়াং] (উপদেশ
করিবেন) [তাৎপর্য এই—সংসার-বিরক্ত শমদমাস্থিত, বিনীত শিষ্য
তত্ত্বজিজ্ঞাসার্থ উপস্থিত হইলে গুরুদেব তাহাকে অক্ষর ব্রহ্মপ্রাপ্তির
উপায় শাস্ত্রমতে উপদেশ করিবেন] ॥১৩॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডঃ

অনুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবিদ্ গুরু তত্ত্বজ্ঞানার্থ যথোক্ত নিয়মে উপস্থিত
দর্পাদি-চিত্তদোষরহিত ও সংযতেन्द्रিয় অর্থাৎ সৰ্ববিষয়ে বৈরাগ্যযুক্ত
শিষ্যকে সেই ব্রহ্মবিদ্যার যথাযথভাবে উপদেশ করিবেন, যাহাতে জড়
ও জীববিলক্ষণ অপ্রচ্যুতস্বরূপ শাস্ত পরমপুরুষকে জানিতে পারা
যাইবে ॥১৩॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদে প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের

অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—বিরক্তশ্চ পরব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনজ্ঞানেচ্ছোক্তরূপাসনং
বিধীয়তে—পরীক্ষ্য...ব্রহ্মনিষ্ঠম্।

তস্মৈ স...ব্রহ্মবিদ্যাম্।

অস্মিদ্ধাকো জায়সিদ্ধান্তবাদেন গুরূপসত্তির্বিধীয়তে। কৰ্মচি-
ত্ৰসম্বিতান্ কৰ্মসম্পাদ্যন্তো কান্ পরীক্ষ্য মৌমাংসাত্মৈনিকূপ্য ব্রাহ্মণোহ-
ধীতসাদ্ধসশিরস্ব-বেদো য ইত্যাদ্যাহার্যাম্। স ইত্যন্তরত্র অবগাৎ।
অকৃতো নিত্যোহত্র পুরুষো বিশেষ্যো লিঙ্গবশাৎ। অক্ষরপুরুষ-
মিত্যনন্তরোক্তেষ্চ। কৃতেন কৰ্মণা নাস্তি ন সিধ্যতি তল্লভ্যতে
যেনেতি কংগং দ্রষ্টব্যমিতি যো নিক্বেদমায়্যং স তদ্বিজ্ঞানার্থং গুরুমে-
বাতিগচ্ছেৎ। এবকাৰেণ নিয়মাবধিত্বমবগম্যতে। সমিৎপাণিঃ। ন
ব্রিক্তপাণিঃ। 'ব্রিক্তপাণিস্ত নোপেয়াদ্রাজানং দৈবতং গুরুমি'তি হি
যৎস্মর্যতে। শ্রোত্রিয়ং শ্রুতবেদান্তং ব্রহ্মনিষ্ঠং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবন্তম্।
শ্রুতবেদান্তোহপি কচিভেদাদব্রহ্মনিষ্ঠো নোপগমন্তব্য ইতি ভাবঃ। অভি-
গচ্ছেদিত্যশ্বয়ঃ। শমোবাহেজ্জিয়নিয়মনরূপঃ। প্রশান্তচিত্তায়েত্যন্তঃ-
করণনিয়মনশ্চাক্রুতয়া পারিশেষ্যাত্।

এতেন অবগোপয়ুক্তমবধানং বিবক্ষিতম্, নতুপাসনোপযুক্তাত্ম-
ন্তেজ্জিয়জয়াদিঃ। তস্মৈ স বিদ্বান্ প্রোবাচেত্যশ্বয়ঃ। যেনেতি নির্দেশো-
বিজ্ঞানান্তিপ্রায়ঃ। তদ্বিজ্ঞানার্থমিতি প্রকৃতং সামান্যতঃ কারণান্তি-
প্রায়ো বা লিঙ্গব্যত্যয়ো বা। অক্ষরং স্বরূপেণাবিকারম্। সত্যং
গুণতোহপ্যাবিকারম্। আভ্যামচিজ্জীবব্যাবৃন্তিঃ। তাং ব্রহ্মবিদ্যাং
প্রোবাচ প্রকৃয়াদিত্যর্থঃ। ইতি বেদান্তসারে ব্যাখ্যাতম্। এতচ্ছ-
ত্যর্থং হৃদি নিধায় ভগবতা বাদরায়ণেন শাস্ত্রারম্ভে 'অথাতো ব্রহ্ম-
জিজ্ঞাসা' [ব্রঃ সূঃ ১।১।১] ইতি স্মৃতিতম্। তস্মৈ চায়মর্থঃ—অথ

ষোড়শলক্ষণকর্মবিচারানন্তরম্ । অতঃ কর্মবিচারাৎকর্মণামস্থিরত্বা-
 দ্বিগমসহিতানন্তস্থিরফলাপাতপ্রতীতেহেতোঃ সত্বাৎ । ব্রহ্মজিজ্ঞাসা
 ব্রহ্মবিচারঃ কর্তব্য ইতি । কর্মবিচারে হি সতি—‘অক্ষয়াং হ বৈ
 চাতুর্শাস্ত্রযাজিনঃ স্কৃতং ভবতী’ত্যাदिভিরক্ষয়াকলকত্বেন শ্রতানামপি
 চাতুর্শাস্ত্রাদীনাং প্রত্যকং চাতুর্শাস্ত্রৈর্ষজ্ঞেতেত্যাदिভিরাবৃতিবিধানাৎ ।
 ততোহপি বহুবিক্তব্যায়ামসাধ্যাশ্বমেধবিশ্বজিদাদীনামনুষ্ঠানলক্ষণা-
 প্রামাণ্যপ্রসঙ্গাচ্চ । চাতুর্শাস্ত্রাদীনামক্ষয়ামাপেক্ষিকমিতি নিশ্চিত্যানন্ত-
 স্থিরফলরূপং ব্রহ্ম চ বেদান্তবাক্যৈরাপাততোহবগত্য তন্নির্ণয়ায় ব্রহ্ম-
 বিচারে পুরুষঃ প্রবর্ত্তত ইতি পর্যাবসিতোহর্থঃ । নহু . কর্মবিচারে
 সত্যাবৃতিবিধানাদিভিঃ কর্মণামন্থাস্থিরত্বং প্রতীয়তাং নাম বেদান্ত-
 বাক্যৈরনন্তস্থিরফলং ব্রহ্ম কথং প্রতীয়তাম্ । সিদ্ধে ব্রহ্মণি ব্যুৎপত্তি-
 বিবহাৎ । ব্যবহারাদীনাদ্যব্যুৎপত্তিগ্রহস্ত চ ব্যবহারস্ত চ কার্যাবিত
 এব সম্ভবাৎ । তথা হি—গামানয়েতি বাক্যশ্রবণানন্তরং গবানয়নে
 প্রবৃত্তং প্রযোজ্যমূপলভ্য বালো ব্যুৎপিত্তস্বরিয়ং গবানয়নপ্রবৃতির্গবানয়-
 নকার্যাতাজ্ঞানসাধ্যা গবানয়নপ্রবৃতিত্বাৎ । মদীয়গবানয়নপ্রবৃতিবদिति
 তদীয়কার্যাতাজ্ঞানমহুমায় তস্য চ জ্ঞানস্য শব্দায়ব্যতিরেকাহবিধায়িতয়া
 শব্দজ্ঞতাং নিশ্চিনোতি । যতশ্চ প্রাথমিকব্যুৎপত্তিগ্রহে শব্দস্য
 কার্যাতাজ্ঞানজনকত্বনিশ্চয়াদুপজীবিত্বিতীয়াদিব্যুৎপত্তিগ্রহোহপি কার্য-
 বিষয়ক এবেতি কার্য্যানন্তিতে সিদ্ধার্থে ব্যুৎপত্তিগ্রহাসম্ভবাদব্যুৎপন্নস্য
 শব্দস্যার্থপ্রত্যয়কত্বাভাবাৎ । অনন্তস্থিরফলাপাতপ্রতীত্যসম্ভবাদব্রহ্ম-
 বিচারো নারভ্য ইতি পূর্বঃ পক্ষঃ । অস্বাতাতাদিভিশ্চন্দ্রাদীনঙ্গুলা
 নির্দিশ্যায়ং চন্দ্রোহয়ং গৌরিত্যাदिশব্দেষু বহুশঃ প্রযুক্তেষু ভূয়ঃ
 সহচারদর্শী বালঃ শব্দপ্রয়োগে তদর্থবুদ্ধ্যুৎপত্তিং স্বাশ্রনো দৃষ্টা তয়োঃ
 কক্কিদৌৎপত্তিকং সম্বন্ধং নিশ্চিনোতি । স এব শক্তিরिति গীয়তে ।
 ততশ্চ সিদ্ধার্থেহপি ব্যুৎপত্তিগ্রহসম্ভবাত্তাত্ত্বিকাস্তরোপদর্শিতমার্গৈশ্চ

সিদ্ধার্থে ব্যুৎপত্তিগ্রহসম্ভবাৎ । অনন্তস্থিরফলাপাতপ্রতীতিসম্ভবাদব্রহ্ম-
বিচার আরম্ভণীয় ইতি সিদ্ধান্তঃ কৃতঃ ॥১২-১৩॥

ইতি—অথর্ববেদীয়মুণ্ডকোপনিষদি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়ে খণ্ডে
শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥
সমাপ্তং চেদং প্রথমমুণ্ডকম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ গুরুকর্তব্যমাহ—বিদ্বান্ ব্রহ্মবিদ্ গুরুঃ,
উপসন্নায়—তত্ত্বজিজ্ঞাসার্থমুপস্থিতায় প্রশান্তচিত্তায়—দর্পাদি-দোষরহিত-
মনসে, তথা শমাস্থিতায় বিষয়োপরতবাহেল্লিঙ্গায় এতেন যস্যৈ কশ্মৈ-
চিহ্নগতায় ব্রহ্মবিদ্যাং নোপদিশেৎ পরং যো বিনীতঃ সৰ্ব্বতো বিরক্তশ্চ
তাদৃশ্যৈব শিষ্যায় ব্রহ্মবিদ্যাং শাস্ত্রানুসৃত্য ন তু স্বকপোলকল্পিতাং
প্রোবাচ উপদিশেদिति বিধিঃ । নত্যাাদশায়েতি তথা হি নিষিদ্ধং
ভগবতা গীতায় “ইদম্ভে নাতপস্কায় নাতক্ৰায় কদাচন । ন চান্ত্রক্ৰমবে
বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যাস্থয়তি” । ইতি শিষ্যদোষা বর্ণিতাঃ, অধিকারি-
বিশেষণঞ্চ ভাষ্যকৃতা যদুক্তম্—যথা নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ইহামৃতার্গ-
ভোগবিরাগঃ, শমদমাদিসাধনসম্পদ, যমস্ফুটঞ্চ, শ্রুতিশ্চ ‘তস্মাচ্ছান্তো-
দাস্তউপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ’ ইতি ।
তস্মাৎ সূষ্টকং প্রশান্তচিত্তায় শমাস্থিতায়েতি । অক্ষরমিত্যনেন জড়ব্যা-
বৃন্তিঃ, সত্যমিত্যনেন চ জীবব্যাবৃন্তিঃ ॥১৩॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়ে খণ্ডে
‘শ্রুত্যর্থবোধিনী’ টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—সৰ্ব সন্নকণযুক্ত শিষ্য যথাশাস্ত্র শরণাপন্ন হইলে শ্রোত্রিয়
ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সেই গুরু তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিবেন, তাহাই
এক্ষণে শ্রুতি বলিতেছেন ।

যে শিষ্টের চিত্ত প্রশান্ত অর্থাৎ জড় বিষয়-ভোগে বিরক্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান-লাভের নিমিত্ত নিশ্চল এবং যাহার মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইয়াছে, তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞ প্রকৃ সেই ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ ভক্তিতত্ত্ব যথাযথরূপে উপদেশ করিবেন। যে বিদ্যা বা ভক্তির সাহায্যে পরমসত্য অক্ষরস্বরূপ পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়।

শ্রীগীতায় পাই,—

“তদ্বিক্রি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥” (গী: ৪।৩৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“ভবাপবগৌ ভ্রমতো যদা ভবেচ্ছনস্যা তর্হ্যচ্যুত সংসমাগমঃ ।

সংসঙ্গমো যহি তদৈব সদ্গতো পরাবরেশে অয়ি জায়তে রতিঃ ॥”

(ভা: ১০।৫।১৫৩)

অর্থাৎ হে অচ্যুত ! সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ভগবৎ-রূপায় জীবের ভবমোচন-ফল আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন জীবের সংসঙ্গ হইয়া পড়ে, তখনই সদগতি পরাবরেশ্বর-স্বরূপ তোমাতে রতি জন্মে ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

“কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয় ।

সাদৃশ্যে তব, কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥” (মধ্য ২২।৪৫)

আরও পাই,—

“কৃষ্ণ যদি রূপা করে কোন ভাগ্যবানে ।

শুক-অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে ॥” (মধ্য ২২।৪৭)

“মহৎ-কৃপা বিনা কোন কৰ্মে ‘ভক্তি’ নয় ।

কৃষ্ণভক্তি দূরে রহ, সংসার নহে ক্ষয় ॥” (মধ্য ২২।৫১)

পরমারাধ্যতম ত্রিভীণকৃপাদপন্ন ত্রীল প্রভুপাদের অমুভাস্তে পাই,—

“কৰ্ম্মকাণ্ডীয় কোন প্রাকৃত স্বকৃতি দ্বারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি হয় না । একমাত্র কৃষ্ণভক্তের কৃপা ব্যতীত অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তির উদয়ের সম্ভাবনা নাই, কৃষ্ণভক্তি দূরে যাউক, প্রাকৃত বুদ্ধিরূপ সংসার পর্যন্ত বিনষ্ট হয় না, কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্য কোন জীবেরই মহত্বের সম্ভাবনা নাই । কৃষ্ণভক্তই একমাত্র অপ্রাকৃত । প্রাকৃত-দর্শনে তাঁহাকে কেহ কেহ ‘প্রাকৃত’ বলিয়া মনে করিলেও প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃত সমস্ত বস্তু পরিত্যাগ পূর্বক কৃষ্ণভক্তকেই অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ ও জীবের একমাত্র প্রার্থনীয় হিতৈষী জানিয়া তাঁহার কৃপা-ভিক্ষু হইলেই প্রাকৃত ভোগ আর থাকে না এবং অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-সেবাধিকার লাভ হয়” ॥১৩॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদের প্রথমমুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের

‘তত্ত্বকণা’-নান্দী-অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—প্রথম মুণ্ডক সমাপ্ত ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ

দ্বিতীয়মুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ

শ্রুতিঃ—তদেতৎ সত্যং—যথা সূদীপ্তাংপাবকাৎবিশ্বুলিকাঃ

সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ ।

তথাহক্ষরাৎবিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ

প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাণ্যস্তি ॥১॥

অম্ময়ানুবাদ—তৎ (সেই, যাহার বিজ্ঞান হইলে সমস্ত বিজ্ঞাত হয়, গুরু শিষ্যকে যাহা উপদেশ করিবেন—সেই) সত্যং (পরম সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম) এতৎ (ইহাই, এই বক্ষ্যমাণ-স্বরূপ-সম্পন্ন) [সেই অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে সমস্ত পদার্থ অভিযুক্ত হয় অর্থাৎ তিনি সমস্ত প্রপঞ্চের উপাদান ও নিমিত্তকারণ, এ-বিষয়ে প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত এই—] যথা সূদীপ্তাং (যেমন অত্যন্ত প্রজ্বলিত) পাবকাং (অগ্নি হইতে) সরূপাঃ (অগ্নির সদৃশ লক্ষণযুক্ত) সহস্রশঃ (হাজার হাজার) বিশ্বুলিকাঃ (অগ্নিকণা) প্রভবন্তে (নির্গত হয়) তথা (সেইরূপ) হে সৌম্য ! (ওহে বৎস !) বিবিধাঃ (বিবিধ প্রকার) ভাবাঃ (জীব) অক্ষরাং (অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে) প্রজায়ন্তে (উদ্ভূত হইয়া থাকে) চ তত্র এব (এবং সেই অক্ষর পরব্রহ্মে) অপ্যস্তি (বিলীন হয়) ॥১॥

অমুবাদ—এই অক্ষর পরমেশ্বরই সেই সত্যস্বরূপ অর্থাৎ অবিকারী, যেহেতু ইহা হইতেই প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে তাহার সমানধর্মী অগ্নি-কণার নির্গমের মত নানাবিধ সহস্র সহস্র অক্ষরতুল্য জীব নির্গত হয় এবং প্রলয়কালে তাঁহাতেই প্রলীন হইয়া থাকে ৷১৥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অথ দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ । তদেতৎসত্যাম্ ।
পূর্ব্ববৎ । যথা...সরূপাঃ ।

অয়োগোলকাদিগতাক্রম্যমানায়া বেদাদিষু সূদীপ্তাংপাবকাদনে-
কশঃ সরূপা বিস্মুলিঙ্গা যথোৎপত্তস্তে—

তথা...অপিযন্তি । এবমেব সূক্ষ্মচিদচিচ্ছরীরাদক্ষরাদব্রহ্মণস্তৎসরূপা
নানাবিধস্থলরূপচিদচিদ্ৰূপা ভবন্তীতি ভাবাঃ কার্য্যবর্ণা উৎপত্তস্তে তত্রৈব
লীয়ন্তে চ ৷১৥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—উপোদ্ঘাতসঙ্গত্যাহ—তদেতৎ সত্যমিতি । নহু
অত্যন্তপরোক্ষং তদব্রহ্ম কথমভ্যুপগম্যস্তব্যমিতিচেৎ কার্য্যদৃষ্ট্যা কারণসত্তা-
ভ্যুপগমাৎ তদব্রহ্ম স্বীকার্য্যম্ নহি কারণং বিনা কিমপি কার্য্যং সম্ভবতি,
তত্রদৃষ্টান্তমাহ—যথা সূদীপ্তাং ইক্ষনযোগেন প্রদীপ্তাং পাবকাং অগ্নেঃ
সরূপাঃ অগ্নেঃ সমানধর্ম্মাণঃ সহস্রশঃ বহবঃ বিস্মুলিঙ্গাঃ অগ্নিকণা
জায়ন্তে যথা তেবাং প্রভবতেন অগ্নিরেব স্বীকার্য্যঃ, ন স্বয়মুৎপত্তে ইতি
ভাবঃ, তথা সৌম্য ! ইতি সন্নেহসংবোধনম্ । বিবিধাঃ বিবিধকর্ম্মফল-
বস্তঃ, ভাবাঃ জীবাঃ তেহপি অক্ষর-সলক্ষণাঃ সহস্রশঃ বহবঃ অসংখ্যাকা-
ইত্যর্থঃ, এতেন জীববহত্ত্বমুক্তম্ । অক্ষরাং অপ্রচ্যুতস্বরূপাং পরমাণ্মনঃ
সকাশাৎ প্রভবন্তে নির্গচ্ছন্তি, অক্ষরপরব্রহ্ম তু তেবাং অন্তর্ধ্যামিডেন
প্রেরকতেন সাক্ষিডেন চ বোধ্যম্ । নহু যদি স্মূলিঙ্গবৎ তেবামাক-
রান্নির্গমঃ, তর্হি তৎ—তেবাং নিরাধারো অত্যন্তপ্রলয়োহপ্যন্ত জীবন্ত

নতু তথা, তথাসতি জগদ্বৈচিত্র্যমনুপপন্নং স্তাৎ তত্রাহ—তত্র চৈবাপি
যন্তি তত্রৈব অক্ষরপুরুষে পরব্রহ্মণি অপিয়ন্তি প্রলীয়ন্তে প্রবিশন্তীত্যর্থঃ ।
নহি প্রলয়বিনাশয়োন্নৈকরূপাম্ দেহাদিগ্রহণ-তন্ত্যাগয়োঃ উৎপত্তি-
লয়বাচ্যস্তাৎ ইতি ন কাচিদনুপপত্তিঃ । অনয়া শ্রুত্যা প্রপঞ্চোপাদনত্বেন
তদুৎপত্তি-প্রলয়নিমিত্তত্বেন চ জীব-জড়ব্যতিরিক্তঃ পরমেশ্বরোহভ্যুপ-
গমাতে ॥১॥

তত্ত্বকণা—প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডে অপরা বিদ্যার স্বরূপ
ও ফল বর্ণন পূর্বক উহার তুচ্ছতা প্রদর্শনকরতঃ উক্ত ফলে বিরাগ
লাভ করার পর পরা বিদ্যা লাভের নিমিত্ত সদগুরুর সন্নিকটে
শরণাগত হইবার উপদেশ শ্রুতি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন ।
এক্ষণে সেই পরা বিদ্যার বর্ণনাভিপ্রায়ে প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন ।

মহর্ষি অঙ্গিরা বলিতেছেন—হে, প্রিয় শৌনক ! আমি তোমাকে
প্রথমে পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া যে রহস্য
বলিয়াছি, উহাই সর্বথা সত্যস্বরূপ । এক্ষণে পুনরায় সেই
বিষয় তোমাকে বুঝাইতেছি । তুমি মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ কর ।
দৃষ্টান্ত দ্বারা মহর্ষি বুঝাইতেছেন যে, যে প্রকার প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে
উহার সমানরূপবিশিষ্ট অসংখ্য বিক্ষুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইপ্রকার
পরমপুরুষ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টিকালে নানাপ্রকার ভাববিশিষ্ট
জীব উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং প্রলয়কালে পুনরায় উহাতেই
লয় প্রাপ্ত হয় ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“স এবৈদং সমর্জ্যাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া ।.....

নানৈব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্ ।”

(ভাঃ ১।২।২২-৩১)

“জন্মান্তস্ত যতোহম্মাদিতবশ্চ” (ভা: ১।১।১)

ত্রিচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয় ।

সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥”

(চৈ: চ: মধ্য: ৬।১৪৩)

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,

যং প্রমত্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদব্রহ্ম ।” (তৈ: ৩।১।১)

বেদান্তমুদ্রে পাই,—

“জন্মান্তস্ত যতঃ” (বে: নৃ: ১।১।২)

ত্রিগীতার আছে,—

“অহং সৰ্ব্বস্ত প্রভবো মন্তঃ সৰ্ব্বং প্রবৰ্ত্ততে ।” (গী: ১০।৮) ॥১॥

শ্রুতি:—দিব্যো অমূৰ্ত্তঃ পুরুষঃ সবাছাত্যন্তরো অজঃ ।

অপ্রাণো অমনাঃ শুভ্রো অক্ষরাং পরতঃ পরঃ ॥২॥

অম্মানুবাদ—[শ্রুতি বলিতেছেন—যে পরমপুরুষ হইতে
প্রপঞ্চের উৎপত্তি ও লয় হয়, তিনি অক্ষরাং পরতঃ পরঃ] দিব্যঃ
(তিনি স্বয়ং জ্যোতির্ষ্ময়, অলৌকিক, বা দিব্য পুরুষ) হি (যেহেতু)
অমূৰ্ত্তঃ (প্রাকৃত আকারবহিত) পুরুষঃ (পূৰ্ব পুরুষ) সবাছাত্যন্তরঃ হি
(সমগ্র জগতের বাহিরে ও অন্তরে বর্তমান) অজঃ (প্রাকৃত
জন্মাদি বিকারবহিত) হি (অতএব) অমনাঃ অপ্রাণঃ (তিনি
প্রাকৃত মন ও প্রাণহীন) শুভ্রঃ (প্রাকৃত দেহাদিশূন্য, সৰ্ব্বথা
বিশুদ্ধত্ব) হি অক্ষরাং পরতঃ পরঃ (অতএব তিনি অক্ষর জীবাশ্মা
হইতেও পরতরত্ব) [অতএব জীব হইতে সৰ্ব্বতোভাবে বিলক্ষণ] ॥২॥

অমুবাদ—অক্ষর-নামক জীব-পুরুষ হইতে সেই সত্যস্বরূপ, অমৃত-ময় পুরুষ, সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; যেহেতু তিনি সৰ্বদা প্রকাশময়, প্রাকৃত আকারবহিত অর্থাৎ অপ্রাকৃত মূর্তিমান, সেই পূর্ণপুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে ও অভ্যন্তরে সমানভাবে বর্তমান, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি বিকারবহিত, প্রাকৃত প্রাণ ও মনঃ প্রভৃতি বর্জিত এবং সৰ্বতোভাবে নির্দোষ, বিশুদ্ধ, অতএব তিনি অক্ষরপুরুষ জীব হইতেও শ্রেষ্ঠ ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—দিব্যো...হৃদঃ । অপ্রাণো...পরঃ ।

‘বৃক্ষ ইব শুকো দিবি তিষ্ঠত্যোকঃ’ [শ্বে: ৩।২] ইতি দ্ব্যসম্বন্ধি-ত্বলক্ষণদ্ব্যবধেয় ‘তদপাণিপাদম্’ [যু: ১।১।৬] ইতি বা নিত্যমিতি বাহমূর্ত্তদেয় ‘তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সৰ্বম্’ [শ্বে: ৩।২] ইতি বাহ্যভ্যন্তরসৰ্বস্বাস্ততয়া, অচক্ষুঃশ্রোত্রমিত্যানিঙ্গিয়দেয় প্রাণমনঃশূন্ততয়া, ‘ষেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যম্’ [যু: ১।২।১৩] ইতি বিকাররূপদোষ-শূন্ততয়া দিব্যাদিশূভ্রপর্ধ্যাস্তশক্তিচ্চ যঃ সোহব্যাকৃতাদক্ষরাণ্যঃ পরঃ সমষ্টিপুরুষস্তস্মাদপি কারণদেয় পর ইত্যর্থঃ । প্রধানপুরুষয়োস্তজ্জন্ত-ত্বাদিতি ভাবঃ । অক্ষরাণ্যপরত ইত্যত্রাক্ষরশব্দোহশ্রুত ইতি বা ন ক্রবতীতি বা ব্যুৎপত্ত্যা অবিকারব্যাপকনামাস্তরাভিলাপযোগ্যকরণা-ভাববতি অব্যাকৃতে বর্ততে, ন তু ভূতযোন্তকরে । ভূতযোন্তকরস্ত-সবাহ্যভ্যন্তর ইত্যত্র তচ্ছবনির্দিষ্টস্ত তস্মাদেব পরত্বাসম্ভবাৎ । ন হি তস্মৈব ততঃ পরতঃ পরত্বং সম্ভবতি, বিরোধাত্ । ন চাক্ষরাণ্যপরত-ইতি পঞ্চম্যোঃ সামান্যাদিকরণ্যমেবাস্ত, ইতি বাচ্যম্ । অপ্ৰতীতে: । ততচ্চ অবিকারাপেক্ষয়া পরভূতাদব্যাকৃতাদক্ষরাণ্যপর ইত্যেবাস্ত, ন অব্যাকৃতাক্ষরাণ্যপরভূতাৎসমষ্টিপুরুষাণ্যপর ইতীতি বাচ্যম্ । পরশব্দস্ত-প্রতিযোগিসাপেক্ষদেনাক্ষরশব্দস্ত পরত্বাবধিসমর্পকত্বশ্চৈব যুক্তত্বাৎ । ন হি দৈবতাদৃৎপন্নাস্তরমিত্যত্র পঞ্চম্যোঃ সামান্যাদিকরণ্যাপ্ৰতীতিরস্তুি । অতো যথোক্ত এবার্থঃ ॥২॥

ঋত্বার্থবোধিনী—নহু নামরূপবীজভূতাদব্যাকৃতাদক্ষরপুরুষাদভ্য-
 বোৎপত্তিলয়ৌ স্তাম্ কিমতিরিক্ত-পরমপুরুষস্বীকারেণেতিচৎ অক্ষর-
 পুরুষাৎ পরতঃ পরস্ত মূলপুরুষস্ত মহদবৈলক্ষণাৎ তদাহ—অক্ষরপুরুষাৎ
 অয়ং মূলপুরুষঃ পরঃ পরতরঃ অত্যধিক ইত্যর্থঃ, কথং ? যতঃ অয়ং দিব্যঃ
 স্বয়ংজ্যোতিঃ, অলৌকিকো বা, তত্রাপি হেতুঃ হি যস্মাৎ অমূর্তঃ প্রাকৃত-
 মূর্তিহীনঃ, পুরুষঃ, পূর্ণঃ পুরুষঃ সবাহ্যভাস্তরঃ বাহেন অভাস্তরেণ চ সহ
 ব্রহ্মাণ্ডে বর্তমানঃ সর্বব্যাপীত্যর্থঃ, তত্রাপি হেতুঃ হি যতঃ সঃ অজঃ
 প্রাকৃত-জন্মাদিবিকাররহিতঃ, অপ্রাণঃ প্রাকৃতপ্রাণরহিতঃ, অমনাস্ত
 এতেন প্রাকৃতানি কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি তদ্বিষয়াশ্চ তস্ত প্রতি-
 বিদ্যাঃ, অতএব শুভ্রঃ শুক্লঃ নিকৃপাধিক ইতি যাবৎ । এবং জীবন্ত
 সোপাধিকত্বাৎ ব্রহ্মেতরধর্মবস্থাচ্চ ন প্রপঞ্চকর্ভ্বম্ ইতি ভাবঃ । ২।

ভব্বকণা—যে পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়া
 পুনরায় তাঁহাতেই বিলীন হয়, তিনি স্বয়ং কিরূপ ? তাহাই বর্তমান
 শ্রুতিমতে বলিতেছেন ।

সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা দিব্য জ্যোতির্ময় এবং নিঃসন্দেহে প্রাকৃত
 আকাররহিত কিন্তু অপ্রাকৃত মূর্তিমান্ । তিনি কিন্তু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের
 বাহিরে এবং ভিতরে পরিপূর্ণরূপে বর্তমান । তাঁহার প্রাকৃত জন্মাদি-
 বিকার নাই । তাঁহার প্রাকৃত মনঃ প্রাণও নাই কিন্তু তাই বলিয়া
 অপ্রাকৃত মনঃ প্রাণ আছেই । এইজন্যই এই সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর
 অক্ষর জীবাত্মা হইতে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সর্বথা উত্তম ।

ত্রিগীতাতে পাই,—

“যস্মাৎ ক্রমতীতোহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ।”

(গী: ১৫।১৮)

ব্রহ্মার বাক্যেও শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায় ।” (ভা: ৩।২।১২)

দেবগণের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

“শং নন্তনোতু চরণঃ পুরুষোত্তমশ্চ” (ভা: ১।১।৬।১৪)

শ্রীগীতায় আরও পাই,—

“সর্কেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্কেন্দ্রিয়বিবজ্জিতম্ ।

অসক্তং সর্কভূতৈব নিগুণং গুণভোক্তৃ চ ॥” (গী: ১৩।১৪)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন,—

“কিঞ্চ, সর্কাগীন্দ্রিয়াণি গুণান্ ইন্দ্রিয়বিষয়াংশ্চ আভাসয়তীতি “তচ্চক্ষুষ্মক্ষুঃ” ইত্যাদি শ্রুতে: (কেন ১।২) ; যদ্বা সর্কেন্দ্রিয়ৈগুণৈঃ শব্দাদিভিষ্ঠাভাসতে বিরাজতীতি তৎ ; তদপি “সর্কেন্দ্রিয়বিবজ্জিতং” প্রাকৃতৈন্দ্রিয়াদিরহিতম্ ; তথা চ শ্রুতিঃ—“অপাণিপাদো জ্বনো-গ্রহীতা পশুত্যাচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ” ইত্যাদি (শ্বে: ৩।১২), “পরশ্চ শক্তিস্ববিধৈব শ্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ” ইতি (শ্বে: ৬।৮) শ্রুতিপ্রসিদ্ধস্বরূপশক্ত্যাম্পদত্বাদিতি ভাবঃ । ‘অসক্তম্’ অসক্তিশূন্যং, ‘সর্কভূতং’ ত্রিবিষ্ণুস্বরূপেণ সর্কপালকং, ‘নিগুণং’ সত্বাদিগুণরহিতাকারম্ ; কিঞ্চ গুণভোক্তৃত্রিগুণাতীত ‘ভগ’ শব্দবাচ্য—ষড়্গুণাস্বাদকম্ ।”

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

“ ‘অপাণি-পাদ’ শ্রুতি—বর্জে ‘প্রাকৃত’ পাণি-চরণ ।

পুনঃ কহে,—শীঘ্র চলে, করে সর্কগ্রহণ ॥”

(চৈ: চ: মধ্য ৬।১৫০)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার ‘অমৃতপ্রবাহভাষ্যে’ লিখিয়াছেন,
—“আদৌ ব্রহ্মের ‘প্রাকৃত হস্ত-পদ নাই’ বলিয়া পরে ‘শীঘ্র চলে

এবং সকল বস্তু গ্রহণ করে' এই বাক্যের দ্বারা 'অপ্রাকৃত হস্ত-
পদ আছে' বলিয়া ব্রহ্মকে 'সবিশেষ' করিতেছেন। সেই তত্ত্ব সর্বত্র
অসঙ্গ হইলেও বিষ্ণুরূপে সকলের পালক। প্রাকৃত গুণরহিত হইলেও
অপ্রাকৃত ষড়্গুণৈশ্বর্যময় ও তদ্ভোক্তা।"

শ্রীমহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন,—

"নির্কিংশেষ তাঁয়ে কহে যেই শ্রুতিগণ।

'প্রাকৃত' নিবেধি' করে অপ্রাকৃত স্থাপন।"

আরও

"সেকালে নাহি জন্মে 'প্রাকৃত' মন-নয়ন।

অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র-মন।" (চৈ: চ: মধ্যলীলা)

এতৎপ্রসঙ্গে খেতাস্বতর শ্রুতির "সর্বৈন্দ্রিয়গুণাতাসং সর্বৈন্দ্রিয়-
বিবর্জিতম্।" (শ্বে: ৩।১৭) মন্ত্রটিও আলোচ্য।

বেদান্তসূত্রের "সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ" (বে: সূ: ১।২।১) সূত্রের
নুস্মাটীকায় শ্রীমৎকলদেব বিদ্যাতৃষ্ণ প্রভু লিখিয়াছেন,—

"অপ্রাণো হুমনা ইতি য: প্রাণাদি প্রতিবেধ: স তু প্রাণানধীন-
স্থিতিহাং মনোহনধীনজানত্বাচ্ছেতিক্রমাছোধ্য:, প্রাকৃতবিষয়ো বেতি।
"অপ্রাণো হুমনা' ইতি শ্রুতি: প্রাকৃতে প্রাণমনসী তত্র নিবেধতি ন তু
স্বরূপাহুবন্ধিনী তে। ইতরথা মনোবানিত্যাদিশ্রুতিব্যাকোপ: স্তাদিত্যর্থ:।
মনোবানিতি সমন্য ইত্যর্থ:।" ১২।

শ্রুতি:—এতন্মাজ্জায়তে প্রাণো মন: সর্বৈন্দ্রিয়ানি চ।

ঋং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত দারিণী ॥৩॥

অন্যান্যসুবাদ—[এই পরমেশ্বর হইতে সৃষ্টি-প্রকার বলিতেছেন]
এতন্মাং (এই পরমপুরুষ হইতে) প্রাণ: (অবিদ্যাবিশয়ীভূত

প্রাকৃতিক প্রাণ) জায়তে (জন্মিয়া থাকে) [এইরূপ] মনঃ সর্কেন্দ্রিয়াণি চ (সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন, কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ) [জায়ন্তে —উৎপন্ন হইতে লাগিল] [অতএব সেই পরমপুরুষের প্রাকৃত প্রাণ, মনঃ ও ইন্দ্রিয় নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হইল ; কিন্তু অপ্রাকৃত স্বরূপাত্মবন্ধী প্রাণ, মনঃ, ইন্দ্রিয় তাঁহার নিত্য স্বভাবসিদ্ধ । ক্রমে ভূত-সৃষ্টি হইল, যথা] থং (আকাশ) বায়ুঃ (প্রবহাদি সপ্তবায়ু) জ্যোতিঃ (অগ্নি বা তেজ) আপঃ (জল) বিশ্বস্ত্র (সকলের) ধারিণী (আধার-ভূতা) পৃথিবী (স্থিতি) [ইহার ও শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই সকল পূর্ব পূর্ব গুণ-সহিত পর পর ভূত উৎপন্ন হইতে লাগিল] । ৩।

অনুবাদ—এই নিত্যবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময় পুরুষ হইতে মূখ্য-প্রাণ, মন, কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়-ভেদে সকল ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও সমস্ত বস্তুর আধার পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া থাকে ৩।

ত্রীমুখরামানুজ—বিশ্বসৃষ্টিমেব প্রপঞ্চয়তি—এতস্মাৎ...চ ।

স্পষ্টোৎখলঃ । থং...ধারিণী ॥

থং আকাশঃ । জ্যোতিঃ তেজঃ । বিশ্বস্ত্র কৃৎস্নস্ত্র ধারিণী, এতৎ-পৃথিবী বিশেষণম্ । ইদং হি বাক্যং প্রাণপাদে বিয়ৎপাদে বিচিস্তিতম্ । প্রাণপাদে—‘অসম্ভা ইদমগ্র আসীৎ’ [তৈঃ ২।৭।১] । ‘তদাহঃ—ঋষয়ো বাব তেহগ্র আসন্ । কে ত ঋষয়স্তদাহঃ । প্রাণা বা ঋষয়ঃ’ [বৃঃ ২।২।৩] ইতি । জগৎপত্তেঃ প্রাক্প্রাণশক্তিতানামিন্দ্রিয়াণাং সম্ভাবপ্রবণাৎ । প্রাণোৎপত্তিবাদিশ্রুতয়ো জীবোৎপত্তিবাদিশ্রুতিবদ-ব্রথা নেয়া ইতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে, তথা প্রাণা বিয়দাদিবৎপ্রাণশব্দ-বাচ্যাদিচ্ছিন্নাণ্যুৎপত্তস্ত এব । ‘সদেব সোমোদমগ্র আসীৎ’ [ছাঃ ৬।২।১] ‘আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ’ [ঐঃ ১।১] ইত্যাদিষু প্রাক্-সৃষ্টৈবেকস্বাবধারণাৎ । এতস্মাক্কায়তে প্রাণো মনঃ সর্কেন্দ্রিয়াণি

চেতীন্দ্রিয়াণামাহতোৎপত্তিশ্রবণাচ্চোৎপত্তস্ত এব । ন চেন্দ্রিয়োৎপত্তি-
বাদো জীবোৎপত্তিবাদবদন্তথা নেয়ঃ । বাধকাত্বাৎ । ‘প্রাণা বা
ঋষয়ঃ’ ইত্যত্র প্রাণশব্দস্য সাক্ষজ্ঞাবাচিশ্বশিস্বসমানাধিকরণপরতয়া
পরমাত্মবাচিভেদেন্দ্রিয়বাচিত্বাভাবাৎ । কথং তর্হ্যেকস্মিন্পরমাত্মনি
প্রাণা বা ঋষয় ইতি বহুবচনোপপত্তিরিতি চেত্তত্রাহ—গৌণ্যসম্ভবাৎ ।
তৎপ্রাকৃষ্টতেন বহুবচনশ্রুতির্গৌণী । তত্র বহুত্বাসম্ভবাৎ পরমাত্মন-
এব সৃষ্টেঃ প্রাণবস্থানশ্রবণাৎ । তস্মৈব প্রাণশব্দেন প্রতিপাদনীয়ত্বাৎ ।
‘তৎপূর্ষকত্বাচ্চ’ [ব্রঃ সূঃ ২।১।১] । বাগিন্দ্রিয়স্য বাগিন্দ্রিয়কার্য্যা-
ভিন্নপনকশ্ভূতনামবাচ্যবিষয়াদিসৃষ্টিপূর্ষকত্বাৎ প্রলয়ে বাগিন্দ্রিয়াদি-
কার্য্যশব্দাভিলাপাদিপ্রয়োজনাভাবান্ন প্রলয়ে তেষামবস্থিতিরিতি
স্থিতম্ । তথা তত্রৈব পাদে—আনৌদবাতং স্বধয়া তদেকমিতি মহা-
প্রলয়সময়ে প্রাণকার্য্যাননশ্রবণাৎ । এতস্মাজ্জায়তে প্রাণ ইতি মুখ্য-
প্রাণোৎপত্তিবাদো জীবোৎপত্তিবাদবল্লভত্বা ইতি শব্দায়াং শ্রেষ্ঠশ্চ
শ্রেষ্ঠপ্রাণ ইন্দ্রিয়বহুৎপত্ততে । আনৌদবাতমিতি পরব্রহ্মণোহননং
বিद्यমানত্মমুচ্যতে ন মুখ্যপ্রাণস্য । অবাতমিতি বায়ুমাত্রসত্ত্বাত্মান্তত্বেব
প্রতিষিদ্ধত্বাদিতি স্থিতম্ । তথা বিয়ংপাদে ‘বায়োরগ্নিঃ’ ‘অগ্নেরাপঃ’
‘অদভ্যঃ পৃথিবী’ [১৬: ২।১] ইত্যাদৌ বায়ুরুপাদব্রহ্মণোহগ্নিসৃষ্টিকৃত
কেবলবায়োরেবেতি বিষয়ে, ‘তেজোহতন্তথা হ্যাহ’ [ব্রঃ সূঃ ২।৩।১০] ।
অতঃ কেবলবায়োরেব তেজ উৎপত্ততে । বায়োরগ্নিরিতি হি শ্রুতি-
বাহ । আপঃ । আপস্তেজস এবোৎপত্তস্তে । অগ্নেরাপ ইতি হি শ্রুতি-
বাহ । পৃথিবী । পৃথিবাদভ্য এবোৎপত্ততে । অদভ্যঃ পৃথিবী । তা
অন্নমসৃষ্টতেতি হি শ্রুতিবাহ । নতু কথমন্নশব্দেন পৃথিব্যভিধীয়তে
তত্রাহ—অধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যো মহাভূতসৃষ্টাধিকার্যাৎপৃথিব্যোবান্ন-
কারণভূতাহন্নশব্দেনোপচারাহুচ্যতে । তথা ‘ষদগ্নে যোহিতং রূপং
তেজসন্তরূপং যচ্ছুরুং তদপাং যংকৃষ্ণং তদন্নস্য’ [ছাঃ ৬।৪।১] ইতি

রূক্ষরূপদ্বারসহস্কৃতয়া কৌন্তনান্ন মুখ্যমন্নমন্নশ্চেনোচাতে, অপি তু পৃথি-
বোব । তৈদ্বিরীয়কে—‘অদ্ভাঃ পৃথিবী’ ইতি পৃথিবীবাচকবিশ্পষ্টশব্দান্তর-
শ্রবণাচ্চান্নশব্দেন পৃথিব্যোবোচাতে । তত্শচ কেবলবাযুদেবেবাঘ্যাভ্য-
পত্ত্বিন তু তচ্ছরীরকব্রক্ষণ ইতি পূৰ্ণপক্ষে প্রাপ্তে—‘তদভিধানাদেব
তু তল্লিঙ্গাৎসঃ’ [ব্রঃ সৃঃ ২।৩।১৩] । তু শব্দঃ পক্ষবান্বর্তকঃ ।
বাযুগ্নাদিশব্দেন স পরমাত্মৈবাভিধীয়তে । ‘তত্ত্বৈজ্ঞ ঐক্ষত । তা
আপ ঐক্ষন্ত’ ইতি তদ্বৎকার্যাসৃষ্টিমঙ্গললক্ষণাভিধানরূপাৎপরমাত্ম-
নিঙ্গাদিচেতনে তেজসাদা ঐক্ষণাসম্ভবাৎ । ‘বিপৰ্য্যয়েণ তু ক্রমোহিত
উপপত্ত্বতে চ’ [ব্রঃ সৃঃ ২।৩।১৪] । তুশব্দোহিবধারণে । ‘এতস্মা-
জ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্কেন্দ্রিয়াণি চ । খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী
বিশন্ত ধারিণা’ ইত্যেবং সর্কেবাং ভূতানাং পরব্রহ্মানন্তর্য্যাক্রূপো বায়ো-
রগ্নিরগ্নেরাপ ইত্যুক্তক্রমবিপৰ্য্যয়েণ শ্রয়মাণো খঃ ক্রমঃ স বাযুাদিশরীরক-
পরমাত্মোপাদানকত্ব এবোপপত্ত্বতে, ন কেবলবাযুদ্ব্যপাদানকত্ব
ইত্যর্থঃ । ‘অন্তরা বিজ্ঞানমনসৌ ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ’
[ব্রঃ সৃঃ ২।৩।১৫] । বিজ্ঞানমাধন্যাদিল্লিঙ্গাণি বিজ্ঞানমিত্যাচাতে ।
নষেতস্মাজ্জায়ত ইতি বাক্যং প্রাণাদীনাম্ সর্কেষামবাবহিতব্রহ্মোপা-
দানকত্বং প্রতিপাদয়িতুং ন প্রবৃত্তং কিঞ্চ প্রাণোৎপত্ত্যানন্তরং মনশ্চ
সর্কেন্দ্রিয়াণাম্ চোৎপত্তিঃ । তত আকাশাদিভূতানাংপত্তিরিভী-
ল্লিঙ্গাণাম্ মনশ্চ প্রাণভূতান্তরালশষ্ট্বেপ্রতিপাদনাত্মং প্রবৃত্তম্ । শ্রুত্যা-
ন্তরমিদ্ধমহাভূতসৃষ্টিক্রমপ্রত্যভিজ্ঞানরূপালিঙ্গাদিতি চেন্ন । অবিশেষাৎ ।
অবিশেষেণ প্রাণাদীনাম্ সর্কেষাং ব্রহ্মানন্তর্য্যাক্রূপক্রমপ্রতীতেত্যুপরি-
ত্যাগে কারণাভাবাৎ । নহু বাযুাদিশরীরকব্রহ্মণোঃপ্ৰাভ্যুৎপত্তৌ
বাযুাদিশব্দানাং তচ্ছরীরকব্রহ্মণি লক্ষণা স্মাত্তত্রাহ—চরাচরব্যাপাশ্রয়ন্ত
সাস্তদ্ব্যপদেশো ভাস্তদ্ব্যপদ্যবতাবিত্যাৎ । তু শব্দঃ শব্দানিবৃত্ত্যর্থঃ ।
চরাচরব্যাপাশ্রয়ো দেবমহুগ্ধবৃক্ষাদিশব্দব্যপদেশো ভাস্তঃ । বাচ্যৈকদেশে

ভজ্যাত ইত্যর্থঃ। ভজ্যা প্রযুক্তো ভাক্তঃ। ভক্তির্ত্বঃ। বিশিষ্ট-
বাচী নক্সো বিশেষণমাত্রো ভঙ্ক্তা প্রযজ্যতে। বাচ্যৈকদেশে প্রয়োগা-
দভজ্যতে ইত্যর্থঃ। বচসাং বাচ্যমন্তমমিত্যাदिप्रमाणाहंसारान्सर्केषাं
চরাचরশব্দানান্ বিশিষ্টং ব্রহ্মৈবার্থঃ। বিশেষণমাত্রপ্রयोगस्तৃমুখ্যঃ। ততশ্চ
वाय्वादिशब्दैर्ब्रह्माभिधानं মুখ্যমেব। যদ্বা—অভাক্ত ইতি ছেদঃ।
চরাচরবাচিশব্দৈর্ব্রহ্মব্যপদেশেহভাক্তো মুখ্য ইতি যাবৎ। শরীরবাচি-
শব্দানান্ শরীরিপর্যাস্তদ্বাদিতি স্থিতম্ ॥৩॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—প্রাণাদীনান্ সৃষ্টেঃ কথনাং পূৰ্ব্বমসক্তা প্রতীয়তে
অতএব পূৰ্ব্বমুক্তং ততোহক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সৌমাতাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র-
চৈবাণিযন্তি”ইতি, ইদম্ প্রাকৃতিকসৃষ্টিপরম্। তন্ত্ৰ অপ্রাকৃত স্বরূপান্ত-
বন্ধিনস্ত প্রাণাদয়ো নিত্য ইতি। প্রাণ ইতি মুখ্য প্রাণপরম্। ইতরেতু
সপ্ত প্রাণাঃ সাক্ষীত্যন্তে যথা অত্রৈবোপনিষদি ‘সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি
তস্মাদিতি’ নম্বয়ং বিবোধঃ কথমবসেয়ঃ ইতি চেৎ মুখ্যপ্রাণস্তাব্যোষাম্প-
জীবাছাদেকত্বম্, শীৰ্ষণ্য প্রাণানান্ সপ্তত্বম্ শ্রোত্রাদীনামেবপ্রাণরূপত্বাৎ
তদুপজীবিত্বমিত্যবিবোধ ইতি তদুক্তং ভাষ্যকৃতা যে শ্রোত্রে, যে চক্ষুর্বা,
যে নাসিকে একা বাগিতি। অথ ভূতসৃষ্টিমাহ—থং বায়ুরিত্যাदिना श्रुति-
रपि ‘तस्माद्वा एतस्मादाद्यनः सकाशाद्वाकाशः सञ्चतः, आकाशाद्वायुरिति।
अत्रवायुर्ब्रह्म इति जातাবেकवचनं तन्नापि वृत्तिभेदेन नानात्वमिति।
अन्तर्ब्रह्मिनोवायोरपि वृत्तिभेदात्पञ्चविधत्वम्। भागवतेहपि ‘कृत्स्न
आप्तः पुरुषः पुराणः। तं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ वेतस्वजायां
कविमामधेहजः”इति ॥३॥

ভঙ্ক্তকণা—সৰ্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে কি প্রকারে সমুদয় জগৎ
সৃষ্টি হয়, তাহাই শ্রুতি একপে বলিতেছেন।

যদিও পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম প্রাকৃত আকার-রহিত অর্থাৎ প্রাকৃত
মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যাবৎ করণসমূহের সৰ্ব্বথা অতীত তথাপি স্বীয়

সর্বশক্তিমন্তা দ্বারা সর্ব কার্য-সাধনে সমর্থ । এই সর্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর হইতেই জগৎ-সৃষ্টিকালে প্রাকৃত প্রাণ, মন (অন্তঃকরণ) ও সমুদয় কৰ্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়, এমন কি, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ মহাত্মত সমস্তই উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

শ্রীমহাগবতে পাই,—

“অনাদিরাশ্মা পুরুষো নিগুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

প্রত্যগ্‌ধামা স্বয়ং জ্যোতির্বিষং যেন সমন্বিতম্ ।”

(ভাঃ ৩।২৬।৩)

অর্থাৎ অনাদি পরমাত্মাই পুরুষ ; তিনি প্রকৃতি হইতে পৃথক্—অসঙ্গ বলিয়া প্রাকৃতগুণরহিত ; তিনি সর্বেন্দ্রিয়ের অগম্য কারণার্ণবধামপতি—স্বপ্রকাশ বস্তু ; এই বিশ্ব তাঁহারই ঈক্ষণপ্রভাবে প্রকাশিত ।

আরও পাই,—

“বাক্তাদয়ো বিকূৰ্কাণা ধাতবঃ পুরুষেক্ষরা ।

লব্ধবীৰ্যাঃ সৃজন্ত্যণ্ডং সংহতাঃ প্রকৃতেৰ্জলাৎ ।”

(ভাঃ ১।১২।১৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা ।

শক্তি সঞ্চারিণী তাহে কৃষ্ণ করে কৃপা ।

কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গোপ-কারণ ।

অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ।

অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎকারণ ।

প্রকৃতি—কারণ, যৈছে অজা-গলন্তন ।”

(চৈঃ চঃ আদি ৫।৫২-৬১)

শ্রীগীতাতেও পাওয়া যায়,—

“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃয়তে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥” (গী: ৯।১০)

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিও বলেন,—“অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ...
বাপুং সৰ্বমিদং জগৎ” (শ্বে: ৪।২-১০) ঐতরেয়োপনিষদেও পাই,—“স
ঈকত লোকান্ তু সৃজা” (ঐত: ১।১।১) ।

বেদান্তসূত্রের “বিপর্যয়েণ তু ক্রমোহত উপপত্তিতে চ” (বে: সূ:
২।৩।১৩) সূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্যে শ্রীমদ্বন্দ্যদেব বিদ্যাবৃষণ প্রভু
লিখিয়াছেন—“তু-”শব্দোৎপত্ত্যধারণে । “এতস্মাজ্ জায়তে প্রাণো মনঃ
সৰ্বেন্দ্রিয়াণি চ । খং বায়ুর্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী” ইতি
মুণ্ডকাদি শ্রুতৌ স্বাভাবিকত্যা দৃষ্টাং প্রধানমহাদাক্রমাং বিপর্যয়েণ
যঃ ক্রমঃ সাক্ষাং সৰ্বৈশ্বরানন্তর্য্যাক্রমঃ সৰ্বৈষাং প্রাণাদি-পৃথিব্যন্তানাম্
প্রতীয়তে স খবতঃ সৰ্বৈশ্বরাদেব তত্তদ্বস্তশক্তিকাং তত্তৎকাথোং-
পত্তেকপপত্তিতে । অন্যথা শব্দস্বাভাবভঙ্গঃ । সৰ্বৈশ্বরস্ত সৰ্ব্বাপাদানত্বং
সৰ্বশষ্ট্বং তদ্বিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞানং ব্যাকৃপোং, জড়ৈঃ প্রধানাদিভি-
স্তত্তৎপরিণামাসম্ভবশ্চেতি চ শব্দাং । তস্মাৎ স এব সৰ্বত্র সাক্ষাদ্ধে-
তুরিতি” ॥৩॥

শ্রুতিঃ—অগ্নিমূৰ্দ্ধা চক্ষুযী চন্দ্রসূর্য্যো

দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্ বিবৃতাস্চ বেদাঃ ।

বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্ত

পশ্চ্যাং পৃথিবী হ্রেষ সৰ্বভূতান্তরাঙ্গা ॥৪॥

অস্মান্মুবাদ—[অতঃপর বিরাট পুরুষের উৎপত্তি বর্ণিত
হইতেছে] অগ্নিঃ (ছালোক) অস্ত (এই বিরাট পুরুষের) মূৰ্দ্ধা

(মন্তক), চন্দ্রসূর্য্যো চক্ষুৰী (চন্দ্র ও সূর্য্য দুইটি চক্ষুঃস্বরূপ) দিশঃ (দিক্‌সমূহ) শ্রোত্রে (দুইটি কর্ণ) চ (এবং) বিবৃতাঃ বেদাঃ (বিস্তৃত বেদসমূহ) [যন্ত—যাহার] বাক্ (বাক্য) বায়ুঃ (বাহু ও আভ্যন্তর বৃত্তিসহিত বায়ু) [যাহার] প্রাণঃ (প্রাণ), বিশ্বম্ (সমস্ত জগৎ) হৃদয়ম্ (মনঃস্বরূপ, কারণ তাঁহার মনের সঙ্কল্পমাত্র বিশ্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে) পৃথিবী (সকলের আশ্রয় পৃথিবী) [যন্ত] পশ্চ্যাৎ [জাতা] (যাহার দুইটি চরণ হইতে উদ্ভূত) এবঃ হি (এই বিরাট পুরুষ) সৰ্ব্ভূতাস্তরাশ্চা (সকল প্রাণীর ও ভূতবর্গের অন্তরাশ্চা অর্থাৎ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া পরমাত্মস্বরূপে বর্তমান) ৷৪৷

অনুবাদ—সেই পরমপুরুষের বিরাটরূপের বর্ণন করিতেছেন—
লোকের যেমন মন্তক দেহের উপরিভাগে থাকে সেইরূপ দ্ব্যলোক তাঁহার মন্তক । প্রকাশক হিসাবে চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার চক্ষুঃ, দিগ্-ব্যাপী বায়ু তাঁহার শব্দ-গ্রহণকারী কর্ণ, সমস্ত বেদশাস্ত্র তাঁহার বাগিজিয়ের কার্য্য, মহাবায়ু তাঁহার দেহধারণক প্রাণ, জগৎ তাঁহার অন্তঃকরণ অর্থাৎ মনের কার্য্য, সর্বাধার পৃথিবী তাঁহার দুইচরণ, অর্থাৎ চরণের কার্য্য করিতেছে । তিনি সর্বপ্রাণীর অন্তরাশ্চা ; মহাবিশ্ব এই বিরাট দেহধারণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে পরমাত্মরূপে অবস্থিত ৷৪৷

শ্রীরঙ্গরামানুজ—প্রকৃতমহাসরাসঃ—অগ্নিমূর্ধা...সৰ্ব্ভূতাস্তরাশ্চা ॥

অমুং মন্তং প্রস্তুতা সূর্য্যমাণমহুমানং শ্রাদিত্যত্রাগ্নিরিহ দ্ব্যলোকঃ ।
‘অসৌ বৈ লোকোহগ্নিঃ’ [বৃঃ ৬।২।২] ইতি শ্রুতেঃ । স্বরস্তু চ মুনয়ঃ—

“জ্যাং মূর্ধানং যন্ত বিপ্রা বদন্তি

খং বৈ নাভিশ্চন্দ্রসূর্য্যো চ নেত্রে ।

দিশঃ শ্রোত্রে বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিং চ

সোহচিন্ত্যাত্মা সৰ্ব্ভূতপ্রণেতা ॥”

ইতি ভাবিতম্ । বায়ুবিভা বাগিন্দ্রিয়ব্যাপারো এব বেদাঃ । বায়ুঃ
প্রাণঃ । মহাবায়ুরেব দেহাধারকঃ প্রাণঃ । জগৎসৰ্বমস্ত দেহান্ত-
ৰ্বতিহৃদয়াখ্যামাংসবিশেষঃ । পদ্ভ্যাং পৃথিবী । পাদাবেব পৃথিবীতাব্যর্থঃ ।
প্রকৃত্যাদিত্য উপসংখ্যানমিতি তৃতীয়া । সৰ্বভূতানাং তচ্ছরীরকত্বাৎ-
সৰ্কেষামন্তরাশ্চেত্যর্থঃ ॥৪॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—অথ বিরাট্-সৃষ্টিমাহ—অগ্নিরিত্যাদিনা, ‘তন্মা-
দ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ । স জাতোঅত্যরিচ্যাত পশ্চাদ্ ভূমি-
মধোপুরঃ’ ইতি শ্রুত্যা তন্মাদেব পরমপুরুষাদ্ বিরাট্ সৃষ্টিঃ প্রথমা-
সীদ্বিতি কথিতম্ । সাচ মন্তকাণ্ডবয়বরূপণেন বর্ণ্যতে, অগ্নিঃ অত্র
হ্যালোক্যাগ্নিগ্রীষঃ তশ্চৈব পুরুষমন্তকায়িতত্বাৎ, যন্ত মূৰ্ধা শিরঃ, চক্ৰ-
সূর্যো প্রকাশধৰ্ম্মাণৌ সূর্য্যচক্ৰমসৌ চক্ষুৰী ছে নয়নে, ‘চক্ষোঃ সূর্য্যো
অজায়ত’ ইতি চ শ্রুতিঃ, দিশঃ—সৰ্বা দিশঃ যন্ত শ্রোত্রে কর্ণৌ অভূ-
তান্, শ্রোত্রস্ত শব্দগ্রাহকত্বাৎ শব্দস্ত চ বায়ুনাভ্যন্তেন, বায়োস্চ
সৰ্বব্যাপিত্বেনৈবং রূপণম্ । বেদাস্চ যন্ত বাগ্ বিবৃতাঃ—বাচা বাক্শক্ত্যা
মুখাস্তর্কতিবায়ুনা বিবৃতাঃ প্রকাশিতাঃ তথাচ শ্রুতিঃ এতশ্চৈব মহাত্মস্ত
নিঃস্রিসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদোযজুর্কেদঃ সামবেদ ইতি । বায়ুঃ বাহ্যোমহা-
বায়ুঃ গ্রাহঃ তশ্চৈব দেহাধারকত্বাৎ, সোহস্ত প্রাণঃ প্রাণ-ইব । বিশ্বং
সৰ্বং জগৎ অস্ত বিরাটপুরুষস্ত হৃদয়ম্—অন্তঃকরণং জগতোহস্তান্তঃ-
করণ-বিকারত্বাৎ । যন্ত পদ্ভ্যাং পাদৌ, প্রকৃত্যাদিত্য অভেদে তৃতীয়া
অথবা অপাদানে পঞ্চমী । তথাচ পুরুষসূক্তং—‘পদ্ভ্যাং ভূমিঃ’ ইতি ।
অতঃ এবঃ বিষ্ণুঃ সৰ্বভূতান্তরাশ্চ সৰ্কেষাং ভূতানাম্ অন্তরাশ্চ অন্তর্ধ্যামী
পরিচালক ইত্যর্থঃ’ ‘তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ’ ইতি শ্রুতিঃ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—সংক্ষেপে পরমেশ্বর হইতে সৃষ্টিতত্ত্বের উপস্থিতির প্রকার
বর্ণন পূৰ্ব্বক এক্ষণে এই জগতে ভগবানের বিরাট্ রূপের বর্ণন
করিতেছেন ।

স্বর্গ যাহার মন্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য যাহার চক্ষুর্দ্বয়, দিক্‌সকল কর্ণ-
দ্বয় এবং প্রকটিত বেদসমূহ যাহার বাক, বায়ু যাহার প্রাণ, বিশ্ব
যাহার হৃদয়, যাহার পদযুগল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে, ইনিই
সর্ব্বদ্রুতের অন্তরাগ্না ।

বিরাট্রূপের কথা ত্রিমহাভাগবতে বর্ণিত আছে,—

“বিশেষন্তস্ত দেহোহয়ং স্থবিষ্ঠন্ত স্থবীষসাম্ ।

যত্রেদং বাজাতে বিশ্বং ভূতং ভবাং ভবচ্চ সৎ ।

অণুকোষে শরীরেহশ্বিন্ সপ্তাবরণসংযুতে ।

বৈরাজঃ পুরুষো বোহসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ ॥”

(ভাঃ ২।১।২৪-২৫)

ত্রিগীতাতেও পাওয়া যায়,—

“তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিতক্তমনেকধা ।

অপশ্চদেবদেবস্ত শরীরে পাণ্ডবন্তদা ॥” (গীঃ ১।১।১০) ।৪।

শ্রুতিঃ—তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্ত সূর্য্যঃ

সোমাৎ পর্জ্জন্ত্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্ ।

পুমান্ রেতঃ সিকতি যোষিতায়াং

বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ ॥৫॥

অশ্বয়ানুবাদ—[এই মন্ত্রে পঞ্চাগ্নিবিচার উপদেশ করিতেছেন]
তস্মাৎ (সেই পরমপুরুষ হইতে) অগ্নিঃ (ছালোকাগ্নি) [সেই
ছালোকাগ্নি কিরূপ ?] সূর্য্যঃ যস্ত সমিধঃ (সূর্য্য যাহার ইন্দ্রনস্থানীয়
অর্থাৎ ঐ ছালোককে সূর্য্যই প্রদীপ্ত করেন । তাহা হইতে সোম
উৎপন্ন, ছালোকাগ্নিতে দেবতারা যে প্রজা আহতি দেন, তাহা

হইতে সোমরূপ অগ্নির উৎপত্তি হইল) সোমাৎ (সোম হইতে)
 পৰ্জ্জন্তঃ (মেঘরূপ দ্বিতীয় অগ্নি উৎপন্ন হইল) [তস্মাৎ—সেই পৰ্জ্জন্ত
 হইতে] পৃথিব্যাম্ (পৃথিবীরূপ অগ্নিতে) ওষধয়ঃ (ঔষধাদি শস্ত্র
 উৎপন্ন হইল) [ওষধি সকল পুরুষাগ্নিতে হৃত হইলে তাহা হইতে]
 পুমান্ (পুরুষাগ্নি জন্মিয়া) যোষিতায়াং (যোষিৎ অগ্নিতে) বেতঃ
 (শুক্র) সিকৃতি (নিক্ষেপ করে) [এইরূপ ক্রমে] বহ্নীঃ—বহ্নীঃ
 (বহু সংখ্যক) প্রজাঃ (প্রাণী) পুরুষাৎ (সেই পরমপুরুষ হইতেই)
 সম্প্রদৃতাঃ (উৎপন্ন হইয়া থাকে) ॥৫॥

অনুবাদ—অতঃপর পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপদেশ করিতেছেন—সেই
 পরমপুরুষ হইতে ছালোকাগ্নি উৎপন্ন হইল, যে ছালোকাগ্নিকে স্বর্ধাই
 সমিধরূপে প্রকাশ করিতেছেন। সেই ছালোকাগ্নি হইতে সোম
 নিস্পন্ন হইল, তাহা হইতে পৰ্জ্জন্তাগ্নি সন্তৃত হইল, পৰ্জ্জন্ত হইতে
 পৃথিবী-অগ্নিতে ওষধি অর্থাৎ শস্ত্র বৃক্ষের উৎপত্তি হইল, পরে সেই
 ওষধি পুরুষনামক অগ্নিতে আহৃত হইল। পুরুষ যোষিৎ (স্ত্রী
 জাতি) অগ্নিতে ওষধি-পরিণাম শুক্র নিষেক করিল, তাহাতেই
 সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টি হইল, এইরূপে পরমপুরুষ হইতেই সমস্ত জগতের
 উৎপত্তি জাতব্য ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তস্মাদগ্নি……স্বর্ধাঃ ।

তস্মাদক্ষরাৎ । অগ্নিমূর্ধেত্যগ্নিশব্দনির্দিষ্টো ছালোকো যস্তাগ্নেঃ
 স্বর্ধাঃ সমিধ ইচ্ছনানি । ‘অসৌ বৈ লোকোহগ্নির্গৌতম তস্মাদত্য-
 এব সমিৎ’ [বৃঃ ৬।২।৯] ইতি পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং শ্রবণাৎ ।

সোমাৎ……পৃথিব্যাম্ । অতো হি ছালোক্যাগ্নেঃ নিস্পন্নাসোমাৎ-
 পৰ্জ্জন্তোহগ্নির্দ্বিতীয়ঃ সম্ভবতি ।

তস্মাৎপৰ্জ্জন্তাদোষধয়ঃ পৃথিব্যামগ্নৌ সম্ভবন্তি । পুমান্……যোষিতায়াম্ ।

ওষধিভাঃ পুরুষাগ্রৌ হতাভ্য উপাদানভূতাভ্যঃ পুরুষরূপোহগ্নি-
যৌষিদ্ধিপাগ্রৌ রেতঃ সেকং কৰোতি ।

বহ্ন্যাঃ.....প্রসূতাঃ । এবং পঞ্চাগ্নিবিদ্যোক্তক্রমেণ বহ্ন্যাঃ প্রজাঃ
পরম্মাৎ পুরুষাৎসংপ্রসূতাঃ ॥৫॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—অথ পঞ্চাগ্নিবিদ্যোপাসনার্থং তা উল্লিখ্যন্তে—
তত্র আহত্যাধারঃ, আহতিকৰ্ত্তা, আহতিভ্রব্যঞ্চ বক্তব্যম্—প্রথমাহতৌ
আধার আহবনৌয়োহগ্নিঃ, পয়োভ্রব্যমাজ্ঞাং, আহতিকৰ্ত্তৃণি ইন্দ্রাদয়ঃ
বিপরিণম্যমানাঃ, অতশ্চ দ্যালোকঃ অগ্নিঃ, তস্মাৎ সোমোহজায়ত ।
সোমাৎ পৰ্জ্জন্তঃ ইতি দ্বিতীয়ঃ । উক্তঞ্চ দেবাঃ প্রজ্ঞাং জুহুতি তস্তা আহতৌ
সোমোবাজা সম্ভবতীতি । তথাচ বৃহদারণ্যকে ‘পৰ্জ্জন্তো বা অগ্নির্গৌতম
...এতশ্চিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমং জুহুতি তস্তা আহতৌ বৃষ্টিঃ সম্ভবতি’
ইতি, ‘পৃথিব্যেব সমিদগ্নিঃ...অমৌ দেবাস্তশ্চিন্নগ্নেবাগ্নৌ বৃষ্টিং জুহুতি ।
ইতি তৃতীয়োহগ্নিঃ পৃথিবী । ততশ্চতুর্থোহগ্নিঃ পুরুষঃ...এতশ্চিন্নগ্নৌ
দেবা অন্নং জুহুতি, তস্তা আহতৌ রেতঃ সম্ভবতীতি, পঞ্চমোহগ্নিঃ
যৌষিৎ, ...এতশ্চিন্নগ্নৌ দেবা রেতোজুহুতি তস্তা আহতৌ পুরুষঃ
সম্ভবতীতি । এবং ক্রমেণ বহ্ন্যাঃ প্রজাঃ পরমপুরুষাৎ সংপ্রসূতাঃ ।
স্বতিশ্চ ‘অগ্নৌ প্রাস্তাহতিঃ সম্যাগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাজ্জায়তে
বৃষ্টিবৃষ্টৈরন্নং ততঃ প্রজাঃ’ ॥৫॥

তত্ত্বকণা—পরমপুরুষ হইতে চরাচর জগতের উৎপত্তি কিরূপ
ক্রমানুসারে হয়, সেই জিজ্ঞাসায় প্রকারান্তরে জগতের উৎপত্তির ক্রম
বলিতেছেন ।

শ্রীভগবান্ যখন যেরূপ সংকল্প করেন, তখন সেইপ্রকারে ক্রমানুসারে
জগতের উৎপত্তি হয় ।

এই মন্ডের সাবাংশ এই যে, পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম সৰ্ব্বপ্রথম উহার অচিন্ত্য শক্তি হইতে এক অদ্ভুত অগ্নিতত্ত্ব উৎপন্ন করেন, যাহার সমিধ্ অর্থাৎ হৈছন সূর্য্য, যে সূর্য্য বিশ্বরূপে প্রজ্জলিত থাকে। অগ্নি হইতে চন্দ্রমা উৎপন্ন; চন্দ্রমা হইতে মেঘ উৎপন্ন; মেঘ হইতে বর্ষা দ্বারা পৃথিবীতে নানাপ্রকার ওষধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ ওষধি ভক্ষণ হইতে উৎপন্ন বীৰ্য্য পুরুষ স্ত্রীতে নিবেক করিয়া থাকে, যাহা হইতে সন্তান উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে পরমেশ্বর হইতে নানাপ্রকারের জীব উৎপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতেই সৰ্ব্ববস্তুর উৎপত্তি।

শ্রীমন্তাগবতে পাণ্ডয়া যাম্,—

“যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং বিশ্বশ্চিন্নবভাতি যৎ ।

তদ্বৎ ব্রহ্ম পরং জ্যোতিরাকাশমিব বিস্তৃতম্ ॥

যো মায়য়েদং পুরুষপয়স্যজন্-

বিভর্তি ভূয়ঃ কপয়ত্যবিক্রিয়ঃ ।

যন্তেদবুদ্ধিঃ সদিবাত্মহঃস্বয়া

তমাত্মতত্ত্বং ভগবন্ প্রভৌমহি” (ভাঃ ৪।২৪।৬০-৬১)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

“অহং সৰ্ব্বশ্চ প্রভবো মন্তঃ সৰ্ব্বং প্রবর্ততে ।” (গীঃ ১০।৮) ৷১৷

শ্রুতিঃ—তস্মাদৃচঃ সাম যজুংষি দীক্ষা

যজ্ঞাশ্চ সৰ্বেষাং ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ ।

সংবৎসরশ্চ যজ্ঞমানশ্চ লোকাঃ

সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ ॥৬॥

অঙ্কশাস্ত্রবাদ—[কেবল লোকসৃষ্টি নহে, বৈদিক কৰ্ম্মের সাধন ও সাধ্যফলও সেই পরমপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে] তস্মাৎ (সেই

পরমপুরুষ হইতে) ঋচঃ (প্রতিপাদে সমান অক্ষরগণনায় গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দোনিবন্ধ ঋক্মন্ত্রসমূহ) সাম (স্তোমাদি গীতবিশিষ্ট সাম-মন্ত্রসমূহ) যজুঃবি (অক্ষরগণনারহিত যজুঃ-মন্ত্রবাক্য) দীক্ষাঃ (যজ্ঞে ব্রতী যজ্ঞমানের নিয়মাবলী) সর্বে যজ্ঞাঃ চ (অগ্নিহোত্র প্রভৃতি সর্ববিধ যজ্ঞ) ক্রতবঃ (পশুযাগ প্রভৃতি যুগবিশিষ্ট যজ্ঞ) দক্ষিণাঃ চ (এবং কৰ্ম্মফলভেদে নির্দিষ্ট 'দক্ষিণা') সংবৎসরঃ (সাবন-গণনায় গণিত মাসাদি ধরিয়া নির্ণীত বৎসর প্রভৃতি যজ্ঞের বিহিত কাল) যজ্ঞমানশ্চ (যাগকর্ত্তা) লোকাঃ (যজ্ঞের ফলভূত স্বর্গাদিলোক) [কিরূপ সেই কৰ্ম্মফলভূত লোক?] যত্র (যে লোকে) সোমঃ (চন্দ্র) পবতে (পিতৃযান পথে গত লোকগুলিকে পবিত্র করিতেছেন) যত্র সূর্য্যঃ (যে লোকে সূর্য্য) [পবতে—দেবযানে গত বিদ্বৎ পুরুষ-দিগকে কিরণ দিয়া থাকেন অর্থাৎ জ্যোতিঃ বিতরণ করেন] ৬।

অনুবাদ—সেই পরমপুরুষ হইতে ঋক্, সাম, যজুর্বেদ, যজ্ঞে ব্রতীদিগের যৌগীবন্ধনাদি নিয়ম, অগ্নিহোত্রাদি সকল যজ্ঞ, যুগ-সম্বিত যাগ, বিহিত নানাবিধ দক্ষিণা, সংবৎসরাদি বিহিত যজ্ঞকাল, যজ্ঞমান ও কৰ্ম্মফল স্বর্গাদি উদ্ভূত হইল। এই পারলৌকিক গতি দুই প্রকার দক্ষিণায়নে মৃত পিতৃযান-গত লোকদিগকে চন্দ্র পবিত্র করিয়া থাকেন এবং উত্তরায়ণে মৃত দেবযান দ্বারা গত ব্যক্তিদিগকে সূর্য্য জ্যোতিঃ দান করিয়া থাকেন ৬।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তস্মাৎ.....লোকাঃ ॥ তস্মাদক্ষরপুরুষাদৃগ্ যজুঃ-সামবেদা অগ্নিহোত্রাত্মা যজ্ঞাঃ সোমবিকারাঃ ক্রতবশ্চ দক্ষিণাশ্চ সংবৎসরাত্মাঃ কালো যজ্ঞমানঃ কৰ্ম্মফলভূতাঃ স্বর্গাত্মা লোকাশ্চোৎপন্ন ইত্যর্থঃ ।

সোমো.....সূর্য্যঃ ॥ যে লোকাশ্চন্দ্রসূর্য্যকিরণপূতা ভবন্তি ৬।

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—ন কেবলং লোকা এব তস্মাৎ প্রসূতাঃ, পরং যজ্ঞাঃ যজ্ঞসাধনানি তৎ ফলাপি চ তস্মাদ্ভূতানীত্যাহ—তস্মাদিতি তস্মাৎ পরমপুরুষাৎ ঋচঃ প্রতিপাদং নিয়তাক্ষরা গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোনিবন্ধামন্ত্রাঃ সম্প্রসূতা ইত্যন্তযজ্ঞতে। এবং সাম গেয়মন্ত্রাঃ, যজুঃষি অনিয়তাক্ষরা অচ্ছন্দসোমমন্ত্রাঃ, দীক্ষা যজ্ঞমানস্ত মোক্ষীধারণাদিনিয়মাঃ; সৰ্বৈ যজ্ঞাঃ অগ্নিহোত্ৰাদয়ঃ, ক্রতবঃ সমূপাঃ পশুযাগাদয়ঃ, দক্ষিণাশ্চ একগবাদা সৰ্বস্বাস্তা, সংবৎসরঃ কৰ্ম্মস্থ বিহিতঃ কালঃ, যজ্ঞমানশ্চ যাগকর্তা, লোকাঃ কৰ্ম্মফলানি স্বর্গাদৌনি, কৌদশা লোকাঃ উচ্যন্তে যত্র যেষু লোকেষু সোমঃ চন্দ্রঃ পবতে পিতৃযানেন চন্দ্রলোকগতান্ পুন্যতি, এবং যত্র সূর্য্যঃ পবতে আদিত্যমার্গেণ দেবযানেন স্বর্গলোকগতান্ তপতি। উক্তঞ্চ পুরুষসূক্তে ‘তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সৰ্ব হত ঋচঃ সামানি জজিবে। চন্দাংসি জজিবে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদ্ জায়তে’তি। স্বত্যাপি—‘ঋগ্ যজুঃ সামাথর্কীথ্যান্ বেদান্ পূর্বাদিতি-মু’থৈঃ। শত্ৰুমিজ্যাং স্তুতিং স্তোমং প্রায়শ্চিত্তং বাধাৎ ক্রমাৎ’। ইতি ৷৬।

ভট্টকণা—পূর্কোক্ত মন্ত্রে পরমেশ্বর হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তির ক্রম বর্ণন করিয়া এক্ষণে সকলের রক্ষার নিমিত্ত যজ্ঞাদি, যজ্ঞের সাধন এবং উহার ফলও যে পরমেশ্বর হইতেই প্রকট হইয়া থাকে, তাহাই বলিতেছেন।

সেই পরমেশ্বর হইতে ঋক্, সাম ও যজুঃ এই ত্রিবিধ বেদমন্ত্র, দীক্ষা অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি-অনুসারে কোন্ যজ্ঞ আরম্ভকালে যজ্ঞমান যে সংকল্পের সহিত উহার অনুষ্ঠানসম্বন্ধীয় নিয়ম-পরিচালনের ব্রত লইয়া থাকে, তাহাকে দীক্ষা বলে। সৰ্ববিধ যজ্ঞ এবং পশুবন্ধন কাষ্ঠবিশিষ্ট যজ্ঞ অর্থাৎ যে যজ্ঞে যুপ-নিষ্ঠাণের বিধি আছে,

তাহাকে ক্রতু বলা হয় । দক্ষিণা, সংবৎসরকাল, যজ্ঞের অধিকারী যজ্ঞমান, যজ্ঞের ফলস্বরূপে যে সব লোক লাভ হয় । দক্ষিণায়নে মৃত-ব্যক্তিকে যেখানে চন্দ্র নিজ শীতলকর প্রকাশ দ্বারা পবিত্র করেন ও উত্তরায়ণ-মার্গে গত ব্যক্তিগণকে যেখানে সূর্য্য নিজ প্রথরকর কিরণ দ্বারা তাপ দান করেন ; এই সকলই পরমেশ্বর হইতে প্রকটিত ।

পঞ্চাগ্নিবিষয় ছান্দোগ্যোপনিষদের পঞ্চমাধ্যায়ের চতুর্থখণ্ড হইতে অষ্টম খণ্ড পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য এবং বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠাধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের নবম মন্ত্র হইতে ত্রয়োদশ মন্ত্র পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য ।

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“চাতুর্হোত্রং কৰ্ম শুদ্ধং প্রজানাং বীক্ষ্য বৈদিকম্ ।

বাদধাদ যজ্ঞসন্ততৌ বেদমেকং চতুর্বিধম্ ।

ঋগ্ যজুঃ সামাথর্ষাথ্য বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ ।

ইতিহাসপুরাণক পঞ্চমো বেদ উচ্যতে ॥”

(ভাঃ ১।৪।১২-২০)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

“বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রীচ্ছন্দসামহম্ ॥” (গীঃ ১০।৩৫) ৬৥

শ্রুতিঃ—তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সংপ্রসূতাঃ

সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়্যাংসি ।

প্রাণাপানৌ ত্রীহিবৌ তপশ্চ

শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিষ্যত ॥৭॥

অম্ময়ানুবাদ—তস্মাৎ চ (আর সেই পরমপুরুষ হইতে) বহুধা (বহু প্রভৃতি গণভেদে বহু প্রকার) দেবাঃ (যজ্ঞের উদ্দেশী-ভূত দেবতা) সম্প্রসূতাঃ (উৎপন্ন হইল); সাধ্যাঃ (সাধ্যানামক

দেবযোনিবিশেষ) মনুষ্যাঃ (ষাগাদিতে অধিকারী মনুষ্য) পশবঃ (ষাগাক পশু ও গ্রামা-আরণ্য পশুসমূহ) বয়াংসি (পক্ষিসমূহ) প্রাণাপানৌ (জীবের জীবনধারণের হেতুভূত প্রাণ ও অপানবায়ু) ত্রীহিষবৌ (যজ্ঞসাধন পুরোডাশাদির উপাদান ধাতু ও যব) তপশ্চ (চিত্তসংস্কারক কচ্ছুচাজ্জায়ণাদি ব্রত) অহ্মা (শাস্ত্রে ও ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস) সত্যং (মিথ্যাবর্জন, যথাভূত পদার্থ কথন, লোকের অপীড়াকর কার্য) ব্রহ্মচর্যং (ত্রীসংসর্গত্যাগ, অষ্টবিধ মৈথুনপরিহার, যথা—অভীষ্ট নারীর স্মরণ, কীৰ্ত্তন, ক্রীড়া, সামুদ্রাগদর্শন, গোপনে আলাপ, প্রাপ্তির সঙ্কল্প, অধ্যবসায় অর্থাৎ ত্রী সঙ্কেত চেষ্টা, ক্রিয়া নিবৃত্তি—এই আট প্রকার মৈথুন সর্কষণ বর্জন ;—ইহাই ষাগাক ও চিত্ত শোধক) বিধিচ্চ (এবং শাস্ত্রোক্ত বিধান, ক্রমপরিপাটী—এই সমস্ত যজ্ঞাক তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইল) ॥৭॥

অনুবাদ—যজ্ঞসাধনগুলিও তাঁহা হইতে উৎপন্ন ; ইহাই বলিতেছেন—সেই পরমপুরুষ হইতে যজ্ঞের উদ্দেশ্যীভূত দেবতা বহু প্রভৃতি গণভেদে নানাপ্রকার দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন। সাধ্যানামক দেবযোনিগণ, যজ্ঞে অধিকৃত পুরুষ, যজ্ঞে আলভনের পশু ও পক্ষী, জীবন স্বরূপ প্রাণ ও অপানবায়ু ; যজ্ঞীয় হবিঃস্বরূপ ধাতু ও যব, চিত্তশুদ্ধাক-তপশ্চা, সিদ্ধির মূলভূত অহ্মা, সর্কণবিষয়ক মিথ্যা-বর্জন, অকর্কশ ভাবণ, অষ্টবিধ ত্রী-সম্পর্ক ত্যাগরূপ ব্রহ্মচর্য ও কল্পশাস্ত্রোক্ত প্রয়োগবিধি—এগুলি সমস্তই সেই পরমপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥৭॥

ত্রীরজগ্রামানুজ—তস্মাচ্চ.....বয়াংসি ।

বহুধা কৰ্মজ্ঞানজাদিতেদাচ্চ বহুধেত্যর্থঃ । বয়াংসি পক্ষিণঃ । শিষ্টং স্পষ্টম্ । প্রাণা.....বিধিচ্চ ।

যবো দীর্ঘশূকধান্তবিশেষঃ । ত্রীহিষবশব্দৌ ধান্তমাজ্যোপলক্ষকৌ । তপঃ কচ্ছুদিলক্ষণম্ । অহ্মাস্তিক্যাবুদ্ধিঃ । সত্যং সত্যবচনম্ । ব্রহ্ম-

চর্যাং স্রীসঙ্গাদিরাহিতাম্। বিধীয়ত ইতি বিধিঃ নিত্যনৈমিত্তি-
কাধিঃ ॥৭॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—অথ যজ্ঞসাধনানি নির্দিষ্টম্বে যথা তস্মাৎ
পরমপুরুষাৎ দেবাঃ—আহতিসম্প্রদানভূতা ইজাদয়ো দেবাঃ, তানেব
বিশিনষ্টি বহুধা বহুপ্রকারা যথা বিশ্বেদেবা মকৃতশ্চোন্নপাস্ত, তথা
সাধ্যাঃ সাধ্যসংজ্ঞকা দেবযোনিবিশেবাঃ, মহত্যাঃ যাগে অধিকৃত্যঃ
পুরুবাঃ, পশবঃ গ্রাম্যা আব্র্যাকাস্ত যথোক্তং ‘তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্গহতঃ
সংভূতং পৃথগ্জাম্। পশুংস্তাংস্তক্রে বায়ব্যানাব্র্যা গ্রাম্যাস্ত য়ে।’
বয়াংসি পক্ষিণঃ ষাগবিশেষাঙ্গভূতাঃ, প্রাণাপানৌ জীবনভূতৌ
প্রাণাপানৌ ইতরেবামূলককৌ প্রাধান্যেন যয়োর্নির্দেশঃ কৃতঃ। এবং
ত্রীহিববৌ যজ্ঞে হবিসাধনে, পুরোডাশাদি সাধনত্যাং, তপস্তু সন্ত-
শোধকং কর্ম্মাঙ্গং, এতস্তু নিয়মাঙ্গং শ্রদ্ধা সিদ্ধেমূলীভূতঃ শাস্ত্রার্থে দৃঢ়-
প্রত্যয়ঃ, সত্যং ষথার্থভাবণং, যথা ব্যবহারঃ, অপকৃষ ভাবণঞ্চ এতৎ
তু অন্তেষাং যমানামূলকং তেষু চ ব্রহ্মচর্যাং ইন্দ্রিয়সংযমঃ অষ্টাঙ্গ-
মৈধুনবর্জ্জনং প্রধানমিতি পৃথগুক্তম্। বিধিস্ত কল্পশাস্ত্রোক্তঃ প্রয়োগ-
বিধিস্ত এতানি তস্মাদেব পুরুষাৎ সম্প্রসৃতানি ॥৭॥

ভবুকণা—এক্বে দেবাদি সমুদয় প্রাণিগণের ভেদ এবং সঙ্গপ্রকার
সহাচার সেই পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই বলিতেছেন।
তাঁহা হইতেই বহু-কল্পাদি বিবিধ দেবতা, সাধ্য প্রভৃতি দেবযোনিবিশেষ,
নানাপ্রকার—মহত্যা, পশু, পক্ষী সকল উৎপন্ন হইয়াছে, সকলের
জীবনরূপ প্রাণ ও অপান, সকল প্রাণীর আহারস্বরূপ খাদ্য, যবাদি
তাঁহা হইতেই উৎপন্ন। তাঁহা হইতেই তপস্তু ও শ্রদ্ধা, সত্য এবং
ব্রহ্মচর্যা এবং যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধি উৎপন্ন। ইহার তাৎপর্যা এই যে,—সব
কিছু পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন এবং তিনিই সকলের পরম কারণ।

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“শ্রেয়সামপি সর্কেষামাত্মা হবদ্বিরর্থতঃ ।

সর্কেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ শ্রিয়ঃ ॥” (ভাঃ ৪।৩।১৩)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

“পশাদিত্যান্ বস্বন্ কদ্রানশিনৌ মরুতন্তথা ॥” (গীঃ ১।১।৬) ৭৭

শ্রুতিঃ—সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ

সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ ।

সপ্ত ইমে লোকা যেসু চরন্তি প্রাণা

গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥৮॥

অনুবাদ—[অনন্তর হোমস্বরূপ রূপকের দ্বারা বোধনের জন্ত বর্ণিতোছেন, সপ্তপ্রাণা ইত্যাদি মন্ত্রে] তস্মাৎ (সেই পরমপুরুষ পরব্রহ্ম হইতে) সপ্ত প্রাণাঃ (মস্তকবর্তী সাতটি প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ষষ্ঠা—চক্ষুঃ, কৰ্ণ, নাসিকা ও মূখচ্ছিদ্রবর্তী) প্রভবন্তি (উৎপন্ন হইয়া থাকে) সপ্ত অর্চ্চিষঃ (সেই সকল প্রাণের সাতটি বিষয়-বোধন শক্তি) সপ্ত সমিধঃ (সাতটি বিষয়) সপ্ত হোমাঃ (সাতটি বিষয়ের বিজ্ঞান) ইমে সপ্তলোকাঃ (এই সাতটি ইন্দ্রিয়ের সাতটি আধার) যেসু (যে ইন্দ্রিয়স্থানে) প্রাণাঃ (শীর্ণা প্রাণবায়ুগুলি) চরন্তি (বিচরণ করিতেছে, ইহারা প্রাণাদি পঞ্চবায়ু হইতে ভিন্ন) গুহাশয়াঃ (সুষুপ্তিকালে জীবহৃদয়ে ঘুমাইয়া থাকে) সপ্ত সপ্ত (ঐ প্রতিপ্রাণীতে সাতটি সাতটি প্রাণ) নিহিতাঃ (বিধাতা কর্তৃক সুষুপ্তিসময়ে লীন হইয়া থাকে) ৮।

অনুবাদ—সেই পরমপুরুষ হইতে মস্তকস্থিত সপ্ত প্রাণবায়ু অর্থাৎ দুই চক্ষুঃ, দুই কৰ্ণ, দুইটি নাসিকা ও বাগিন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, এই প্রকার তাহাদের সাতটি বিষয়-প্রকাশন-শক্তি, সাতটি

বিষয়, ইহারা সমিধের মত ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করে, তাহাদের সাতটি
আহুতি অর্থাৎ বিষয়বিজ্ঞান, ঐ নীর্ধন্য সাতটি প্রাণ যে সকল স্থানে
সঞ্চরণ করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়স্থান, তাহারাও এই সপ্তলোক । এই-
প্রকার স্বষ্টিকালে হৃদয়মধ্যে নিজিয়ভাবে স্থিত প্রতি প্রাণীতে সেই
সাতটি সাতটি প্রাণবায়ু, ইহারাও সেই পরমপুরুষ হইতে উৎপন্ন ॥৮॥

শ্রীরঙ্গরামাশুজ—সপ্ত...তস্মাৎ । তস্মাদক্ষরাচ্ছীর্ধণ্যানি চক্ষুঃ-
শ্রোত্রনাসিকারক্তযুগ্মাস্তসকারৌণি সপ্তেন্দ্রিয়ানি উৎপত্তস্তে ।

সপ্তা...জিহ্বাঃ । গার্হপত্যাদা অগ্নয়ঃ । ইন্ধনানি । [কালী]
প্রভৃতয়ঃ সপ্ত জিহ্বাশ্চ প্রভবন্তীতি পূর্বেণাশ্বয়ঃ । সপ্ত...সপ্ত ॥

ইমে সপ্তাপি লোকা উৎপন্নাঃ । যেষু লোকেষু হৃদয়গুহায়াং
স্বষ্টিবেলায়াং শয়ানাঃ সপ্ত প্রাণাশ্চক্ষুরাদিগোলকপ্রদেশেষু ধাত্রা
বিহিতাঃ সঞ্চরন্তীত্যর্থঃ । সপ্ত সপ্তেতি বীপ্সা পুরুষভেদাতিপ্রায়া ॥৮॥

অভ্যর্থবোধিনী—হোমাস্তং পূর্ণাহুতিমেবং চিন্তয়েৎ যথা সপ্তপ্রাণাঃ
নীর্ধন্যাঃ সপ্তবায়বঃ, তস্মাৎ পরমপুরুষাৎ প্রভবন্তি জায়ন্তে, এতে অগ্নি-
স্বরূপাঃ, যতঃ—এষাং সপ্তসংখ্যাকা অর্চিবঃ শিখাঃ অর্চির্ধনা
প্রকাশয়তি তথা এতেহপি বায়বঃ শব্দাদিবিষয়ান্ প্রকাশয়ন্তি ইত্যর্চি-
ষ্টেন বর্ণিতাঃ । তথা এষাং বিষয়াঃ সপ্ত সমিধঃ সমিদ্ধনানি সপ্ত—
বিষয়া ইহ ইন্দ্রিয়ানি দীপয়ন্তি । এষাং হোমাঃ সপ্ত বিষয়বিজ্ঞানানি
সপ্তপ্রকারানি, ইমে সপ্ত জীবশরীরে দৃশ্যমানাঃ, সপ্তলোকাঃ সপ্তে-
ন্দ্রিয়াণাং স্থানানি, কীদৃশানি ? যেষু ইন্দ্রিয়স্থানেষু প্রাণাঃ বায়বঃ
সঞ্চরন্তি সঞ্চরন্ত ইন্দ্রিয়প্রেরকা ভবন্তি, তে ইহ সপ্ত সপ্ত প্রাণাঃ প্রাণি-
ভেদেন সপ্তসংখ্যাকাঃ প্রাণাঃ । স্বপ্তৌ গুহাশয়াঃ গুহায়াং হৃদয়ে
শেষতে বিষয়গ্রহণবিমুখাঃ সপ্তস্তিষ্ঠন্তি, কথন্তদানীং বিষয়গ্রহণাসামর্থ্যং
তদাহ—নিহিতাঃ ধাত্রা নির্ভ্যাপারাঃ কৃতাঃ, পুরীততি মনো নিলয়াৎ

মনঃসংযোগাভাবেন তে প্রাণাঃ সন্তোহপি শূন্যা ইব তিষ্ঠন্তীতি ভাবঃ ।
অস্তানুরূপোমন্ত্রৈশ্চৈবম্ 'সপ্ত তে অগ্নে সমিধঃ সপ্ত ঘিহ্মাঃ, সপ্তঋষয়ঃ সপ্ত-
ধাম প্রিয়াণি । সপ্তহোজাঃ সপ্তধা ভা বজন্তি সপ্ত যোনীরাপৃণম্
মুভেনে'তি ৷৮৷

ভঙ্ককণা—পরমেশ্বর হইতে সপ্ত প্রাণ অর্থাৎ বাহাতে বিষয়
প্রকাশনের বিশেষ বিশেষ শক্তি আছে, এইরূপ শিরঃস্থ সপ্ত ইন্দ্রিয়—যথা,
দৃষ্টি চুই চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা ও একটি বাগিন্দ্রিয় এবং তাহাদের কার্য্য
দর্শন, শ্রবণ, জ্ঞাপ ও বাক্যোচ্চারণ এই সাত বিষয় অর্থাৎ বিষয়-গ্রহণ-
কারী শক্তি, ঐ ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়রূপ সপ্ত সমিধ্; সপ্ত প্রকার
হবন অর্থাৎ বাহ্যবিষয়রূপ সমিধ্কে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে নিক্ষেপরূপ
ক্রিয়া ও এই ইন্দ্রিয়ের বাসস্থানরূপ সপ্ত লোক, বাহাতে অবস্থান
করতঃ ইন্দ্রিয়রূপ সপ্ত প্রাণ আপন আপন কার্য্য করে, নিদ্রাকালে মনের
মহিত এক হইয়া হৃদয়রূপ গুহাতে শয়নকারী প্রাণিভেদে সপ্ত সপ্তের
সমুদায় পরমেশ্বরের দ্বারাই সমস্ত প্রাণীতে ক্রমে স্থাপিত হইয়া থাকে ।

ত্রিগীতাতেও পাই,—

“শ্রোত্রাদীনৌদ্ভিষ্মাণ্যন্তে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি ।

শব্দাদীন্ বিষয়ানন্ত ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ।

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে ।

আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥” (গী: ৪।২৬-২৭)

এতৎপ্রসঙ্গে বেদান্তসূত্রের “সপ্তগতের্বিশেষিতত্বাচ্চ” (বে: সূ: ২।৪।৫)

সূত্রটি আলোচ্য ।

শ্রীমহাগবতেও পাওয়া যায়,—

“কেচিৎ বড়্‌বিশতিং প্রাহরপরে পঞ্চবিশতিম্ ।

সঠৈশ্বে নব বট্ কেচিচ্চত্বার্যোকাদশাপরে ।

কেচিৎ সপ্তদশ প্রাহঃ বোড়শৈকে ত্রয়োদশ ॥”

(ভাঃ ১১।২২।২) ৮৮

শ্রুতিঃ—অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সৰ্কে২-

স্মাৎ শ্রুতস্তে সিদ্ধবঃ সৰ্ব্বরূপাঃ ।

অতশ্চ সৰ্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ

যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হস্তরাত্মা ॥৯॥

অনুবাদ—অতঃ (এই পরমপুরুষ হইতে) সৰ্কে সমুদ্রাঃ (সমস্ত লবণাদি সমুদ্র ও উপসাগরগুলি) গিরয়ঃ চ (এবং হিমালয়াদি পৰ্বত সমূহ) [সম্প্রসৃতঃ—উৎপন্ন হইয়াছে], সৰ্ব্বরূপাঃ (নানাবিধরূপধারী) সিদ্ধবঃ (নদীগুলি) স্মাৎ (এই পুরুষ হইতে) শ্রুতস্তে (প্রবাহিত হইতেছে), চ (তথা) অতঃ (এই পুরুষ হইতে) সৰ্ব্বা ওষধয়ঃ (ত্রীহিষবাদি সৰ্ব্ববিধ শস্ত) রসশ্চ (মধুরাদি ছয় প্রকার রস) [উৎপন্ন হইতেছে] [কিরূপ রস ?] যেন (যে রসহেতু পরিপুষ্ট শরীরে) ভূতৈঃ (ভূতগণের সহিত) এষঃ হি হস্তরাত্মা (এই সৰ্ব্ব প্রাণীর অন্তর্গত পুরুষ) তিষ্ঠতে (রহিয়াছে) [অতএব যদিও রস পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন মনে হয় তথাপি পাক্‌ভৌতিক শরীরমধ্যে অদৃশ্যভাবে স্থিত সেই অক্ষর পুরুষ হইতেই এই সকল রসের উৎপত্তি জানিবে] ৯।

অনুবাদ—এই পরমপুরুষ হইতে সাগর, উপসাগর, হিমালয়াদি পৰ্বতরাজি সমস্তই উৎপন্ন হইয়াছে, নানানামে নানারূপে অবস্থিত গঙ্গাদি নদী সকলও ইহা হইতেই প্রবৃত্ত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে । ধাত্তব্যবাদি শস্ত ভূমি প্রভৃতি হইতে জন্মাইলেও তাহাদের অন্তর্কর্তা সেই পুরুষ হইতেই জন্মিয়া থাকে । ত্রব্যাজাত মধুরাদি রসসমূহও ঐ ভাবে

পরমপুরুষ হইতে উৎপন্ন। কারণ এই পরমপুরুষ সর্বভূতের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আছেন ।২।

শ্রীরত্নরামানুজ—অতঃ……সৰ্কে । স্পষ্টোহর্থঃ ।

অস্মাৎ……রূপাঃ । বহুরূপা গন্ধাণ্ডাঃ সন্নিহিত ইত্যর্থঃ ।

অতশ্চ……রসাস্চ । স্পষ্টোহর্থঃ । নন্ত পৃথিব্যা এবৌষধয়ো জায়মানা দৃশ্যন্ত ইন্দ্রাদিত্যো রসা জায়মানা দৃশ্যন্তে কথমক্ষরাৎ সৰ্কে জায়ত ইত্যুচ্যাত ইত্যশঙ্ক্যাহ—

যেনৈষ……বাত্মা । যস্মাৎকারণাদেবোহক্ষরপুরুষঃ সৰ্কেভূতৈঃ পরিবৃত্তঃ সনন্তরাত্মতয়া বর্ততে তস্মাৎপৃথিব্যাদিত্যো জায়মানা অপি অক্ষরাৎক্ষণো জাতা ইতি শক্যতে বক্তৃমিতি ভাবঃ ।২।

ক্রত্যর্থবোধিনী—এতে পরিদৃশ্যমানাঃ সৰ্কে পদার্থান্তস্বাদেবাক্ষরাৎ পুরুষাৎ সম্প্রসৃত্য ইত্যাহ—অতঃ অস্মাৎ অক্ষরাৎ পুরুষাৎ সৰ্কে সমুদ্রাঃ ‘লবণেশ্বরাসর্পির্দধিভৃগুজলাস্তকা’ ইতি, সর্কে গিরয়ঃ চ—হিমালয়াণ্ডাঃ সম্প্রসৃত্যঃ, তথা সৰ্করূপাঃ বহুনাথাকৃতয়ঃ গন্ধাণ্ডাঃ সিদ্ধবঃ নন্তঃ চ, অস্মাৎ স্তদন্তে ক্ষদ্রিতাঃ—প্রবহন্তি, সর্কা ওষধয়ঃ—ব্রীহি-যবান্ধাঃ—‘ওষধ্যঃ কলপাকান্তাঃ’ ইত্যমরঃ, উৎপত্তন্তে, রসাস্চ কটুগ্রমধুরলবণতিক্রমায়াত্মানো দ্রব্যাদীনি জায়ন্তে, নন্ত ওষধীনাং রসানাঞ্চ ভূতেভ্যো জায়মানত্বদর্শনেহপি কথমুচ্যতে এতস্মাৎ সম্প্রসৃত্য ইত্যশঙ্ক্যামাহ—যেনৈতি যেন হেতুনা এষঃ অক্ষরায়া ভূতৈঃ পঞ্চভিঃ পৃথিব্যাদিভূতৈঃ পরিবৃত্তঃ পার্বত্যৌতিক শূল-দেহাস্তর্কস্টিভ্যং, অন্তরায়া সর্কেধামন্তঃ পরমাণুরূপেণ তিষ্ঠতি তস্মাৎ পৃথিব্যাদিত্যোহন্তস্তন্তেব পুরুষস্ত শক্ত্যা ব্রীহাদয়ো জায়ন্তে এবং রসাস্চ দ্রব্যান্তর্গতা অপি তচ্ছৈভ্যেব জলপরিণামভূতা ভবন্তীতি তথোক্তি-রিত্তি ।২।

ভস্করণা—এই প্রকারে আধ্যাত্মিক বস্তুসমূহের উৎপত্তি এবং দ্বিতি পরমেশ্বর হইতে হইয়া থাকে, ইহা বর্ণন পূৰ্ণক এক্ষণে বাহু জগতের উৎপত্তিও সেই পরমেশ্বর হইতেই হইয়া থাকে, ইহা বলিতে বলিতে প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন।

এই পরমপুরুষ পরমেশ্বর হইতে সমস্ত সমুদ্র এবং পূৰ্ণতাদি উৎপন্ন হয়। উহা হইতেই উৎপন্ন হইয়া নানাবিধ নদী প্রবাহিত হইতেছে। ইহা হইতে ওষধি অর্থাৎ যবাদি শস্য এবং মধুরাদি রস উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহার দ্বারা পরিপুষ্ট-শরীরের মধ্যে সকলের অন্তরাত্মা পরমেশ্বর সকল প্রাণীর আত্মার সহিত সকলের হৃদয়মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকেন।

শ্রীগীতাতে পাই,—

“সৰ্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সন্তবন্তি যাঃ ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥” (গী: ১৪।৪)

■

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“ভূতৈর্ভূতানি ভূতেশঃ সৃজত্যবতি হস্তি চ” (ভা: ৬।১৪।৬)

আরও পাই,—

“পুরুষঃ প্রকৃতিৰ্যাক্তমাত্মা ভূতেন্দ্রিয়াশয়াঃ ।

শক্ৰুবন্ত্যশ্চ সর্গাদৌ ন বিনা যদমুগ্রহাং ॥”

(ভা: ৬।১২।১১) ॥৯॥

শ্রুতিঃ—পুরুষ এবাদং বিশ্বং কৰ্ম

তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।

এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং

সোহবিজ্ঞাগ্রস্থিঃ বিকিরতীহ সৌম্য ॥১০॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ

সমাপ্তঃ ॥

অম্বয়ানুবাদ—[অতএব সিদ্ধান্ত এই যে—] ইদং বিশ্বং (এই সমস্ত জগৎ) পুরুষ এব (যেহেতু তাহার উপাদান ও নিমিত্তকারণ পরমপুরুষ অতএব উহা তিনিই) কৰ্ম (জগৎ সৃষ্টাদি তাহার যে ব্যাপার তাহা অথবা অগ্নিহোতাদিকৰ্ম) তপঃ (ঈক্ষণাত্মক তপস্বী অথবা জ্ঞান) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম-শব্দে যাহাকে উদ্দেশ্য করা হয়, তিনি অথবা জ্ঞানকল) পরামৃতম্ (পর অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত এবং অমৃত অর্থাৎ মুক্তাত্মাদিগের অমৃতের মত আনন্দানন্দীয় বস্তু পরমানন্দ) [এ সমস্তই সেই পরমপুরুষ, ইহাঁকেই জানিলে সমস্ত বিজ্ঞাত হয়। ইহাঁই বলিতেছেন—] যঃ (যে ব্যক্তি) গুহায়াং (হৃদয়ের অন্তরে) নিহিতং (নিগূঢ়ভাবে স্থিত) এতৎ (এই অক্ষর পরব্রহ্মকে) বেদ (জানেন) সঃ (সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি) হে সৌম্য ! (হে প্রিয় দর্শন !) ইহ (এই জগতেই অর্থাৎ জীবদশাতেই) অবিজ্ঞাগ্রস্থিঃ (গ্রন্থির মত হৃৎস্থ অবিজ্ঞাকে) বিকিরতি (ছিন্ন করে, নিরাস করে) ॥১০॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডঃ

অম্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অম্বয়ানুবাদ—এক্ষণে পরব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞানই সর্ব বিজ্ঞানের উপায়, ইহার উপসংহার করিয়া বলিতেছেন—হে সৌম্য ! এই যে বিশ্ব,

অগ্নিহোত্রাদি কৰ্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও তাহাদের লক্ষ্য যাহা প্রকৃতি হইতে অতীত ও পরমানন্দময়তত্ত্ব তাহাও সেই পরমপুরুষ। যে ব্যক্তি এই তত্ত্ব জানিতে পারে, সে ইহলোকেই অবিচ্ছিন্ন হিঁস্র করে অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে ৷১০৥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদের দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডের
অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পুরুষ... বিশ্বম্ । যস্মাদসৌ সৰ্বভূতাস্তরাণ্যামিত্যতঃ সৰ্বমিদং পুরুষোপাদানকত্বাৎ পুরুষ এব তস্মাত্তদ্বিজ্ঞানে সৰ্বশ্রুতাপি বিজ্ঞানমুৎপত্তত ইতি ভাবঃ । কৰ্ম.....পরামৃতম্ ।

তত্ত্ব জগৎসৃষ্টামুকুলঃ কৰ্মশক্তিভ্যো ব্যাপারঃ । সৃষ্টব্যালোচনাভ্যকং তপঃ । একো বাপী সদা শুদ্ধো নিগুণঃ প্রকৃতেঃ পর ইতি ব্রহ্মশক্তিপ্রকৃতিপৰভূতমুক্তাঅনামমৃতবৎ পরমানন্দতয়া ভোগ্যভূতং ব্রহ্ম-পাক্ষরপুরুষ এবত্যর্থঃ । এতদ্.....সোম্য ।

হে সোম্যাহং হৃদয়গুহ্যবর্তোতদক্ষর ব্রহ্মেহ লোকে যো বেদ স গ্রন্থিবদ্দুঃখোচামবিচ্ছাৎ বিকিরতি নিরশ্রুতি । কৃৎ বিক্ষেপ ইতি ধাতুঃ ৷১০৥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডস্তা শ্রীরঙ্গ-
রামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথেনানীঃ—‘কস্মিন্মু ব্রিজ্ঞাতে সৰ্বং বিজ্ঞাতং ভবতী’তি প্রশ্নস্ত উত্তরং যুক্ত্যা প্রদৰ্শ্য উপসংহরতি—যতোহস্মাৎ পুরুষাৎ সৰ্বং সম্প্রসৃতং অত উপাদানজ্ঞানেন সৰ্বং কার্য্যং বিজ্ঞাতং ভবতীতি প্রতিপাদিতম্ । তদেবাহ—ইদং বিশ্বং সৰ্বং জগৎ পুরুষ এব, নাগ্রং কিমপি তস্মোপাদানকারণং, কার্য্যকারণয়োঃভেদাৎ পুরুষ-কার্য্যস্ত বিশ্বস্ত পুরুষরূপত্বমবগন্তব্যম্ । ন কেবলং ভৌতিকং

জগৎ, কিন্তু অগ্নিহোত্রাদিকং কৰ্ম্মাপি, কৰ্ম্মণা তশ্চৈবেষ্টব্যং, তপঃ
জ্ঞানম্ তশ্চৈব পরমধ্যয়ত্বাং, ব্রহ্ম তৎফলং পরামৃতং পরঞ্চ তৎ
অমৃতঞ্চৈতি প্রকৃতে: পরভূতম্ অমৃতং বসাত্মকং তৎ স পুরুষএব,
এতদ্ যো বিজ্ঞানাতি তস্ম অবিজ্ঞাগ্রন্থিচ্ছিগ্নতে ইহৈব স মুক্তিং লভতে
ইত্যর্থ: ॥১০॥

ইতি—মুক্তকোপনিষদি দ্বিতীয়মুক্তকে প্রথমখণ্ডস্য
‘শ্রুত্যর্থবোধিনী’-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—পরমেশ্বর হইতে যেহেতু সকলের উৎপত্তি অর্থাৎ
পরমেশ্বর সকলের নিমিত্ত ও উপাদানকারক হওয়ায় কার্য্য ও
কারণের অভেদত্ব-হেতু এই সবও তিনি অর্থাৎ তদাত্মক । যাহার
স্বরূপ জ্ঞাত হইলেই তদন্তর্গত সব জ্ঞাত হওয়া যায়, ইহা বলিয়াই
এই খণ্ডের সমাপ্তি করিতেছেন ।

তপঃ অর্থাৎ সংযমরূপ সাধন, কৰ্ম্ম অর্থাৎ বাহ্য সাধনের দ্বারা
যাহা জ্ঞাতকৃত্য তথা পরম অমৃত ব্রহ্ম—যাহা কিছু সব পরমপুরুষ
পুরুষোত্তমস্বরূপ । হে প্রিয় শৌনক ! হৃদয়রূপ গুহাতে নিহিত এই
অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরকে যিনি জ্ঞানেন, তিনি এই মহুগ্ৰশরীরেই
অবিজ্ঞানিত অন্তঃকরণের গ্রন্থি ছেদন করিতে সমর্থ হন অর্থাৎ
সর্ব্বপ্রকার সংশয় ও ভ্রমরহিত হইয়া পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হন ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“এষ নিত্যোহব্যয়ঃ সূক্ষ্ম এষ সর্ব্বাশ্রয়ঃ স্বদৃক্ ।

আত্মমায়াগুণৈর্বিশ্বমাত্মানং সৃজতে প্রভুঃ ॥” (ভা: ৬।১৬।২)

আরও পাই,—

“দ্রব্যং কৰ্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ ।

বাসুদেবাং পরো ব্রহ্মন্ ন চাণ্যোহর্থোহস্তি তত্ত্বতঃ ॥” (ভা: ২।৫।১৪)

শ্রীব্রহ্মাও বলিয়াছেন,—

“অহং ভবান্ ভবশ্চৈব ত ইমে মুনয়োহগ্রজাঃ ।

স্বরাস্বর-নরা নাগাঃ খগা মৃগ-সরীসৃপাঃ ॥

গন্ধৰ্ব্বাপ্সরসো যক্ষা রক্ষোভূতগণোরগাঃ ।

পশবঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিদ্যাধাশ্চারণা ক্রমাঃ ॥

অন্ত্রে চ বিবিধা জীব জল-স্থল-নভোকসঃ ।

গ্রহক্ষকৈতবস্তারাস্তড়িতস্তনয়িত্ত্ববঃ ॥

সৰ্ব্বং পুরুষ এবৈদং ভূতং ভবাং ভবচ্চ যৎ ।

তেনৈদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি ॥” (ভা: ২।৬।১৩-১৬)

এই শ্লোকসমূহের টীকায় শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

“এবং মায়াশক্তিমতঃ পরমেশ্বরাজ্জাতং জগন্ ততো ভিন্নমিতি পুরুষস্বক্কার্থকথনেন দ্রুতয়তি । তত্র সহস্রশীর্ষেত্যর্দ্ধর্চশ্চ “ব্রাহ্মণোহশ্ম মুখমানীং” ইত্যাদেশ্চ ঋক্‌ত্ৰয়স্তুার্থ পূর্বাধ্যায় এব দর্শিতঃ । “পুরুষ এবৈদং সৰ্ব্বম্” ইত্যাস্তার্থঃ দর্শয়তি—অহং ভবানিতি সাদ্ব্যক্তিভিঃ । এবং প্রপঞ্চকারণত্বং পরমেশ্বরশ্চ দর্শয়িত্বা তস্মৈ প্রপঞ্চাতীতত্বং বদন্ প্রপঞ্চশ্চ তৎপরিচ্ছেদ্যমাংসেহ । তেন পরমেশ্বরেণ ইদং বিশ্বমাবৃতম্ ; যতোহধি বিশ্বস্মাদধিকম্, বিতস্তিঃ বিতস্তিপ্রমাণং দেশং ব্যাপ্য তিষ্ঠতীত্যধিক্যমাত্রং বিবক্ষিতং ন প্রমাণম্ ; তস্মৈ পরিচ্ছিন্নত্বেনা-প্রমাণত্বাৎ । এবং “স ভূমিং সৰ্ব্বতঃ পৃষ্ট্বা অত্যতিষ্ঠদশাস্কুলম্” ইত্যাস্তার্থো বিবৃতঃ । তত্র ভূমিমিত্যাস্তার্থঃ বিশ্বমিতি, দশাস্কুলমিত্যাস্তার্থো বিতস্তিমিতি । অত্যতিষ্ঠদিত্যাস্তার্থোহধিতিষ্ঠতীতি ॥”

শ্রীমন্মধ্বাচার্যের টীকায়ও পাই,—

“সৰ্বং পুরুষ এবৈতি ভগ্যতে ভেদবজ্জগৎ ।
তদধীনস্ত সস্তাদি যতো হস্ত সদা ভবেৎ ॥ ইতি ব্রহ্মতর্কে ।
বিতস্তিমাত্রং হৃদয়মাস্থায় ব্যাপ্নুতে জগৎ ।” ইতি গাকড়়ে ।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

“অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।
মম্বোহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হতম্ ॥
পিতাহমশ্চ জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।
বেণ্ডং পবিত্রমোক্ষার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥
গতির্ভর্তু প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং স্তূত্বং ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্মাম্যংস্জামি চ ।
অমৃতংৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥” (গী: ৯।১৬-১৯)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি হইয়া ।
বিশ্ব সৃষ্টি করে ‘নিমিস্ত’, ‘উপাদান’ লঞা ॥
আপনে পুরুষ—বিশ্বের ‘নিমিস্ত’-কারণ ।
অঈশ্বত-রূপে ‘উপাদান’ হন নারায়ণ ॥
নিমিস্তাংশে করে তেঁহো মায়াতে ঈক্ষণ ।
‘উপাদান’ অঈশ্বত করেন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ॥” (আদি ৬।১৫-১৭) ১০।

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদের দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের
‘তত্ত্বকণা’ নান্দী-অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ

দ্বিতীয়মুণ্ডকে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

শ্রুতিঃ—আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম

মহৎ পদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্ ।

এজৎ প্রাণম্নিমিষচ্চ যৎ ।

এতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং

পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্ বরিষ্ঠম্ প্রজানাম্ ॥১॥

অম্বয়ানুবাদ—[পূর্ব অধ্যায়ে বিজ্ঞেয় পরমপুরুষের স্বরূপ বলা হইয়াছে, এক্ষণে সেই পুরুষের জ্ঞানোপায় কি, তাহা বলিতেছেন]
আবিঃ (তিনি সর্বত্র প্রকাশস্বরূপ) [কিন্তু দূরবর্তী নহেন]
সন্নিহিতম্ (অত্যন্ত নিকটেই আছেন অর্থাৎ শব্দাদি বিষয় যেন উপলব্ধি করিতেছেন) [তবে তাঁহার স্থান কোথায় ?] গুহাচরং (তিনি জীবের হৃদয়মধ্যে বিচরণকারী) নাম (এই বলিয়া প্রসিদ্ধ) মহৎ (সর্বাধিক মহৎ) পদম্ (আশ্রয়ভূত) [কি হেতু তিনি মহৎপদ ? তাহাই বলিতেছেন] অত্র (এই পরমপুরুষে) এজৎ (চলনশীল পক্ষী প্রভৃতি) প্রাণং (প্রাণভূৎ অর্থাৎ প্রাণাপানাদি ক্রিয়াবান্ প্রাণী) নিমিষৎ (সূপ্ত, নিমেষবিশিষ্ট) চ (এবং নিমেষবহিত সমস্ত প্রাণী—মৎশাদি) এতৎ (ইহা) সমর্পিতম্ (আশ্রিত হইয়া আছে) [ইতি]
যৎ এতৎ (এই যে অধিষ্ঠানস্বরূপ—ইহাকে) জ্ঞানথ (অবগত হও)
[হে শিষ্যবর্গ ! তিনিই তোমাদের হৃদয়স্থিত পরমাত্মা] সদসৎ (তিনি

মূৰ্ত্ত এবং অমূৰ্ত্ত, কারণ ও কাৰ্য্যস্বরূপ এবং স্থূল ও সূক্ষ্মতত্ত্ব), প্রজ্ঞানাম্ (সকল লোকের) বরেণ্যাম্ (পূজনীয়, প্রার্থনীয়) [তিনি] বিজ্ঞানাং (জীবাত্মা হইতে) পরং (বিলক্ষণ) যৎ (যেহেতু) বরিষ্ঠম্ (সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ) ১১।

অনুবাদ—তিনি আমাদের কাছে স্বপ্রকাশরূপে প্রকট, আমাদের হৃদয়মধ্যে সন্নিহিত, এইজন্য তিনি গুহাচরনামে প্রসিদ্ধ। তিনি সৰ্ব্বাধিক উত্তম-আশ্রয়। যেহেতু, এই যে পরিদৃশ্যমান চল-স্বভাব মনুষ্য-পক্ষী প্রভৃতি, প্রাণধারী বৃক্ষলতাদি, অনিমেষবিশিষ্ট মৎস্তাদি অথবা চলস্বভাব—জাগ্রৎ, প্রাণাদিমৎ—সুষুপ্ত, নিমেষবান্—সুপ্ত প্রাণি-সমূহ—এই সমুদয় এই ব্রহ্মেরই আশ্রিত হইয়া আছে অর্থাৎ তিন অবস্থায় প্রাণিসমূহ পরমেশ্বরবাহীন। হে বৎসগণ ! ইহাকে কাৰ্য্য-কারণময়, স্থূল-সূক্ষ্মভূত, মূৰ্ত্তামূৰ্ত্ত সমস্ত তত্ত্বের আশ্রয়স্বরূপ জানিবে। ইহাকেই আশ্রয় করিয়া চঞ্চল প্রকৃতি প্রাণাপানাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট, সনিমেষ ও নির্নিমেষ সকল প্রাণীই অধিষ্ঠিত অথবা জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিন অবস্থাতেই জীব তাঁহার অধীন, সুতরাং তাঁহাকেই প্রার্থনা করিবে, তিনি প্রাণিগণের বিজ্ঞানের অগোচর এবং সমস্ত লোকের পূজ্যতম পুরুষোত্তম পরমপুরুষ ১১।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অথ দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। আবিঃ.....পদম্।

আবিৰিত্যব্যয়ং যোগিনামপরোক্ষম্। সন্নিহিতং গুহাচরং হৃদ্বি-
জ্ঞেয়স্বরূপতয়া প্রসিদ্ধং সৰ্ব্বতো মহৎপদং প্রাপ্যভূতমিত্যর্থঃ।

অত্রৈতৎ.....যৎ। এজৎকম্পমানং জাগ্রদিত্তি যাবৎ। প্রাণভূৎ।
নিমিষৎসুপ্তং জাগ্রৎসুপ্তাদিভেদভিন্নপ্রাণিজাতমত্রাক্ষরপুরুষেহপিত-
মিত্যর্থঃ। এতৎ.....বরেণ্যাম্।

স্থূলসূক্ষ্মবস্তুভিরাধারত্বেন প্রার্থনীয়মাধারভূতমিতি যাবৎ। তাদৃশ-
মেব ব্রহ্মাবগচ্ছতেত্যর্থঃ। পরং.....প্রজ্ঞানাম্।

‘যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্’ [বৃ: ৩।৭।২২] ইতি শ্রুতেক্সিজ্ঞানশব্দো জীবপরঃ । বিজ্ঞানাৎপরং জীবাদধিকং প্রজ্ঞানামুপায়োপেয়ত্বং নাত্য-
স্ববর্ণীয়মত্যন্তপ্রার্থনীয়মিত্যর্থঃ । ১১

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—সত্যম্, পরমপুরুষে বিজ্ঞাতে সৰ্বং বিজ্ঞাতং
ভবতি, পরং কন্তু বিজ্ঞানোপায়ঃ তৎস্বরূপাহুসন্ধানং হি জ্ঞানোপায় ইতি
তথা হি পুনন্তৎস্বরূপমহিমাস্তরম্—তৎ ব্রহ্ম আবিঃ প্রকাশস্বরূপং সৰ্বত্র
প্রকটম্, ন চ দুৰ্লভম্ যৎ সন্নিহিতম্ হৃদিস্থত্বাৎ সমীপবর্তি, অতএব
গুহাচরং নাম গুহায়াং জীবহৃদয়ে চরতীতি নিক্রিয়স্তাপি তস্য ইন্দ্রিয়াদি-
চালকত্বাৎ তথোক্তিঃ । নাম ইতি প্রসিদ্ধং মহৎ সৰ্বাধিকং পদং সৰ্ব-
পদার্থান্শদীভূতম্, অত্র ব্রহ্মণি ষদেতৎ পরিদৃশ্যমানং জগৎ যথা এজৎ
কম্পমানং চলন্তভাবম্ মহুগ্গাদি প্রাণং চলনহীনমপি প্রাণং প্রাণবৎ যথা
বৃক্ষাদি নিমিষং চক্ষুর্মীলনাদি ক্রিয়াবৎ—পশুপক্ষ্যাди, চকারাৎ
অনিমিষং যৎশ্রাদি প্রাণিজাতং সৰ্বম্ অত্র ব্রহ্মণি সমপিতম্—আশ্রিতং
সৰ্বেষামধিষ্ঠানমিত্যর্থঃ । এতৎ ব্রহ্ম জ্ঞানং জানীতেত্যর্থঃ ব্যাত্যয়েন
লট্, শিষ্টাভিপ্রায়েণ বহত্বম্ । এতৎ সৎ সূক্ষ্ণভূতং কারণং, অসচ্চ
স্থূলরূপং কার্যম্ তৎবরণ্যং বর্ণীয়ং প্রার্থনীয়ং পরমার্থরূপং, প্রজ্ঞানাম্
লোকানাং বিজ্ঞানাং লৌকিকজ্ঞানাং পরং বহির্ভূতং, বরিষ্ঠম্ সৰ্বদোষ-
রাহিত্যাৎ শ্রেষ্ঠম্ জানীত । ১১

তত্ত্বকণা—পুনরায় অঙ্গিরা ঋষি ত্রীভগবানের মহিমাস্তর শৌনকেব
প্রতি বলিতেছেন । সৰ্বশক্তিমান্, সৰ্বজ্ঞ ও সৰ্বব্যাপী পরমেশ্বর
প্রকাশস্বরূপ । সমস্ত প্রাণিগণের অত্যন্ত নিকট, উহাদের হৃদয়রূপ
গুহাতে নিহিত আছেন, সেইজন্য সেই পরব্রহ্ম পরমপুরুষ
গুহাচর-নামে প্রসিদ্ধ । যত চলনশীল, শ্বাসকারী, চক্ষুর নিমেষবিশিষ্ট ও
নিমেষবহিত প্রাণী আছে, উহারা সমুদায় পরমেশ্বরে সমপিত অর্থাৎ

আশ্রিত। সকলের আশ্রয় সেই পরমাত্মা। হে শিষ্য! তুমি ইহাকে জ্ঞান অর্থাৎ অবগত হও। যিনি সৎ অর্থাৎ কারণস্বরূপ এবং অসৎ অর্থাৎ কার্যস্বরূপ, যিনি সমকালে প্রকট এবং অপ্রকট, যিনি সকলের বরণীয় ও সর্বাঙ্গপেক্ষা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। তিনি সমস্ত প্রাণিগণের বুদ্ধির অতীত অর্থাৎ প্রাকৃত বুদ্ধির অগোচর।

শ্রীমন্তাগবতেও পাই,—

“যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসংবিদা।

অবিদ্যায়ানি কৃতে ইতি তদব্রহ্মদর্শনম্।

যদ্বৈশ্বোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।

সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে।” (ভা: ১।৩।৩৩-৩৪)

শ্রীভগবানের স্বরূপ-দর্শনের উপায়-সম্বন্ধে শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“যশ্চ স্বরূপং কবয়ো বিপশ্চিতো গুণেষু দারুণিব জাতবেদসম্।

যথু স্তি যথু। মনসা দিদৃক্ষবো গূঢ়ং ক্রিয়ার্শ্বৈর্নম ঈরিতাত্মনে।”

(ভা: ৫।১৮।৩৬)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

“ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যাক্তমূর্তিনা।

মংস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ।

ন চ মংস্থানি ভূতানি পশু মে যোগমৈশ্বরম্।

ভূতভূত চ ভূতস্থো যমাত্মা ভূতভাবনঃ।” (গী: ৯।৫-৬) ১১।

শ্রুতিঃ—যদর্চিমদ্ যদগুভ্যোহগু চ

যন্মিল্লোঁকা নিহিতা লোকিনশ্চ।

তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্মনঃ।

তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদেদ্রব্যং সৌম্য বিদ্ধি ॥২॥

অঙ্ক্যানুবাদ—৪৭ (যে পরব্রহ্ম) অর্চিমৎ (দীপ্তিমান্) ৪৭

(যে পরব্রহ্ম) অণুভাঃ (দ্ব্যণুক পরমাণু প্রভৃতি সূক্ষ্মবস্ত
হইতেও) অণু চ (সূক্ষ্মতম) [এইরূপ পৃথিব্যাদি স্থূল হইতেও
স্থূলতম] যস্মিন্ (যে পরব্রহ্মে) লোকাঃ (ভূঃ প্রভৃতি লোক)
নিহিতাঃ (অবস্থিত), লোকিনঃ চ (এবং লোকবাসীরাও আশ্রিত),
তদ্ এতৎ (ইনিই সেই) অক্ষরং (সৰ্ব্বকারণ-কারণ অপ্ৰচ্যুতস্বভাব)
ব্রহ্ম (পরমাট্মা পরমেশ্বর) সঃ প্রাণঃ (তিনিই প্রাণ) তদ্ (এবং
সেই ব্রহ্মই) বাক্মনঃ (বাগিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়, এবং অগ্ন্যাণ্ড
কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়স্বরূপ) তদেতৎ (এই যে পরমর্চৈতন্যকে
আশ্রয় করিয়া প্রাণাদির স্থিতি, ইহা) সত্যম্ (সত্যস্বরূপ) তৎ
(তিনি) অমৃতম্ (এবং অমৃতস্বরূপ ও আনন্দময়তত্ত্ব) হে সৌম্য!
(হে প্রিয়দর্শন শৌনক!) তদ্ (সেই ব্রহ্ম) বেদ্বাৎ (বেদার্থ অর্থাৎ শুদ্ধ
মনের দ্বারা তাঁহাকেই লক্ষ্য করিবে) বিদ্ধি (জানিও) [অর্থাৎ তাঁহাকে
পাইতে হইলে তাঁহাতে একান্তভাবে ভক্তিয়ুক্ত মনঃ সংযোগ করিবে] ২২।

অনুবাদ—পুনরায় সেই পরমপুরুষের স্বরূপ বলিতেছি—যিনি
প্রকাশকেরও প্রকাশক, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, এইরূপ মহৎ হইতেও
মহত্তর, যাহাতে এই ভূাদিলোক নিবদ্ধ আছে এবং সেই লোকবাসী
দেবমহুগাদিও যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, তিনিই সেই অক্ষর
পরমব্রহ্ম, তিনিই জীবের প্রাণ, এবং বাগিন্দ্রিয় অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয় ও মন
অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়—তিনিই। এই পরমপুরুষ সত্যস্বরূপ, অবিনাশী এবং
ইনিই পরমানন্দময় ও জীবের পরমপুরুষার্থ, বিশুদ্ধ মন দ্বারা তাঁহাকেই
লক্ষ্য করিতে হইবে; তাঁহাকে পাইতে হইলে মনকে ভক্তিয়োগের দ্বারা
সমাহিত করিতে হইবে, ইহা জানিও অর্থাৎ সেই বেদ্য অক্ষর ব্রহ্মে
ভক্তিপ্লুত চিত্ত সংযোগ কর ২২।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যদ.....চ। ষদচ্চিমৎ। অর্চিঃশক্তিদীপ্তি-
মন্তঃ চ বিগ্রহদ্বারা দ্রষ্টব্যম্। অণুভ্যোহপি শ্রামাকাদিভ্যোহগিষ্ঠম্।
সূক্ষ্মতয়া সর্কাস্তঃপ্রবেশযোগ্যমিত্যর্থঃ।

যস্মিন্.....লোকিনশ্চ । লোকিনো লোকবাসিনঃ । শিষ্টং স্পষ্টম্ ।
তদেতদক্ষরং.....বাঙ্মনঃ । উশকোহবধারণে । প্রাণাদিকমপি
তদাস্বকমিত্যর্থঃ । তদেতৎ সত্যম্ তদমৃতং.....বিদ্ধি ॥

তদেতদক্ষরমবিনাশি অমৃতমসংসারিভোগ্যমিতি বাহর্থঃ । তদেব
মনসা বেদ্ব্যং বিদ্ধি । সমাহিতমনোবিষয়ং বিদ্ধি । তত্র মনঃসমা-
ধানং কুর্স্বিতি যাবৎ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অত স্তদ্বাক্তপ্রাপ্ত্যর্থং মনঃ সমাধানং কৰ্ত্তব্যম্, এতদেব
তৎপ্রাপ্তিসাধনং যন্তবাম্, লক্ষ্যস্বরূপজ্ঞানং বিনা তদবেধাসম্ভবাৎ তদেব
প্রথমং নির্দিশতি তৎ ব্রহ্ম, অর্চিমং অর্চিয়ং সূর্য্যাদি প্রকাশক-প্রকাশকং
'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ' ইতি শ্রুতেঃ । অণুভাঃ—দ্ব্যণুকপরমাধাদিভাঃ
স্বশ্বেভ্যো বস্তুভাঃ অণু স্বশ্চত্বরং, চ শব্দাৎ স মহতোহপি মহন্তরম্, উক্তঞ্চ
'অণোরণীয়াং মহতোমহীয়ানিতি' । যস্মিন্ ব্রহ্মণি লোকাঃ ভূবাদয়ঃ
নিহিতাঃ স্থিতাঃ, তদাশ্রিতা ইত্যর্থঃ, ন কেবলং লোকাঃ লোকিনশ্চ
তল্লোকবাসিনো মনুষ্যাদয়ঃ যস্মিন্ নিহিতাঃ, তদেতৎ সৰ্ব্বাশ্রয়ীভূতং
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম মনঃশরেণ বেদ্ব্যং, সঃ পরমায়া প্রাণঃ মূখ্য-
প্রাণস্বরূপঃ হৃদি যস্মিন্ সতি জীবনং প্রবৰ্ত্ততে এতদপি অপানাদীনাং
বায়ুনাংপলক্ষকম্ । তদু উ কিল তদক্ষরং ব্রহ্ম বাক্ বাগিল্লিয়ং মনঃ অন্তরি-
ল্লিয়ঞ্চ এতচ্চ অন্তেবাং কর্মেল্লিয়াণাং জ্ঞানেল্লিয়াণাকোপলক্ষকম্ । তদেতৎ
যয়া যদুক্তং অক্ষরস্বরূপং তৎসত্যমবিততম্ অথবা শাস্ততমিত্যর্থঃ, তদ ব্রহ্ম
অমৃতং আনন্দময়ঃ পরমপুরুষার্থ ইতি, ততঃ কিম্ ? হে সৌম্য—শোনক !
তদেতৎ বেদ্ব্যম্ শুদ্ধ মনসা শরেণ লক্ষণীয়ং বিদ্ধি জানীহি তত্র চেতঃ
ভক্তিব্যোগেন সমাধেহি যথা নিশিতেন শরেণ নিক্ষিপ্তেন লক্ষ্যাস্ত বশীকরণং
ভবতি তথা ভক্তিয়ুক্তেন একাগ্রেণ মনসা তদ প্রাপ্তব্যমিত্যর্থঃ ॥২॥

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে বিশেষভাবে জ্ঞাত করাইবার
নিমিত্ত পুনরায় উহার স্বরূপ শব্দান্তরে বর্ণন করিতেছেন ।

এই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর অতিশয় দীপ্তিমান্ অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ। তিনি সকল প্রকাশকেরও প্রকাশক। যিনি অতিশয় সূক্ষ্মবস্ত হইতেও সূক্ষ্মতর, অতিশয় স্থূলবস্ত হইতেও স্থূলতর। যাহাতে সমস্ত লোক ও লোকবাসী অবস্থান করে অর্থাৎ সকল যাহার আশ্রিত, তিনিই অক্ষর পরমব্রহ্মতত্ত্ব। ইনিই সকলের জীবনদাতা প্রাণস্বরূপ। ইনিই সকলের বাক্ ও মনঃ অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের প্রবর্তক। এতৎপ্রসঙ্গে কেনোপনিষদের “শ্রোত্রশ্চ শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্” (কে: ১।২) মন্ত্রটি আলোচ্য। ইনিই পরম সত্যস্বরূপ অবিনাশী তত্ত্ব এবং আনন্দময়—অমৃতস্বরূপ, সকলের পরমপুরুষার্থ। হে সৌম্য শৌনক ! ইহাকে বেধ করা কর্তব্য অর্থাৎ ভক্তিযোগের দ্বারা মনকে ইহাতে সমাহিত করা কর্তব্য। তাই মহাজন বলেন—

“যেন কেন উপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ”

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবর্ষি নারদের বাক্যেও পাই,—

“ধ্যায়তচ্চরণাস্তোজং ভাবনির্জিতচেতসা।

ওংকণ্ঠ্যাকলাকশ্চ হৃদ্যাসীয়ে শনৈর্হরিঃ ॥” (ভা: ১।৬।১৭)

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মস্বরূপ-সংক্ষেপে আরও পাই,—

“শশ্বৎপ্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং

শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্।

শব্দো ন যত্র পুরুষাকরকবান্ ক্রিয়ার্থো

মায়া পঠৈত্যাভিমুখে চ বিলজ্জমানা ॥

তদৈব পদং ভগবতঃ পরমশ্চ পুংসো-

ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রস্বতং বিশোকম্।

সধ্র্যুঙ্ নিয়ম্য যতয়ো যমকর্ত্তহেতিং

জহ্যঃ স্বরাড়িব নিপানথনিজ্রমিদ্ভঃ ॥” (ভা: ২।৭৪৭।-৪৮) ২২।

ঋতিঃ—ধম্মুগৃহীত্বোপনিষদং মহাস্ত্রং
 শরং জ্যুপাসানিশিতং সন্দধীত ।
 আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
 লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি ॥৩॥

অম্মুগৃহীত্বোপনিষদং—[অতঃপর বেধের প্রকার বলিতেছেন—]
 উপনিষদং (উপনিষদে বর্ণিত প্রণবরূপ) ধম্মুঃ (শরাসন) গৃহীত্বা
 (লইয়া অর্থাৎ প্রণবকে বেধের সাধন করিয়া) উপাসানিশিতং
 (ভগবদুপাসনারূপ শরণ যন্ত্রদ্বারা শানিত) মহাস্ত্রং (জীবাশ্মরূপ অব্যর্থ)
 শরং (বাণ) হি সন্দধীত [—সন্দধীত] (সন্ধান করিবে অর্থাৎ পরমেশ্বররূপ
 লক্ষ্য পদার্থে চিন্তকে সংযোগ করিবে) [তাহার পর] তদ্ভাবগতেন
 (ভগবৎ-প্রবণ) চেতসা (চিন্তদ্বারা অর্থাৎ তাহার প্রাপ্তীচ্ছাযুক্ত ভক্তিপূত
 চিন্ত দ্বারা) আয়ম্য [—আকৃষ্য] (সেই আশ্মরূপ শর আকর্ষণ করিয়া, এই
 আকর্ষণ—চিন্তের দ্বারা অন্ত বিষয়সমূহ হইতে বিমুক্ততা সম্পাদনপূর্বক
 লক্ষ্য ভগবানে সংযোজন) হে সৌম্য ! (প্রিয়দর্শন শৌনক !)
 তদেব (সেই পূর্ববর্ণিত) অক্ষরং (অক্ষর পরমব্রহ্মকেই) লক্ষ্যং
 (জীবাশ্মরূপ শরের বেধ) বিদ্ধি (জানিও) ॥৩॥

অম্মুগৃহীত্বোপনিষদং—লক্ষ্য পরব্রহ্মের বেধ-প্রকার বলিতেছেন—লৌকিক
 ব্যবহারে দেখা যায় যে, বেধকারী ধম্মুক লইয়া তাহাতে শানিত
 অব্যর্থ শর যোজনা করে, পরে একমনে সেই ধম্মুক নত করিয়া লক্ষ্যে
 নিক্ষেপ করে, সেইপ্রকার উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য গুণরূপ ধম্মুঃ লইয়া
 তাহাতে ভগবদুপাসনারূপ শরণাস্ত্রে শানিত অর্থাৎ সংস্কৃত জীবাশ্মরূপ
 শর যোজনা করিবে এবং নিরবচ্ছিন্ন ভগবদ্ভক্তিপূর্ণ চিন্তের দ্বারা একাগ্র-
 মনে সেই ধম্মুককে আকর্ষণ করিবে, হে সৌম্য ! সেই পরমপুরুষ তোমার

বেদ্য জানিও । ইহা হইলেই অর্থাৎ শুদ্ধচিত্তে ভক্তিয়োগ আশ্রয় করিলেই তুমি সেই পরমপুরুষকে লাভ করিতে পারিবে, ইহাই তাৎপর্য্য ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ধনুঃ……ধীত । উপনিষৎপ্রসিদ্ধং প্রণবাখ্যং ধনুর্গৃহীত্বা ভগবৎপাসনয়া স্থলস্থলশরীরাদিবেচিতমষ্টাঙ্করাদিলক্ষণমহাস্ত্র-সংযোজিতমাত্মলক্ষণং শরং সন্দধ্যাৎ । কিং কৃত্বৈত্যাহ—

আয়ম্য……চেতসা । ভগবৎপ্রবণেন চেতসা তদ্বহ্নয়াম্য প্রণবা-খ্যস্ত ধনুষ আয়মনং নাম প্রত্যক্পরমাত্মনোঃ শেষশেষিতাবলক্ষণার্থপ্র-কাশকত্বেনাহুসংহিতত্বম্ । তদ্ভাবগতেন চেতসেতি পাঠে ভাবঃ প্রাপ্তি-স্তদ্ভাবগতেন চেতসা তৎপ্রাপ্তৌচ্ছয়া শরমায়ম্যেত্যর্থঃ । তস্ত চায়মনং নাম মনসেন্দ্রিয়াস্তঃকরণস্ত তস্ত বিষয়াস্তরবিমুখীকরণপূর্ব্বকমক্ষরাখ্য-লক্ষ্যাভিমুখতয়াইবস্থাপনম্ । লক্ষ্যং……বিদ্ধি ।

হে সোম্য তদেবাক্ষরং লক্ষ্যং লভ্যং জানীহীত্যর্থঃ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ লৌকিকবেদ্যং অক্ষরপুরুষবেদেহপি উপকরণাত্মাহ—ধনুরিত্যাদিনা—উপনিষদং উপনিষৎপ্রোক্তং প্রণবং ধনুঃ গৃহীত্বা শরাসনরূপেণ কল্পয়িত্বা, উপাসানিশিভং উপাসা—উপাসনা ভক্তিয়ুক্তেন নিরবচ্ছিন্নধারয়া ভগবদ্ব্যনং তয়া নিশিভং শাণিভং সংস্কৃত-মিত্যর্থঃ, মহাস্ত্রং মহদব্যর্থং তৎ অস্ত্রং অষ্টাদশাঙ্করাদিলক্ষণাস্ত্রসংযোজিতম্ জীবাাত্মলক্ষণং শরং সন্দধীৎ প্রণবে ধনুষি যোজয়েৎ । ততশ্চ তদ্ভাব-গতেন ভগবদ্ভাবপ্রবণেন চেতসা অস্তঃকরণেন তৎ শরসংযুক্তং ধনুঃ আয়ম্য আকৃষ্টা বিষয়াস্তরবিমুখীকরণপূর্ব্বকলক্ষ্যাভিমুখতয়া অবস্থাপ্যেত্যর্থঃ, হে সোম্য ! তদেব পূর্ব্ববর্ণিতম্ অক্ষরং পুরুষোত্তমং পরমেশ্বরং লক্ষ্যং বেদ্যং প্রাপ্যামিতিষাবৎ বিদ্ধি জানীহি ॥৩॥

তত্ত্বকণা—লক্ষ্য ভেদ করিতে যে-প্রকার ধনুঃ ও বাণের প্রয়োজন, সেইপ্রকার শ্রীভগবান্কে প্রাপ্ত হইতে হইলে কিরূপ

অস্ত্রের প্রয়োজন অর্থাৎ কিরূপ সাধনের প্রয়োজন, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন।

যেৰূপ কোন বাণকে লক্ষ্যপর ছুড়িতে হইলে উহাকে সৰ্ব্বপ্রথমে শাণিতাস্ত্রে তীক্ষ্ণধার করা হয়, সেইপ্রকার জীবাশ্মরূপী বাণকে উপাসনাদ্বারা নির্মল এবং শুদ্ধ করিবার পর উহাকে প্রণবরূপ ধনুকে সম্বান করিতে হইবে অর্থাৎ জীবাশ্মার প্রণবের উচ্চারণ এবং উহার অর্থরূপ পরমাত্মাকে ধ্যানের মধ্যে সমাক্ষ প্রকারে যোজনা করিতে হইবে। যেৰূপ ধনুককে পূর্ণ শক্তি লইয়া আকর্ষণ পূৰ্ব্বক বাণকে লক্ষ্যপর নিক্ষেপ করিতে হয়, যাহাতে শীঘ্র লক্ষ্যভেদ হয়, সেইরূপ ভগবদ্ভাবপূর্ণ চিন্তের দ্বারা ঔকারের উচ্চারণ এবং উহার স্বরূপার্থের সুদীর্ঘকাল ধ্যান করিতে হয়। যাহাতে জীবাশ্মা নিশ্চিতরূপে পরমাত্মার শ্রীপাদপদ্মে প্রবেশ করে অর্থাৎ আশ্রয় লাভ করে। এই-জন্তই ঔকারের প্রেমপূৰ্ব্বক উচ্চারণ এবং উহার অর্থস্বরূপ পরমাত্মার প্রগাঢ় চিন্তন অর্থাৎ ধ্যান বা স্মরণই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার উপায়-রূপে নির্দ্ধারিত হইল।

শ্রীগীতাতে পাই,—

“সৰ্ব্বদ্বারানি সংযম্য মনো হৃদি নিকৃধ্য চ।

মূৰ্দ্ধন্যাদায়াশ্বনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহবন্ মামনুস্মরন্।

যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥”

(গী: ৮।১২-১৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“অভ্যাসেননসা শুদ্ধং ত্রিবৃদ্ ব্রহ্মাক্ষরং পরম্” (ভা: ২।১।১৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

“ ‘প্রণব’ যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্তি ।

প্রণব হইতে সৰ্ববেদ, জগতে উৎপত্তি ।”

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৭৪)

আরও পাই,—

“ ‘প্রণব’ সে মহাবাক্য বেদের নিদান ।

ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব—সৰ্ববিশ্বধাম ।” (চৈঃ চঃ আদি ৭।১২৮)

(ভক্তিসন্দর্ভ) শ্রুতৌ—“ওমিত্যেতদ্ ব্রহ্মণো নেদ্বিষ্টং নাম

যস্মাদুচ্চাৰ্য্যমাণ এব সংসারভয়াত্তারয়তি তস্মাদুচ্যতে তার ইতি ।”

(ভগবৎ-সন্দর্ভ)—“অবতারাস্তরবং পরমেশ্বরশ্চৈব বর্ণরূপেণাবতা-

বোহয়মিতি তস্মাৎ নামনামিনোরভেদ এব ।”

(মাণ্ড্যুকা)—“ওঁকার এবেদং সৰ্বং ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সৰ্বম্ ।”

“সৰ্বব্যাপিনমোঁকারং মত্বা ধীৰো ন শোচতি ।”

“ওঁকারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ ।”

শ্রীগীতায় পাই,—

“ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম বাহবন্ মামব্রহ্মবন্ ।” (গীঃ ৮।১৩)

ওঁকারের অর্থও পাই,—

“অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সৰ্বলোকৈকনায়কঃ ।

উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ ।” ৩৩।

শ্রুতিঃ—প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে ।

অপ্রমত্তেন বেদব্যং শরবন্তশ্চরো ভবেৎ ॥৪॥

অষ্টানুবাদ—[পূৰ্ণ শ্রুতির অর্থ বিবৃত করিতেছেন—ধনুঃ-স্থানীয়

ঔপনিষদ-তত্ত্বের অর্থ] প্রণবঃ (ওঁকার) [ইহাই] ধনুঃ (শরাসন),

আত্মা হি (জীবাত্মাই) শরঃ (বাণ) লক্ষ্যম্ (বেদ্য) তৎব্রহ্ম (সেই

অক্ষর পরমপুরুষ) উচ্যতে (কথিত হইয়া থাকে); অগ্রমন্তেন (সাবধান হইয়া অর্থাৎ বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত,—ভগবদিতর সর্ব-
বিষয়ে বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া) বেদ্ববাং (পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিবে) শরবং
(বাণের মত অর্থাৎ যেমন বাণের বেধাবস্তাই একমাত্র লক্ষ্য হয়, সেই-
প্রকার) তন্নয়ঃ (পরব্রহ্ম মাত্রের ধ্যান-পরায়ণ) ভবেৎ (হইবে) ॥৪॥

অনুবাদ—পূর্বশ্রুতিতে যে ধনুঃ প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে, সেই রূপকের বিষয় বিবৃত করিতেছেন । প্রণবকে ধনুঃ বলিয়া জানিবে । এইরূপ জীবাাত্মাকে শর, অক্ষর পরমপুরুষকে তাহার লক্ষ্য স্থির করিবে । একাগ্রমনে সেই পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে জীবাাত্মা তাহার ঐকান্তিক আশ্রিত্য অর্থাৎ তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হইবে ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—উক্তমর্থঃ বিবরণোতি—প্রণবো...মুচ্যতে ।

ওমিত্যাখ্যানং যুঞ্জীতেত্যাত্মরূপশরসমর্পণে হেতুত্বাৎপ্রণবস্ত ধনুঃস্থেন রূপণম্ । অগ্রমন্তেন.....ভবেৎ ॥

বিষয়াস্তরবিমুখে নৈকাগ্রচিত্তেন বেদ্ববাম্ । বেধো হি তদেকশেষ-
ত্বেন তদ্ধ্যানম্ । যথা লক্ষ্যে নিমগ্নস্ত শরস্ত লক্ষ্যাপেক্ষয়া ভেদ-
কাকারাক্ষুরণমেবং পরমাত্মনি প্রণবেন সমর্পিতস্ত প্রত্যগাত্মনস্তৎ-
সামালক্ষণাং মুক্তিমাপন্নস্ত স্তানৈকাকারস্ত দেবমহুগ্নতাদিলক্ষণভেদ-
কাকারাক্ষুস্তিরেব তন্নয়ত্বমিতি ব্রষ্টব্যম্ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ পূর্বোক্তরূপকশ্রুতিং বাচ্যে—ঔপনিষদ-
ধনুঃশব্দেন প্রণবো লক্ষ্যতে, ‘ওমিত্যাখ্যানং যুঞ্জীত’ ইতি শ্রুতেঃ’ উক্তক
পাতঙ্কলে ‘তস্ত বাচকঃ প্রণবঃ’ ‘তজ্জপস্তদর্থভাবনমি’তি চ, যথা ধনুঃ
লক্ষ্যে শরস্ত পাতনে হেতুত্বাৎ প্রণবোহপি ব্রহ্মণি আত্মপ্রবেশে হেতুঃ ইতি
প্রণবস্ত ধনুঃস্থেন রূপণম্ । আত্মা জীবাাত্মা স চ শরঃ শরইব যথাবৈ শরঃ
লক্ষ্যে পাতিতঃ লক্ষ্যমায়ত্তীকরোতি তথা । পরব্রহ্ম অক্ষরঃ পুরুষঃ তন্ন-
ক্ষ্যম্—তস্ত শরস্ত লক্ষ্যং বেধ্যম্ উচ্যতে তদ্ব্যবিস্তিঃ, যথা শরো লক্ষ্যে

পতিত্বা তদ্বিধ্যতি তথা জীবাআহপি ব্রহ্মণি নিহিতস্তদুপলভতে । এবং
সতি অপ্রমত্তেন অবহিতেন সৰ্ব্বতোবিরক্তেন চিন্তেনেত্যর্থঃ, তদ্ ব্রহ্ম
বেদ্যম্—লক্ষ্যং তদেকমাত্রেন ধোয়মিত্যর্থঃ, অথ শরবৎ শরইব তন্ময়ঃ
কেবলতচ্ছ্যানময়ঃ ভবেৎ যথা শরশ্চ লক্ষ্যকাত্মত্বং ফলং ভবতি তথা
ব্রহ্মেকাত্মত্বং পরমেশ্বরশ্চাশ্রিতত্বমিতি যাবৎ জীবাআনো ভবতি ॥৪॥

ভক্তকণা—পূৰ্ব্ব শ্রুতিমন্ত্রে বর্ণিত-বিষয় বিশদভাবে বলিতেছেন । পূৰ্ব্বে
রূপকভাবে বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের বাচক শ্রবণ অর্থাৎ ওঁকার—
ধমুঃ এবং জীবাআ বাণস্বরূপ আর পরমেশ্বর উহার লক্ষ্য । প্রমাদ-
রহিত জিতেন্দ্রিয় উপাসনাকারী সাধক দ্বারা সেই লক্ষ্য বিদ্ধ হয় ।
এইজন্য বলিতেছেন—হে সৌম্য ! সেই লক্ষ্যস্থানে শরের ন্যায় উপস্থিত
হইতে হইলে তোমাকে তাঁহাতে একাগ্রচিন্তে তন্ময় হইতে হইবে ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“যদা রহিতমাত্মানং ভূতেন্দ্রিয়গুণাশয়ৈঃ ।

স্বরূপেণ ময়োপেতং পশুন্ স্বারাজ্যমুচ্ছতি ॥” (ভাঃ ৩।২।৩৩)

অক্ষরব্রহ্ম-সম্বন্ধেও শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

“তদাহরক্ষরং ব্রহ্ম সৰ্ব্বকারণকারণম্ ।

বিষ্ণোর্ধাম পরং সাক্ষাৎ পুরুষশ্চ মহাত্মনঃ ॥” (ভাঃ ৩।১।৪২)

“অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম” (গীঃ ৮।৩) ব্রহ্মব্য ॥৪॥

শ্রুতিঃ—যস্মিন্ জ্যোঃ পৃথিবী.চাস্তরিক্ষম্

ওতং মনঃসহ প্রাণৈশ্চ সৰ্বৈঃ ।

তমেবৈকং জানথ আত্মানম্

অন্যা বাচো বিমুক্তথাত্মতশ্চৈষ সেতুঃ ॥৫॥

অন্যানুবাদ—[এই অক্ষর পরব্রহ্ম অতি হৃদ্য, এজন্য পুনঃ
পুনঃ তাঁহার স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন—] যস্মিন্ (যে পরমপুরুষে)

ত্ৰোঃ (দ্ৰালোক—স্বৰ্গ) পৃথিবী (ভূলোক) অন্তরিক্ষম্ চ (এবং আকাশ, পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যবর্তী স্থান) সৰ্বৈঃ প্রাণৈঃ সহ (সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ুর সহিত) মনঃ চ (এবং অন্তরীন্দ্রিয়) ওতং (গ্রথিত) [আছে] তম্ এব একম্ (সেই এক) আত্মানম্ এব (পরমাত্মাকেই) জ্ঞানঞ্চ (জানিও) অত্রা বাচো (অপর সমস্ত বাক্য—অপরা বিজ্ঞা এবং তাহাদের প্রকাশ সমস্ত সসাধন যাগাদিকর্ম) বিমুক্তঞ্চ—বিমুক্তত (পরিত্যাগ কর) [যেহেতু] এবঃ (এই পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানই) অমৃতশ্চ (মুক্তির) সেতুঃ (সেতুর মত সংসার-মহাসাগরের পার হইবার পথ) ॥৫॥

অনুবাদ—পরব্রহ্মজ্ঞান অতীব দুষ্কর, সেই পরমপুরুষ অতীব দুর্লভ। এজন্য পুনরায় তাঁহার স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন। দ্ৰালোক, ভূ-লোক ও অন্তরিক্ষ যে পরব্রহ্মে প্রোত আছে, মনঃ সমস্ত প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত তাহাতে নিবদ্ধ, হে বৎসগণ! তোমরা সর্বাশ্রয় সেই অদ্বিতীয় প্রত্যগাত্মাকেই জ্ঞান, তিনিই তোমাদের এবং সকল প্রাণীর নিয়ন্তা অন্তর্যামী পরমাত্মা তাঁহাকে জানিয়া অত্র অপরা-বিজ্ঞা-বাক্য ত্যাগ কর, যেহেতু এই পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানই সংসার-সাগরের পরপারে যাইবার পথ ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যস্মিন্.....সেতুঃ ॥

যস্মিন্নক্ষরে দুাপৃথিব্যান্তরিক্ষমনঃপ্রাণাদিকং সমবেতং তমেকমেব শ্বেতরসমস্তবস্ত্রনিয়ন্তৃত্বেন ব্যাপকতয়া জ্ঞানীতানাত্মবিষয়া বাচন্তাজত। কশ্চ হেতোঃ? অমৃতশ্চৈষ সেতুর্নদ্যাदिষু সেতুর্হি কূলশ্চ প্রতিলম্বকঃ সংসারার্ণবপারভূতশ্চামৃশ্চৈষ প্রতিলম্বক ইত্যর্থঃ ॥৫॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—পুনরপি স্বথবোধায় ব্রহ্মণঃ স্বরূপমাহ—যস্মিন্ অক্ষরে পরমপুরুষে, ত্ৰোঃ স্বলোকঃ দ্ৰালোকঃ পৃথিবী ভূলোকঃ, অন্তরিক্ষং ভুবলোকশ্চ ওতং গ্রথিতম্ আশ্রিতং ন কেবলং তদেব কিন্তু সৰ্বৈঃ

প্রাণৈঃ প্রাণবায়ুভিঃ ইন্দ্রিয়ৈশ্চ সহ মনঃ ওতম্, একং সৰ্ব্বাশ্রয়ং
তমেব অক্ষরপুরুষং নাশ্চ জ্ঞানঞ্চ জানীত, তম্ আত্মানং সৰ্ব্বভূতান্তঃস্থিতং
প্রত্যেক স্বরূপং অন্তর্যামিনং জানীত, অজ্ঞাঃ এতদ্বিলক্ষণাঃ অপরিবিচারূপা-
বাচো বিমুক্তাঃ পরিত্যক্তাঃ, যতঃ এষঃ অমৃতস্ত মোক্ষস্ত সেতুঃ লাতোপায়ঃ,
সেতুরিব পরপারগমনোপায়ঃ, পরমাত্মজ্ঞানমেব মুক্তিহেতুঃ । অপরিবিচাঃ
তৎকার্য্যানি তৎসাধনানিচ বন্ধন-হেতবঃ ইতি ভাবঃ । ৫।

ভক্তকণা—পুনরায় পরমেশ্বর-স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন । প্রমাদ-
রহিত ও বৈরাগ্যবান্ হইয়া পরব্রহ্মকে জানিবার জন্য শ্রুতি
উপদেশ করিতেছেন ।

যে পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ এবং সমগ্র
প্রাণ অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত মন-বুদ্ধিরূপ অন্তকরণ সকলই
ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত । সেই সৰ্ব্বাত্মা পরমেশ্বরকে তুমি পূর্বোক্ত
উপাসনারূপ উপায়াবলম্বনে জানিবে ।

শ্রীভগবান্ স্বয়ং শ্রীগীতায় বলিয়াছেন,—“ভক্ত্যা মামভিজানাতি”

(গী: ১৮।৫৫)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—“ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ” (ভা: ১১।১৪।২১)

ভক্তীতর অন্য সব বার্তা সৰ্ব্বথা পরিত্যাগ কর । উহা ভগবদ্-
প্রাপ্তির পথে নিম্নস্বরূপ । অতএব উহাতে সৰ্ব্বতোভাবে বিরাগলাভ-
করতঃ ভক্তির আশ্রয়ে সাধনে তৎপর হও । যাহা অমৃতের সেতু
অর্থাৎ সংসারসমুদ্র পার হইয়া অমৃতস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার
একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায় । এই মুণ্ডক শ্রুতিতেও অন্ততঃ বলিয়াছেন—পর্য
বিচার দ্বারাই পরব্রহ্মকে জানা যায় । “যয়ান্ধকরমধিগম্যতে সা পরা”
অপরা বিদ্যা সৰ্ব্বথা পরিত্যজ্য ।

মাঠর-শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—

“ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ

পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী ।

(৩।৩।৫৩ বেদান্তসূত্রের মাক্ষভান্ড-ধৃত মাঠর শ্রুতি-বচন)

নারদসূত্রে পাই,—

“ওঁ অমৃতরূপা চ ।

ওঁ যন্নক্ণা পূমান্ শিক্ণো ভবত্যমৃতীভবতি তৃপ্তো ভবতি ।”

(নারদ-সূত্র)

বেদান্তসূত্রেও পাই,—“বিদ্বৈব তু তদ্বিদ্ধাবনাং” (বে: সূ: ৩।৩ ৪৮)

শ্রীমদ্ভলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু স্বীয় শ্রীগোবিন্দভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

“বিদ্যাশব্দেনেহ জ্ঞানপূর্ব্বিকা ভক্তিরূচ্যাতে । “বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুক্ষৌত”

ইত্যাদৌ তাদৃশান্তশাস্ত্রাভিধানাং । স্মৃতিশ্চোভয়ত্র বিদ্যাশব্দং প্রযুক্তে ।

“বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ” ইতি “রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্” ইতি চ ।”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর” (চৈ: চ: মধ্য ৮।২৪৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

“তৎকর্ষ হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্নতির্ঘয়া ।” (ভা: ৪।২৯।৪৯) ॥৫॥

শ্রুতিঃ—অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাভ্যঃ

স এষোহিন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ ।

ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং

স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥৬॥

অর্থ্যানুবাদ—[আরও গুন—] অরা: (চক্রেব দণ্ডগুলি) রথনাভৌ

(রথচক্রেব নাভিদেবে) ইব (যেমন সংযোজিত আছে—এইপ্রকার)

যত্র (যে জীব-হৃদয়ে) নাভ্যঃ (সৰ্বদেহব্যাপী শিরাগুলি) সংহতাঃ (সম্বদ্ধ আছে) [তত্র—সেই হৃদয়ে] সঃ এষঃ (পূৰ্বোক্ত ইনি) বহুধা (নানারূপে) জায়মানঃ (এই পরমাত্মা অজ হইলেও আবির্ভূত হন) [তিনি] অন্তঃ (সেই হৃদয়মধ্যে) চরতে (বর্তমান আছেন) [তম্] আত্মানম্ (সেই অন্তর্যামী পরমাত্মাকে) ওম্ ইত্যোবং (ওঁকার উচ্চারণ পূৰ্বক প্রণবস্বরূপে) ধ্যায়থ—ধ্যায়ত (ধ্যান করিবে) [তত্ত্ববিৎ আচার্য্য শিষ্যদিগকে যাহা উপদেশ দিবার দিলেন এবং শিষ্যবর্গও পরা বিদ্যার্থী বলিয়া অপরবিদ্যার সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছে বুঝিয়া তাহাদের কল্যাণার্থ বলিতেছেন—] পারায় (পরপারে যাইবার জন্য,) [কাহার পরপারে?] তমসঃ পরস্তাৎ (অবিভাক্রূপ অন্ধকার সমুদ্রের পরপারে যাইতে) বঃ (তোমাদের) স্বস্তি [অন্ত] (কল্যাণ হউক অর্থাৎ বিশ্ব না হউক ৷৬৷

অনুবাদ—সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মার ধ্যান করিবার স্থান এই শরীরমধ্যেই, যে হৃদয়ক্ষেত্রে সৰ্বশরীরব্যাপিনী শিরাসমুত্তি রথ চক্রের নাভিদেশে কাষ্ঠদণ্ডগুলির মত আসিয়া মিলিয়াছে, সেই হৃদয়-অভ্যন্তরে তিনি অবস্থিত, তাহাকে ওঁকার উচ্চারণপূৰ্বক প্রণবরূপে ধ্যান করিবে, তিনি নানারূপে প্রকট হইয়া থাকেন, সেই অন্তর্যামীকে নামসঙ্কীৰ্ত্তনমুখে চিন্তা করিতে থাক, হে শিষ্যবর্গ! তোমরা অপরা বিদ্যার আশ্রয় ছাড়িয়া যখন মুক্তিপথের পথিক হইয়াছ, তখন আশীৰ্ব্বাদ করি, অবিভা-অন্ধকারের পরপারে যাইতে তোমাদের বিশ্বের অভাব হউক ৷৬৷

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অরা……পরস্তাৎ ॥

সততং শিরাভিস্ত লবণত্যাশোশমন্নিভমিত্যুক্তরীত্যা যত্র হৃদয়ে রথনাভৌ সমর্পিতা অরা ইব নাভ্যঃ সংহতাঃ সংগতাস্তত্র মধ্যে স

এব প্রকৃত আত্মা, অজায়মানো বহধা বিজায়তে তন্ত্র ধীরাঃ পরি-
জানন্তি যোনিমিতি দেবাদীনাং সমাশ্রয়ণীয়স্যায় তন্ত্রজ্ঞাতীয়স্বরূপ-
সংস্থানগুণকর্মসম্বিতঃ স্বীয়স্বতাবমজহদেব স্বেচ্ছয়া বহধা জায়মানঃ
সংকরতে বর্তত ইত্যর্থঃ। তমসঃ পরস্তাষর্ভমানায় বঃ পারায় পার-
তীয়ায়। পারাবারে পরার্কীচী তীর ইতি নৈষট্ঠুকাঃ। প্রাপাত্তাত্যেতি
যাবৎ। তৎপদপ্রাপ্তয় ওঁ ইত্যাস্তানং ধ্যায়থেষ্যম্বয়ঃ। এবং ধ্যানায়
প্রবৃন্তেত্যো। যুস্মভাং স্বস্তি ভবতু। ৬।

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—কুত্র স জাতব্যঃ, বিভূত্যাং কুত্র সঃ অদ্বৈষ্টব্যঃ,
দৃষ্টোন্তেন তন্ত্র স্থানং বিত্রিয়তে যথা রথনাতৌ রথচক্রস্ত মধ্যে অরাঃ
কাষ্ঠানি সংহতাঃ—সংকতাঃ তথা স্বত্র যন্তিন্ হৃদয়ে নাভ্যঃ শিরাস-
মূহাঃ সংহতা মিলিতাঃ সন্তি তত্র তস্মিন্স্থানে বহধা নানারূপৈঃ জায়-
মানঃ প্রকটমানঃ প্রতীয়মান ইত্যর্থঃ। স এবঃ পূর্কোক্তঃ পরমাত্মা
অন্তঃ হৃদয়মধ্যে চরতে বর্ততে, তন্ম গুহাস্তর্বর্তিনং পরমাত্মানং ওষ্মিত্যেবং
ওঁকারম্ উচ্চাৰ্য্য প্রণবস্বরূপং প্রণববাচ্যং তং ধ্যায়থ ধ্যায়ত চিস্তয়ত,
ইদানীং বক্তব্যসমাপ্তেঃ অবিজ্ঞাত্যাগেন পরবিজ্ঞোপাসনারামতিমুখীভূতান্
শিষ্যান্ আশান্তে হে শিষ্যাঃ! বঃ যুস্মভাং পারায় পরপারায় কীদৃশায়?
তমসঃ অবিজ্ঞানকারস্ত লেশবহিতায় পরমাত্মস্বরূপনাতায় স্বস্তি নিক্ষিপ-
মন্ত। ৬।

তত্ত্বকথা—পুনরায় পরমেশ্বরের স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়াও তাঁহার
প্রাপ্তির সাধন বলিতেছেন।

রথের চক্রশলাকা স্বরূপ রথচক্রের নাভিদেখে সন্নহ, সেইরূপ
সমস্ত শরীরব্যাপী নাড়ীসমূহ যে জীব-হৃদয়ে সম্প্রবিষ্ট, সেই হৃদয়ের
মধ্যে নানারূপে আবির্ভূত সেই পরমেশ্বর অন্তর্ধ্যামিরূপে অবস্থিত
থাকেন। উক্ত পরমাত্মা পরমেশ্বরকে ওঁকারস্বরূপে ওঁকার উচ্চারণ

পূরক ধ্যান কর। তাহা হইলে তোমরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে। তিনি অজ্ঞানরূপ অবিদ্যাঙ্ককারের সর্বধা অতীত। তাঁহার কৃপাতেই তোমরা সংসারসমুদ্র পার হইতে পারিবে। তোমাদের কল্যাণ হউক। এইপ্রকারে তত্ত্ববিৎ আচার্য্য পূরোক্ত বিধিতে পরা বিদ্যার অমূলীনমুখে শ্রীভগবানের নামসঙ্কীৰ্ত্তন দ্বারা শিষ্যের উদ্ধারার্থ আশীর্বাদ করিতেছেন।

ওঁকার শ্রীভগবানের নাম, তাঁহার উচ্চারণে শ্রীভগবানের নাম সঙ্কীৰ্ত্তন হইয়া থাকে। অতএব নাম-সংকীৰ্ত্তনই যে জীবের উদ্ধারের উপায়, তাহাই শ্রুতি এস্থলে নির্দ্বারণ করিলেন।

ঋগ্বেদেও শ্রীনামের মহিমা পরিবাক্ত হইয়াছে।

“ওঁ অহস্ত জানস্তো নাম চিৎস্বিত্ত্বং মহন্তে বিষ্ণো স্মৃতিং ভজামহে
ওঁ তৎ সৎ।” (ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ১৫৬ সূক্ত, ৩য় ঋক্)

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল জীবগোশ্বামিপাদ তদীয় ভগবৎসন্দর্ভে এই মন্ত্রের এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন—

“হে বিষ্ণো তে তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপং অতএব মহঃ স্বপ্রকাশ-
স্বরূপং। তস্মাৎ অস্ত নাম অা ঐবদপি জানস্তঃ ন তু সমাক্ উচ্চারণ-
মাহাত্ম্যাদি-পূরস্বারেণ তথাপি বিস্কৃত্ত্বং ক্রবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাত্ম্যস-
মাত্রং কুর্বাণাঃ স্মৃতিং তদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্তুমঃ। যতস্তদেব
প্রণবব্যক্তিং বস্তু সৎ স্বতঃসিদ্ধমিতি। অতএব ভয়দ্বৈবাদৌ শ্রীমূৰ্ত্তেঃ
ক্ষুৰ্ত্তেয়েব সাক্ষ্যতাদাবস্ত মুক্তিদত্তং ক্রয়তে। (ভগবৎসন্দর্ভ ৪২ সংখ্যা)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

“ওঁ তৎ সদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণজ্জিবিধঃ স্বতঃ।” (গী: ১৭।২৩)

আরও পাই,—

ওমিত্যেতদ্ব্রহ্মণো নেদৃষ্টং নামেতি শ্রুতে:।

(১) ওমিত্যেকং নাম ।

(২) তৎসমসৌতি ক্রতে: 'তদ্বিত্তি' দ্বিতীয়ং নাম । (ছা: ৬।৮।৭)

(৩) সদেব সৌম্যোতি 'সদ্বিত্তি' তৃতীয়ং নাম । (ছা: ৬।২।১)

গোপালতাপনৌ ক্রতিতেও পাওয়া যায়,—

“তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবন্তঃ ধ্যায়ন্তঃ রসয়েন্তঃ যজ্ঞেন্তঃ ভজেদ্বিত্তি
ও তং সদ্বিত্তি ।”

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায় যে, শ্রীভগবন্মাম-গ্রহণই জীবের নিত্য ও
পরম ধর্ম ।

“এতাবানেব লোকেহস্মিন্ পুংসাং ধর্ম: পর: স্মৃত: ।

ভক্তিব্যোগো ভগবতি তন্মাম-গ্রহণাদিভি: ।” (ভা: ৬।৩।২২)

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে পাই,—

“নাম চিন্তামণি: কৃষ্ণচৈতন্য-রসবিগ্রহ: ।

পূর্ণ: শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নআরামনামিনো: ।”

(ভ: র: সি: পূ: বি: ২য় লহরী)

ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার অপেক্ষাও নামোচ্চারণের মহিমা অধিক ; এ-বিষয়ে
পাওয়া যায়,—

“যদ্ব ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কৃতি-নিষ্ঠয়াপি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈ: ।

অপৈতি নাম-ক্ষুরণেন তন্তে প্রাদব্র-কর্ণেতি বিরোতি বেদ: ।”

(শ্রীল রূপগোস্বামিকৃত শ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্রে ৪ শ্লোক)

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

“কৃষ্ণমহা হৈতে হবে সংসার-মোচন ।

কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ।” (চৈ: ভা: আদি ৭।৭৩)

পদ্মাবলী ৩২ সংখ্যাধৃত—ব্যাসদেব-বাক্যেও পাই,—

“ক্রতমপোপনিষদং দূরে হরিকথায়ুতাং ।

যন্ন সন্তি অবচ্চিস্তকম্পাশ্রপুলকাদয়: ।” ।৬।

শ্রুতিঃ—যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিদৃ যন্তৌষ মহিমা ভূবি ।

দিব্যে ব্রহ্মপুৰে হোষ ব্যোমল্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥

মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা

প্রতিষ্ঠিতোহস্মৈ হৃদয়ং সন্নিধায় ।

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা-

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥৭॥

অন্যানুবাদ—[পরবিজ্ঞা-বিষয় গন্তব্য পরব্রহ্ম কোথায় আছেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন] যঃ (যিনি) সৰ্ব্বজ্ঞঃ (সৰ্ব্বদর্শী) সৰ্ব্ববিদৃ (সকলের সৰ্ব্ববিষয়ের সৰ্ব্বতোভাবে জ্ঞানসম্পন্ন) যন্ত (যাহার) এষঃ (এই প্রসিদ্ধ) মহিমা (বিভূতি) ভূবি (পৃথিবীতে) [বিস্তৃত রহিয়াছে] এষঃ আত্মা হি (এইরূপ মহিমাশ্রিত সেই পরমপুরুষ পরমাত্মা) দিব্যে (অপ্রাকৃত) ব্রহ্মপুৰে (বৈকুণ্ঠধামে) [অথবা] ব্যোমনি (হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যবর্তী আকাশে) প্রতিষ্ঠিতঃ (স্থিত অর্থাৎ অবিচলিতভাবে অবস্থিত) [সৰ্ব্বব্যাপী সেই পুরুষের গমনাগমন ও একত্র প্রতিষ্ঠা কিরূপে সম্ভব ? তদন্তরে—তাঁহার স্থিতিতেই সমস্ত কার্য্য নির্বাহ হইতেছে অথবা তাঁহাতে বিরুদ্ধ গুণের সামঞ্জস্য আছে বলিয়া] [স হি—তিনি সৰ্ব্বাত্মা] মনোময়ঃ (শুদ্ধ মনোবৃত্তি দ্বারাই গম্য) প্রাণ-শরীর-নেতা (প্রাণ ও শরীরের পরিচালক) হৃদয়ং (হৃদয়কে) সন্নিধায় (আশ্রয়পূরক) অস্মৈ (জীবভুক্ত-অস্মৈ—তৎ-পৃষ্ট-শরীরে) প্রতিষ্ঠিতঃ (অবস্থিত আছেন অর্থাৎ অস্মৈ দ্বারা উপচীয়মান ও অপচীয়মান এই দেহপিণ্ডের মধ্যস্থ হৃদয়কমল আশ্রয় করিয়া তথায় তিনি অবস্থিত), ধীরাঃ (বিবেকিগণ) বিজ্ঞানেন (শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশজনিত বিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা) তৎ (সেই পরমাত্মতত্ত্ব) পরিপশ্যন্তি (সাক্ষাৎ করেন) [পরমাত্মতত্ত্ব কিরূপ ?] আনন্দরূপম্

(যাহা সাক্ষ-আনন্দমূর্ত্তি অর্থাৎ ঘনীভূত আনন্দ-স্বরূপ, যাহাতে কোন অনর্থ, আগ্রাস, দুঃখের সংস্পর্শ নাই) অমৃতং (অমৃতস্বরূপ, চিরসত্য) যৎ (যে পরমাত্মতত্ত্ব) বিভাতি (হৃদয়মধ্যেই প্রকাশ পাইতেছেন) ॥৭॥

অনুবাদ—যিনি সৰ্বদা ও সৰ্বতোভাবে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান-সম্পন্ন, এই বিশেষ যাহার মহিমা অর্থাৎ বিভূতি বিস্তৃত রহিয়াছে, সেই পরমেশ্বর অপ্ৰাকৃত বৈকুণ্ঠাখ্য পরমবোমে প্রতিষ্ঠিত আবার জীব-হৃদয়পুণ্ডরীকেও অন্তর্যামিক্রমে অবস্থিত । তিনি আবার জীবশক্তিরূপে বিভিন্নাংশে অবস্থিত । শুদ্ধ মনোবৃত্তি দ্বারা তিনি জ্ঞেয়, জীবের ইন্দ্রিয় ও শরীরের পরিচালক । অন্নবিকারীভূত দেহের মধ্যে হৃদয়কমলকে আশ্রয় করিয়া যিনি তথায় অবস্থিত, বিবেকী ব্যক্তিগণ শাস্ত্র ও আচাৰ্য্যোপদেশ-লব্ধ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ করেন, তিনি সমস্ত অবিজ্ঞাদি-দোষরহিত আনন্দঘন ও শাস্ত সত্যরূপে হৃদয়মধ্যে প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যঃ.....সৰ্ববিৎ । উক্তোহর্থঃ ।

যশ্চৈষ.....ভূবি । ভূলোকে সংসারতত্ত্বপ্রবর্তনরূপ এষ মহিমা যদীয়ঃ । দিব্যো.....প্রতিষ্ঠিতঃ ।

যশ্চৈষ মহিমা ভূবাতি লীলাবিভূতাস্থ উক্তঃ । দিব্যে ব্যোম্নীতি ত্রিপাদ্বিভূতিক্তেতি রামায়ৈকুক্তাৎ । বৈকুণ্ঠাখ্যে ব্রহ্মপুত্রে পরমে ব্যোম্নি অয়মাত্মা প্রতিষ্ঠিত ইত্যর্থঃ ।

মনোময়.....সন্নিধায় । বিত্ত্বদ্বমনোগ্রাহঃ । প্রাণশরীরনেতা । প্রাণশ শরীরং চ তস্ম নেতা । জীবন্ত প্রাণশরীরলম্বক ইত্যর্থঃ । যদ্বা 'মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভাক্রপঃ' [ছাঃ ৩।১৪।২] ইতিশ্রুতে: প্রাণঃ শরীরমন্ত প্রাণশরীরকঃ । স চাসৌ নেতা চ । প্রভূরিত্যর্থঃ ।

অধিভূনায়কো নেতা প্রভুরিতি হি নৈঘট্টুকাঃ। অগ্নেহ্নপরিণামে
শরীরে প্রতিষ্ঠিতো যন্তশ্মিংশ্চিত্তং হৃদয়ং সন্নিধায়। তন্নি...ভাতি।

অমৃতং যৎ। অস্পৃষ্টসংসারগন্ধমানন্দরূপং যদ্বিভাতি তদব্রহ্ম
বিজ্ঞানশক্তিভেদে দর্শনসমানাকারেণোপাসনেন ধীরাঃ প্রজ্ঞাশালিনঃ পরি-
পশ্যন্তি সাক্ষাৎকূর্কস্তীত্যর্থঃ। ৭।

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—নহু সংসারমাগয়ং তীৰ্ণা লব্ধবাস্ত পরমপুরুষস্ত
কুত্র স্থিতিস্তত্রাহ—যঃ সৰ্বজ্ঞঃ শরীরাভ্যন্তবস্থিতো যো বুদ্ধিঘাৱা সৰ্বমহু-
ভবতি, তথা সৰ্ববিৎ সৰ্বতোভাবেন দর্শনস্পর্শনাদিবিশেষান্ অপি
উপলভতে, নহু অহুভবিত্রী বুদ্ধিরেব কথং আত্মা তদ্রূপেণাবগম্যব্যঃ
কিঞ্চ অন্তঃস্থোহয়ং কথমবসেয়ঃ ইত্যশঙ্কায়ামাহ—ভুবি জগতি যন্ত
পরমেশ্বরস্ত এষঃ প্রত্যক্ষঃ মহিমা উৎকর্ষঃ তথাহি—“এতস্ত বাহকরস্ত
প্রশাসনে গার্গি! দ্ৱাবাপৃথিবৌ বিধূতে তিষ্ঠতঃ” এবং ‘স্বর্ধ্যাচন্দ্রমসৌ
যস্ত প্রশাসনে তিষ্ঠতঃ’ ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিনিয়ামকস্ত কস্তচিদব-
গমাৎ তস্ত মহিমা প্রথিতো ভবতি। এষঃ অক্ষরপুরুষঃ দিবো দ্যোতন-
ময়ে ব্রহ্মপুৱে ব্রহ্মণঃ শ্রীহবেঃ পুৱম্ তস্মিন্ বৈকুণ্ঠাখ্যে, পরমে ব্যোম্মি
চিৎস্মি এষঃ পরমপুরুষঃ প্রতিষ্ঠিতঃ অবস্থিতঃ। এষ জীবন্ত হৃদি স্থিতো-
বা, সঃ মনোময়ঃ শুদ্ধমনসি ধোয় ইত্যর্থঃ জীবন্ত প্রাণশরীরেনেতা প্রাণা-
নামিন্দ্রিয়াণাং শরীরস্ত চ নেতা প্রবর্তকঃ, অগ্নে অগ্নপরিণামে দেহে
দেহান্তর্কর্ত্ত্বিহৃৎপুণ্ডরীকে প্রতিষ্ঠিতঃ অবস্থিতঃ তস্মিন্ হৃদয়ং মনঃ সন্নিধায়
সন্নিধূজ্য, ধ্যায়তেতিশেষঃ, আনন্দরূপং দোষাস্পৃষ্টম্ অখণ্ডানন্দময়ম্
অমৃতং শাস্বতং যদ্ ব্রহ্ম বিভাতি প্রকাশতে ধীরাঃ বিবেকিনঃ, বিজ্ঞানেন
শাস্ত্রাচার্যোপদেশজনিতেন তত্ত্বজ্ঞানেন তদ্ ব্রহ্ম পরিপশ্যন্তি সাক্ষাৎ
কূর্কস্তি। ৭।

তত্ত্বকণা—পুনরায় পরমেশ্বরের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন। পর-
ব্রহ্ম পরমেশ্বর সৰ্বজ্ঞ অর্থাৎ সৰ্বদা সৰ্বদর্শী এবং সকলের সকল

বিষয় সৰ্ব্বতোভাবে জ্ঞাত আছেন বলিয়া তিনি সৰ্ব্ববিৎ। ঐহার জ্ঞান দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। ঐহার আশ্চর্য্যময় মহিমা অর্থাৎ বিভূতি সৰ্ব্ব জগতে প্রসিদ্ধরূপে পরিব্যাপ্ত। সৰ্ব্বাত্মা পরমেশ্বর দ্বিবাধামে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে স্ব-স্বরূপে সৰ্ব্বদা অবস্থিত আবার জীবহৃদয়ে অন্তর্ধ্যামিরূপেও অবস্থিত। তিনি অপ্রাকৃত মনোবিশিষ্ট বলিয়া মনোময় আবার জীবের শুদ্ধমনের দ্বারা গ্রাহ্য বলিয়াও মনোময়। কিন্তু জীবের প্রাকৃত বাক্য ও মনের অতীত বলিয়া তাঁহাকে বাঙ্-মনের অতীতও বলা হয়। আবার তাঁহার প্রাকৃত মনঃ, প্রাণ নাই বলিয়াও শ্রুতি তাঁহাকে অমনাঃ ও অপ্রাণ বলিয়াছেন। তিনি সকলের প্রাণ ও শরীরের নেতা অর্থাৎ অন্তর্ধ্যামিরূপে নিয়ন্ত্রণকর্ত্তা বা পরিচালক। অস্ত্রের দ্বারা পরিপুষ্ট জীবদেহের মধ্যো হৃদয়পদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক তিনি অবস্থিত আছেন। তাঁহাকে জড়জ্ঞানে কেহ দেখিতে পায় না কিন্তু সৎগুরু রূপায় তদাহুগতো শাস্ত্র-জ্ঞানালোচনা করতঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্বোক্তরীতিতে ভজন করিতে করিতে ধীর ব্যক্তিগণ অর্থাৎ শুদ্ধভক্তগণ তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। তিনি আনন্দস্বরূপ, পরম অমৃতময় বস্তু, তাঁহার মহিমা সৰ্ব্বত্র প্রকাশিত কিন্তু একমাত্র ভক্তগণই ভক্তিবলে তাহা জানিতে পারেন।

শ্রীভগবানের অন্তর্ধ্যামিত্ব-সদৃশ্যে পাই,—

“সৰ্ব্বস্য চাচং হৃদি সন্নিবিষ্টো” (গীঃ ১৫:১৫)

“ঈশ্বরঃ সৰ্ব্বভূতানাং হৃদয়েঃ সঙ্কীর্ণ তিষ্ঠতি।” (গীঃ ১৮।৬১)

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—“একো দেবঃ সৰ্ব্বভূতেষু গৃঢ়ঃ”

শ্রীমদ্ভাগবতের “প্রবিষ্টঃ কর্ণরক্তেণ” (ভাঃ ২।৮।৫) শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—“তত্রান্তর্ধ্যামী সদা স্থিতোহপ্যুদাসীন এব”

“বা সুপর্ণা” শ্রুতিও এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“স্বস্থনিভৃতচেতাস্তদ্বাদস্তান্ভাবো-

হপাক্ষিতকচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্ ।

ব্যতস্থত রূপয়া যন্ততদীপং পুরাণং

তমখিলবুজিনম্নং ব্যাসস্বস্থং নতোহস্মি ।” (ভাঃ ১২।১২।৬২)

শ্রীব্রহ্মাও বলিয়াছেন,—

“শ্রেয়স্হতিং ভক্তিমুদস্ত তে বিভো

ক্লিষ্টাচ্চি যে কেবলবোধলক্কেয়ে ।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্টতে

নাস্তদ যথা স্থলতুৰাবঘাতিনাম্ ।” (ভাঃ ১০।১৪।৪)

তৎকাল গুরুদেব শিষ্টকে ভক্তি-ব্যতীত অন্য উপদেশ কখনও প্রদান

করেন না । এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্জায় কৰ্ম্ম হি ।

ন রাতি রোগিণোহপথাং বাহুতোহপি ভিষক্ৰমঃ ।”

(ভাঃ ৬।২।৪২) ৷৭৷

শ্রুতিঃ—ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থিশিচ্ছত্ত্বস্তে সৰ্ব্বসংশয়াঃ ।

ক্লীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে ॥৮॥

অশ্বয়ানুবাদ—[অতঃপর পরমাত্ম-দর্শনের ফল বলিতেছেন—]

তস্মিন্ (সেই সৰ্ব্বজ্ঞ সৰ্ব্ববিদ পরমেশ্বর) পরাবরে (যিনি কার্য্য-কারণ-
স্বরূপ) [তিনি] দৃষ্টে (দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ জীব তাঁহার নিয়ম্য, তাঁহার
নিত্য সেবক, ইহা জ্ঞাত হইলে) অস্ত (এই দ্রষ্টা অর্থাৎ তৎকাল
জীবের) হৃদয়গ্রন্থিঃ (হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ বুদ্ধি-সংশ্লিষ্ট অবিজ্ঞাত্য সংসার-
বন্ধন) ভিত্তিতে (বিনাশ প্রাপ্ত হয়) সৰ্ব্বসংশয়াঃ (জ্ঞেয় ব্রহ্মবিষয়ক

সকল সন্দেহ) ছিগ্গন্তে (ছিন্ন হয়) কৰ্ম্মাণি চ (সমস্ত শুভাশুভ কৰ্ম্ম)
ক্ষীয়ন্তে (ক্ষয় প্রাপ্ত হয়) ।৮।

অনুবাদ—সেই কার্য-কারণাত্মক পরমপুরুষের সাক্ষাৎকার হইলে
সংসারবন্ধন-হেতুভূত অবিজ্ঞাদি কৰ্ম্মপাশ ও কৰ্ম্মবাসনাগুলি ছিন্ন হয়,
এবং জ্ঞেয় ব্রহ্ম-বিষয়ক সৰ্ব্বপ্রকার সংশয় বিনষ্ট হয়, অবিজ্ঞা দূর হইলে ও
তজ্জন্ত সন্দেহগুলি নষ্ট হইলে ঐ ব্রহ্মদশী পুরুষের জ্ঞানোৎপত্তির
পূর্ববর্তী পূর্বজন্মান্বিত সকল কৰ্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ।৮।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তন্তু ফলমাহ—ভিগ্গতে……কৰ্ম্মাণি ।

হৃদয়স্তান্তঃকরণস্ত গ্রহয়ো গ্রহিবদ্ধর্ষোচা বাগ্ধেবাদয়ঃ । হৃৎস্থান-
ময়ত ইতি ব্যাপ্ত্যা হৃদয়শব্দেন জীবো বা । ব্রহ্মজ্ঞানেন সাক্ষজ্যে
সিদ্ধে সৰ্ব্ববিষয়কাঃ সংশয়া নশ্চন্তি । অস্ত চ প্রারব্ধব্যতিরিক্তানি
পূর্বাণানেকজন্মান্বিতানি কৰ্ম্মাণি চ নশ্চন্তি । নাশো নাম কৰ্ম্মণাং
ফলজননশক্তিবিনাশঃ । ‘তদধিগম উত্তরপূর্বাঘয়োঃ’ [ব্রঃ সূঃ ৪।১।১৩]
ইতি সূত্রেহঘস্ত বিনাশকরণমুৎপন্নাস্তচ্ছক্তেৰ্কিনাশকরণং শক্তির্হি
পরমপুরুষাপ্রীতিরেবেতি ভাবিতম্ । এতৎসৰ্বং কদেত্যাহ—

তস্মিন্……পরাবরে । পরেহবরে যস্মাৎ স পরাবরঃ । সর্বোৎকৃষ্টা
অপি ব্রহ্মদয়ো যস্মান্নিকৃষ্টা ইত্যর্থঃ । অথবা পরাবরে পরাবরশরীরকে
সক্সাভূত ইত্যর্থঃ । তাদৃশে তস্মিন্দর্শনসমানাকারজ্ঞানবিষয়ীকৃত
ইত্যর্থঃ । ন চ ‘অশ ইব যোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোন্মুখাং
প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি’ [ছাঃ ৮।১৩।১]
ইতি শরীরবিয়োগকাল এব পুণ্যাপাণ্যাকৰ্ম্মবিনাশস্ত শ্রুতত্বাৎ ।
‘সাংপরায়ৈ তর্কব্যাবাৎ’ [ব্রঃ সূঃ ৩।৩।২৮] ইতি সূত্রতস্তাস্ময়ো-
রপি তথৈব প্রতিপাদনাৎ । ক্ষীয়ন্তে চান্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্দৃষ্ট ইতি
দর্শনসমানাকারজ্ঞানারম্ভসময় এব ক্রয়মাণঃ কৰ্ম্মক্ষয়ঃ কথমুপপত্ততামিতি

বাচ্যম্। অস্বিধাকো অরমাণঃ কৰ্ম্মকয়ো দৰ্শনসমানাকারোপাসনারস্ত-
 প্রীতস্ত পরমাত্মনস্তৎসংপ্রাপ্তাবুপাসকস্তাঘং ক্ষয়িত্ব ইতি সংকল্পরূপঃ।
 দেহবিরোগসময়ভাবৌ কৰ্ম্মক্ষয়স্ত ক্ষান্তিমিতি সংকল্পরূপ ইত্যবিরোধো
 দ্রষ্টব্যঃ ॥৮॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—পরব্রহ্ম-দর্শনস্ত ফলমাহ—ভিত্ত ইত্যাদিনা।
 পরাবরে কার্য্য-কারণস্বরূপে তস্মিন্ অক্ষরপুরুষে পরব্রহ্মণি দৃষ্টে জ্ঞাতে
 সতি হৃদয়গ্রন্থিঃ হৃদয়স্ত গ্রন্থিঃ গ্রন্থিরিব পাশঃ অবিজ্ঞাত্মকঃ ভিত্ততে
 বিনশতি, অতএব সৰ্ব্বসংশয়াঃ জ্ঞেয়ে ব্রহ্মণি সংশয়াঃ অসম্ভাবনাদয়ঃ
 ছিত্তস্তে নিবৰ্ত্তস্তে অবিজ্ঞাত্মককারণনাশাদিতি ভাবঃ ন হি জ্ঞেয়ে
 প্রত্যক্ষে তত্র সংশয়াঃ স্যাঃ। নহু পুনরুৎপত্তিঃ শ্রাদবিজ্ঞায়া ইত্যাহ—
 অস্ত ব্রহ্মবিদঃ পুরুষস্ত কৰ্ম্মাণি পূৰ্ব্বপূৰ্ব্বজন্মসঞ্চিতানি শুভাশুভকৰ্ম্মাণি
 বন্ধনকারণানি কীয়েন্তে বিলুপান্তে। তস্মাৎ পরমপুরুষদর্শনমেব
 মুক্তিহেতুরিত্যর্থঃ ॥৮॥

তত্ত্বকণা—পরমাত্ম-দর্শনের ফল বর্ত্তমান শ্রুতিতে বলিতেছেন।

কার্য্য-কারণস্বরূপ সেই পরাংপর পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমতত্ত্বের দর্শন
 হইলে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের সহিত ভজনের ফলে যথার্থরূপে তাঁহার দর্শন
 ঘটিলে সেই জীবের অবিজ্ঞানজনিত হৃদয়গ্রন্থি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, যে-
 কারণে এই জড় শরীরে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবৰ্ত্ত এবং ব্রহ্মবিষয়ক নানাবিধ
 সংশয় থাকে, তাহা সমস্তই ছিন্ন হয় এবং তাঁহার সমস্ত শুভাশুভ
 কৰ্ম্মবন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“এবং প্রসন্নমনসো ভগবন্তুক্তিযোগতঃ।

ভগবন্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্ত জায়তে।

ভিত্ততে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিত্তস্তে সৰ্ব্বসংশয়াঃ।

কীয়েন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীখরে।

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়্যা মুদা ।

বাসুদেবে ভগবতি কুরুন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্ ॥” (ভা: ১।২।২০-২২)

আরও পাই,—

“প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজ্যতো মাহমকৃন্মুনে: ।

কামা হৃদয্যা নশ্চস্তি সৰ্কে ময়ি হৃদি স্থিতে ।

ভিত্ততে হৃদয়গ্রস্থিচ্ছিত্তস্তে সৰ্কসংশয়া: ।

কীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেহথিলাত্মনি ॥”

(ভা: ১।২।২০-৩০)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

“জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মন: ।

তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥

তদ্বৃক্ষয়ন্তদাত্মনস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণা: ।

গচ্ছন্তাপুনরাবৃন্তি: জ্ঞাননিধুঁতকল্মষা: ॥” (গী: ৫।১৬-১৭) ৷৮৷

শ্রুতি:—হিরণ্যয়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্ ।

তচ্ছূভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদু: ॥৯৥

অশ্বয়ানুবাদ—আত্মবিদ: (ব্রহ্ম-মাক্ষাংকারী আত্মজগণ) যৎ
(যে পরমাত্মতত্ত্ব) বিদু: (জ্ঞানেন) তৎ (তাহা—সেই পরমাত্মতত্ত্ব)
হিরণ্যয়ে (স্ববর্ণনির্মিতের মত জ্যোতিষ্ময়, স্ব প্রকাশ) পরে (অন্নময়,
প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও অা ন্দময় এই প চটি কোশের মধ্যে
অন্তরতম) কোশে (অসির কোশসদৃশ নিগূঢ় পরমাত্মতত্ত্বের উপলব্ধি-
স্থান অর্থাৎ হৃৎপুণ্ডরীকে) [অবস্থিত] বরং (আবির্ভাদি-জন্য বজ্রো-
গুণাদি-অসংস্পৃষ্ট নির্মল) নিষ্কলং (প্রাকৃত আকারবহিত, অথও,
জীবের মত চিদংশ নহে, পূর্ণ) [অভাব] তৎ ব্রহ্ম (সেই প্রসিদ্ধ

ব্রহ্ম) শুভ্রম্ (সৰ্ব্বথা বিজ্ঞ, নির্দোষ) জ্যোতিষাং (প্রকাশক তেজোময়
অগ্নি, সূর্যাদির) জ্যোতিঃ (প্রকাশক, তাহা পরজ্যোতিঃ, স্বপ্রকাশ,
আত্মজ্যোতিঃ) ৷২৷

অনুবাদ—আত্মজ্ঞানসম্পন্ন বিবেকিগণ যে পরব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ
করিয়া থাকেন সেই অক্ষরপুরুষ বা পরব্রহ্ম স্ববর্ণনির্মিতের মত
জ্যোতিঃসম্পন্ন, সৰ্বাস্তর আনন্দময় কোশে অবস্থিত, তিনি রজোগুণ-
কার্ধ্য দ্বৈবাদিরূপ মলসম্পর্কহীন, প্রাকৃত অবয়বরহিত, অথও, পূর্ণ-
ব্রহ্ম, অর্থাৎ বিশ্বব্যাপক, নির্দোষ এবং জ্যোতিকমণ্ডলের প্রকাশন-শক্তির
নিদান, স্বয়ং স্বপ্রকাশবন্ত ৷২৷

শ্রীরঙ্গরামানুজ—হিরণ্যে.....নিষ্কলম্ ।

তস্মাং হিরণ্যঃ কোশ ইতিশ্রুত্যাঙ্করীত্যা স্বপ্রকাশতয়া কমণীয়তয়া
বা হিরণ্যশব্দাভিলপ্যেহত্যাংকুটপদার্থোপলব্ধিস্থানতয়া কোশতুল্যো পর-
উৎকৃষ্টে পরমপদে । পর ইতি পাঠেহপি স্পষ্টোহর্থঃ । বিরজং ছান্দ-
সমদন্তম্ । সম্বরজন্তমোতীতং নিষ্কলং নিরবয়বমিত্যর্থঃ ।

তচ্ছুব্রং.....জ্যোতিঃ । শুভ্রমনবণং প্রকাশকানামপীজিয়াণাং
প্রকাশকম্ । জ্যোতিঃশক্তিদৌষ্টিযোগো বিগ্রহদ্বারকো দ্রষ্টব্যঃ ।

তত্ত্ব.....বিহ্ : । আত্মবিদো বদ্বির্দূর্যদাত্তত্বমিতি যাবৎ ৷২৷

শ্রুত্যাংবোধিনী—কিস্তাবৎ পরাবরং ব্রহ্ম যস্মিন্ দৃষ্টে অবিজ্ঞাদীনাং
নিবৃতিঃ স্মাং ইত্যতস্তৎস্বরূপমূলকিস্থানক নিদ্দিশতি, আত্মবিদঃ
আত্মতত্ত্বজ্ঞাঃ যৎ অক্ষরং ব্রহ্ম বিহ্ : সাক্ষাৎকুর্যন্তি এতেন পরব্রহ্ম-
জ্ঞানং প্রতি জীবাত্মজ্ঞানং কারণমায়াতম্ । তৎ ব্রহ্ম হিরণ্যে স্ববর্ণ-
নির্মিতইব জ্যোতির্মায়ে বুদ্ধি-বিজ্ঞান-প্রকাশকে পরে সৰ্বাস্তরে তথাচ
শ্রুতিঃ ‘তস্মাদ্ভা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদ্ভোগোহস্তর আত্মা আনন্দময়’ ইতি ।
নূত্রক ‘আনন্দময়োহভ্যাসাৎ’ ইতি ; এতেন পরশ্চৈবাত্মন আনন্দময়তৎ

প্রতিপাদিতম্। বিরজং সলোপশ্চান্দসঃ, রজোগুণকার্যব্রাগ্ধেবাদি-
মলান্শৃষ্টং, নিকলম্ অথওমিত্যর্থঃ, ন জীববৎ অণুচৈতন্যম্, তলম্ অতএব
তল্লং নির্দোষং এতেন জীববুদ্ধাদিব্যাবৃতিঃ, জ্যোতিষাং প্রকাশকানা-
মাদিত্যাদীনাম্ জ্যোতিঃ প্রকাশকম্ পরংজ্যোতিরিত্যর্থঃ, অন্ত্রানপেক্ষা-
বভাসকথাং ৷২৷

তত্ত্বকণা—একণে সেই পরব্রহ্মের স্বরূপ ও উপলব্ধি-স্থান বর্ণন
পূর্বক উহার সাক্ষাৎকারীর মহত্ব বলিতেছেন। সেই পরব্রহ্ম
পরমেশ্বর নির্মল অর্থাৎ নির্মলিকার এবং প্রাকৃত আকার-রহিত,
অথও ও পূর্ণপুরুষ। তিনি পরম প্রকাশময়, সকল জ্যোতিষ্কগণেরও
প্রকাশক কিন্তু স্বয়ং স্বপ্রকাশ বস্তু, তিনি সর্বদা পরমধাম বৈকুণ্ঠে
বিরাজমান থাকিয়াও জীবের হৃদয়পদ্মে অবস্থান করেন। যাহারা
আত্মবিশ্ব মহাপুরুষ, তাহারা তত্ত্বজ্ঞানের সহিত ভজনপূর্বক সেই
পরতত্ত্বকে সাক্ষাৎ করিতে পারেন। পরমানন্দময় শ্রীভগবান্কে লাভ
করিয়া জীবও নিত্যানন্দ লাভ করিয়া থাকে।

গোপালতাপনৌ শ্রুতিতে পাই,—

“সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুণশ্চেতি ।”

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেন,—

“সম্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চাপ্রাকৃত্য গুণাঃ ।

স তত্বঃ সর্বভুত্বেভ্যঃ পুমানাশ্রুঃ প্রসীদতু ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“মায়্যাং বৃন্দন্ত চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি ।” (ভাঃ ১।৭।২৩)

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

“রসো বৈ সঃ রসং হেবাং লব্ধ্বানন্দী ভবতি ।”

(তৈঃ আঃ ৭।১)

‘এব হেবানন্দয়তি’ (তৈ: আ: ৭।১)

আরও পাই,—

“সৈবা আনন্দস্ত যীমাংসা ভবতি” (তৈ: আ: ২।৮।১)

“আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন”

(তৈ: আ: ২ অম্ব)

“আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যাজানাৎ ।” (তৈত্তিরীয় ৩।৬)

শ্রীগীতাতে পাই,—

“ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্টাহমমৃতশ্রাব্যস্ত চ ।

শাশ্বতস্ত চ ধর্মস্ত স্মৃৎশ্রৈকাস্তিকস্ত চ ॥” (গী: ১৪।২৭)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“কেবলাহুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ” (১।১।২।১৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিদ্ধু-আন্বাদন ।

ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম ॥” (আদি ৭।২৭) ৥২৥

শ্রুতিঃ—ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রভারকং

নেমা বিদ্যতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ ।

ভমেব ভাস্তমমুভাতি সর্ব্বং

তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥১০॥

অম্বয়ানুবাদ—[তিনি যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলের প্রকাশক, এবিষয়ে কারণ বলিতেছেন] তত্র (সেই পরব্রহ্ম তথ্যে) সূর্য্যঃ (সর্ব্বপ্রকাশক সূর্য্যও) ন ভাতি (প্রকাশ পায় না অর্থাৎ পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না) চন্দ্রভারকম্ ন (চন্দ্র ও তারকাগুলিও তথ্যায় আলোক বিতরণ করে না) ইমাঃ বিদ্বাতঃ (এই দৃশ্যমান জ্যোতির্ষ্ময় বিদ্যাপুঞ্জও)

ন ভাস্তি (প্রকাশক হয় না) অয়ং (আমাদের দৃষ্টিগোচর) অগ্নিঃ কৃতঃ ? (অগ্নি কোথা হইতে তাঁহার প্রকাশক হইবে ?) [যৎ ইদং—এই যে] সৰ্বং (সমস্ত চরাচর বিশ্ব) [ভাতি—আলোকিত হইতেছে] [তৎ—সেই প্রকাশ] ভাস্তং (স্বতঃপ্রকাশমান) তমেব (সেই পরমেশ্বরের) অমৃভাতি (প্রকাশ-সাহায্যে প্রকাশিত হইতেছে) [অধিক কি ?] সৰ্বমিদং (এই সূর্যাদি সমস্ত) তন্ত্ৰ (সেই প্রকাশকের) ভাসা (প্রকাশনশক্তিতে) বিভাতি (প্রকাশ পাইতেছে) ॥১০॥

অনুবাদ—তিনি যে জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ তাহার কারণ বলিতেছেন, —সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে সূর্য্য প্রকাশ করে না, চন্দ্র ও তারকা-সমূহও তথায় আলোক দেয় না, এই যে পরিদৃশ্যমান জ্যোতিঃস্বয়ী সৌদামনী—তাহারও তথায় আলোক পহঁচায় না, অগ্নির কথা আর কি বলিব ? এই যে জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাও সেই স্বতঃ-প্রকাশমান ব্রহ্মের প্রকাশে, তাঁহার প্রকাশনশক্তিতে এই সমস্ত বিশ্ব প্রকাশবিশিষ্ট হইতেছে ॥১০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—জ্যোতিষাং জ্যোতিষ্ট্বেং প্রপঞ্চয়তি—ন...মগ্নিঃ । তস্মিন্দীপ্যামানে নৈতেষাং দীপ্তিরন্তীত্যর্থঃ । নব্বতিভান্বরূপবন্তি সূর্য্যাদৌ প্রত্যক্ষণাত্ত্বয়মানে তন্ত্ৰাসা চ জগতি ভাসমানে ন তত্র সূর্য্যো ভাতীতি প্রত্যক্ষবিরুদ্ধং কথমভিধীয়ত ইত্যত্রাহ—

তমেব.....বিভাতি । ইদং চ জগন্তাসকমাদিত্যাदीনাং পরিদৃশ্য-মানং রূপং ন নৈজং কিন্তু পরমাত্মদত্তং তদীয়মেব তেজঃ । গীতং চ ভগবতা—

“যদাদিত্যগতং তেজো জগন্তাসয়তেহখিলম্ ।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তন্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥”

(গী: ১৫।১২) ইতি ।

বিবৃতং চৈতন্তগবতা ভাঙ্গকৃতা—অখিলজগতো ভাসকমেতেষামা-
দিত্যাদীনাং যন্তেজন্তমদীয়ং তেজন্তৈরাবাসিতেন ময়া দন্তমিতি
বিন্ধীতি । অতো যাচিতকমণ্ডিতপুরুষতুল্যানামেতেষাং ভাস্বররূপশালি-
নামপানন্তাধীনতেজন্তাভাবান্ন ভাতীতি ব্যপদেশো যুক্ত্যত ইতি ভাবঃ ।
তন্ত ভাসা সর্কমিদং বিভাতি । সর্কপ্রপঞ্চভাসকন্তাপি সৌর্যাদি-
তেজসন্তদন্তেহন তদীয়ত্বভাবাদিতি ভাবঃ । অত্র বক্তব্যং সর্কং
কঠবল্লীবিবরণ উক্তং তত্রৈব দ্রষ্টব্যম্ ॥১০॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—কথমক্ষরপুরুষস্ত পরব্রহ্মণঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিষ্টুং
তদাহ—ন তত্রৈতি তত্র প্রকৃতে পরব্রহ্মণি সূর্য্যঃ সর্কপ্রকাশকোহপি ন
ভাতি ন তৎ প্রকাশয়তীত্যর্থঃ, ন কেবলং সূর্য্যঃ চন্দ্রতারকম্ চন্দ্রশ্চ
তারকাশ্চ তেষাং সমাহারঃ ন তত্র ভাতীতাম্বষজ্জতে, ইমাঃ দৃশ্যমানাঃ
জ্যোতির্মযো বিদ্যাতোহপি ন তত্র ভাস্তি, অয়ং পৃথিবীস্থোহগ্নিঃ কুতঃ
কস্মাৎ তত্র ভায়াৎ, নেতীত্যর্থঃ । কিং বহন্য জগতি বর্তমানং সর্ক-
মেব বস্ত ভাস্তং প্রকাশমানং তমেব পরমাত্মানম্ অন্ত হেতুরূপেণ আশ্রিত্য
'হেতুর্থে অন্তঃ কৰ্ম্মপ্রবচনীযঃ । ভাতি । কুতঃ ? যতন্তন্তৈব ভাসা
প্রকাশনশক্ত্যা ইদং সর্কং চরাচরাশ্রকং জগৎ বিভাতি প্রকাশতে ।
এতদেবাহ ভগবান্ 'ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাকো ন পাবকঃ'
ইত্যাদি ॥১০॥

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্ম যে জ্যোতিঃরও জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশক,
তাহাই বলিতেছেন ।

সেই স্বপ্রকাশ পরমানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের সমীপে সূর্য্য
প্রকাশ পায় না অর্থাৎ সূর্য্য পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না ।
সেইরূপ চন্দ্রমা, তারাগণ ও বিদ্যুৎ সেখানে প্রকাশ পায় না
অর্থাৎ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, পার্থিব অগ্নির কথা আর

কি বলিব? প্রাকৃত জগতে যে কিছু প্রকাশশীল বস্তু আছে, তাহা সমস্তই সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের প্রকাশশক্তির আংশিক সাহায্য পাইয়াই প্রকাশিত হয়। শ্রীভগবান্ সকলের প্রকাশক সূতরাং তাঁহার নিকট ইহারা কিপ্রকারে প্রকাশ দেখাইতে পারে?

কঠোপনিষদেও অমুরূপ শ্রুতিমন্ত্র পাওয়া যায়। কঠ ২।২।১৫ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। এবং শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির “ন তত্র সূর্যো ভাতি” মন্ত্রটিও দ্রষ্টব্য। (শ্বে: ৬।১৫)

শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় বলিয়াছেন,—

“যদাদিতাগতং তেন্নো জগন্তাসয়তেহখিলম্।

যচ্চক্রমসি যচ্চাগ্রৌ তন্তেজো বিদ্ধি মামকম্।” (গী: ১৫।১২)

আরও পাই,—

“ন তন্তাসয়তে সূর্যো ন শশাকো ন পাবকঃ” (গী: ১৫।৬)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“কাস্তিস্তেজঃ প্রভা সত্তা চদ্রাগ্নার্ককবিদ্যাতাম্।

যৎ সৈর্য্যং ভূত্বতাং ভূমেবৃষ্টির্গচ্ছোহর্থতো ভবান্।”

(ভা: ১০।৮৫।৭)

এতৎপ্রসঙ্গে বেদান্তসূত্রের “জ্যোতির্দর্শনাৎ” (বে: সূ: ১।৩।৪০)

সূত্রের গোবিন্দভাষ্য দ্রষ্টব্য ১।১০।

শ্রুতিঃ—ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদব্রহ্ম

পশ্চাদব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।

অমশ্চোর্ধ্বক প্রস্থতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিত্তম্ ॥১১॥

ইতি—মুক্তকোপনিষদি দ্বিতীয়মুক্তকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

অষ্টম্যানুবাদ—[পরব্রহ্ম সসীম নহেন, তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তিনি জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ, তিনিই একমাত্র সৎ ও অদ্বিতীয় তত্ত্ব। ইহা

পূর্বে পূর্ব-কথায় যুক্তি-সহকারে দেখান হইয়াছে ; এক্ষণে উপসংহারে বলিতেছেন] ইদং (এই) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) অমৃতং (অমৃতস্বরূপ) পুরস্তাৎ (এই যে সম্মুখে রহিয়াছে, তাহা) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক) পশ্চাৎ (তোমাদের পিছনে যাহা কিছু দেখিতেছ উহাও) ব্রহ্ম, [এইরূপ] দক্ষিণতঃ (দক্ষিণাংশে) উত্তরেণ চ (ও উত্তরাংশে বামভাগে) অধঃচ (নিম্নদেশে) উর্দ্ধঞ্চ (উপরিভাগে) প্রসৃতং (বিস্তৃত রহিয়াছে) ইদং বিশ্বম্ (এই বিশ্ব সমস্তই ব্রহ্মাত্মক) [অতএব] ইদং (মহত্ব) ব্রহ্মৈব বরিষ্ঠম্ (ব্রহ্মই সর্বশ্রেষ্ঠ) ॥১১॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডস্ত

অনুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—এই যে সম্মুখে, পিছনে, দক্ষিণে, বামে, উর্দ্ধে ও অধো-ভাগে বিশ্ব বিস্তৃত রহিয়াছে, এ সমস্তই সেই অমৃতস্বরূপ শাস্ত্রত ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক । অতএব ব্রহ্মই বরিষ্ঠ এতদুপায়ে ও জ্ঞেয় ॥১১॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদে দ্বিতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের

অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—উপসংহরতি—ব্রহ্মৈব……উত্তরেণ ॥

সর্বাস্ব দিস্ব যদিদং দৃশ্যতে তৎসর্বং ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ ।

অধ……বরিষ্ঠম্ ॥ ইত্যধর্ববেদীয়মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥

বরগীষ্মতমং ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ । শিষ্টং শ্লষ্টম্ ॥১১॥

ইত্যধর্ববেদীয়মুণ্ডকোপনিষদ্বায়ে দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

ইতি—অধর্ববেদীয়মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ে খণ্ডে

শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

সমাপ্তং চেদং দ্বিতীয়মুণ্ডকম্ ॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—অথেনানৌঃ পরব্রহ্মণঃ সৰ্বব্যাপিত্বাং সৰ্বাত্মক-
ত্বাচ্চ শ্রেষ্ঠত্বমুপসংহরতি—ইদং ব্রহ্মৈব অমৃতং (সত্যং) যতঃ পূৰ্বস্তাং
অগ্রতঃ, পশ্চাৎ পশ্চাত্তাগে, দক্ষিণতঃ (দক্ষিণাংশে) উত্তরেণ বামাংশে,
অধশ্চ অধোভাগে, উৰ্দ্ধঞ্চ উপরিভাগে চ প্রসৃতং বিততং সৰ্বং বিশ্বং
ব্রহ্মৈব ব্রহ্মাত্মকমিত্যর্থঃ । তথাচ ব্রহ্মাতিরিক্তশ্চ সৰ্বশ্চ কার্যাত্মাং
বিকারত্বং ‘বাচ্যবস্ত্বং বিকারো নামধেয়ং যুক্তিকেত্যেব সত্যম্’ ইতি
শ্রুতেঃ, বিকারস্থানিত্যত্বম্, ব্রহ্মণঃ সত্যত্বমতএব বরিষ্ঠত্বমিতি ॥১১॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদ্দি দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডশ্চ
‘শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী’ টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—বৰ্ত্তমান শ্রুতিমধ্যে পরমাত্মার সৰ্বব্যাপকতা ও সৰ্ব-
রূপত্বের বিষয় প্রতিপাদন করিতেছেন ।

সার কথা এই যে, এই অমৃতস্বরূপ পরব্রহ্মই অগ্রে, ব্রহ্মই পশ্চাতে,
ব্রহ্মই দক্ষিণে এবং ব্রহ্মই উত্তরে, তিনিই উর্দ্ধে ও অধোদিকে বিস্তৃত
অর্থাৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছেন । সেইজন্যই এই বিশ্ব ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক ।
পরব্রহ্ম শ্রীহরিই বরিষ্ঠ অর্থাৎ সৰ্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব । তাঁহার ভজনেই জীবের
একমাত্র করণীয় ।

অনেকে মনে করেন, ব্রহ্মই যখন সত্য এবং সৰ্বব্যাপক এবং
তিনিই যখন সব তখন ব্রহ্মত্বের জীব বা জগৎ সকলই মিথ্যা । কিন্তু
এই ধারণা সঙ্গত নহে, কারণ ব্রহ্ম সশক্তিক ; তিনি যেরূপ সত্য ও
নিত্য, সেইরূপ তাঁহার অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তিভ্রমও নিত্য
ও সত্য । সূতরাং অন্তরঙ্গা শক্তিরূপা গোলোকবৈকুণ্ঠাদি ধাম ও নিত্য-
লীলা সত্য ও নিত্য, জীব তাঁহার তটস্থা শক্তি বলিয়া উহাও
নিত্য ও সত্য, মায়া তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি বলিয়া উহাও নিত্য ও
সত্য । কেবলমাত্র মায়াগুণের বিকার জড়কার্যাদি অনিত্য কিন্তু

তাহাকেও মিথ্যা বলা চলে না। যাহারা ব্রহ্ম সত্য আর জগন্মিথ্যা বলেন, তাহারা ভ্রান্ত। আর যাহারা জীবকেই ব্রহ্ম বলেন, তাহারাও ভ্রান্ত। জীব ও জগৎ ব্রহ্ম নহে, তবে ব্রহ্মের শক্তিকার্য্য।

কারণ কঠ শ্রুতিতেই পাওয়া যায়,—নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেত-
নানাম্” শ্বেতাস্থতর বলেন,—“জাজ্ঞো দ্বাবজ্জাবীশানীশৌ” ত্রীগীতাতেও
পাই,—“অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো ন হনুতে হনুমান্ শরীরে”
(গীঃ ২।২০) ত্রীগীতায় আরও পাই,—“মমৈবাংশো জীবলোকে জীব-
ভূতঃ সনাতনঃ” (গীঃ ১৫।৭)। ত্রীমন্ডাগবতেও পাই,—“একশ্চৈব মমাং-
শস্ত জীবশ্চৈব মহামতে। ” (ভাঃ ১।১।১১৪) ;

আরও পাই,—

“স্বপর্ণাবেতো সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতো কৃতনীর্ভো চ বৃক্ষে ।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলারমন্তো নিরম্নোহপি বলেন ভূয়ান্ ॥”

এতৎপ্রসঙ্গে “দ্বা স্বপর্ণা সমুজ্জা সখায়া……বীতশোকঃ” (মুণ্ডক
৩।১।১-২) এবং (শ্বেতাস্থতর ৪।৬-৭) দ্রষ্টব্য ।

বেদান্তসূত্রের অংশাধিকরণে বর্ণিত সূত্রসমূহও আলোচ্য ।

বিশ্ব যে ত্রীভগবানের সৃষ্টি তাহাও ত্রীভাগবতে পাই,—

“অশ্রাক্ষীভগবান্ বিশ্বং গুণময্যাঅমায়য়া ।

তথা সংস্থাপয়ত্যেতদ্ভূয়ঃ প্রত্যপিধাস্ততি ॥” (ভাঃ ৩।৭।৪)

আরও পাই,—

“স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ী বিভূঃ ।

যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপনুত লীলয়া ॥” (ভাঃ ৩।৬।৪)

ঐগীতাতেও পাই,—

“ময়াধাক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্যতে সচরাচরম্” (গীঃ ৯।১০)

এতৎপ্রসঙ্গে “অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ...ব্যাপ্তং সৰ্ব্বমিদং জগৎ”
(শ্বেঃ ৪।৯-১০) “স ঐক্যত লোকান্ তু সৃজা” (ঐতরেয় ১।১।১)।

এতৎপ্রসঙ্গে বেদান্তসূত্রের “রচনাত্মপক্ষেঃ” অধিকরণের সূত্রসমূহও
আলোচ্য।

অতএব জগৎ যে মিথ্যা নহে, ইহা শ্রুতি-স্মৃতি-সিদ্ধান্তে প্রতিপাদিত
হইয়াছে ॥১১॥

ইতি—মুক্তকোপনিষদের দ্বিতীয় মুক্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের
‘তত্ত্বকণা’ নাম্নী-অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—দ্বিতীয় মুক্তক সমাপ্ত ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ

তৃতীয়মুণ্ডকে

প্রথমঃ খণ্ডঃ

শ্রুতিঃ—ঋ সুপর্ণা সমুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।
তয়োৱন্যঃ পিপ্ললং স্বাদ্বন্তি-
অনশ্বন্নন্তো অভিচাকশীতি ॥১॥

অঙ্কশাস্ত্রবাদ—[পূৰ্ণ পূৰ্ণ খণ্ডে পৰমপুৰুষের স্বৰূপ বাণিত
হইয়াছে এবং তাঁহার দৰ্শনোপায় যে তদ্বক্তব্যযোগ তাহাও ধৰ্ম্মবাদি
রূপকদ্বারা প্রদৰ্শিত হইয়াছে, এই অধ্যায়ে সেই অভিধেয় ভক্তি-
যোগের প্রধান অবলম্বন সম্বন্ধজ্ঞান যাহা সেব্য-সেবকতাবের উপর
প্রতিষ্ঠিত, তাহাই দেখান হইবে। জীব ও পরব্রহ্মের স্বরূপতঃ
নিত্য ভেদ দেখাইয়া জীবের প্রয়োজনস্বরূপে শ্রীভগবদপ্রাপ্তি যে
ভক্তির ফল, তাহা বলা হইতেছে—] ঋ—ঋ (দুইটি) সুপর্ণা—সুপর্ণো
(পক্ষী—জীব ও পরব্রহ্ম নামক) [ইহারা] সমুজা—সমুজো (একসঙ্গে
সৰ্বদা স্থিত), সখায়া—সখায়ো (পরস্পর সখ্যতাবাপন্ন) সমানং (একই)
বৃক্ষং (ছেদনীয়ত্বহেতু বৃক্ষভূত জীবশরীর) পরিষস্বজাতে (গ্রহণ
করিয়াছে অর্থাৎ তথায় নীড় বাঁধিয়া পরস্পর মিলিত হইয়া একই
বৃক্ষে বাস করিতেছে), তয়োঃ (সেই পক্ষী দুইটির মধ্যে) অন্তঃ
(অন্ততর একটি অর্থাৎ জীবাত্মা) স্বাহ (অনেক বিচিত্র স্বাদযুক্ত)

পিপ্ললং (প্রাক্তন কৰ্ম্মজনিত সুখ-দুঃখরূপ ফল) অন্তি (ভোগ করিয়া থাকে), অন্তঃ (দ্বিতীয় পক্ষটি পরমেশ্বর) অনন্তন্ (সাংসারিক কোন ফল না থাইয়া, কেবল কৰ্ম্মফলের প্রযোজক থাকিয়া) অভিচাকশীতি (সাক্ষিস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন) ১১।

অনুবাদ—জীব ও পরমেশ্বর নামে দুইটি পক্ষী একসঙ্গেই সৰ্ব্বদা যুক্ত থাকে ও তাহারা পরস্পর মিত্রভাবাপন্ন, একই শরীররূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে একটি পক্ষী (জীবাত্মা) বিচিত্র অনেক প্রকার স্বাদযুক্ত কৰ্ম্মাজ্জিত ফল ভোগ করে, আর অন্যটি (পরমেশ্বর) কৰ্ম্মফল ভোগ করে না, কৰ্ম্মফলের প্রযোজক থাকিয়া কেবল সাক্ষিরূপে দর্শন করেন ১১।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অথ তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

নষেকশ্চৈব ব্রহ্মণঃ সৰ্বদেহান্তপ্রবেশে তস্মৈ সুখদুঃখভোক্তৃদ্বয়প্রসঙ্গ-
ইত্যত্রাহ—

হা সুপর্ণাপরিষস্বজ্ঞাতে । যুজ্যাত ইতি যুক্ত্বো গুণপরঃ ।
সমানগুণকঃ সযুগিতি ব্যাসাধৈবিবৃতত্বাৎ । সযুজ্যৌ সমানগুণকৌ সখায়া
অপহতপাপুত্বাদিগুণৈঃ পরস্পরসমানৌ হৌ সুপর্ণৌ হৌ পক্ষিসদৃশৌ
সমানমেকং বৃক্ষং বৃক্ষবচ্ছেদনার্হং শরীরং সমাপ্রিতাবিতাথঃ ।

তয়োৱন্তঃ.....শীতি । তয়োঽধোহন্ততরো জীবঃ স্বাত পরিপকং
পিপ্ললং কৰ্ম্মফলং ভুঙ্ক্তে । অন্তস্ত পরমাত্মাঃ ভুঞ্জান এব প্রকাশতে ।
অত্র শরীরে তদাশ্রয়জীবপরাদিবিষয়বাচকশব্দানগর গন বিষয়িবাচকবৃক্ষ-
সুপর্ণাদিশব্দৈবৃক্ষত্বাধ্যবসানলক্ষণরূপকাণ্ডশব্দোক্তকিচ্ছিত্তিবিশেষায়েতি
ব্রষ্টব্যম্ ১১।

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—কেবলাভেদভ্রমং নিবৰ্জন শ্রুতিজীবেশ্বরয়োঃ
কার্য্যভেদাৎ স্বরূপভেদাচ্চ ভেদমাত্—হা সুপর্ণা হৌ পক্ষিণৌ, ছান্দসঃ

ও বিভক্তি স্থানে ডা 'স্বপাংস্বলুগ্‌ডা' ইত্যাদি সূত্রেণ, এবমুত্তরত্ব । এতৌ সমুজ্জা সহ যোগেন স্থিতৌ, সখায়া সখ্যভাবেন কার্যাকারিত্বাৎ অবিচ্ছেদেন বর্তমানত্বাচ্চ মিত্রভূতৌ পরস্পরমিত্রভাবাপন্নৌ, সমানং একং বৃক্ষং বৃক্ষবচ্ছেদনার্হং জীবশরীরং পরিষস্বজ্ঞাতে আশ্রিতবন্তৌ । নহু যদি একাশ্রয়ত্বং চিদেকস্বরূপত্বঞ্চ তর্হি তয়োঃ কো ভেদ ইত্যাপদ্যাহ— তয়োরেক ইত্যাদি, তয়োঃ পক্ষিণোজীবৈশ্বরয়োঃ মধ্যে অন্তঃ অন্ততরঃ জীবঃ স্বাদু বিচিত্রানেকবেদনাস্বাদযুক্তং পিঙ্গলং বৃক্ষশ্চ ফলং কৰ্ম্মজনিতং স্নখদুঃখাত্মকং অস্তি ভগবদ্বৈমুখ্যাতঃ অস্তি ভুঙ্ক্রে, অন্তঃ অপরঃ পরমেশ্বরোহনশ্চন্ কৰ্ম্মকলমভুঞ্জান এব প্রযোজকরূপেণ অভিচাকশীতি সাক্ষিরূপেণ স্থিত্বা পশ্চতি কেবলমিতি । অহরূপশ্চ শ্লোকো ভাগবতে দ্রষ্টব্যঃ 'স্বপর্ণাবেতৌ' ইত্যাদি ॥১॥

ভস্ককণা—গীতাশাস্ত্রে শ্রীভগবান্ যেরূপ জগৎকে অশ্বখ বৃক্ষের সহিত রূপকভাবে বর্ণন করিয়াছেন, সেইরূপ এস্থলে শ্রুতি বদ্ধজীবের শরীরকে পিঙ্গল বৃক্ষ এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে পক্ষিরূপে রূপকভাবে বর্ণন করিতেছেন । এইরূপ বর্ণন কঠোপনিষদে 'গুহাপ্রবিষ্ট' 'ছায়া ও আতপ'রূপেও পাওয়া যায় ।

চ্ছেদনার্হ-বিচারে মনুষ্য-শরীরকে বৃক্ষের সহিত উপমা । আর সেই শরীরে হৃদয়মধ্যে সৰ্ব্বদা সংযুক্তরূপে মিত্রভাবাপন্ন হইয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ দুইটি পক্ষী বাস করিতেছেন । ইহাদের মধ্যে একটি পক্ষী অর্থাৎ জীব নানাবিধ স্বাদযুক্ত স্নখ-দুঃখরূপ কৰ্ম্মফল প্রারন্ধাহসারে ভোগ করিয়া থাকে ; অন্নাট অর্থাৎ পরমেশ্বর কোন ফল ভোগ না করিয়া জীবকে কৰ্ম্মফল ভোগ করাইয়া স্বয়ং সাক্ষিস্বরূপে পরিদর্শন করেন ।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও অহরূপ মন্ত্র দৃষ্ট হয়, (শ্বেঃ ৪।৬) ।

জীবাশ্মা ও পরমাত্মার নিত্য ভেদ সম্বন্ধে ত্রিগীতাতেও পাই,—

“ন জ্বেবাহং জাতু নাসং ন জং নেমে জনাধিপাঃ ।

ন চৈব ন ভবিষ্ণামঃ সর্কে বয়মতঃপরম্ ॥” (গী: ২।১২)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“স্বপর্ণাবেতো সদৃশৌ সখায়ৌ

যদৃচ্ছয়ৈতো কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে ।

একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্লব-

মন্তো নিরনোহপি বলেন ভূয়ান্ ॥” (ভা: ১।১।১৬)

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে একই দেহে বিরাজিত পরমাত্মা ও জীবাশ্মার ভেদ প্রতিপাদনার্থ মহিমা ও অমহিমা প্রকাশিত হইয়াছে । পরমেশ্বর—মায়াদীশ, মায়িক বিশ্বে বিরাজিত থাকিয়াও মায়াতীত আর জীব মায়ী হইতে পরতর হইয়াও স্বরূপে অগুচৈতন্য হেতু মায়ী-বশযোগ্য ।

পুরুষসূক্ত-কথিত—‘উতামৃতত্বেশ্বশানো যদগ্নেনাতিরোহতি । এতাবানশ্চ (পাঠান্তরে ‘তাবানশ্চ’) মহিমাতো জ্যায়ান্শ্চ পুরুষঃ ॥’ শ্লোকের অর্থও এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । তিনি অগ্নি অর্থাৎ বৈষয়িক স্মৃথকে অতিক্রম করিয়াছেন । সেইহেতু পুরুষ অর্থাৎ পরমেশ্বরের মহিমা অপার । শ্রীমদ্ভাগবতের ২।৬।১৮ শ্লোকেও দেখা যায়,—‘সৌহমৃতস্তাত্ম্যশ্চেশো মর্ত্যমগ্নং যদতাগাং । মহিমৈব ততো ব্রহ্মন্ পুরুষশ্চ হরতায়ঃ ।’ ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নারদ! সেই পরমেশ্বর অমৃতের প্রভু, ভোক্তা, ভোজয়িতা এবং দাতা । তিনি মরণধর্মক বৈষয়িক স্মৃথকে অতিক্রম করিয়াছেন । সেই হেতু সেই পরমেশ্বরের এই মহিমা অসীম ।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, আলোচ্য শ্লোকের ‘একস্তয়োঃ খাদতি পিঙ্গলান্নম্’ এই পাদে জীবই কৰ্ম্মফল-ভোক্তা, পরমেশ্বর নহেন ; কিন্তু উপরি উক্ত শ্লোকে অন্তর্ধ্যায়ী পুরুষেরও ভোক্তৃত্ব দেখা যায়। ইহার মীমাংসা কি ? তদন্তরে আমরা উপরি উক্ত ‘সোহমৃতশ্চাত্ম-শ্বেশো’ শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্মে জানিতে পারি যে,—“ভগবান্ যে অমৃতের ভোক্তা, ভোজয়িতা ও দাতা, সে অমৃত স্বর্গ-সুখার গায় বিকৃত বা নষ্ট হয় না। স্বর্গ-সুখার ক্ষয় ও বিকার আছে, এমন কি, অমৃতপায়ী দেবগণও সৰ্ব্বদা ভীত হইয়া নিজ জীবন-রক্ষার্থে অমৃতের মৃত্যু কামনা করেন—‘নিত্যাং যদন্তর্নিজজীবিতোপ্সুভিঃ পীতামৃতৈরপ্যমরৈঃ প্রতীক্ষাতে’। (ভাঃ ১০।১২।১৩) ; তাই অমৃতের বিশেষত্ব দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন—উহা অভয় অর্থাৎ সংসার-ভয়রহিত। পুণ্যবলে জীবের সভয় স্বর্গসুখা লাভ হয় বটে, কিন্তু পুণ্যক্ষয়ে সুখারও ক্ষয় হয় এবং স্বর্গেরও নিবৃত্তি হয়। ‘মর্ত্য’ অর্থাৎ মরণধর্ম্মক ‘অন্ন’ অর্থাৎ বৈষয়িকসুখ। শ্রীভগবান্ সেই বৈষয়িক সুখকে অতিক্রম করিয়া আছেন। অতএব তাঁহার স্বস্থানমৃত অতুলনীয় এবং বিষয়-সুখাতীত নিত্যানন্দপ্রদ। অমৃত-ভোজীর পক্ষে চণকচর্ষণ যেমন কখনও প্রিয় হয় না এবং যদিও কৌতুকবশে তিনি চণকচর্ষণ করেন তথাপি তাহাতে যেমন তাঁহার আসক্তি হয় না, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ বিষয়-ভোগে ‘অনাসক্ত’ই আছেন। এইরূপ শ্রীগীতায় কথিত আছে—‘আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু।’ (গীঃ ৯।২৪) স্বয়ং ভগবানেই অন্তর্ধ্যায়িস্বরূপের ভোক্তৃত্বের বাপদেশেও তাহা অতিক্রম না করিয়া দেখিতে হইবে। অর্থাৎ স্বয়ংরূপ ভগবান্ প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বভোক্তা হইয়াও তাঁহার অন্তরঙ্গা চিহ্নস্তির চিন্ময় বিলাসে যেরূপ আসক্ত এবং সেই লীলাবিলাসে তিনি স্বাস্থ্যানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াও “স্তন্যামৃতং

পীতমতীৰ তে মুদা...যং তৃপ্তয়েহিহাপি ন চালমক্ষরাঃ ।” (ভা: ১০।১৪।৩১)।
 আত্ম পৰ্য্যন্ত সমস্ত যজ্ঞ ষাহার তৃপ্তিসাধনে সমর্থ হয় নাই, সেই
 আপনি (গোবৎস ও গোপবালকরূপে) আনন্দে ষাহাদের স্তম্ভায়ত
 প্রচুরভাবে পান করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মগো এবং ব্রহ্মগোপীগণ
 অতীত যজ্ঞ । সেই ভগবান্ তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াক্তির বিলাসে
 এবং মায়াময়ী তাহাতে কিন্তু অনাসক্ত থাকিয়া কেবল তাহার
 উপকার করেন মাত্র । এইজন্য আলোচ্য শ্লোকের ‘নিরনোহপি বলেন
 ত্বয়ান্’ এই পাদাংশের ‘নিরনহ’ শব্দে আসক্তিবাহিত্য অর্থ ব্যাখ্যাত
 হইয়াছে ।”

এতৎপ্রসঙ্গে বেদান্তসূত্রের “অংশো নানাব্যাপদেশাদন্তথা চাপি
 হাস্যকিতবাদ্বিত্বমধীয়ত একে ।” (বে: সূ: ২।৩।৪১) আলোচ্য এবং
 শ্রীমদ্বনদেব বিভাট্টব্য প্রভুর শ্রীগোবিন্দভাষ্য ও সূক্ষ্মা টীকা দ্রষ্টব্য ॥১॥

ঋতিঃ—সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহ-

নীশয়া শোচতি মুহমানঃ ।

জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্তমৌশ-

মস্ত মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥২॥

অন্ত্যমুবাচ—সমানে বৃক্ষে (সেই পূৰ্ণোক্ত একই শরীররূপ
 বৃক্ষে) পুরুষ: (জীবরূপী পক্ষী) নিমগ্ন: [সন্] (আসক্তিবশত: অর্থাৎ
 দেহাসক্তভাবে মগ্ন হইয়া) অনীশয়া (মায়ায় নানাভূত্রে দীনতাবশত: ও
 প্রতীকারে অসমর্থ) মুহমান: (বিমূঢ় হইয়া) শোচতি (শোক করে
 অর্থাৎ দেহাসক্ত্যভিমানে দেহের সহিত ঐক্যবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দেহ-সম্বন্ধ-
 অনিত্য বোগশোকাদি স্বগতবোধে নানাভূত্রে ভোগ করিতে থাকে) [পরে]
 যদা (যখন শ্রীভগবানের অহৈতুকী ককণায়) অন্তম্ দৈশম্ (সেই বৃক্ষে

অবস্থিত নিজ হইতে ভিন্ন পরমেশ্বরকে) জুষ্টম্ (ভক্তগণ কর্তৃক
নানাভাবে সেবিত) পশুতি (দেখে) [এবং] অশু (এই ঈশ্বরের)
ইতি (এইপ্রকার) মহিমানং (মাহাত্ম্য) [পশুতি—অবগত হয়,
তখন] বীতশোকঃ (সেই শোক হইতে মুক্ত হয়) ৷২৷

অনুবাদ—একই বৃক্ষে সহভাবে থাকিয়াও জীবাশ্মা মায়াব দ্বারা
শরীরে আত্মাভিমানবশতঃ নানাদুঃখে নিমগ্ন হয় এবং তাহার প্রতীকারে
অসামর্থ্যবশতঃ বিমূঢ় হইয়া শোক করিতে থাকে, কিন্তু শ্রীভগবানের
একান্ত অহৈতুক অমুগ্রহে সাধুগুরুর কৃপায় যখন দেখে যে, পর-
মেশ্বরই একমাত্র দুঃখ-নিবারণে সমর্থ, এবং তিনিই একমাত্র উপাস্ত
অর্থাৎ তাঁহাকেই ভক্তগণ উপাসনা করেন, তিনিই এই জগতের সৃষ্টি-
স্থিতি-লয় কর্তা। যখন লোক তাঁহার এই মহিমা জানে, তখন
তাঁহার উপাসনা দ্বারা শোকসাগর উত্তীর্ণ হয় ৷২৷

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সমানে……মুহমানঃ ।

অনৌশয়া ভোগ্যভূতয়া প্রকৃত্যা মুহমানঃ । পরাভিধানাস্তু
তিরোহিতং ততো হস্ত বদ্ধবিপর্ধাঘৌ দেহযোগাচ্চা মোহপীতাস্তান্মায়েন
তিরোহিতপরমাত্মশেষতজ্ঞানানন্দলক্ষণস্বরূপঃ সদ্ভূতবচ্ছেদনাই একশ্বি-
হরীরে জীবঃ স্থলোহং কুশোহহমিত্যাদিতাদাত্মাবৃত্ত্যা পাংসুদকবস্ত-
দেকতামাপন্নঃ সংসৃতংসংসর্গকৃতানি দুঃখান্তুভবতীত্যর্থঃ ।

জুষ্টং……শোকঃ ।

ইতিশব্দো বুদ্ধিস্বপ্রকারবচনঃ । চ শব্দশাধ্যাহর্ন্তব্যঃ । যদাহসৌ
জীবো নিমগ্নাৎ স্বস্বাঙ্কারকত্বনিয়ন্তৃত্বশেষিভাদিনা বিলক্ষণং স্বকশ্মভিঃ
শ্রীতং পরমাত্মানমখিলজগদীশনলক্ষণমশু মহিমানং চ যদা পশুতি তদা
বীতশোকো ভবতীত্যর্থঃ । কেচিস্তনৌশয়াহনৌশবেনাসমর্থত্বেনেত্যর্থঃ ।
লোকে হি পক্ষাদৌ নিমগ্নঃ পক্ষাদিসম্বন্ধেन মুহমানঃ স্বয়ং নির্গমনাস-

মৰ্থভেন শোচন্ত্যেক্ষরগসমর্থঃ স্বয়ং পক্ষাদাবনিমগ্নঃ চ স্বস্মিন্দ্রীতিমভেন
 হৃদ্বুতং তন্তোদ্ধরণসামর্থ্যং চ দৃষ্ট্বা বীতশোকো ভবতি তৎসমাধি-
 রজ্ঞাত্তসন্ধেয়ঃ । ন চাস্মিন্পক্ষেহনীশয়া ভোগ্যভূতয়া প্রকৃতোতি ভাষ্ণ-
 বিরোধঃ শকনীয়ঃ । ভোগ্যভূতয়েত্যস্থানীশয়েত্যেতদ্বিবদ্বগরূপত্বাভা-
 বাৎ । তন্তু সামর্থ্যালক্ষাণ্যবাদরূপত্বাদিতি বদন্তি । নচ কথং বা
 স্থপর্ণেতি মন্তস্ত জীবপরমাত্মভেদপরত্বম্ । অস্তঃকরণজীবপরো হুয়ং
 মন্তঃ । পৈকিরহস্তব্রাহ্মণেহস্ত মন্তস্ত তথা ব্যাখ্যাতত্বাৎ । তথা হি
 —তয়োবন্তঃ পিপ্লবঃ স্বাঘস্তীতি সত্বমনঃপ্রত্যাহভিচাকলীতি ‘জ্ঞস্তা-
 বেতো সত্বক্ষেত্রজ্ঞো’ ইত্যত্র স্বাঘস্তীত্যেতদন্তস্ত বাক্যস্ত সত্বপরত্বমন-
 শ্রুতিত্বাদেঃ ক্ষেত্রজ্ঞপরত্বং চ প্রতীয়তে । ন চ সত্বক্ষেত্রজ্ঞশব্দো জীব-
 পরমাত্মপরাবিত্তি বাচ্যম্ । তয়োঃ শব্দয়োবন্তঃকরণজীবপরতয়া
 প্রসিদ্ধত্বাৎ । তদেতৎসত্বং যেন স্বপ্নং পশ্যতি । ‘অথ যোহয়ং শারীর
 উপদ্রষ্টা স ক্ষেত্রজ্ঞস্তাবেতো সত্বক্ষেত্রজ্ঞো’ ইতি সত্বক্ষেত্রজ্ঞশব্দয়োবন্তঃ-
 করণজীবশব্দাভ্যাং শ্রুতৌব ব্যাখ্যাতত্বাচ্চ । যেন পশ্যতীতি করণত্ব-
 প্রতীতে: সত্বং হস্তঃকরণং স্বপ্নদ্রষ্টৃত্বাচ্চ ক্ষেত্রজ্ঞো হি জীবঃ ।
 অতোহয়ং মন্তোহস্তঃকরণজীবপর ইতি চেৎ । ন তাবজ্জীবপরমাত্ম-
 পরত্বমন্ত মন্তস্তাপি বদিতুং শক্যতে । অনেন মন্ত্রেণ তুল্যার্থতয়া
 প্রত্যভিজ্ঞায়মানে ‘সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ’ ইতানন্তরে মন্ত্রে
 জীবপরয়োঃ প্রতিপরত্বাৎ । অস্ত মন্তস্ত ‘তদৈকার্থ্যচ্চ’ সমানং বৃক্ষং
 পরিষস্বজাতে সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্ন ইতি তয়োবৈকাথ্যং হি
 প্রতীয়তে । সমানে বৃক্ষ ইতি মন্ত্রে চ পুরুষো জীবঃ । অস্তঃকরণস্ত
 পুরুষশব্দবাচিত্বাভাবাৎ । শোচতি মুহমানঃ পশ্যতি বীতশোক ইতি
 পদানামস্বারস্তপ্রসঙ্গাচ্চ । অন্তস্ত পরমাত্মেশশব্দোক্তত্বাৎস্ববিষয়কজ্ঞানেন
 বীতশোকহেতুত্বাচ্চ ন কেবলমনস্তরমত্ৰৈকার্থ্যাদ্‘বা স্থপর্ণেতি’ মন্তস্ত
 পরমাত্মপরত্বং, কিন্তু স্বাক্যো স্বাঘস্তানশ্রুত ইতি ভোক্তৃত্বাভোক্তৃত্ব-

প্রবণাক্ত তদবসীয়তে । চক্ষুঃশ্রোত্রাদীনাং দ্রষ্টৃশ্রোতৃবাদিবদন্তঃকরণ-
জ্ঞাপি করণজ্ঞাদেব হি ভোক্তৃৎ ন সম্ভবতি, জীবন্ত বৃক্ষশমোক্তদেহ-
পরিষঙ্গদশায়ামেবানন্তরমপি নোপপত্ততে । তর্হি পৈঙ্গিকতে: কোহর্থঃ ।
উচ্যতে—সৎ বদ্ধজীবঃ । ‘দ্রব্যাস্বাবসায়েষু সমমন্ত্রী তু জন্তুষু’ ইতি
নামাত্মশাসনাজ্ঞস্তপবত্বাবগতে: । জন্তুশ্চ চেতনঃ । ‘প্রাণী তু চেতনো-
জ্ঞমী জন্তুজ্ঞহ্মাশরীরিণ’ ইতি নামপাঠাৎ । বহ্যাস্বিনেষ্টিব দৃষ্টমত্বানিতি
প্রয়োগাৎ ।

ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।

সবং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভি: স্তাব্রিভিওঁটৈ: ॥ ইতি দর্শনাক্ষ

ক্ষেত্রজ্ঞশব্দচাত্ত পরমাত্মপরঃ । অর্থাস্তবপ্রসিদ্ধাকাশপ্রাণাদিশব্দ-
দর্শানুপপত্ত্যা পরমাত্মপরত্বোপপত্তে: । ক্ষেত্রজ্ঞোহক্ষর এব চেতি
পরমাত্মনি প্রয়োগাৎ । ক্ষেত্রং জানাতীত্যবয়বার্থস্ত তস্মিন্বেব পুঙ্কল-
ত্বাক্ষ । মোক্ষধর্ম—

ততস্তৈগুণ্যহীনাস্তে পরমাত্মানমঙ্গমা ।

প্রবিশন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্রজ্ঞং নিওঁণাত্মকম্ ।

সর্ক্সাবাসং বাসুদেবং ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি ততত: । ইতি ।

তত্বেব—বিশ্বমূর্খা বিশ্বভূজো বিশ্বপাদাক্সিনাসিক: ।

একশ্চরতি ক্ষেত্রেষু স্বৈরচারী যথাস্থম্ ।

ক্ষেত্রাবি চ শরীরানি জ্ঞানানি চ শুভাপত্তে ।

তানি বেত্তি স যোগাত্মা তত: ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে ॥

ইতি প্রয়োগাৎ । তত্বেব কপিলাস্থরিসংবাদে—জ্ঞাতানামাত্মরে !
শ্রেষ্ঠো জ্ঞো ব্রহ্মা শুচিরূপেক্ষক: । জ্ঞাতৃকো বুধ্যমানাপ্রতিবুদ্ধো: ।
পরমমৃতং বিদিত্বা নিরবয়বমনাময়মস্মাদ্‌দু:খাদ্বিমুচ্যত এবেতি বুধ্যমানা-

প্রতিবুদ্ধশব্দাভিহিতয়োশ্চিদচিতোঃ পরশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞশব্দেনাভিধানাত্তত্রৈব
পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি বর্গশব্দেনোক্তা, এতস্মাদ্বর্ণাদপবৃন্তোহপবর্গঃ ক্ষেত্রজঃ
চুচিরূপেক্ষকো বুদ্ধায়াপ্রতিবুদ্ধোঃ পরস্মাদিতি, তত্রৈব—অনুদ্ব-
কমন্ত্যংপুঙ্করবর্ণম্। তথাহন্ত্যংক্ষেত্রমন্ত্যঃ পুরুষঃ পঞ্চবিংশকোহন্ত্যচা-
স্ম্যংক্ষেত্রজ ইতি। পুনশ্চ তত্রৈব—এবমাস্মরেহন্তদ্রব্যামন্ত্যঃ পুরুষঃ
পঞ্চবিংশতিতত্ত্বমন্ত্যোহস্ম্যংক্ষেত্রজ ইতি পঞ্চবিংশতঃপরস্মিন্ক্ষেত্রজ্ঞশব্দ-
প্রয়োগাৎ। সনৎকুমার-নারদসংবাদে চ—

পশুঃ পশুতি পশুন্তমপশুন্তং চ পশুতি।

পশুন্তং পশু পশুত্যাংপশুত্যাংপশুতেন পশুতে।

ইতি শ্লোকমুক্ত্য প্রকৃতিং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজং চাপরঃ ক্ষেত্রজঃ বড়-
বিংশকোহনুপশুতি, ন তু পঞ্চবিংশকঃ ক্ষেত্রজঃ প্রকৃতির্কোহপরং ক্ষেত্রজং
পশুতীতি প্রয়োগাচ্চ। অত্র হ্যাত্মশব্দবৎক্ষেত্রজশব্দস্ত জীবপরসাধারণস্ত
পঞ্চবিংশপরশব্দবিশেষিতস্ত জীবপরমাত্মবিষয়ত্বদর্শনাচ্চ।

যোহন্তাত্মনঃ কারয়িতা তং ক্ষেত্রজং প্রচক্ষতে।

যঃ করোতি তু কৰ্ম্মানি স ভূতাত্মেতি চোচ্যতে।

ইতি মানবপ্রয়োগাচ্চ। যেন স্বপ্নং পশুতীত্যত্রেখং ভাবে তৃতীয়া।
যেন বিশিষ্টঃ পরমাত্মা স্বপ্নং পশুতীত্বাচ্চ। ততশ্চ কাঠিন্তবান্ঘো-
বিভতীতি পৃথিবীদ্বারা কাঠিন্তবৎস্বপ্নদ্রষ্টৃত্বম্। জীবদ্বারা পরমাত্ম-
বিশেষণং ভবতীতি ন বিরোধঃ। শারীরকশব্দশ্চ তত্রৈব এব শারীর
আত্মেতিবৎস্বাতিরিক্তসমস্তাচিদচিচ্ছরীরকে পরমাত্মত্বাপপদ্বতে। উপ-
দ্রষ্টেতি নিকৃপাধিকং দ্রষ্টৃত্বং তত্রৈবোপপদ্বতে। এবং শারীর উপ-
দ্রষ্টেতি পদদ্বয়েন পরশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞশব্দবাচ্যত্বপপাদিতং ভবতি। অতো-
হা স্বপর্ণেতি মন্ত্রো জীবপরমাত্মপরঃ। কিঞ্চ ‘ইয়দাহননাৎ’ ইত্যামি-

করণে 'হা স্বপর্ণা' ইতি মন্ত্রে ভোক্তৃভোক্ত্র্যোঃ প্রতিপাদ্যতা। 'ঋতং পিবন্তৌ' ইত্যত্র তু ভোক্ত্র্যেব প্রতিপাদ্যতা। পিবন্তাবিতি প্রবণাৎ। ন চ পিবন্তাবিত্যেতচ্ছত্রিন্ত্যেন পিবদপিবৎসমুদায়-লক্ষকমিতি বাচ্যম্। মুখ্যার্থপরিত্যাগে কারণাতাবাদিতি পূর্ব-পক্ষং কৃত্বা 'ঋতং পিবন্তৌ' 'হা স্বপর্ণা' ইত্যত্র চ দ্বিভঙ্গ্যপ্র-তীতেত্বৈক্যং প্রতীয়তে। তত্র চ হা স্বপর্ণেতি মন্ত্রে 'তয়োন্নতঃ পিঙ্গলং স্বাধস্তানন্নন্নতঃ' ইত্যশনান্নান্নতীতঃ পরমাস্থা প্রতীয়তে। অত এব 'জুষ্টং যদা পশুত্যান্নমীশম্' ইতি বাক্যশেষে পরমাস্থন এব প্রতি-পাদনং দৃষ্টতে। ঋতং পিবন্তাবিতি মন্ত্রে চ, অন্তত্র স্বর্গাদিত্যপ-ক্রমেণ পরমাস্থনঃ প্রকৃতত্বাৎ। যঃ সেতুর্য়জ্ঞানানামক্ষয়ং ব্রহ্ম স্ব-পরমিতি পরমাস্থবিষয়বাক্যশেষাচ্চ পরমাস্থেব প্রতিপাদ্যঃ। অত-ঋতং পিবন্তাবিত্যেতচ্ছত্রিন্ত্যেন যোজ্যম্। অতো বেদান্তেদাহিত্যাত্তেদ ইতি তদীয়তাস্ত্র এব প্রতিপাদিততয়া তয়োশ্চব্রহ্মোভির্দ্বার্থসমর্থনস্ত তদ্বিকৃতত্বাৎ। তস্মাদ্ধা স্বপর্ণেতি মন্ত্রো জীবপরমাস্থপর এব। সঙ্ক-ক্ষেত্রজ্ঞানস্বাবপি তৎপর্যাবিত্যেব যুক্তম্ ২।

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—জীবন্ত বন্ধমোক্কেহেতু ক্রমেণাহ—সমানে একস্মি-শ্বেব বৃক্ষে শরীররূপে নিমগ্নঃ দেহাস্থাভিমানো অত্যন্তমাসক্তঃ, পুরুষঃ জীবাত্মা দুঃখমমৃতবন্ অনীশয়া তং পরিহর্ষুঃ সমামর্থ্যেন হেতুনা মুহমানঃ দীনভাবমাপন্নঃ সন্ শোচতি সন্তপ্যতে। যদা পরমকারুণিকেন কেন-চিৎ সাধুনা গুরুণা বা দর্শিতভক্তিমার্গঃ জুষ্টঃ ভট্টৈঃ সেবিতঃ অন্তং তদৃ-ক্ষস্থিতমপগং পক্ষিরূপম্, ঈশং পরমেশ্বরং সর্কদুঃখনিবারণে সমর্থং পশুতি জ্ঞানান্তি মহিমানঞ্চ অস্ত ভগবতঃ জগৎসৃষ্টাদিমাহাশ্রাৎ বিচারয়তি তদা তং সেবমানো বীতশোকো ভবতি সংসারদুঃখমুক্তব্রতি ২।

তত্ত্বকণা—পূর্বোক্ত বর্ণনানুসারে একই দেহরূপ বৃক্ষে অবস্থিত পক্ষিবয়ের মধ্যে ভগবদ্বিমুখ জীবরূপ পক্ষীটি দেহাস্থাভিমানবশতঃ

শরীরের প্রতি অতিশয় মমতায়ুক্ত হইয়া নানাবিধ দুঃখাদি ভোগে নিরন্তর নিমগ্ন এবং দুঃখ হইতে নিজেকে পরিত্ৰাণ করিতে অসমর্থতা-
হেতু অতিশয় দীনভাবে কালযাপন করে। এমতাবস্থায় যদি—
শ্রীভগবানের অহৈতুকী করুণায় সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় জানিতে
পারে যে, ভগবদ্ধিমুখতাবশতঃই তাহার এতাদৃশ দুর্দশা ঘটিয়াছে
এবং আরও জানিতে পারে যে, ভক্তগণ-পরিসেবিত পরমদয়ালু
শ্রীভগবান্ তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রেই অবস্থিত, একমাত্র তাঁহার সেবাকলেই
জীব মায়্যাবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎসান্নিধ্য লাভে নিত্যানন্দ পাইবে।
ভাগ্যবান্ জীব ভগবানের এইরূপ মহিমায়ুক্ত দিব্যজ্ঞান লাভ করতঃ
নিজ হৃদয়স্থিত পরমসুহৃদ্ পরমপ্রিয় শ্রীভগবান্কে সঙ্গুৎকর আশ্রয়ে
ভজন করিতে করিতে যাবতীয় দুঃখাদি, এমন কি, দুঃখমূল
অবিद्याদিমুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের নিত্যসেবা লাভপূরক নিত্যানন্দ
প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

খেতাবতর শ্রুতিতেও এতদত্বরূপ মন্ত্র পাওয়া যায়,—(শ্বে: ৪।৭)
তাহা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“আত্মানমন্ত্ৰং স বেদ বিদ্যা-

নপিপ্ললাদো ন তু পিপ্ললাদঃ।

যোহবিদ্যা যুক্ত স তু নিত্যবন্ধো-

বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ॥” (ভা: ১।১।১১।৭)

‘বিদ্যাময়’ শব্দে কোন্ বিদ্যা তাহার মীমাংসায় স্ব টীকায় উক্ত
শ্রীগোপালতাপনীর শ্লোকের অর্থে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—“(ঈশ্বর
বা পরমাত্মা দেহবৃক্ষে অভোক্তা হইলেও কৃষ্ণের তাহাতে আসে

কি ? উত্তর—কৃষ্ণই তদ্ব্যংশে তদ্রূপে অর্থাৎ পরমাত্মরূপে বর্তমান ।
 শ্রীগীতায় নিজে বলিয়াছেন,—আমিই একাংশে অর্থাৎ প্রকৃত্যন্তর্য্যামী
 পুরুষরূপেই অর্থাৎ পরমাত্মরূপে অবস্থিত) শ্রীকৃষ্ণে কিন্তু সেই
 পরমাত্মা হইতে অতিশয় বলিতেছেন—বিদ্যাবিভে অর্থাৎ মায়ার
 বৃত্তিরূপে । “বিদ্যাবিভে মম তন্ বিদ্যাদ্ববশরীরিণাম্ । বন্ধমোক্ষকরী
 আদে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে ॥” (ভাঃ ১।১।১১৩) সেই দুইটি যাহার
 নিকটে স্বীকার করি না । তাহার (শ্রীকৃষ্ণের) অংশ অন্তর্য্যামীরই
 তাহার অধিষ্ঠাতৃত্ব হেতু । ‘যশ্চাযুতাংশাংশে বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতেতি’—
 বিষ্ণুপুরাণাৎ । বিদ্যাবিভা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ পৃথকভাবে স্থিত ।”

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

“ত্মাত্তঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

মায়্যাং বৃন্দন্ত চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি ॥”

(ভাঃ ১।৭।২৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও বলিয়াছেন,—

“ ‘মায়াদৌশ’ ‘মায়াবশ’ ঈশ্বরে জীবে ভেদ ।”

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬ পরিচ্ছেদ)

“কৃষ্ণভুলি’ সেই জীব অনাধি বহিস্মৃৎ ।

অতএব মায়্যা তাঁরে দেয় সংসার-দুঃখ ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ২০পঃ)

শ্রীগীতায় পাই,—

“দৈবৌ হেষ্টিয়া গুণময়ী মম মায়্যা দুরত্যয়া ।

মামেব যে প্রপত্তন্তে মায়্যামেতাং তরন্তি তে ॥” (গীঃ ৭।১৪)

বেদান্তসূত্রের “অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ” (বেঃ সূঃ ২।১।২২) সূত্র

শ্রুতিঃ—যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুদ্রবর্ণং
কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মাযোনিম্ ।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধুয়
নিরঞ্জনঃ পীৰয়ং সাম্যমুপৈতি ॥৩॥

অনুবাদ—[অতঃপর পূর্বমন্ত্ৰের বিশদ অর্থ বর্ণিতোছেন—]
যদা (যে সময়) পশ্যঃ (ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারকারী ব্যক্তি) রুদ্রবর্ণং (স্বর্ণের
মত জ্যোতির্ময়, দিবা-হেমবর্ণ-বিগ্রহ) কর্তারং (সমস্ত প্রপঞ্চের সৃষ্টিকর্তা)
ঈশং (সৰ্ব্বনিয়ন্তা) ব্রহ্মাযোনিং (হিরণ্যগর্ভেরও আদিকারণ) পুরুষং
(পরমপুরুষ বাসুদেবকে) পশ্যতে (সাক্ষাৎ করেন) তদা (তখন)
বিদ্বান্ (ঐ পরমেশ্বরস্বরূপদর্শী) পুণ্যপাপে (সঞ্চিত পুণ্য ও পাপ)
বিধুয় (নিরাস করিয়া) নিরঞ্জনঃ (প্রকৃতির সংস্পর্শশূন্য হইয়া)
পরমং সাম্যম্ (অপহতপাপ্যাদি প্রভৃতি গুণাষ্টকরূপ ব্রহ্মস্বরূপের সাক্ষ্যপা)
উপৈতি (প্রাপ্ত হয়) ।৩।

অনুবাদ—পরমেশ্বারাধনাপরায়ণ ব্যক্তি যখন পরমজ্যোতির্ময়
দিবা-হেমবর্ণাঙ্কক, জগৎসৃষ্টিকর্তা, সৰ্ব্বনিয়ন্তা, এমন কি, অব্যাকৃত
পুরুষ ব্রহ্মারও কারণ সেই বাসুদেবকে প্রত্যক্ষ করিবেন, তখন সেই
ব্রহ্মদর্শী সঞ্চিত পুণ্যপাপ ক্ষয় করিয়া প্রাকৃতিক লেপশূন্য হইবেন এবং
তাৎপর্যফলে ব্রহ্মের অপহতপাপ্যাদি গুণাষ্টকের আবির্ভাববশতঃ
সাক্ষ্যপা লাভ করিবেন ।৩।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—প্রকৃতমহুসরামঃ—যদা.....যোনিম্ ।

তদা.....মুপৈতি । পশ্যতীতি পশ্যঃ । ‘পাশ্বাধ্যাদ্ধেটদৃশঃ শঃ’
[পাঃ শ্বঃ ৩।১।১৩৭] ইতি শ প্রত্যয়ঃ । শিষ্টাংশাদেশঃ । যশ্মিন্-
কালে পশ্যো ব্রহ্মদর্শী, ‘আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ । হিরণ্যাক্ষ-

হিরণ্যাকেশঃ' [ছা: ১।৬।৬] ইত্যুক্তরীত্যা দেদীপ্যামানমঙ্গলবিগ্রহ-
যুক্তং জগদীশিতারং তৎকর্তারং ব্রহ্মযোনিং তস্মাদেতদব্রহ্মেতি নিদ্দিষ্টা-
ব্যাকৃতব্রহ্মোপাদানভূতম্ ।

“ভগবানিতি শব্দোহয়ং তথা পুরুষ ইত্যপি ।

নিকৃপাধী চ বর্জেতে বাসুদেবে সনাতনে ।”

ইত্যুক্তরীত্যা পুরুষশব্দনিদ্দিষ্টং বাসুদেবং যদা পশ্চতি তদা পুণ্য-
পাপে নিরস্ত নিরস্ত প্রকৃতিলেপঃ সন্নপহতপাপ্যাদিগুণাষ্টকলঙ্কেন ব্রাহ্মেণ
রূপেণ পরমং সাম্যমুপৈতীত্যর্থঃ । ব্রহ্মযোনিমিত্যত্র ব্যাসার্থ্যৈঃ বঞ্জীতৎ-
পুরুষে লক্ষণাপ্রসঙ্গাৎ স্ক্যোনিশব্দয়োঃ সামানাধিকরণ্যমিত্যুক্তং তদতি-
সুন্দরম্ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পূর্বমন্ত্রার্থমেব বিশদয়তি—যদা বস্মিন্‌কালে,
পশ্চ: পশ্চতীতি দ্‌শে: শ: শিষ্যাপশ্চাদেশ: দর্শনকামী ব্রহ্ম ইত্যর্থ:
পুরুষম্ অস্তধ্যামিণং বাসুদেবং পশ্চতি এবং রূপেণ প্রত্যক্ষীকরোতি
কীদৃশং? কল্পবর্ণং দিবা-হেমবর্ণীত্বকং, কর্তারম্ প্রপঞ্চশোপাদানভূতং
নিমিস্তঞ্চ, ঐশং সর্কনিয়স্তারং তথা ব্রহ্মযোনিং ব্রহ্মণঃ হিরণ্যগর্ত্তাপি
যোনিং কারণং পশ্চতি, তদা বিদ্বান্‌ অসৌ ভগবদ্বর্শী পুণ্যপাপে স্থ-
দু:খখোহেঁতুভূতে স্কৃততদ্বৃতে, বিদ্ব্য বিনাশ, ‘তরতি শোকমাত্মবি-
দ্বিতি শ্রুতে: নিরঞ্জন: সন্‌ নির্লেপো ভূত্বা পরমং সাম্যম্‌ অপহতপাপ্যাদি-
গুণাষ্টকেন কাং' স্নেন ব্রহ্মসাক্ষ্যম্‌ উপৈতি প্রাপ্নোতি ॥৩॥

তত্ত্বকণা—পূর্বোক্ত প্রকারে পরমেশ্বরের আশ্রয়ামগ্নমহিমা-
দর্শনকারী সাধক যখন অপ্রাকৃত স্ববর্ণময়কাঙ্ক্ষিভিশিষ্ট, সর্কজগতের
সৃষ্টিকর্তা, সর্কনিয়স্তা, ব্রহ্মারও উৎপত্তিস্থান পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে দর্শন
অর্থাৎ সাক্ষাৎ করেন, তখন সেই বিদ্বান্‌ সঙ্কিত পুণ্য-পাপ বিনাশ

পূৰ্ণক প্রকৃতির সংস্পর্শ শূন্য হইয়া শুদ্ধাবস্থা লাভকরতঃ ব্রহ্মের সহিত সাক্ষ্য লাভ করেন অর্থাৎ তাঁহাতে অপহতনাপাদ্যাদি ব্রহ্মগুণাষ্টকের আবির্ভাব হয়।

শ্রীগীতাতে পাই,—

“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।

সর্গেতপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন বাৎস্তি চ ॥” (গী: ১৪।২)

গৌড়ীয়বেদান্তাচাৰ্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর ‘প্রমেয়রত্নাবলী’র চতুর্থপ্রমেয়ে কাস্তিমাল্য টীকায় পাওয়া যায়,—“মুক্তক” (৩।১।৩) শ্লোকে—‘সাম্য’ ও গী: (১৪।২) শ্লোকে ‘সাধর্ম্য’ শব্দ আছে, সেই শব্দ দ্বারা মোক্ষাবস্থাতেও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ আছে জানিতে হইবে এবং ‘ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি’—এই বাক্যে ‘ব্রহ্মৈব’ শব্দে ব্রহ্মত্ব জ্ঞানিতে হইবে। ‘এব’ শব্দ তুল্যার্থে ; সাধর্ম্য অর্থাৎ ভগবানের সমান ধর্ম প্রাপ্তি (শ্রীশুকদেব)—অরামরণাদি-বাহিত্যলক্ষণ, পরন্তু সষ্ট্ৰাদিলক্ষণ নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“তস্মিন্ন্, হ বা উপশমশীলাঃ পরমশ্রবয়ঃ সকলজীবনিকায়াবাসস্ত ভগবতো বাহুদেবস্ত ভীতানাং শরণভূতস্ত শ্রীমচ্চরণাবিন্দাবিরত-শ্রবণাবিগলিতপরমভক্তিযোগান্তভাবেন পরিভাবিতাস্তহৃদয়াধিগতে ভগবতি সর্কেষাং ভূতানামাস্তভূতে প্রতাগাত্মনোবাত্মনস্তাদাত্ম্য-বিশেষেণ সমীযুঃ ॥” (ভা: ৫।১।২৭)

পূৰ্ণ বর্ণিত গীতার ১৪।২ শ্লোকের টীকায় শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলেন—“গুরুপাসনয়েদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য প্রাপ্য জনাঃ সর্কেষশ্চ মম নিত্যবিভূতগুণাষ্টকস্ত সাধর্ম্যং সাধনাবির্ভাবিতেন তদষ্টকেন সাম্যমাগতাঃ সন্তঃ...জন্মমৃত্যুভ্যাং রহিতা মুক্তা

ভবন্তীতি ; মোক্ষে জীব-বহুত্বমুক্তং ;—“তদ্বিক্রোঃ পরমং পদং সদা
পশুহি স্বয়ং” (সামবেদ, কঠোপনিষৎ ১।৩।৯) ইত্যাদি শ্রুতিভাষ্যে-
তদবগতম্ ।”

পূৰ্ণ বর্ণিত শ্রীমদ্ভাগবতের ৫।১।২৭ শ্লোকের ‘তাদাত্মা’ শব্দের
ব্যাখ্যায় শ্রীবীরব্রাহ্মণ বলেন—‘তাদাত্মা’—সাধন্যা অর্থাৎ সমানদশ-
বৈশিষ্ট্য ; শ্রীবিজয়ধ্বজ বলেন—তদ্রূপসামা অর্থাৎ ভগবানের সমান-
রূপ ; শ্রীজীব গোস্বামী বলেন—তৎসামা অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গতা ;
শ্রীশুকদেব বলেন—বিভিন্নাংশ জীব ভগবান্ হইতে ভিন্ন হইলেও
অংশী ভগবান্ হইতে তাহার পূর্ণক্ অন্তিভ নাই বলিয়া তিনি
ভগবান্ হইতে অভিন্ন, ইহাই ‘তাদাত্মা’ শব্দের তাৎপর্য্য ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায় শিশুপান, পৌণ্ড্রক, শাব প্রভৃতি
নরপতিগণ শয়ন, আসন প্রভৃতি সৰ্ব্বকাথো বৈরিভাবে যাহার চিন্তা
করিয়া তদীয় গতি, বিলাস, অবলোকন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা তাদৃশ
বুদ্ধিযুক্ত হইয়া তাহার সাম্য লাভ করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের অনুরক্ত
ব্যক্তিগণ যে তদীয় সাম্য লাভ করিবেন, এ বিষয়ে আর বক্তব্য
কি ? বৈরেণ যং নৃপভয়ঃ……তৎসাম্যমাপুরত্বরক্তমিযাং পুনঃ কিম্ ?”

(ভৃঃ ১।১।৪৮)

অতএব ‘সাম্য’ শব্দের তাৎপর্য্য বিচার করিতে হইবে । অসুখগণও
তো সাম্য লাভ করে, কেবলাদৈতবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরও সাম্যের কথা
শুনা যায়, আবার ভক্তগণও সাম্য প্রাপ্ত হন । ইহার মধ্যে প্রভেদ কি ?
তাহা বিচার্য্য ।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

“ভগবন্তং নাসুদেবম্পাসীনঃ কালেন তন্মহিমানমবাপ ।”

(ভাঃ ৫।৪।৫)

এস্থলে 'মহিমা' শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীধর বলেন,—ঈবমুক্তি ;
 শ্রীবীররাঘব বলেন—ছান্দোগ্যোপনিষিত মুক্তস্বরূপের অষ্ট লক্ষণের
 আবির্ভাব ; শ্রীবিখনাথ বলেন—বৈকুণ্ঠ ; শ্রীশুকদেব বলেন—সাধৰ্ম্মা
 অৰ্থাৎ ভগবানের সমান ধৰ্ম্ম প্রাপ্তি ; জরামরণাদি-রাহিত্যলক্ষণ,
 পরম শৃঙ্খলাদি লক্ষণ নহে ।

বেদান্তমত্রেব জগদ্ব্যাপারবজ্জাদিকরণের ১৭ সূত্র হইতে ২১ সূত্র
 পর্য্যন্ত আলোচ্য । ৩।

শ্রুতিঃ—প্রাণো হেম যঃ সৰ্ব্বভূতৈর্বিভাতি
 বিজ্ঞানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী ।
 আত্মক্ৰাড্ আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্
 এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥৪॥

অনুবাদ—এষঃ (এই পরমাত্মা) হি (সত্য সত্যই) প্রাণঃ
 (সকল প্রাণীর প্রাণস্বরূপ) [কে তিনি ?] যঃ (যিনি) সৰ্ব্বভূতৈঃ
 (ব্রহ্মা হইতে ত্বণ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীদিগের মধ্যস্থিত সৰ্ব্বাত্মা
 হইয়া) বিভাতি (প্রকাশ পাইতেছেন) বিজ্ঞানন্ (অবগ-মনন
 দ্বারা তাঁহাকে এইরূপে জানিয়া) বিদ্বান্ (তাঁহার উপাসনাকারী ভক্ত)
 অতিবাদী (অত্যধিক কপনশীল) ন ভবতে [ন ভবতি] (হয় না),
 [অর্থাৎ] ভব (ভক্ত হও), তেন (তাঁহার দ্বারা) অতিবাদী
 [ভব] (ভগবানের উৎকর্ষ খ্যাপন কর) যঃ (যিনি) আত্ম-
 ক্রাডঃ (আত্মাতেই ক্রীড়াশীল) [এবং যঃ] আত্মরতিঃ (এবং যিনি
 আত্মা অর্থাৎ পরমেশ্বরে রতি অর্থাৎ প্রেমাবিশিষ্ট) ক্রিয়াবান্ (পরমেশ্বর-
 শ্রীতিজনক ক্রিয়াতেই রত) এষঃ [হি] (এইরূপ ভক্তই) ব্রহ্মবিদাং
 (ব্রহ্মজ্ঞদিগের মধ্যে) বরিষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সর্বোত্তম) ৥৪॥

অনুবাদ—ইনিই প্রাণের প্রাণ, যেহেতু সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অন্তর্ধ্যামিক্রমে প্রকাশ পাইতেছেন। ইহাকে যিনি সেইরূপে জানেন ও সাক্ষাৎ করেন তিনি পরমেশ্বর-সদৃশে অত্যাক্তি করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে আবার যে ভক্ত ভগবান্কে লইয়াই ক্রীড়ায়ত, তাঁহাতেই রতিসম্পন্ন এবং ভগবৎপ্রীত্যর্থে ক্রিয়াপরায়ণ, তিনি ব্রহ্ম-জানীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সেই ভগবন্তুভগবৎই সর্বোত্তম ৷৪৥

ত্রীরঙ্গরামানুজ—প্রাণো...ভাতি ॥ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশস্তীত্যাদাবিব প্রাণশব্দঃ পরমাত্মপরঃ। এষ পরমাত্মা সর্বভূতৈরাশ্রিতো ভবতীত্যর্থঃ। বিজ্ঞানন্...বাদী ॥

ভবেতি লোণ্মধ্যমপুরুষৈকবচনম্। বিজ্ঞানহ্রুবণমননাভ্যাং জ্ঞান-
ষিষাংস্তম্পাগীনস্তেন পরমাত্মনাত্মিত্ববাদী ভবেতি শিষ্টাং প্রতাপদেশঃ।
অতীত্য সর্বাশ্রদিতুং শীলমস্ত সোহতিবাদী। যন্ত শ্বোপাশ্চদেবতায়ঃ
সর্বাতিশয়িত্বং বদতি সোহতিবাদীত্যাচ্যতে। আত্ম...রতিঃ ॥

যন্ত ক্রীড়াশ্বন্তেব নোজ্ঞানাদিষু স আত্মক্রীড়ঃ। যন্ত রতিরাশ্বন্তেব
ন শক্চন্দনাদিষু স আত্মরতিঃ। রতিঃ শক্চন্দনাদিভ্রাতা প্রীতিঃ।
ক্রীড়োজ্ঞানাদিভ্রাত্তেতি ভূমাধিকরণে ব্যাসার্থৈকরূপত্বাৎ।

ক্রিয়াবান্ ॥ অনন্তসংহিতফলক্রিয়াভ্রষ্টানশীলঃ। এবংভূতশ্চ ভবেতি
ষোজনা। ক্রিয়াবৎ কিমর্থমিত্যত্রাহ—এষঃ...বরিষ্ঠঃ ॥ ইতি।

ক্রিয়য়া হন্তঃকরণে পরিণত্বে ব্রহ্মবিদ্যানিষ্পত্ত্যা ব্রহ্মবিদ্যাং বরিষ্ঠো-
ভবতি ৷৪৥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ জ্ঞেয়স্ত পরমেশ্বরস্ত সর্বোৎকর্ষং প্রমাণয়তি
—এষঃ পরমাত্মা হি নিশ্চয়েন প্রাণঃ প্রাণস্বরূপঃ ‘যঃ প্রাণস্ত প্রাণ

ইতি শ্রুতেঃ,' কথং স প্রাণঃ ? যঃ পরমাত্মা সৰ্বভূতৈঃ সৰ্বপ্রাণিভিঃ সৰ্বভূতাত্মতয়া বিভাতি সৰ্বেষামন্তর্য্যামিত্বেন সৰ্বভূতস্বত্বেন চ বিবিধং দীপ্যতে । নান্তুঃ কোহপি 'একোহপি সন্ বহুধা যো বিভাতিতি শ্রুতেঃ', তং বিজ্ঞানন্ বিশেষতো জ্ঞানন্ বিদ্বান্ ভবতে পরমাত্মদশী ভবতি, ন অতিবাদী নাসৌ পরমেশ্বরস্ত সৰ্বোৎকৰ্ষং বদন্ অতিশয়োক্তিমান্ ভবতি যঃ, পরমেশ্বরস্ত স্বরূপেণ সৰ্বাধিকত্বাৎ সৰ্বময়ত্বাচ্চ । তত্রাপি যঃ ভক্তঃ আত্মক্ৰীড়ঃ আত্মন্তেব ক্রীড়তি সেবানন্দে তৃপ্তঃ নান্তুত পুত্রদারাдиषु তথা আত্মরতিঃ আত্মন্তেব পরমেশ্বর এব রতিঃ প্রীতিৰ্যস্ত প্রেমবানিত্যর্থঃ ক্রিয়াবান্ ঈশ্বরপ্রীত্যর্থঃ ক্রিয়াপরায়ণঃ, ন তু ক্রিয়াত্যাগী, জ্ঞানমাত্র-পরায়ণঃ, এব এতাদৃগ্ভক্তঃ ব্রহ্মবিদাং ব্রহ্মজ্ঞানিনাং অপেক্ষ্য বরিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ উক্তঞ্চ—ভগবতা 'তপস্বিত্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিত্যোহপি মতোহধিকঃ । কৰ্ম্মিত্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবাক্ষুণ্' "যোগিনামপি সৰ্বেষাং মদগতেনাস্তরাত্মনা । শ্রদ্ধাবান্ ভজ্যতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥" যুক্ততমঃ যোগিতমঃ ভগবন্তুক্ত ইত্যর্থঃ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—সৰ্বব্যাপী পরমেশ্বরই সকলের প্রাণস্বরূপ অর্থাৎ তিনি সকলের প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবাত্ম । সকল প্রাণীর মধ্যে তিনি অন্তর্য্যামিরূপে প্রকাশিত থাকেন এবং তিনিই সৰ্বাত্মক হইয়া বিবিধাধারে প্রকাশিত । এই তত্ত্ব যাহারা জানেন এবং সাক্ষাৎ করেন, তাঁহারা কখনও অতিবাদী হন না অর্থাৎ ভগবন্তত্ত্বের মহিমা-ব্যতিরিক্ত অন্য কথা বলেন না ।

যাহারা প্রকৃত ভগবন্তত্ত্বজ্ঞ তাঁহারা কিন্তু আত্মাতেই ক্রীড়াশীল, দেহ-স্ত্রী-পুত্রাদিতে ক্রীড়াশীল নহেন, তাঁহারা কিন্তু আত্মরতিবিশিষ্ট অর্থাৎ ভগবৎপ্রেমিক এবং সৰ্বদা শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থ সেবাপরায়ণ । এইরূপ ভগবন্তত্ত্বগণই ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের অপেক্ষা সৰ্বশ্রেষ্ঠ ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“বিসৃজ্য সৰ্বানন্তাংশ মায়েবং বিশ্বভৌমুখম্ ।

ভজন্ত্যনন্তয়া ভক্ত্যা তান্ মৃত্যোরতিপারয়ে ॥” (ভা: ৩।২৫।৪০)

“মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ ।

স্বদ্বর্ভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহামুনে ॥” (ভা: ৬।১৪।৫)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

“তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ ।

কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ যোগী ভবাক্ষুণ ॥

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তরাশ্রনা ।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥”

(গী: ৬।৪৬-৪৭)

আরও পাই,—

“বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপণ্ডতে ।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা স্বদ্বর্ভঃ ॥” (গী: ৭।১২)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার “মহাত্মানস্ত...উপাসতে ॥”

(৯।১৩-১৪) শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“কোটি মুক্ত মধ্যে দ্বর্ভ এক কৃষ্ণভক্ত ।”

এতৎপ্রসঙ্গে বেদান্ত সূত্রের “সর্বথাপি তত্র বোভয়লিঙ্গাং” (বে: সূ: ৩।৪।৩৪) সূত্রের গোবিন্দভাষ্য আলোচ্য ॥৪॥

শ্রুতিঃ—সত্যেন লভ্যস্তপসা হেষ আত্মা
 সম্যগ্জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্ ।
 অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ষ্যয়ো হি শুভ্রো-
 যং পশুস্তি যতয়ঃ ক্লীণদোষাঃ ॥৫॥

অনুবাদ—[এই পরমাত্মাকে লাভ করিতে হইলে সৰ্ব্বাশ্রে
 বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক, এক্ষণে তাহার সহকারী সাধনগুলি
 বলিতেছেন—] নিত্যং সত্যেন (নিত্য সত্যস্বরূপ ভগবানের ভজন ও
 সত্যকথন) তপসা (নিত্য ভক্তিমূলক স্বধৰ্ম্মাচরণ) সমাক্ (ষথাষথভাবে)
 জ্ঞানেন (নিত্য আত্মতত্ত্বদর্শন) ব্রহ্মচর্য্যেণ (নিত্য ইন্দ্রিয়সংযম
 দ্বারা) এষঃ আত্মা হি (এই পরমাত্মাকে) লভ্যঃ (পাওয়া যায়,
 দর্শন করা যায়) [কোথায় ?] অন্তঃশরীরে (শরীরের মধ্যে হৃৎ-
 পুণ্ডরীকে) [কিরূপ ?] জ্যোতির্ষ্যঃ (তিনি কৃষ্ণবর্ণ প্রকাশাত্মা) শুভ্রঃ
 (শুদ্ধ) ; ক্লীণদোষাঃ (রাগদ্বेषাদি চিন্তামলশূন্য) যতয়ঃ (একান্তি-
 ভক্তগণ) যং (যে পরমাত্মাকে) পশুস্তি (দর্শন করিয়া থাকেন) ।
 [স্মৃত্যং ইহা স্তোভবাক্য নহে, ইহাদের আদর্শ লইয়া উপাসনা দ্বারা
 তাঁহাকে পাওয়া যাইবে] ॥৫॥

অনুবাদ—তাঁহাকে পাইতে হইলে সত্যস্বরূপ ভগবানের উপাসনা,
 সৰ্ব্বদা তৎসামুখ্য, ব্রহ্মচর্য্য ও তত্ত্বানুশীলন আবশ্যক, এই পূৰ্ব্ববর্ণিত
 পরমেশ্বর শরীর-মধ্যে হৃদয়াকাশে জ্যোতির্ষ্যরূপে বিরাজমান, তিনি
 অত্মাত্ম অন্তরিন্দ্রিয় বুদ্ধি, মন প্রভৃতির মত নহেন, কারণ তাহারা
 বিষয়োপরক্ত রাগদ্বেষাদি মলে লিপ্ত, কিন্তু এই পরমাত্মা সৰ্ব্বদা শুভ্র
 অর্থাৎ বিশুদ্ধ । একান্তভক্ত যতিগণ যত্নপর হইয়া তাঁহার উপাসনা
 করিয়া থাকেন, তাহার ফলে অবিজ্ঞাদি দোষমুক্ত হন এবং তাঁহাকে
 প্রত্যক্ষ করেন ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সত্যেন.....দোষাঃ ।

রাগাদিদোষশূণ্য জিতেন্দ্রিয়া যং পশুন্তি স শরীরাস্তর্কর্তা জ্ঞান-
ময়ো নির্দোষ আত্মা ।

মনসশ্চেन्द्रিয়াণাং চ হৈকাগ্রাং পরমং তপঃ । ইত্যুক্তবাহ্যভা-
স্তবৈন্দ্রিয়ৈকাগ্র্যলক্ষণতপসাগমোখজ্ঞানেন চ জ্ঞীমদ্গাদিরাহিত্যলক্ষণনি-
ত্যব্রক্ষচর্যোণ চ সত্যেন ভূতহিতবচনেন চ লভাঃ সাক্ষাৎকর্তব্যঃ ।
অথবা লভাঃ প্রাপ্য ইত্যর্থঃ । প্রাপ্তিশ্চোপাসনাধারেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥৫॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—যে খলু নিত্যং সত্যং ভগবন্তং ভজ্যন্তে সৰ্বদা
ইন্দ্রিয়াণাং মনসশ্চ ঐকাগ্রোণ তং ধ্যায়ন্তি, নিত্যং জ্ঞীমদ্গাদিসম্পর্কভাগেন
বর্ত্তন্তে, তদ্বৎশূণীলয়ন্তি তৈরেব পরমাত্মা প্রাপ্যঃ সাক্ষাৎকার্যশ্চ
ইত্যাহ—‘সত্যেন লভ্যন্তপসা হ্যেব আত্মে’তি, কুত্র লভাঃ, তদাহ—অন্তঃ-
শরীরে স্বাধিষ্ঠিতশরীরমধ্যে হৃদয়াকাশে, কথং স দৃশ্যঃ ? জ্যোতির্ময়ঃ—
প্রকাশাত্মা রুদ্রবর্ণঃ, শুভ্রঃ—শুদ্ধঃ প্রাকৃতিকদোষশূণ্যঃ, তাদৃশস্ত সত্তায়াং
কিং মানম্ ? বিদ্বদহুভব এব ইত্যাহ—যতয়ঃ যত্নশীলা তদিতর-
বৈরাগ্যাসম্পন্নঃ ভক্তা যং পশুন্তি সাক্ষাৎকুর্কন্তি, ন সর্কে ইত্যাহ—
ক্ষীণদোষা ইতি অবিজ্ঞা-রাগ-দ্বेषাদি-দোষনিমুক্তাতঃপ্রাগবিজ্ঞাদি
এব দোষমুক্তৈর্ভবিতব্যম্ ততস্তদর্শনং ভগবন্নিষ্ঠাদি-সহকৃতেন সৰ্বদা
তদ্বৎশূণীলনেন ভক্তিবলেন চ সম্ভবতীতি জ্ঞেয়ম্ ॥৫॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে পরমাত্মা পরমেশ্বরের প্রাপ্তির সাধন বলিতেছেন ।
সকলের শরীরের মধ্যে হৃদয়াকাশে পরম বিমল প্রকাশময় জ্ঞান-
স্বরূপ পরব্রক্ষ পরমাত্মা বিরাজমান আছেন । যিনি সর্কপ্রকারে দোষ-
রহিত হইয়া প্রযত্নশীল হন, তিনি ইহাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন ।
সৰ্বদা সত্যস্বরূপ ভগবানের উপাসনা, স্বধৰ্ম্মাচরণরূপ তপশ্চা, ইন্দ্রিয়সংযম
ও মনের একাগ্রতাসাধন তথা ব্রক্ষচর্য্যপালন পূৰ্ব্বক ভগবদুপাসনা-

প্রভাবে শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতঃ তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।
 শুদ্ধভক্তগণ শুদ্ধভক্তিপ্রভাবে সচ্চিদানন্দময় ভগবান্কে তাঁহাদের হৃদয়
 মধ্যে নিত্য দর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় পাই,—

“প্রেমাজ্ঞানচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
 সন্তঃ সদৈব হৃদয়েহপি বিলোকয়ন্তি ।
 যং শ্রামস্বন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
 গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥” (ব্রঃ সং ৫।৩৮)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবদ্বাক্যেও পাওয়া যায়,—

“একঃ শুদ্ধঃ স্বয়ংজ্যোতির্নিগুণোহসৌ গুণাশ্রয়ঃ ।
 সর্কসগোহনাবৃতঃ সাক্ষী নিরাশ্রাশ্রাশ্রয়ঃ পরঃ ।
 য এবং সন্তমাত্মানমাত্মস্বং বেদ পুরুষঃ ।
 নান্ধ্যতে প্রকৃতিস্বোহপি তদগুণৈঃ স ময়ি স্থিতঃ ॥”
 (ভাঃ ৪।২০।৭-৮)

শ্রুতদেবের উক্তিতেও পাই,—

“শৃংগতাং গদতাং শব্দদর্চতাং স্থাবিবন্দতাম্ ।
 নৃগাং সংবদতামস্তহৃদি ভাস্তমলাশ্রনাম্ ।
 হৃদিহোহপ্যতিদূরস্থঃ কণ্ঠবিক্ষিপ্তচেতসাম্ ।
 আশ্রয়শক্তিভিরগ্রাহোহপ্যাস্ত্যপেতগুণাশ্রনাম্ ॥”
 (ভাঃ ১০।৮৬।৪৬-৪৭)

শ্রীগীতাতে পাই,—

“যতস্তো যোগিনশ্চৈনং পশুস্ত্যাস্তবস্থিতম্ ।
 যতস্তোহপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশুস্ত্যচেতসঃ ॥” (গীঃ ১৫।১১) । ৫।

শ্রুতিঃ—সত্যমেব জয়তি নানৃতং

সত্যেন পশ্বা বিততো দেবযানঃ ।

যেনাক্রমন্ত্যশ্বয়ো হ্যাপ্তকামা-

যত্র তৎ সত্যশ্চ পরমং নিধানম্ ॥৬॥

অম্বুবাৎ—[অতঃপর সত্যনিষ্ঠার প্রশংসা করিতেছেন—]
 সতাম্ এব (সত্যই অর্থাৎ কাষ্মিক, বাচিক ও গানসিক ত্রিবিধ সত্য-
 নিষ্ঠগণই অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠগণই) জয়তি (জয়যুক্ত হন অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট,
 কারণ তাঁহারা মিথ্যাশ্রয়িগণকে পরাভূত করেন) ন অনৃতম্ (মিথ্যা
 নহে অর্থাৎ মিথ্যাপরায়ণগণ সত্যনিষ্ঠকে অভিভূত করিতে পারে না,
 এইজন্ত ব্রহ্মদর্শনে সত্যশ্রয়ই শ্রেষ্ঠ সাধন) [শাস্ত্রেও সে কথা
 বলা আছে, যথা] সত্যেন (সত্যের দ্বারা) দেবযানঃ পশ্বাঃ (দেবযান
 নামক পথ, অর্থাৎ অর্চিরাদি পথ ধরিয়া সত্যধামে উপস্থিতির
 মার্গ) বিততঃ (উন্মুক্ত হইয়া আছে, সত্যনিষ্ঠের সম্বন্ধে অর্চিরাদি-
 ক্রম বিস্তীর্ণ) [এই পথের এত লোভনীয়ত্ব কেন ? তাহাই
 বলিতেছেন—] যেন (যে পথ ধরিয়া) স্বযয়ঃ হি (সত্যদর্শিস্বয়িগণ)
 আপ্তকামাঃ [সন্তঃ] (পূর্ণকাম হইয়া অর্থাৎ অন্য সকল লোকে
 যাইবার ও অপর সকল ভোগের কামনা ত্যাগ করিয়া) আক্রমন্তি—
 আক্রমন্তে (অধিকার অর্থাৎ গমন করেন) [কি অধিকার করেন ?]
 যত্র (যে স্থানে) সত্যশ্চ (সেই পরমার্থপ্রাপ্তির পরম সাধনের
 সাধ্য) তৎ পরমং (সেই সর্বোত্তম অর্থাৎ অতি দুস্ত্রাপ্য, অতি
 লোভনীয়) নিধানং (নিধি অর্থাৎ পরমেশ্বর পদ আছেন) [সেই পথ
 সত্যসেবীর পক্ষে উন্মুক্ত] ॥৬॥

অম্বুবাৎ—সত্যেরই জয়; সত্যনিষ্ঠা অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠা সকলকে
 পরাভূত করে; মিথ্যা, শাঠ্য, মায়া, বিপ্রলিপ্সা, অভিমানাদি অনৃত জয়ী

হয় না, সত্যের কাছে পরাভূতই হয়। শাস্ত্রও সত্যকে পরম সাধন বলিয়াছেন যেহেতু মৃত্যুর পর দেবযান নামক পথ সত্যনিষ্ঠের জন্য বিস্তৃত হইয়া আছে। তত্ত্ববিদগণ যে পথ ধরিয়া পূর্ণকাম হন এবং উপেয় সেই পরব্রহ্ম-ভিন্ন অপর সমস্ত বিষয়ে বৈরাগ্যবান্ হইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হন, যেখানে সত্যের পরমাশ্রয় পরমেশ্বর পরমপুরুষার্থরূপে বিরাজ করিতেছেন। ৬।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সত্যেন লভ্য ইত্যুক্তং সত্যং স্তোতি—

সত্যমেব……দেবযানঃ ।

লোকে সত্যমেব জয়তি নানৃতম্। সত্যবাদিনা হনৃতবাদী পরিভূয়তে। অচ্চিরাদিক্রূপেণ বিততো বিস্তীর্ণো দেবযানাথ্যঃ পন্থাঃ সত্যেন হি ভবতি। সত্যবাদিনো হি স ভবতীত্যর্থঃ। তং মার্গং বিশিনষ্টি—

যেনা……আপ্তকামাঃ। বিগততৃষ্ণাঃ সত্যাদর্শিনো যেন মার্গেণ তৎ-প্রাপ্নুবন্তি হি কিং তদিত্যত্রাহ—

যত্র……নিধানম্। যত্র স্থানে সত্যাবদনস্ত পরমপ্রয়োজনভূতং মূর্ত্তং ব্রহ্মাস্তে তৎস্থানমিত্যর্থঃ। ৬।

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পরমপুরুষার্থসাধকত্বাৎ সত্যমেব স্তোতি। সত্যমেব ত্রিবিদসত্যাচরণমেব জয়তি পরমোৎকর্ষেণ বর্ষতে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে প্রবলসাধনত্বাৎ ইতিভাবঃ, অনৃতং অবস্তভূতং কুহক-মায়াশাঠ্যাহকারাদিকং ন জয়তি ন পরমোৎকর্ষং লভতে সত্যেনাভি-ভূতত্বাৎ অনর্থোদ্বর্কত্বাচ্চ। দৃশ্যস্তে অনৃতিনঃ সত্যবাদিভিরভিভূয়ন্ত ইতি। শাস্ত্রমপি সত্যস্ত সাধনাতিশয়ত্বমবগময়ন্তি, তথাহি দেবযানঃ পন্থাঃ। ষিবিধো হি পন্থা মৃত্যোঃ পরং লিঙ্গশরীরিণো জীবন্ত উপতিষ্ঠতে

দেবযানঃ পিতৃযানশ্চ তত্র যেন পথা অর্চ্চিরাদিমার্গদ্বারা তদ্বজ্ঞানিভিঃ
দেবঃ পরমাত্মা যায়তে গম্যতে স দেবযানঃ ‘ন স পুনরাবর্ততে’ ইতি
শ্রুতে: উৎকৃষ্ট এষঃ, পিতৃযানস্ত কস্মিভিধূমাদিসাহায্যেন পিতৃলোকঃ
প্রাপ্যতে ততশ্চ কৰ্ম্মশেষেণ নরকাদিলোকো গম্যতে ইতি তস্তাবয়বম্ ।
অসৌ দেবযানঃ পন্থাঃ সত্যেন যথাভূতাচরণেন সত্যরূপিণঃ পরমেশ্বরস্ত
আশ্রয়ণেন বিততঃ সাততোন বিস্তীর্ণোহস্মি । তেন পথা কে কুত্র
গচ্ছন্তি ? ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—যেন দেবযানেন পথা আপ্তকামাঃ বিগত-
তৃষ্ণাঃ ভগবদিতিরৈবরাগ্যসম্পন্ন ইত্যর্থঃ, ঋষয়ঃ একাস্তিনো ভক্তা-
স্তদ্বদর্শিন ইত্যর্থঃ, আক্রমন্তি তৎপদং প্রাপ্নুবন্তি এতেন তৎপদপ্রাপ্তৌ
অধিকারঃ প্রদর্শিত ইতি বোধ্যম্ । কিন্তু পদং ? যৎ পরম-
পুরুষার্থরূপং ভক্তিয়োগিনাং কাম্যম্ । যত্র যস্মিন্ স্থানে সত্যস্ত
উত্তমসাধনস্ত সত্যস্ত সম্বন্ধি সাধ্যং পরমং সর্বাতিশায়ি নিধানং পরম-
পুরুষার্থাকরঃ তিষ্ঠতি তম্ আক্রমন্তি ইত্যর্থঃ । অতঃ পরমপুরুষার্থ-
লাভে সত্যমেব জয়তি ॥৬॥

তত্ত্বকণা—সত্যেরই বিজয়, তাহারই সর্বোৎকর্ষ শ্রুতি বলিতেছেন ।
মিথ্যার কখনই জয় নাই । অভিপ্রায় এই—পরমাত্মা সত্যস্বরূপ,
সুতরাং তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত মহুগ্নের মধ্যে সত্যের প্রতি নিষ্ঠা
হওয়া চাই । সেইজন্তই শ্রুতি বলিতেছেন—পরমাত্মার প্রাপ্তির পক্ষে
সত্যনিষ্ঠাই অনিবার্য সাধন । কারণ সত্য-আশ্রয়কারীরই জয়, অসত্য-
আশ্রয়কারীর জয় নাই । “জয়ন্ত পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্রনঃ ।”

যাহাদের ভোগাভিলাষ নাই পরন্তু আপ্তকাম ; সেই সকল ঋষিগণ
যে পথে গমন পূর্বক সত্যের পরম নিধান পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন,
সেই পথের নাম দেবযান । দেবযানাথ্য বিস্তৃত পথ একমাত্র সত্যনিষ্ঠা
দ্বারাই লভ্য । যেখানে পরমপুরুষার্থ বিद्यমান আছে, বিষয়তৃষ্ণাহীন
ঋষিগণই দেবযান দ্বারা তথায় গমন করিয়া থাকেন ।

হরিভজনের পথে সত্যনিষ্ঠা, সবলতা প্রভৃতি সদৃশ একান্ত প্রয়োজন। মিথ্যাভাষণ, কপটতা, দম্ভ প্রভৃতি অসদৃশাবলী হরিভজনের পরিপন্থী। শ্রীভগবান্ স্বয়ং সত্যস্বরূপ, সুতরাং সেই সত্যস্বরূপনিষ্ঠ না হইলে কখনই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“সত্যব্রতং সতাপরং ত্রিসত্যং

সত্যস্ত যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যো ।

সত্যস্ত সত্যমৃতসত্যানেত্রং

সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥” (ভাঃ ১০।২।২৬)

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকায় পাই,—“ত্বেব বাস্তবং বস্তু সংসারে-
হস্মিন্ বাস্তবে । ত্বং ভক্তৈর্গম্যসে নাষ্টৈরিতি স্বতার্থ ঐক্ষিতঃ । স্বভক্ত-
পালনৈকব্রতত্বান্নিত্যসত্যাত্মক ত্বেব প্রপন্ত্যাহ’ ইত্যাতঃ”—

“সত্যো প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ।

সত্যং সত্যো হি গোবিন্দস্তস্ম্যাং সত্যো হি নামতঃ ॥”

(উত্তমপর্কষি)

শ্রীগীতায় পাই,—

“তদ্বুদ্ধয়ন্তদাত্মানন্ত্রিষ্ঠান্তং পরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্ত্যপ্ননবাস্তিং জ্ঞাননিধুঁতকল্পবাঃ ॥” (গীঃ ৫।১৭)

শ্রীমদ্ভাগবতে সত্যসাধনের তাৎপর্য্যে পাই,—“সত্যঞ্চ সমদর্শনম্
অন্তর্যমূর্ত্য বাণী কবিভিঃ পরিকীর্তিতা” (ভাঃ ১১।১২।৩৭-৩৮) ।

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকায় পাই—“সমদর্শনং ঈর্ষ্যাসূয়াদিবৈষম্যপরি-
ত্যাগেন সর্বত্র স্বসমদুঃখালোচনং” “আত্মোপমোন সর্বত্র সমং পশ্যতি
যোহর্জুন । সুখং বা যদি বা দুঃখম্” ইতি শ্রীগীতোক্তেঃ । ন তু

যথার্থভাষণমাত্রম্ । স্মৃত্তা বাণী সত্য্য প্রিয়া চ বাণী সৈব ন তু
যথার্থভাষণমাত্রং তথাহে দোষবতাং দোষকীর্তনমপি প্রসজ্জত ।
তস্মিংশ্চ সতি নিন্দা স্ম্যৎ । সা চ সত্যং শ্রোতৃণামপ্রিয়েতি তস্মাৎ
স্মৃত্তবাণীত্বাভাবঃ স্ম্যৎ । পূর্বাচাৰ্য্যাস্তু সত্যং যথার্থাচরণমতং যথার্থ-
ভাষণমিত্যানয়োর্লক্ষণং চক্ৰুঃ” ৷৬৷

শ্রুতিঃ—বৃহচ্চ তদ্ব্যমচিস্ত্যরূপং

সূক্ষ্মাচ্চ তৎসূক্ষ্মতরং বিভাতি ।

দূরাৎ সূদূরে তদ্বিস্তৃতিকৈ চ

পশ্যৎস্বিতৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥৭৷

অন্যমাসুবাদ—[তিনি কে ? এবং তাঁহার কি লক্ষণ ? এই
আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—] তৎ (সেই পরব্রহ্ম) বৃহৎ (সৰ্ব্বব্যাপী
মহৎ) দিব্যম্ (দিব্য অর্থাৎ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর, স্বপ্রকাশ) চ
(এবং) অচিস্ত্যরূপম্ (তাঁহার স্বরূপ অচিস্তনীয়, প্রাকৃত বুদ্ধিতে
চিন্তা করা যায় না) চ (এবং) তৎ (সেই ব্রহ্ম) সূক্ষ্মাৎ (অতিসূক্ষ্ম পরমাণু
প্রভৃতি হইতে) সূক্ষ্মতরং (অধিক সূক্ষ্ম, যেহেতু সমস্ত অচেতন পদার্থের
মধ্যে প্রবেশ-সমর্থ, জীবের মধ্যেও তিনি প্রবিষ্ট হইয়া) বিভাতি (প্রকাশ
পাইতেছেন) তৎ (তিনি) দূরাৎ (দূর দেশ হইতে অর্থাৎ অজ্ঞেয়
প্রকৃতি হইতে) সূদূরে (নিরতিশয় দূরে অথবা অজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট
অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়, তাহাদের অগোচরে পরমপদে বিরাজমান) [আবার]
ইহ (এই দেহে বা ব্রহ্মাণ্ডে) অস্তিকৈ চ (বিজ্ঞগণের নিকটে অতিশয়
সমীপে বর্তমান) পশ্যৎস্ব (ব্রহ্মদর্শীদিগের কাছে) ইতৈব (এই হৃদয়-
মধ্যেই) গুহায়াম্ (নিভৃত স্থানে) নিহিতং (নিগূঢ়ভাবে আছেন) ।
[অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শিগণ দেখেন—তিনি এই শরীর-মধ্যে হৃদয়গুহায় নিভৃত-

স্থানে থাকিয়া সমস্ত বিষয় পরিচালনা করিতেছেন, স্ততরাং তাঁহাদের নিকট তিনি সৃজ্ঞেয় ।] ১৭।

অনুবাদ—সত্যনিষ্ঠাদি সাধন দ্বারা প্রাপ্য সেই পরম নিধান-বস্তু স্বরূপতঃ ও গুণতঃ সৰ্ব্বাধিক মহৎ, তাহা অপ্ৰাকৃত অতএব প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাঁহার রূপ অচিস্তনীয়, যেহেতু তিনি সৃষ্ণ হইতেও সৃষ্ণতর, বিবিধ আকারে এবং চন্দ্র-সূর্যাদির শক্তি-প্রদাতৃরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। প্রকৃতির অতীত পরমবোমে যেমন তিনি বর্তমান, সেইরূপ এই জগতে সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যেও প্রকাশনশক্তি দ্বারা প্রকাশিত হইয়া আছেন। অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে তিনি দুজ্ঞেয় হইলেও তত্ত্বদর্শিগণের সম্বন্ধে তিনি সৃজ্ঞেয়, যেহেতু জীবের হৃদয়-গুহাতে যে তিনি বিরাজমান, ইহা তত্ত্ববিদগণ দর্শন করিয়া থাকেন ১৭।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অৰ্চিবাदिপ্রাপ্যং বিশিনষ্টি—

বৃহচ্চ... বিভাতি । স্বরূপতো গুণতশ্চ বৃহৎপরমাকাশনিলয়ং বাঙ্মনসাগোচরকমনীয়রূপবৎসৰ্ব্বাচেতনাস্তঃপ্রবেশনসমৰ্থাজ্জীববর্গাদপি তদনুপ্রবেশসমর্থতয়া সৃষ্ণতরং দীপ্যতে । দূর্য্যৎ.....গুহায়াম্ ।

দূর্য্যাদ্দূরে প্রকৃতেঃ পরন্তাৎবর্তমানে পরমপদেহস্তিকেহগাস্তস্বৰ্গস্তিনি রবিমণ্ডলে পশ্যৎস্ব ব্রহ্মদর্শিষিহৈব হৃদয়াকাশে চ নিহিতমিত্যর্থঃ ১৭।

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—নহু কিস্তৎ সত্যস্ত পরমং নিধানম্, কিঞ্চ সত্য-রূপমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তৎ ব্রহ্ম বৃহৎ বিশ্বব্যাপকম্ মহৎ স্বরূপতো গুণতশ্চ সৰ্ব্বাধিকমিতি বা, অতএব দিব্যম্—প্রাকৃতেন্দ্রিয়াগোচরম্ অচিস্ত্যস্বরূপমিত্যেতৎ অচিস্ত্যরূপম্ তস্মৈ স্বরূপং প্রাকৃতমনসা চিস্তয়িতুং ন শকাতে, নহু কিস্তদ্ব বস্তু বদচিস্তনীয়ম্ ইত্যত্রাহ—তৎ সৃষ্ণাৎ দুজ্ঞেয়াৎ আকাশাদেবপি সৃষ্ণতরং দুজ্ঞেয়তরম্, তস্মৈ সৰ্ব্বকারণকারণত্বাৎ ।

যদি সৰ্ব্বথা হৃজ্জ্যৈঃ তর্হাস্ত তদর্শনপ্রয়াসঃ, নহি নহি, তদ্ বিভাতি
বিবিধাকারেণ তৎ প্রকাশতে, তর্হি কিং প্রাকৃতং তস্মৈ রূপং, নেতি যতঃ
দূরাৎদূরে প্রকৃতে: পরস্তাদ্বর্ত্ত্যমানে পরমপদে অথচ ইহ জগতি অস্তিকে
চ অশ্বদুদশ্চে ঝবিমণ্ডলেচ তদন্তঃপ্রকাশনশক্তিরূপেণ স্থিতম্। যদি
সূর্য্যামণ্ডলে শক্তিরূপেণ স্থিতং তর্হি অশ্বদুলভং তদর্শনমিতি নিরাশং
প্রত্যাহ—ইহৈব অশ্মিন্বেব পাক্ভৌতিকে দেহে পশ্যৎস্ব বিষয়দর্শন-
কারিষু জনেষু গুহ্যাং হৃদয়গহ্বরেহপি নিহিতং স্থিতম্ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্ম পরমেশ্বর সৰ্ব্বাপেক্ষা মহান্। তিনি দিবা
অর্থাৎ অপ্রাকৃত ; সেজন্য প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের অগোচর। কিন্তু তিনি স্বয়ং-
প্রকাশ-বস্ত্ত। তিনি অচিন্ত্যস্বরূপ অর্থাৎ প্রাকৃত মনের দ্বারা তাঁহার
চিন্তা করা যায় না। শ্রুতি বলেন—“অবাঙ্মনসগোচরম্” কিন্তু
তাই বলিয়া তিনি ভক্তের সেবোন্মুখ বাক্যে ও মনে স্বয়ং রূপা-
পূর্ব্বক প্রকাশিত হন। পামরের মনের অগোচর বটে। সূতরাং
মহেশ্বের অরূপপূর্ব্বক পরমাআর প্রাপ্তির নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত সাধনে রত
থাকা কর্ত্তব্য। কারণ ভক্তিপথে সাধন করিতে করিতে অচিন্ত্যস্বরূপ
শ্রীভগবান্ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়াও স্বয়ং নিজস্বরূপকে ভক্তের হৃদয়ে
প্রকাশিত করিয়া থাকেন। অন্তের নিকট তিনি যত দূরবর্ত্তী হইউন
না কেন, ভক্তের নিকট তিনি অত্যন্ত নিকট।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম বলেন,—

“ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম।

গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“যে তু অদীয়চরণান্বজ্জকোষণস্থঃ

জিঘ্রস্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রতিবাতনীতম্।

ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেবাং

নাপৈষি নাথ হৃদয়াশ্রুহাং স্বপুংসাম্ ।” (ভাঃ ৩।২।৫)

শ্রীগীতায় পাই,—

“ভক্ত্যা বনগয়া শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন ।

জাতুং শ্রষ্টুঞ্চ তৎস্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরস্তপ ।” (গীঃ ১।১।৫৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয়-কমলে ।

যাহাঁ নেত্র পড়ে, তাহাঁ দেখয়ে আমারে ।”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।১২৫) ৭৭

শ্রুতিঃ—ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা

নাঠ্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা ।

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-

স্ততস্ত তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥৮॥

অম্বয়ানুবাদ—[প্রাকৃত দৃষ্টিতে বা জ্ঞানে তাঁহাকে অনুভব করা যায় না—যেহেতু তিনি] চক্ষুষা (প্রাকৃত চক্ষুঃ অর্থাৎ চক্ষুচক্ষুর্দ্বারা) ন গৃহ্যতে (দৃষ্ট হন না কারণ তিনি প্রাকৃত রূপহীন) [এইরূপ] বাচা অপি (প্রাকৃত বাক্শক্তি দ্বারাও) ন [গৃহ্যতে] (তিনি বোধিত হন না কারণ তিনি অবাঙ্গ্মনসগোচর) অঠ্যৈঃ দেবৈঃ [ন] (অপর প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারাও তিনি জ্ঞেয় নহেন, অথবা দেবতাস্তরের আরাধনায়ও তিনি জ্ঞেয় নহেন) তপসা [ন] (কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপস্যা দ্বারাও লভ্য নহেন) কর্মণা বা ন (অথবা অগ্নিহোতাদি বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাও তিনি জ্ঞাত হন না) [কিন্তু] জ্ঞান-প্রসাদেন (তত্ত্বজ্ঞান ও গুরুসেবাজনিত ঐশ্বরের অনুগ্রহে) বিশুদ্ধ-

মহঃ (চিত্ত অবিচ্ছিন্ন-জ্ঞানিত রাগদ্বেষাদি মলবহিত হইলে অর্থাৎ ভগবদ্বর্শনের যোগ্য হইলে) ততস্ত্ব (তাহার পরই) ধ্যায়মানঃ (ধ্যান করিতে করিতে অর্থাৎ তৈলধারাবৎ নিরবচ্ছিন্ন উপাসনাকালে) নিষ্কলং (অথও, প্রাকৃত আকারবহিত অথচ অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময়বিগ্রহ-বিশিষ্ট) তং (সেই পরমেশ্বরকে) পশ্যতে (দর্শন করে অর্থাৎ শাস্ত্রানুশীলন ও সঙ্গুৎসেবায় তদুপদেশে চিত্তশুদ্ধি হইলে ভগবান্কে একান্তভাবে ধ্যান করিতে করিতে তাহার পর তাহার দর্শন লাভ করে ।) ॥৮॥

অনুবাদ—পরমেশ্বরকে এই প্রাকৃত চক্ষুর্দ্বারা কেহ দর্শন করিতে পারে না, প্রাকৃত বাগিন্দ্রিয় দ্বারাও তিনি বাচ্য নহেন ; অপরাপর প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারাও তিনি জ্ঞেয় নহেন । অথবা অন্তান্ত দেবতার আরাধনা দ্বারাও তিনি প্রাপ্য নহেন । এইরূপ তপস্তা দ্বারা বা কৰ্ম্মযোগ দ্বারা তিনি লভ্য হন না । কেবল আচার্য্য ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে চিত্তশুদ্ধি হইলে তাহার পর সেই অথও পূর্ণ সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ ভগবান্কে দেখিতে পাওয়া যায় ॥৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ন চক্ষুঃ.....বা । দেবা ইন্দ্রিয়ানি । শিষ্টং স্পষ্টম্ ।

জ্ঞান.....মানঃ । জায়তেহনেনেতি ব্যাপ্ত্যা 'প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ-প্রসূতা পুরাণী' [শ্বে: ৪।১৮] ইতি শ্রুতাক্তরীত্যা জ্ঞানপ্রসরণহেতুঃ পরমাত্মা জ্ঞানশব্দেনোচ্যতে । অয়মবয়ঃ—নিষ্কলং পরমাত্মানং ধ্যায়ন্-পরমাত্মপ্রসাদেন বিশুদ্ধাস্তঃকরণো ভবতি । তদনন্তরং দর্শনসমানাকার-জ্ঞানেন তং বিষয়ীকরোতীত্যর্থঃ ॥৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ইদানীং ভক্তিযোগলক্ষণমসাধারণং সাধন-মুচ্যতে । যতো হি অয়ং পরমেশ্বরঃ চক্ষুঃ প্রাকৃতদৃষ্টো ইদমুপলক্ষণ-মন্তেষাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাম্, ন গৃহ্যতে নোপলভ্যতে অতএব ভগবতা

শ্রীগীতামৰ্জুনং প্রত্যুক্তম্ 'ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টৃমেনেনৈব স্বচক্ষুষা ।
 দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশু মে যোগমৈশ্বরম্' ইতি, এবং বাচ্য প্রাকৃত-
 বাগিন্দ্রিয়েণাপি প্রাকৃতশব্দেনেতি যাবৎ ন গৃহতে অবাঙ্মনসগোচর-
 ত্বাৎ । ইদং কৰ্ম্মেজ্জিযোপলক্ষণম্ । অন্তোঃ দেবৈঃ অপৰৈঃ প্রাকৃতৈঃ
 ইন্দ্রিয়ৈর্নেতি অথবা বাহুদেবাতিরিক্তৈরপৰৈর্দেবৈরারাধিতৈস্তৎকৃপয়া ন
 গৃহতেইতি ধ্যেয়ম্ । এবং তপসা কচ্ছুচান্দ্রায়ণাদিনা তপসঃ সর্কেষ্টসাধনত্বা-
 দেবমুক্তম্ । তেন তপসাপি ন, তন্তু ক্ষয়িত্বাৎ । 'নাকৃতঃ কৃতেনেতি'
 শ্রুতেশ্চ । কৰ্ম্মণা বা অথবা অগ্নিহোত্ৰাদিনা বৈদিকক্রতুহষ্ঠানেন ন
 গৃহতে । কেন তর্হি গৃহতে ? তত্রাহ—জ্ঞানপ্রসাদেন জ্ঞানন্তু ঈশ্বরন্তু
 প্রসাদেন অমুগ্রহেণ তথা গুরুকৃপয়া জ্ঞানেন তবজ্ঞানেন, প্রসাদেন
 চিত্তমলদূরীকরণেনেত্যর্থঃ যদা বিশুদ্ধসত্ত্বো নির্মলাস্তঃকরণো ভবতি ততঃ
 তু তস্মাৎ পরং অথবা ভগবদমুগ্রহাহ্নেতোঃ, ধ্যায়মানঃ তং ধ্যায়ন্
 উপাসীনঃ পুরুষঃ নিষ্কলম্ অথগুৎ পূর্ণং তং সচ্চিদানন্দময়ং পরমেশ্বরং
 পশ্যতে প্রত্যক্ষীকরোতি ॥৮॥

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে মানব প্রাকৃত চক্ষুঃদ্বারা, প্রাকৃত
 বাক্যের দ্বারা, প্রাকৃত মনের দ্বারা এমন কি, প্রাকৃত কোন ইন্দ্রিয়ের
 দ্বারাই গোচরীভূত করিতে পারে না, কারণ পরমেশ্বর অধোক্ষজবস্তু ;
 তিনি সর্বথা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অতীত । তাঁহার প্রাকৃত অবয়ব নাই কিন্তু
 অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ তাঁহার স্বরূপ । তাহা দর্শন করিতে
 হইলে একমাত্র ভক্তিই উপায়, অন্য কোন উপায়ে তাহা সম্ভব
 নহে ; এমন কি, তপস্যা, কচ্ছুচান্দ্রায়ণাদি ব্রত বা যজ্ঞাহষ্ঠানরূপ
 কৰ্ম্মের দ্বারা তাঁহার দর্শন লাভ হয় না । তাঁহার দর্শনলাভ
 করিতে হইলে সদগুরু চরণাশ্রয় সর্বাগ্রে প্রয়োজন । তারপর
 সদগুরুর সেবা করিতে করিতে তত্বোপদেশ লাভের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ
 হইলে ভগবৎপ্রসাদে সেই বিশুদ্ধসত্ত্বময় চিত্তে যখন ভগবদ্ধ্যান

নৈরন্তর্য লাভ করে, তখনই ভগবৎরূপায় সেই চিত্তে শুদ্ধসদ্ব্যয়
বপুঃ শ্রীভগবানের প্রাকট্য হয় এবং তক্ত ভগবদর্শন পাইয়া পরমানন্দে
নিমগ্ন হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“বহুগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্জায়া নির্কপণাদ্ গৃহাষা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিস্থৈর্যে-
র্বিনা মহৎপাদবজ্রোহভিষেকম্।” (ভাঃ ৫।১২।১২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ‘ভেদ’।
জীবের ধর্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে, ‘বিভেদ’।
অতএব কৃষ্ণের ‘নাম’ ‘দেহ’ ‘বিনাস’।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়—গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ।”
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩১, ১৩২, ১৩৪)

আরও পাই,—

“এঁছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম, জ্ঞান, যোগ তাজি’।
‘ভক্ত্যে’ কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি।
অতএব ‘ভক্তি’ কৃষ্ণ-প্রাপ্ত্যের উপায়।
‘অভিধেয়’ বলি’ তাহে সর্বশাস্ত্রে গায়।”
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৩৬, ১৩৭)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ” (ভাঃ ১।১।১৪।২১)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

“নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্জয়া ।

শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম ।

ভক্ত্যা ত্বনন্ময়া শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন ।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরস্তপ ॥” (গী: ১।১।৫৩-৫৪)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগীতার ৮।২২ শ্লোকও দ্রষ্টব্য ।

ভক্তি ব্যতীত অন্য উপায়ে যে শ্রীভগবান্কে পাওয়া যায় না, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

“যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোহক্ষরৈঃ ।

ব্যাখ্যান্ধ্যাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্ববানপি ॥” (ভা: ১।১।২১৯)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের “ন সাধ্যয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম-
উদ্ধব” শ্লোকও আলোচ্য ।

শ্রীশিবও বলিয়াছেন,—

“সবং বিত্ত্বং বহুদেবশক্তিং

যদীয়তে তত্র পুমানপারতঃ ।

সদে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাহুদেবো-

হৃদোকজো মে নমসা বিধীয়তে ॥” (ভা: ৪।৩।২৩) ৮।

শ্রুতি:—এষোহগুরাশ্চা চেতসা বেদিতব্যো-

যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চমা সংবিবেশ ।

প্রাণৈশ্চিহ্নং সর্বমোতং প্রজানাং

যস্মিন্ বিত্ত্বং বিত্ত্বভ্যোষ আশ্চা ॥৯॥

অমরানুবাদ—[জীবাশ্রয় স্বরূপ উপলব্ধি না হইলে পরমাত্ম-
জ্ঞান হয় না, সুতরাং জীবস্বরূপ জ্ঞাতব্য, ইহাই বলিতেছেন—]

এষ: (এই) আত্মা (জীবাত্মা) অণু: (অণুপরিমাণ, অতি ক্ষুদ্র)
[যদিও এই আত্মা অতীব দুজ্জের, তাহা হইলেও] চেতসা (বিশুদ্ধ-
চিত্তে) বেদিতব্য: (জ্ঞেয় হইয়া থাকেন) [কোথায় তাহার
সন্ধান কর্তব্য?] যস্মিন্ (যেখানে অর্থাৎ শরীরমধ্যে) প্রাণ:
(মূখ্যপ্রাণ) পঞ্চধা (কার্য্যভেদে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান
—এই পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়া) সংবিবেশ (প্রবিষ্ট হইয়া আছে),
[সেই শরীরমধ্যে বিশুদ্ধ চিত্তে আত্মাকে পাওয়া যাইবে। বিশুদ্ধ
চিত্ত কি প্রকার?] প্রাণৈ: (ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত) প্রজানাং
(সমস্ত প্রাণীর) সর্বং চিত্তং (সমস্ত অন্ত:করণ) ওতং (ব্যাপ্ত হইয়া
আছে) [এবং] যস্মিন্ বিশুদ্ধে [সতি] (যে অন্ত:করণ অবিশুদ্ধ
মল নির্মুক্ত হইয়াছে, তাহাতে) এষ: আত্মা (এই জীবাত্মা)
বিভবতি (সর্বতোভাবে আত্মপ্রকাশ করেন) ।২।

অনুবাদ—এই জীবাত্মা অতীব দুজ্জের, যেহেতু অণুপরিমাণ ;
কেবল বিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে পারা যায়, সেজন্য চিন্তা
করিতে হইবে প্রাণাপানাদি পাঁচ প্রকারে বিভক্ত মূখ্যপ্রাণ তাঁহাতে
আশ্রিত। সমস্ত প্রাণীর সমস্ত অন্তরীন্দ্রিয় বাহ্য ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত
তাঁহাতে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত হইয়া আছে। এইরূপে অন্ত:করণ
বিশুদ্ধ হইলে পরমাত্মার রূপায় এই আত্মা বিশুদ্ধ মনে প্রকট হন ।২।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবো.....আত্মা ।

যস্মিন্মাত্মনি প্রাণাপানাদিপঞ্চরূপেণ বিভক্ত: প্রাণ আশ্রিত
ইতরৈরিন্দ্রিয়ৈ: সহ প্রজানাং সর্বমপি মন আশ্রিতম্। যস্মিন্চ
পরমাত্মনি বিশুদ্ধে প্রসঙ্গে সত্যেব জীবাত্মাহতপাপ্যাদিগুণাষ্টক-
বিশিষ্টতয়াবিভবতি। এষ দুর্ক্সিজ্জৈয় আত্মা বিশুদ্ধেন মনসা গ্রাহ্য
ইত্যর্থ: ।২।

শ্রুত্যর্থবোধিনী—উক্তঞ্চ পূৰ্ণশ্রুত্যা যৎ অয়ং পরমাত্মা চক্ষু-
 রাদিভিরগ্রাহ ইতি কিন্তু জীবস্বরূপ-জ্ঞানেন তৎ পরমাত্মজ্ঞানং
 সম্ভবতি তত্র জীবস্বরূপজ্ঞানমাহ—এষ জীবায়া অণুঃ অতীব সূক্ষ্মো-
 দুর্বিস্লেষ ইত্যর্থঃ । তর্হি কথং জ্ঞেয়ঃ ? উচ্যতে চেতসা বিভুদ্ধমনসা, বেদি-
 তব্যঃ জ্ঞেয়ঃ ইত্যর্থঃ । কথমসৌ জ্ঞেয়ঃ তদাহ—যস্মিন্নিতি যস্মিন্ শরীরে,
 প্রাণঃ মুখ্যঃ প্রাণবায়ুঃ পঞ্চধা পঞ্চভিঃ প্রকারৈরপানাদিভিঃ উপলক্ষিতঃ,
 সংবিবেশ প্রবিষ্টঃ । কৌদৃশেন চেতসা জ্ঞেয়ঃ ? প্রজানাং প্রাণিনাং
 সর্ক্সং চিত্তং প্রাণৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ, ওতম্ তত্র আশ্রিতং কিঞ্চ যস্মিন্ চিত্তে
 বিভুদ্ধে অবিচ্ছাদিমলরহিতে সতি তত্র অয়মাত্মা বিভবতি আত্মানং
 প্রকাশয়তি । ২।

ভঙ্গকণা—পূর্বোক্ত শ্রুতিমত্রে বলা হইয়াছে, পরমাত্মা পরব্রহ্ম
 অপ্রাকৃত বস্তু, সে কারণ প্রাকৃত কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বা ইন্দ্রিয়জ
 জ্ঞানের বা চেষ্টার দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না। একমাত্র ভক্তি
 দ্বারাই তত্ত্ব তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

সেই ভক্তি আবার জীবাঙ্গার ধর্ম। সুতরাং পরমাত্মাকে পাইতে
 হইলে তাঁহাকে পাইবার যোগ্য শুদ্ধ জীবাঙ্গাকে সর্ক্সাগ্রে জানিতে
 হইবে অর্থাৎ জীবাঙ্গার স্বরূপ প্রকট করিতে হইবে। জীবাঙ্গস্বরূপ
 প্রকটিত হইলে তৎস্বরূপধর্ম ভক্তি প্রকাশিত হইয়া শ্রীভগবান্কে দর্শন
 করাইতে পারিবে।

সে-কারণ শ্রুতি বর্তমান মত্রে জীবস্বরূপের পরিচয় দিতেছেন যে,
 জীবস্বরূপ অণু অর্থাৎ অণুচৈতন্য। তাহাকে জানিতে হইলে চিত্ত শুদ্ধ
 হওয়া আবশ্যক। বিভুদ্ধ চিত্তেই জীবাঙ্গার প্রকাশ হয়। সেই-
 জন্যই শ্রুতি বলিতেছেন যে, বিভুদ্ধ চিত্তের দ্বারাই এই আত্মা
 বেদিতব্য। যে দেহেতে মুখ্যপ্রাণ পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া প্রবিষ্ট

আছে এবং আত্মার সহিত ওতপ্রোতভাবে সম্বন্ধযুক্ত রহিয়াছে, সেই দেহের মধ্যেই হৃদয়গুহায় জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয় অবস্থিত। কিরূপ জ্ঞান দ্বারা তিনি জ্ঞেয় ? জীবের অস্তঃকরণ সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত তাঁহা কর্তৃক ব্যাপ্ত। এবং জীবের চিত্ত অবিচ্ছাদি দ্বারা বিষয়সম্পর্কে মলিন হওয়ায়, সে যেমন নিজ আত্মাকে দেখিতে বা অমৃতত্ব করিতে পারে না সেইরূপ তদাধা পরমাত্মাকেও দেখিতে পায় না। সাধুগুরু পদাশ্রয়ে শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণের দ্বারা চিত্তের মালিন্য অপগত হইলে জীব যেরূপ নিজ আত্মার স্বরূপজ্ঞান লাভ করে এবং আত্মজ্ঞান উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্ ভজন করিতে থাকে ; সেই নির্মল আত্মার ভগবন্তজন-প্রভাবেই ভগবৎ-রূপায় ভগবদর্শন হয়।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির “দ্বা সুপর্ণা” (৪।৬-৭) মন্ত্রদ্বয় এবং মুণ্ডকের (৩।১।১-২) মন্ত্রদ্বয় আলোচ্য।

বেদান্তসূত্রের ২।৩।১৮ সূত্রের মক্ষভাষ্যোক্ত গৌপবন শ্রুতিতেও পাই,—

“অগৃহ্ষেয আত্মায়ং বা এতে সিনীতঃ পুণ্যং চাপুণ্যঞ্চ”।

অনেকে পূর্বোক্ত শ্রুতিমন্ত্রটিকে ভগবৎপর ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। তাঁহারা অগৃ-শব্দে সূক্ষ্ম ধরিয়া ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—“সূক্ষ্মাণামপাহং জীবঃ” (ভাঃ ১।১।১৬।১১)। আরও পরমাত্মা সূক্ষ্ম বলিয়াই যে, তাঁহার দর্শন হয় না, এ কথা ঠিক নহে ; দর্শন করিবার অধিকারী জীবাত্মার স্বরূপজ্ঞান বা দর্শন আগে থাকা দরকার। অনেকে জীবাত্মার শুদ্ধস্বরূপজ্ঞানরহিত হইয়া পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিতে গিয়া বার্থ হন। দেহেতে জীব-বুদ্ধি এক বিবর্ত্ত আবার জীবেতে ভগবজ্ঞান—ইহাও এক বিবর্ত্ত। কিন্তু জীব অগৃচৈতন্য আর ভগবান্ পরম চৈতন্য বা বিভূ চৈতন্য আর জীব ভগবানের নিত্যদাস এবং ভগবান্ জীবের নিত্যপ্রভু, এইরূপে জীবাত্মা

ও পরমাআর স্বরূপতঃ ভেদ ও সম্বন্ধজ্ঞান লাভকরতঃ ভগবদ্ ভজ্ঞন করিতে'করিতে ভগবদ্ রূপায় জীবের ভগবদ্দর্শন লাভ হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“তস্ব যেন ঈশ্বরের জলিত জ্বলন।

জীবের স্বরূপ যৈছে ফুলিঙ্গের কণ ॥” (চৈ: চ: আদি ৭।১১৬)

শ্রীমহাগবতেও পাই,—

“স্বরূতপূরেষমীষবহিরন্তরসংবরণং

তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোহংশকৃতম্।

ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং

ভবত উপাসতেহজ্জি মভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ ॥” (ভা: ১০।৮৭।২০)

জীবকে এখানে অংশ বলা হইলেও বস্তুতঃ তটস্থশক্তি ; আবার এই অংশ-শব্দে বিভিন্নাংশই বুঝিতে হইবে। কারণ,—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“স্বাংশ—বিভিন্নাংশরূপে হঞা বিস্তার।

অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার।

স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্বাহ, অবতারগণ।

বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন ॥”

(চৈ: চ: মধ্য ২২।৮-৯)

ত্রিগীতা শাস্ত্রেও জীবের স্বরূপকে পরা শক্তিরূপে বর্ণন করিয়াছেন —“অপরেয়মিতস্ত্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্” (গী: ৭।৫)

আরও পাই,—

“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।” (গী: ১৫।৭)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির “বালাগ্রশতভাগস্ত শতধা কল্লিতস্ত চ।” মন্ত্রটিও আলোচ্য।

ত্রিগীতায় পাই,—

“যথা প্রকাশয়তোকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥” (গীঃ ১৩।৩৩)

বেদান্তমূত্রেও পাই,—“গুণাছালোকবৎ” (বেঃ সূঃ ২।৩।২৪) অর্থাৎ জীবায়া অণু হইলেও চেতয়িত্বস্বরূপ চিদগুণ দ্বারা আলোকের মত সমস্ত শরীরব্যাপী হইয়া থাকে ॥২॥

শ্রুতিঃ—যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি

বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্ ।

তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং-

স্তস্মাদাত্মজং হর্ষয়েদ্ ভূতিকাং ॥১০॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্যানুবাদ—[অতঃপর সকাম পরমাত্মোপাসকের ফল বলিতে-
ছেন—সাধক] যং যং লোকং (যে যে পিতৃাদিলোক) মনসা (মনে মনে) সংবিভাতি (পাইতে সক্ষম করেন) বিশুদ্ধসত্ত্বঃ (নির্মলাস্তঃকরণ-মানব) যান্ কামান্ চ (অন্ত যে যে কামাবস্তু) কাময়তে (ভোগ করিতে চায়) তং তং লোকং (সেই পিতৃলোক প্রভৃতি লোক) তান্ কামান্ চ (এবং সেই সমস্ত কামাবস্তু) জয়তে (প্রাপ্ত হন), তস্মাৎ (অতএব সক্ষম সিদ্ধির অমুকুল চিন্তণুদ্ধির জন্ম) ভূতিকাং : (বিভূতি লাভেচ্ছু ব্যক্তি) আত্মজং (আত্মবিদকে অর্থাৎ যিনি আত্মজ্ঞান দ্বারা সত্য-সক্ষম হইয়াছেন তাদৃশ বিশুদ্ধসত্ত্ব গুরুকে) অর্চয়েৎ হি (আশ্রয়, মান, ভক্তি, পূজাদিদ্বারা সংকৃত করিবেন) ॥১০॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডস্ত

অন্যানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—অবিদ্যা দি পঞ্চবিধ ক্লেশ ক্ষীণ হইলে বিত্ত্বাস্তঃকরণব্যক্তি যদি পিতৃলোক প্রভৃতি লোক পাইতে মনে মনে সঙ্কল্প করেন এবং যে ভোগ্যবস্তু সমুদয় ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, সেই সেই লোক ও সেই সেই কাম্যবস্তু তাহার করতলগত হয়, অতএব বিভূতিকাশ ও সকাম উপাসকের পক্ষেও সেইরূপ আত্মবিদ্ গুরুকে আশ্রয় করা কর্তব্য; যিনি তত্ত্বজ্ঞানবলে সত্যসংকল্প ও নির্মলাস্তঃকরণ হইয়াছেন। পাদ-সম্বাহনশক্তাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রীত করা বিধেয় ॥১০॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদের তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডের
অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যং যং.....কামান্ ।

সংবিভাতি । সংকল্পয়তীত্যর্থঃ । কামান্জ্ঞাদীজয়তি বশীকরো-
তীত্যর্থঃ । শিষ্টম্ স্পষ্টং । তস্মাৎ.....ভূতিকাশঃ ।

যস্মাদসৌ বশীকৃতলোককামতয়া লোকান্ কামাংস্ত প্রাপ্তুং স্বভক্তান্
প্রাপয়িতুং চ শক্নোতি তস্মাদৈশ্বর্যাদিকামঃ প্রীতোহসাবাত্মজো মন্থম-
ভিলষিতং বরং প্রযচ্ছতীতি বুদ্ধ্যা পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥১০॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডস্ত
শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ঋত্যাৰ্থবোধিনী—ঐশ্বর্যকামস্ত ঐশ্বর্যধ্যানপরায়ণস্ত আত্মবদ্বিকং
ফলঞ্চ বর্ণয়তি—বিত্ত্বদ্রসবঃ তত্ত্বজ্ঞানেন ক্ষীণাবিদ্যাদিক্লেশঃ, যং যং
লোকং পিতৃাদিলোকং, দ্বিকৃত্য দ্বাপ্রাপ্যমপি সূচিতম্, মনসা চিন্তেন
সংবিভাতি সঙ্কল্পয়তি দ্রষ্টুমিতি শেষঃ তং তং সঙ্কলিতং সৰ্ব্বং লোকং
জয়তে—বশীকরোতি তথাচ ঋতিঃ ‘স যদা পিতৃলোককামো ভবতি,

পিতরন্তমুপতিষ্ঠন্তি' ইতি, ন কেবলং লোকপ্রাপ্তিঃ, অন্তেষামপি কামানাং সংস্কিরিত্যাহ—কাময়তে যাংস্ কামান্ কাম্যন্ত ইতি কামাঃ ভোগ্যবস্তুনি স্ত্রীপ্রভৃতীনি, কাময়তে প্রার্থয়তে ভোক্তৃমিতি শেষঃ, তান্ কামান্ চ জয়তে বশীকরোতি, তস্মাৎ কারণাৎ ভূতিকাযঃ—ঐশ্বর্যাদিকাম উপাসক আত্মজ্ঞঃ আত্মতত্ত্ববিদং, অর্চয়েৎ—অতীষ্টসিদ্ধার্থং পূজয়েৎ সেবেতেত্যর্থঃ। সদৃশরূপদেশং বিনা দুর্লোধমাত্মতত্ত্বং কথং জানীয়াৎ, অজ্ঞাতে চ তত্ত্বে কথং জ্যোতির্ময়ঃ পুরুষোদৃশ্যেত কথং বা ঐশ্বর্যাসিদ্ধিঃ স্মাৎ ১।১০।

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডস্ত
“শ্রুত্যর্থবোধিনী”—নান্দী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—বিশুদ্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট ব্যক্তি যদি সমস্ত ভোগে বিরক্ত হইয়া নির্মল অন্তঃকরণের দ্বারা নিরন্তর পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের ধ্যান করেন, তাহা হইলে উহার ফলস্বরূপে তিনি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ইহাই পরমেশ্বর-ভজনের মুখ্য ফল। কিন্তু যদি সর্ক্সধা নিকাম না হইয়া অন্যান্য লোকসমূহও দর্শনের জন্ত সঙ্কল্প করেন, অথবা অন্ত কোন ভোগ্যবস্তু ভোগের জন্ত ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে গৌণফল-রূপে বা আত্মবৃত্তিকভাবে তাহাও প্রাপ্ত হন।

অতএব ঐশ্বর্যকামী ব্যক্তিরও আত্মবিদগুরুর সেবা-পূজা করা কর্তব্য। কারণ আত্মজ্ঞপুরুষের সেবায়লেই মানবের সকল কামনা সিদ্ধ হয়। যাহাই হউক সর্ক্সধা নিকাম হইয়াই হরিভজন করা কর্তব্য। যদি সকামও হন তাহা হইলেও হরিভজন করাই কর্তব্য; কারণ হরিভজনের ফলে সকাম ব্যক্তিও ক্রমশঃ কামনামুক্ত হইয়া নিকামভাবে শ্রীহরিভজন করিয়া শ্রীহরিপাদপদ্ম লাভ করেন।

শ্রীমহ্যগবতে পাই,—

“অকামঃ সৰ্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।

তীৰ্ণেণ ভক্তিযোগেন যজ্ঞেত পুরুষঃ পবম্ ।

এতাবানৈব যজ্ঞতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ ।

ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গতঃ ।”

(ভা: ২।৩।১০-১১)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

“চতুৰ্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ শ্রুতিনোহৰ্জুন ।

আৰ্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভবতৰ্ষভ ।” (গী: ৭।১৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধিকামী ‘স্ববুদ্ধি’ যদি হয় ।

গাঢ়-ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ।”

(চৈ: চ: মধ্য ২২।৩৫)

শ্রীকৃষ্ণভজনের একটি বিশেষ ফল এই যে, শ্রীকৃষ্ণ অহৈতুক দয়া-ময় । তিনি অন্য কামীকেও স্ব-চরণ দান করিয়া থাকেন ।

• শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“অন্যকামী যদি কয়ে কৃষ্ণের ভজন ।

না মাগিলেহ কৃষ্ণ তাহে দেন স্ব-চরণ ।

কৃষ্ণ কহে,—‘আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ ।

অমৃত ছাড়ি’ বিষ মাগে,—এই বড় মূখ’ ।

আমি—বিজ্ঞ, এই মূখের ‘বিষয়’ কেনে দিব ?

স্ব-চরণামৃত দিয়া ‘বিষয়’ ভুলাইব ।

(চৈ: চ: মধ্য ২২।৩৭-৩৯)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

“সত্যং দিশত্যাৰ্ধিতমৰ্থিতো নৃণাং নৈবার্হদো যৎ

পুনৰ্ৰৰ্থিতো যতঃ ।

স্বয়ং বিধন্তে ভজ্যতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপন্নবম্ ॥”

(ভাঃ ৫।১৯।২০)

এক্ষণে দেখা যায় যে, শ্রুতিদেবীও স্বয়ং এই কারণেই সকল নিকাম ও সকাম ভক্তকে ভগবন্তজনেরই উপদেশ দিয়াছেন, এবং সদ্গুরু চরণ-দেবাকেই প্রধানভাবে আশ্রয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কারণ মহতের নিকপট কৃপা পাইলেই আমাদের সকামভাব দূরীভূত হইয়া নিকামভাবে হরিভজনে প্রবৃত্তি দ্বারা শ্রীহরিপাদপদ্ম লাভের সৌভাগ্য হয়। শ্রীভগবান্ দয়াময়, কিন্তু তাঁহার শুদ্ধভক্ত বহুজীবের পক্ষে অধিকতর দয়াময়।

ভক্তসঙ্গ ব্যতীত ভক্তির উদয় হয় না, আবার পূৰ্বসঞ্চিত স্মৃতি ব্যতিরেকেও ভক্তসঙ্গ লাভ হয় না।

বৃহন্নারদীয়ে পাওয়া যায়,—

“ভক্তিস্ত ভগবন্তুভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে ।

সংসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ স্মৃতৈঃ পূৰ্বসঙ্কিতৈঃ ॥”

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত জৈবধর্ম্যে পাই,—
“স্মৃত দুই প্রকার—নিত্য ও নৈমিত্তিক। যে স্মৃত দ্বারা সাধুসঙ্গ ও ভক্তি লাভ হয়, তাহা নিত্য। যে স্মৃত দ্বারা ভুক্তি ও নির্ভেদমুক্তি লাভ হয়, তাহা নৈমিত্তিক। যাহার ফল নিত্য, সেই স্মৃতই নিত্য। যাহার ফল নিমিত্তাশ্রয়ী, সেই স্মৃতই অনিত্য। ভুক্তি সমস্ত স্মৃতই নিমিত্তাশ্রয়ী, যেহেতু উহা নিত্য নয়। মুক্তিকে অনেকে

নিত্য মনে করেন কিন্তু মুক্তির স্বরূপ না জানিয়াই সেরূপ সিদ্ধান্ত হয়। আত্মা শুদ্ধ, নিত্য ও সনাতন। জীবাত্মার জড় বা মায়ামঙ্গলই তাঁহার বন্ধনের কারণ বা নিমিত্ত। তাহা সম্পূর্ণরূপে ছেদন করার নাম মুক্তি।

* * * *

কর্ম-জ্ঞানযোগাদি সকলই নৈমিত্তিক স্কৃত। ভক্তসঙ্গ ও ভক্তিক্রিয়ামঙ্গলই নিত্য স্কৃত। জন্মজন্মান্তরে এই নিত্য স্কৃত যিনি অর্জন করিয়াছেন, তাঁহারই শ্রদ্ধা হইবে। নৈমিত্তিক স্কৃত দ্বারা অন্তান্ত ফল হয়, কিন্তু অনন্তভক্তিতে শ্রদ্ধা উদ্ভিত হয় না।”

অতএব শুদ্ধভক্তের সঙ্গ, তাঁহাদের সেবা ও তাঁহাদের শ্রীমুখে ভগবৎকথা শ্রবণ করিতে করিতেই জীবের চিত্তশুদ্ধি হয় এবং অনন্তভক্তি লাভ হয়। যাহার ফলে ভগবদ্প্রাপ্তি ঘটে। “ভক্ত্যাহ-মেকয়াগ্রাহঃ” এই ভগবদুক্তি আছে ১০।

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথমখণ্ডের
‘ভষকণা’ নাম্নী-অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ

তৃতীয়মুণ্ডকে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

শ্রুতিঃ—স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্ ।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা-
স্তে শুক্রমেতদতিবর্ষস্তু ধীরাঃ ॥১॥

অম্বয়মুবাদ—[নিকাম সাধকের গুরুসেবার ফল বলিতেছেন—]
সঃ (সেই ভগবন্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি) এতৎ (পূর্ববর্ণিত) পরমং ধাম (প্রকৃষ্ট
আশ্রয়-স্বরূপ) ব্রহ্ম (পরব্রহ্মকে) বেদ (জানেন) [কীদৃশ সেই ধাম ?]
যত্র (যে ব্রহ্মস্বরূপে) বিশ্বং (সমস্ত জগৎ) নিহিতং (ওতপ্রোত-
ভাবে বদ্ধ) [যচ্চ] শুভ্রং (যে ব্রহ্মস্বরূপ নিজস্বরূপজ্যোতিঃতে
সমুজ্জ্বল হইয়া) ভাতি (প্রকাশ পাইতেছেন) । পুরুষং (তাদৃশ ভগবন্ত্বজ্ঞ
ব্যক্তিকে) যে হি অকামাঃ (ঐহিক ও পারত্রিক ভোগাকাজ্জা-
রহিত ও বিভূতি কামনাশূন্য—নিকাম সাধক) উপাসতে (ভগবদভিন্ন-
জ্ঞানে সেবা করেন) তে ধীরাঃ (সেই বিবেকী ব্যক্তিগণ) এতৎ
শুক্রম্ (মহুশাদি জন্মের উপাদান প্রসিদ্ধ রেতঃকে) অতিবর্ষস্তু
(অতিক্রম করে অর্থাৎ রেতঃ আশ্রয় করিয়া আর স্ত্রীযোনিতে প্রবেশ
করে না) ॥১॥

অনুবাদ—ভগবন্ত্বজ্ঞ পুরুষ এই পরব্রহ্মকে পরম আশ্রয় বলিয়া
জানেন, যে ব্রহ্মস্বরূপে এই সমস্ত বিশ্ব ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, যে-

স্বরূপ স্বকীয় জ্যোতিঃতে সমুজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন।
এতাদৃশ ভগবন্তস্ববিদ্ পুরুষকে বিভূতি কামনা বা ভোগাকাজ্ঞা ছাড়িয়া
মুক্তির কামনায় বা ভক্তি-কামনায় ধারাবা সেবা করেন, সেই ধীমান্
পুরুষগণ আর শুক্রেয় পরিণামভূত মহুগাদি জন্মগ্রহণ করেন না ॥১॥

শ্রীরক্তরামানুজ—আত্মবিন্দুপূজায়া মোক্ষফলকত্বমাহ—

স..... শুভ্রম্ । যত্র ব্রহ্মণি বিশ্বং জীবজাতং নিহিতং নির্মলং
স্বপ্রকাশং ভাত্যেত্যদীদৃশং সর্বকামান্দতয়া ধামশক্তিতং পরং ব্রহ্ম স
পূর্বপ্রকৃত আত্মজ্ঞো বেদেতার্থঃ ।

উপাসতে...ধীরাঃ । যে প্রজ্ঞাশালিনস্তাদৃশমাত্মজং পুরুষং ফলান্তর-
কামনারহিতা মুমুক্শবঃ সন্তঃ পরমাত্মানমিবোপাসতে ত এতচ্চক্রেয়-
চরমধাতুমতিক্রমা বর্ত্তন্তে । জন্মশূন্য ভবন্তীত্যর্থঃ ॥১॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—ভগবন্তস্ববিন্দুপূজায়াঃ ফলং সংসারজয় ইত্যাহ—
স বেদেতি যস্মাৎ স আশ্রয়ণীয়ে ব্রহ্মবিদ্ গুরুঃ এতৎ পূর্বোক্তলক্ষণং
ব্রহ্ম পরমং সর্বোৎকৃষ্টং নিত্যং নিত্যস্থথাত্মকং ধাম আশ্রয়ভূতং বেদ
জানাতি । কীদৃশং তদ্ধাম ইত্যাচাতে যত্র যস্মিন্ ব্রহ্মণি ধাম্নি, বিশ্বং
সকলং জগৎ, নিহিতং বদ্ধমাস্তে, সূত্রে মণিগণাইব, যচ্চ ধাম শুভ্রং
স্বীয়জ্যোতিষা সমুজ্জ্বলং সৎ ভাতি প্রকাশতে, তং পুরুষং তাদৃশাত্ম-
বিন্দং গুরুং যে ধীরাঃ বিবেকিনঃ পুরুষাঃ অকামাঃ ঐহিক-পারত্রিকভোগ-
বিমুখাঃ বিভূতিকামশূন্যঃ সন্তঃ মুক্তিকামা বা ভক্তিকামা ইত্যর্থঃ । উপা-
সতে সেবন্তে, তে শুক্রেয় শুক্রেয়পরিণামভূতং এতৎ জন্ম মহুগাদিরূপেণ
উদ্ভবং অতিবর্ত্তন্তি—অতিবর্ত্তন্তে অতিক্রামন্তি ন পুনঃ সংসারং লভন্তে
ইত্যর্থঃ । অতো মুমুক্শুভিঃ ভক্তিকামিভির্বা পুরুষৈঃ এতাদৃশ-পরব্রহ্মবিদ্
গুরুরাশ্রয়ণীয় ইতি ভাবঃ ॥১॥

তত্ত্বকণা—সাধারণভাবে বিচার করিলেও বুদ্ধিমান্ মানব বুদ্ধিতে
পাবেন যে, এই প্রত্যক্ষ জগতের রচয়িতা ও পরমাধার পরমেশ্বর অবশ্যই

একজন আছেন। যাহাতে সমগ্র জগৎ স্থিত, যিনি বিশ্বদ্রু প্রকাশময়, সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মার তব যিনি জানেন, তিনিই ভগবন্তস্ববিদ্রীশ্বরদেব। যাহারা বুদ্ধিমান তাহারা সমগ্র কামনা-বাসনা ত্যাগ করিয়া এমন কি, পূৰ্ব্বোক্ত যোগবিভূতি সমূহকেও সম্পূর্ণরূপে অনাকাজ্জলীয় বিচার পূৰ্ব্বক মুক্তিকামী বা ভক্তিকামী হইয়া ভগবন্তস্বজ্ঞ ভগবৎপ্রিয় ভগবদভিন্ন শ্রীশ্বরদেবের একান্তভাবে সেবা করেন, তাহাদের আর সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

শ্রীভগবান্‌ই বাহিরে আচার্য্য বা গুরুরূপে এবং অন্তরে চৈত্যাগুরু বা অন্তর্য্যামিরূপে জীবকে কৃপা করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়ন্তবেশ

ব্রহ্মায়ুষ্যহপি কৃতমৃদ্ধমৃদঃ স্বরন্তঃ ।

যোহন্তর্ব্বহিস্তমুভূতামন্তঃ বিধুঃ-

ব্রাচার্য্যচৈত্যাবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥” (ভাঃ ১।১২৯৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“তাতে কৃষ্ণ ভঞ্জে, করে গুরুর সেবন ।

মায়াজ্ঞান ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।২৫)

শ্রীগীতায় পাই,—

“যজ্ঞজ্ঞান্য ন পুনর্মোহমেবং যান্তসি পাণ্ডব ।

যেন ভূতান্‌শেষেণ ব্রহ্মশ্রান্তান্‌শ্রান্তো ময়ি ॥” (গীঃ ৪।৩৫)

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও বলিয়াছেন,—

“ব্রহ্মস্তুমচ্চ সত্বেন সত্বকোপশমেন চ ।

এতং সৰ্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো ব্রহ্মস্মৈ জয়েৎ ॥

যশ্চ সাক্ষাৎগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ ।

মৰ্ত্যাসন্ধীঃ শ্রুতং তশ্চ সৰ্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥”

(ভাঃ ৭।১৫।২৫-২৬) ১১।

শ্রুতিঃ—কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ

স কামভির্জায়তে তত্র তত্র ।

পর্যাপ্তকামশ্চ কৃতাত্মনশ্চ

ইহৈব সৰ্বৈ প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥২॥

অনুবাদ—[পূৰ্বোক্ত সকাম ব্যক্তির ভগবদিতর কামনাকে গর্হণ করিতেছেন—] যঃ (যে ব্যক্তি) কামান্ (ঐহিক ও পারত্রিক কামাবস্ত) মন্যমানঃ (উত্তম মনে করিয়া) কাময়তে (কামনা করে —ভোগ করিতে ইচ্ছা করে) সঃ (সেই ভোগাভিলাষী পুরুষ) কামভিঃ [কামৈঃ] (ভোগেচ্ছার বশে) তত্র তত্র (কাম-পূর্তি-ক্ষেত্রে অর্থাৎ সেই সেই যোনিতে) জায়তে (জন্ম গ্রহণ করে), তু (কিন্তু) পর্যাপ্তকামশ্চ (যাহার কামনা পূর্ণ হইয়াছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভোগের অসারত্ববোধে কামনা ছাড়িয়াছে, তাদৃশ) কৃতাত্মনঃ (অবিদ্যা ছাড়িয়া বিদ্যাধারা আত্মজ্ঞান-লাভকারীর) সৰ্বৈ কামাঃ (ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতুভূত-সমস্ত ভোগবাসনা) ইহৈব (এই জীবনেই) প্রবিলীয়ন্তি (বিলয় প্রাপ্ত হয়) [ভোগ-কামনার উদয়ের হেতুভূত অবিদ্যাদির বিনাশহেতু আর কামনাই উদিত হয় না] ॥২॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি বিষয়-ভোগকেই পরমপুরুষার্থ মনে করিয়া তাহা পাইতে কামনা করে, সে সেই সকল ভোগেচ্ছার পূর্তির জন্ত নানাযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে । কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞান-লাভে পূর্ণকাম, ও অবিদ্যাহানি এবং পরবিদ্যা-বলে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাহার সমস্ত ভোগ-কামনা ও বাসনা ইহ জন্মেই বিনষ্ট হয় ॥২॥

ত্রীমুদ্রামানুজ—কামা……কামাঃ ।

যন্ত দেবত্মমুদ্রাদীন্কামান্ভোগাতয়া মনুমানঃ কাময়তে স তত্র দেবত্মমুদ্রাদৌ কামভিঃ কামৈস্তন্তংকামবশাদিতি যাবৎ । দেবমুদ্রাদি-
রূপেণ জায়তে । পর্যাপ্তে পরিপূর্ণে ব্রহ্মণি কামনাবতো বিদিতাত্মতত্ত্ব-
শ্রাশ্নিন্নেব জন্মশাশাং নুপু। ন জন্মান্তরপ্রসক্তিরিত্যর্থঃ । কৃতাত্মন
ইত্যত্র শব্দদ্বর্জং করোতীত্যাত্রেব কৃপাতোজ্ঞানমর্থঃ ॥২॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—বিষয়ভোগ-কামভোগস্ত সংসারাতিক্রমে প্রধান-
সাধনত্বমুক্তমিদানীং তদ্বৈপরীত্যে দোষমাহ—কামান্ যঃ কাময়ত
ইত্যাদিনা—যো জনঃ মনুমানঃ স্বথহেতুভেদে চিন্তয়ন্ কামান্ ভোগ্য-
বস্তুনি কাময়তে প্রার্থয়তে, সঃ কামপ্রার্থী তত্র তত্র লোকে যোনৌ বা
কামভিঃ পূৰ্ব্বজন্মনি প্রার্থিততত্ত্বংকামৈঃ হেতুভিঃ সহ বা জায়তে জন্ম-
লভতে ‘নাভুক্তং কীৰ্ত্ততে কৰ্ম কল্পকোটিশতৈরপি’ ইতি শ্রুতেঃ, তৎকাম-
ভোগার্থং তস্মাদৃষ্টবশেন পুনঃ পুনর্জন্মেতি ভাবঃ । কামভিরিত্যত্র
ছান্দসোভিস ঐসাদেশাভাবঃ, একাদেশাভাবশ্চ । পর্যাপ্তকামস্ত—
পর্যাপ্তাঃ পূৰ্ণাঃ পরমার্থতত্ত্ববিজ্ঞানাং, কামাঃ বিষয়া যন্ত তাদৃশ-
পুরুষস্ত, কৃতাত্মনঃ তু কৃতঃ অবিদ্যাপরিহারেণ, সংস্কৃতঃ বিদ্যাচ
ঈশ্বরসাক্ষাৎকারেণ চরিতার্থঃ আত্মা যেন তাদৃশস্ত পুরুষস্ত তু ইহৈব
জন্মনি সৰ্ব্বৈ ভোগ-কামাঃ কামনাঃ তদ্বাসনাশ্চ তৎপ্রবৃত্তিহেতবো
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাশ্চ, প্রবিলীয়ন্তি প্রবিলীয়ন্তে নশ্বন্তীত্যর্থঃ, তথাচ শ্রুতিঃ ‘কীৰ্ত্তন্তে
চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে’ ইতি ॥২॥

তত্ত্বকণা—বর্তমান মন্ত্রে শ্রুতিদেবী সকাম ব্যক্তিগণের নিন্দাকরতঃ
নিন্দাম ভগবৎসাধকের মহিমা বর্ণন করিতেছেন ।

যাহারা ভোগকামনা লইয়া নানাপ্রকার ভোগ্যবস্তুর গুণ চিন্তা-
করতঃ ভোগ্যবিষয়সমূহ কামনা করে, তাহারা সেই সেই কামনার

বশে তত্তৎ কামভোগোপযোগী লোকে জন্ম লাভ করিয়া থাকে ।
 আর ধীহারা বিত্তহীন তত্ত্বজ্ঞান লাভের ফলে আশু কাম অর্থাৎ পূর্ণ কাম
 হইয়াছেন, তাঁহাদের ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের পর সকল ভোগ-কামনা
 ইহ জীবনেই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

“ভিচ্ছতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিগ্ধস্তে সৰ্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চান্দ্র কৰ্ম্মাণি দৃষ্ট এবাশ্বিনীশ্বরে ॥” (ভা: ১।২।২১)

এই শ্লোকের অমরূপ শ্লোক শ্রীভাগবতে ১।২।৩০ এবং মুক্তকোপ-
 নিষদে ২।২।৮ মন্ত্রে পাওয়া যায় ।

বেদান্তসূত্রেও পাই,—

“তদধিগম উত্তর-পূৰ্ব্বাঘয়োঃশ্লেষবিনাশৌ তদ্যাপদেশাদিতি ।”

(বে: সূ: ৪।১।১৩)

শ্রীগীতায় পাই,—

“প্রজ্জহাতি যদা কামান্ সৰ্বান পার্থ মনোগতান্ ।

আত্মন্তেবাত্মনাতুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ (গী: ২।৫৫)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

“প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো যাসকৃন্মুনেঃ ।

কামা হৃদয়া নশ্চন্তি সৰ্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥”

(ভা: ১।২।৩২)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের “হৃদন্তম্হোহভদ্রাণি” (ভা: ১।২।১৭)

“ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ” (ভা: ২।৮।৫) এবং “হৃদ্রোগমান্বপহিনোতি”

(ভা: ১০।৩৩।৩২) শ্লোকসমূহ আলোচ্য ২।

শ্রুতিঃ—নাম্নমাত্মা প্রবচনেন লভ্যো-

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-

শ্রুতৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুৎ স্বাম্ ॥৩॥

অম্মুবাদ—[শ্রীভগবানের কৃপা-ব্যতিরেকে তাঁহার স্বরূপের দর্শন বা তত্ত্বজ্ঞান হয় না—] অম্মু আত্মা (যাহাকে জানিলে সকল বিজ্ঞাত হয়, যাহার লাভ পরমপুরুষার্থ, সেই পরমাত্মা) প্রবচনেন (সম্যক্ ব্যাখ্যা দ্বারা অথবা বহু বাক্যবিজ্ঞাস দ্বারা বা মনন দ্বারা) ন লভ্যঃ (জ্ঞেয় হন না), মেধয়া ন (প্রজ্ঞাবলে অথবা তর্কদ্বারা বা ধারণা-শক্তিদ্বারা অর্থাৎ পুনঃ পুনর্ধ্যান দ্বারাও লভ্য হন না) বহুনা শ্রুতেন (বহুপ্রকার শাস্ত্রশ্রবণ বা বহুবার আত্মবিষয়ক তত্ত্বশ্রবণ করিলেও তাঁহাকে পাওয়া যায় না) [তবে কি তাঁহাকে পাইবার কোন উপায় নাই ? হাঁ, আছে ।] এষঃ (এই পরমেশ্বর) যমেব (যে ভক্তকে) বৃণুতে (ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া কৃপাপূর্বক আপনায় করিয়া লন অর্থাৎ যিনি তাঁহার প্রিয়তম হন বা যাহাকে দর্শন দিতে চান) তেন (সেই ভাগ্যবান্ একান্তী ভক্তই) লভ্যঃ (তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন) [অতএব ভগবানের উপাসনাই অর্থাৎ ভক্তিই তাঁহার প্রাপ্তির হেতু] তশ্চৈব (সেই উপাসকেরই সম্বন্ধে) এষঃ আত্মা (এই পরমেশ্বর—এই হৃজ্জের পরমাত্মা) স্বাৎ (স্বকীয়) তনুন্ (স্বরূপ বা শ্রীবিগ্রহ) বিবৃণুতে (প্রকট করেন) ॥৩॥

অম্মুবাদ—এই সর্ববিজ্ঞান-মূলাধার, পরমার্থস্বরূপ পরমেশ্বরকে কেহ শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যান দ্বারা, ধারণাশক্তি দ্বারা বা মেধাশক্তিদ্বারা বা কেবল ধ্যানদ্বারা ও বহুবার আত্মবিষয়ক কথা শ্রবণদ্বারাও লাভ করিতে পারে না । কিন্তু ভগবান্ যাহাকে ভালবাসেন সেই ভগবৎপ্রিয় একান্তীভক্তই

তাঁহাকে দেখিতে পান অথবা ভক্ত তাঁহাকে একান্তভাবে ভালবাসেন বলিয়া ভগবান্ সেই ভক্তের ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজের স্বরূপ বা শ্রীবিগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহার নিকটই প্রকট করেন ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নায়মায়া.....শ্রুতেন ।

প্রবচনশব্দেন মননং লভ্যতে । তৎসাধনত্বান্মেধাশব্দশ্চ নিদিধ্যাসনবাচী । শ্রবণমনননিদিধ্যাসনৈঃ কেবলৈর্ন প্রাপ্য ইত্যর্থঃ । কিন্তু তত্রাহ—যমেবৈষ.....লভ্যঃ ॥

এষ পরমায়া যম্পাসকং বৃণুতে তেন প্রাপ্যন্তেন বরণীয়েন প্রাপ্য-ইতি যাবৎ । প্রিয়তমশ্চ বরণীয়ো ভবতি । প্রিয়তমস্ চ স্বস্মিন্-প্রীতিমত এব । অতশ্চায়মর্থো লভ্যতে । যন্ত পরমায়ানি নিরতিশয়-প্রীতিমান্ স পরমায়ানং প্রাপ্নোতীত্যর্থ উক্তো ভবতি । প্রীতিরূপাপন্ন-ভগবদ্পাসনস্ত ভগবৎপ্রীতিদ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তিহেতুত্বমিত্যর্থঃ ।

তশ্চৈব.....স্বাম্ ॥ তাদৃশস্তোপাসকশ্চৈব আয়া স্বায়ানং প্রকাশয়তি স্বাহুভবমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যদ্ব্যেবং তস্মিন্ বিজ্ঞাতে সৰ্বং বিজ্ঞাতং ভবতি, তস্মিন্ দৃষ্টে সৰ্ব্বে কামাঃ পূৰ্ণ্যন্তে তর্হি তৎপ্রাপ্তয়ে ভূয়সা কৃতৈঃ প্রবচনাदिभिः कथं स न लभ्यते इत्याशङ्क्याह—अयं यस्त दर्शनं परमः पूरुषार्थः अयम् आया परमेश्वरः, प्रवचनेन, वेदशास्त्राहशीलनेन मननेनेत्यर्थः, न लभ्यः न दृष्टो भवति, मेधया श्रुतश्च धारणाशक्त्या निदिध्यासनेनेत्यर्थः न लभ्यः, वहना भूयसा श्रुतेन श्रवणेनापि न लभ्यः, अर्थां भक्तिहीनैः श्रवण-मनन-निदिध्यासनैर्न प्रप्य इति, कथं तर्हि लभ्यस्तत्रাহ—एषः परमाया यमेव एकान्तिनं तत्तं वृणुते वरणीयं मन्त्रते यस्त भगवान् प्रियतमो भवति, स भगवतोऽपि प्रियतमो भवति

ইত্যতঃ তন্ত্ৰৈব প্রিয়তমশ্চ ঐকান্তিকভক্তিদর্শনেন পরিতুষ্টঃ সন্ তশ্চ সম্বন্ধে এষঃ পরমাত্মা স্বাং স্বকীয়াং হৃজের্যাং তন্ অপ্রাকৃতশ্রীমূর্ত্তিং বিবৃণুতে প্রকটয়তি ॥৩॥

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে কেহ তাঁহার কৃপা-ব্যতিরেকে দর্শন করিতে পারে না, তাহাই বর্তমান মন্ত্রে বলিতেছেন ।

এই পরমাত্মা পরমেশ্বরকে কেহ বেদাদি শাস্ত্র-অধ্যয়ন বা ব্যাখ্যান দ্বারা লাভ করিতে পারে না, স্বকীয় মেধাশক্তি বা ধারণাশক্তি দ্বারাও লাভ করিতে পারে না, এমন কি, বহুশাস্ত্র-শ্রবণের দ্বারাও তাঁহাকে কেহ লাভ করিতে পারে না । কেবলমাত্র তাঁহার ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ তাঁহাকে আপনার বলিয়া বরণ করেন, তাঁহার নিকটেই শ্রীভগবান্ স্বীয় অপ্রাকৃত-স্বরূপ বা শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন ; তিনিই শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করেন ।

সদাকু-পরম্পরাক্রমে যে প্রণালীতে তত্ত্ব-বস্তু সংসম্প্রদায়ের নিকট প্রকাশিত হন, সেই প্রণালীর নাম অবরোহপন্থা বা শ্রৌতপন্থা । এই মন্ত্রে ঋতিদেবী তাহাই উপদেশ করিতেছেন । ভক্তিহীন শাস্ত্রাত্যাস, মেধা, তর্ক, শ্রবণ-মননাদি কোন উপায়ে তাঁহাকে পাওয়া যায় না । একমাত্র অনন্তভক্তি-বলেই তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলে শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সেই অনন্তভক্তকেই নিজ সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ বা শ্রীবিগ্রহ প্রদর্শন করেন ।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাই,—

“ভক্তিবিনা কেবল বিদ্যায়, তপস্তায় ।

কিছু নাহি হয়, তবে দুঃখমাত্র পায় ॥”

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৮।১৩১)

ত্রিগীতায় স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“নাহং বেদৈর্দন তপসা ন দানেন ন চেজ্জায়া ।

শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি স্বয়ম ॥” (গী: ১।১।৫৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানত্রততপোহধ্বনৈঃ ।

ব্যাখ্যান্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যদ্ববানপি ॥”

(ভা: ১।১।২।২)

তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায় বলিয়াছেন,—

“ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্ ॥”

(ভা: ১।১।৪।২১)

ত্রিগীতায় আরও পাওয়া যায়,—

“পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যত্বনন্তয়া ।” (গী: ৮।২২)

অনুরূপ শ্রুতিমন্ত্র কঠোপনিষদেও আছে—“নায়মাত্মা...তন্মুং স্বাম্ ॥”

(কঠ ১।২।২৩)

এতৎপ্রসঙ্গে বেদান্তসূত্রের “পরেণ চ শব্দস্ত তাদ্বিধাং ভূয়স্বাত্ত্ব-
বদ্ধঃ” (বে: সূ: ৩।৩।৫৪) সূত্রের গোবিন্দভাষ্য দ্রষ্টব্য । এই সূত্রের
‘সিদ্ধান্তকণায়’ পাই—“ব্রহ্মবিজ্ঞা স্বারাই যে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে,
তাহা দৃঢ় করিবার জন্তই এই প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে । মুণ্ডক
শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—“নায়মাত্মা... তন্মুং স্বাম্” ॥ (যু: ৩।২।৩) ।
এইরূপ মন্ত্র কঠেও আছে (কঠ ১।২।২৩) । এস্থলে একটি সংশয়
উপস্থিত হয় যে, শ্রীভগবৎকৃত বরণ হইতেই তাঁহার সাক্ষাৎকার
জন্মে ? অথবা জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তি স্বারাই শ্রীভগবানের
সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে ? পূর্বপক্ষী বলেন যে, শব্দের স্বরশব্দহেতু
কেবল বরণ অর্থাৎ ভগবদনুগ্রহ হইতেই তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়,
বলিতে হইবে । এইরূপ পূর্বপক্ষীর বিচারের উত্তরে স্বত্বকার বর্তমান

সূত্রে বলিতেছেন যে, শ্রুতিতে যে ‘বরণের’ কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ভগবদ্বর্শনের বরণৈকলভ্য পাওয়া গেলেও উহার তাৎপর্য—ভক্তিলভ্যবোধনপর বুদ্ধিতে হইবে; কারণ ঐ শ্রুতির পরবর্তী বাক্যের দ্বারা এবং সূত্রোক্ত ‘চ’ শব্দের দ্বারা উহা অবগত হওয়া যায়। পরবর্তী বাক্যের সহিত একার্থতাপ্রযুক্ত পূর্ববাক্যে ভক্তি-হেতুক বরণই পাওয়া যাইতেছে। অর্থাৎ ভক্তিয়াঙ্গনের ফলে ভক্ত শ্রীভগবানের প্রিয়তম লাভ করেন এবং তখনই শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বরণ অর্থাৎ অহুগ্রহ করেন, তাহার ফলেই ভক্তের ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হয়, সুতরাং ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পূর্বে ভক্তকে বরণ করেন বলিয়া এইরূপ নির্দ্বন্দ্ব অর্থাৎ বরণের মহিমা উক্ত হইয়াছে।”

শ্রীশ্রী ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত ‘জৈবধর্ম’-গ্রন্থে পাই,—

“আহুগতা-ধর্মই একমাত্র ধর্ম, তদ্বারা সেই পরব্রহ্মের রূপ হইলে তাঁহার নিত্যরূপ দেখা যায়। ব্রহ্মজ্ঞানাদি দ্বারা সে রূপ লভ্য হয় না। এই এক দৃঢ় বেদবাক্যের দ্বারা শুদ্ধবৈষ্ণব ধর্মের বেদমূলকত্ব বুদ্ধিতে পারিবে। যে বৈষ্ণবধর্ম শ্রীমদ্বহাগ্রভূ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই সর্ববেদসম্মত ধর্ম, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই” ৷৩৷

শ্রুতিঃ—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যে-

ন চ প্রমাদান্তপসো বাপ্যলিজ্জাৎ।

এতৈরুপায়ৈর্যততে যন্ত বিদ্বাং-

স্তশ্চৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥৪॥

অন্যানুবাদ—[শ্রীভগবান্কে পাইবার উপায়—শ্রীভগবানের রূপ-বল; একান্তনিষ্ঠা ও সর্ববিষয়ে বৈরাগ্য-সহকৃত হরিভজনরূপ তপস্যা।

তদ্বিত্ব অত্র কোন উপায়ে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না] অয়ম্ (এই পূর্বোক্ত) আত্মা (পরমেশ্বর) বলহীনেন (চিদ্বলহীন ব্যক্তি কর্তৃক) ন লভ্যঃ (জ্ঞেয় নহেন) প্রমাদাৎ (প্রমাদ অর্থাৎ বিষয়া-সক্তিবশতঃ একান্তনিষ্ঠার অভাব হইলে) [লভ্য নহেন] বা অলিঙ্গাৎ তপসঃ অপি চ (অশাস্ত্রবিহিত লিঙ্গাদি ধারণ অথবা কর্মফলত্যাগরূপ সম্ব্রাসবর্জিত তত্ত্বচিন্তা বা তপস্চারূপ কর্ম দ্বারাও) [লভ্য নহেন] তু (কিন্তু) যঃ বিদ্বান্ (যে তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ সাধক) এতৈঃ উপাঠৈঃ (শাস্ত্র-বিহিত এই কয়টি উপায়দ্বারা অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠা, বিষয়াসক্তিত্যাগ ও হরিভজনরূপ তপস্চার দ্বারা) যততে (পাইতে যত্ন করেন) তন্ত্ৰ (সেই তত্ত্বজ্ঞের) এষঃ (এই) আত্মা (আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ) ব্রহ্মধাম (সর্বাশ্রয়-পরব্রহ্মে) বিশতে—বিশতি (প্রবেশ করেন অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হন) ৷৪৷

অনুবাদ—এই পরমাত্মা ভগবন্তুক্তিনিষ্ঠাহীন চিদ্বলরহিত বা ভগবৎরূপাবলরহিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্য হয়েন না, প্রমাদ অর্থাৎ বিষয়াসক্তিরূপ দ্বী-পুত্র-বিস্তাদিতে মমতাজনিত অনবধান হইলেও লভ্য নহেন, অশাস্ত্রবিহিত তপস্চার বা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম, ব্রতনিয়ম-উপবাসাদিও যদি কর্মফলত্যাগসহ ভগবদর্পণমূলকভাবে কৃত না হয়, তবে তাহার দ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া যায় না। যে সাধক শাস্ত্রবিহিতভাবে এই কয়টি উপায় দ্বারা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান, বৈরাগ্য, শ্রবণ-কীৰ্ত্তন-স্মরণ মূলক ভগবন্ত্বজ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে পাইতে যত্নবান্ হন, সেই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির আত্মা ব্রহ্মধামে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করেন ৷৪৷

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নায়মাত্মা……লিঙ্গাৎ ।

অয়মাত্মাহবসন্নমনসা ন লভ্যঃ । অবসাদো নাম দেশকালবৈগুণ্য-দিহ্ন্যদৈহ্ন্যং তদভাবো হি বলম্ । প্রমাদোহনবহিতচিন্ততা । তপঃশ-

কৃত্তপঃপ্রধানসন্ন্যাসাশ্রমপরঃ । তপ এব দ্বিতীয় ইতিবৎ । তন্ত্ৰ
লিঙ্গং শিখায়জ্ঞোপবীতশিক্যজলপবিত্রাদি তদ্রহিতাৎসন্ন্যাসাদপীতার্থঃ ।
তপস ইত্যেতদাশ্রমাস্তরস্তাপ্যপলক্ষণম্ । সৰ্ব্বাশ্রমাণামপি ব্রহ্মবিদ্যা-
ধিকারসত্যাদিতি দ্রষ্টব্যম্ । লিঙ্গশৃংগৈরাশ্রমৈর্ন প্রাপ্য ইত্যর্থঃ । আশ্রম-
লিঙ্গান্বেপেক্ষিতানীতি যাবৎ । এতৈরুপায়ৈঃ.....ব্রহ্মধাম ॥

উক্তৈর্বলাশ্রমাদসলিঙ্গাশ্রমৈর্ঘো বিধানব্রহ্মপ্রাপ্তয়ে যততে তন্ত্ৰ
তাদৃশোপায়সংস্কৃতমাত্মস্বরূপং ধাম প্রাপ্যং পরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥৪॥

শ্রুত্বার্থবোধিনী—তর্হি প্রবচনাদেবৈকৈয়র্থ্যমিত্যত আহ—নায়মাশ্রো-
ত্যাদিনা—অয়ম্ আত্মা পরমেশ্বরঃ বলহীনেন হরিতজনহীনেন ভগবৎ-
রূপাবলরহিতেন ন লভ্যঃ, প্রমাদাৎ বিষয়াসঞ্চেদ পুত্রকলত্রাদি-
মমতয়া ভগবদ্বিশ্বরূপাৎ অনবধানাচ্চ ন লভ্যো ভবতি, অলিঙ্গাৎ
বিধিবহির্ভূতম্ অশাস্ত্রীয়ং সন্ন্যাসনাম ইতরবৈরাগ্যং তচ্ছূন্রাৎ
লিঙ্গোপলক্ষিতাৎ কেবলাদিত্যর্থঃ তপসঃ অগ্নিহোত্রাদিকর্মণো জ্ঞানাচ্চ
ন লভ্যঃ, কিন্তু এতৈঃ তত্ত্বজ্ঞান-বৈরাগ্য-শাস্ত্রবিহিত-হরিতজনরূপ-
কর্মভিঃ শ্রবণাদিভক্তিসাধনৈশ্চ স লভ্যঃ, এবং যতমানস্ত বিদুষঃ
পুরুষস্ত এষ আত্মা শুদ্ধ আত্মা ব্রহ্মধাম ব্রহ্মাখ্যং পরমং ধাম বৈকুণ্ঠং
বিশতি প্রাপ্নোতি ॥৪॥

তত্ত্বকণা—এই প্রকরণে শ্রুতিদেবী স্পষ্টই বলিতেছেন যে, পরব্রহ্ম
পরমেশ্বরের ভজনরূপ বলরহিত মনুষ্য দ্বারা তিনি লভ্য হন না ।
কিন্তু সমস্ত ভোগের আশা পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র পরমাত্মার অনন্ত-
ভক্তি সহকারে তাঁহাকে নিরন্তর ভজনের দ্বারা চিদ্বল বা ভগবৎ-
রূপাবল সংগ্রহ করিতে হইবে ; তদ্ব্যতীত তাঁহাকে পাইবার অন্য
উপায় নাই । প্রমাদবশতঃ বা অশাস্ত্রবিহিত লিঙ্গাদি ধারণ কিংবা

বহিন্মুখ তপস্তা স্বাধাও তিনি লভ্য নহেন। কিন্তু স্বাহারা শাস্ত্র-
বিহিত হরিভজনরূপ অমুষ্ঠানাদি স্বাধা ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের জন্য চেষ্টা-
শীল তাঁহারা এই ভগবৎকৃপায় ব্রহ্মধাম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হন।

এখানে ‘বলহীন’ কথাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সাধারণ শারীর
বল বা মানস বলের প্রসঙ্গ আসেই না। কেবলমাত্র আত্মবল বা
চিদ্ বল স্বাহা শ্রীবলদেব প্রভু বা তদভিন্ন শ্রীগুরুদেব দিয়া থাকেন,
তাঁহাই প্রয়োজন। সেই বল-লাভেরও উপায় গুরুর আত্মগত্যে শ্রীহরি-
ভজন।

প্রমাদবশতঃ কিংবা বাহ্যিক সন্ন্যাসবেশ লইয়া কেবল-জ্ঞানের
চর্চা করিলেও শ্রীভগবান্ লভ্য হন না। শাস্ত্রানুসারে গুরুর আত্মগত্যে
যথাবিহিতভাবে হরিভজনই শ্রীহরিপাদপদ্ম লাভের একমাত্র উপায়।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন,—

“শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ব্য,
বন্দে। মুক্তি সাবধান মতে।
স্বাহার প্রসাদে ভাই, এতব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় স্বাহা হ’তে।
গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিস্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে বসি, এই সে উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পূরে বর্ষ আশা।”

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবগণের স্তবে পাই,—

“পানেন তে দেব কথাসুধায়াঃ
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া য়ে।

বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং

যথাহুসানীযুরকুষ্ঠধিক্ষাম্ ।

তথাপরে চাত্মসমাধিযোগ-

বলেন জিহ্বা প্রকৃতিং বলিষ্ঠাম্ ।

দ্যামেব ধীরাঃ পুরুষং বিশন্তি

তেষাং শ্রমঃ শ্রায় তু সেবয়া তে ॥” (ভাঃ ৩।৫।৪৬-৪৭)

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ “বিশদাশয়াঃ” শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—
“যাঁহাদের হৃদয় হইতে ধর্ম, অর্থ, কামম্পৃহা, এমন কি, মোক্ষাভিসন্ধিও
প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে অর্থাৎ হরিসেবাই একমাত্র পরমপুরুষার্থ
—যাঁহাদের এইরূপ উপলব্ধি হইয়াছে ।”

তাঁহার টীকায় আরও পাই,—

এই শ্লোকের দ্বারা যাঁহারা জ্ঞানসঙ্গী তাঁহাদের সাধ্য ও
সাধনের কনিষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন । ‘অপরে—যাঁহারা মোক্ষ-
মাত্রকাম । যাঁহারা মোক্ষমাত্রকেই পুরুষার্থ বলিয়া ধারণা করিয়াছেন
তাঁহাদের শ্রমমাত্র সার হয় । কিন্তু যাঁহারা একমাত্র ভগবৎ-সেবাকেই
পরমপুরুষার্থ বলিয়া জ্ঞানেন, সেবার দ্বারা তাঁহাদের শ্রম হয় না ।
তাঁহারা সর্বদা সেবাতে পরমানন্দ অনুভব করেন এবং আনুভবিকরূপে
মোক্ষও দাসের ন্যায় তাঁহাদের অন্তঃগমন করে ।’

শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার মর্ম্মও পাই,—

জ্ঞানযোগ হইতে অত্যন্ত শ্রম দ্বারা (সামুদ্র্য) মুক্তি লাভ হয়
কিন্তু সংসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ-প্রভাবে অনায়াসেই জড়বস্ত্রন মোচন
হয় ॥৪॥

শ্রুতিঃ—সংপ্রাপ্যৈতন্নমুখমো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
 কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশাস্তাঃ ।
 তে সৰ্বগং সৰ্বতঃ প্রাপ্য ধীরা-
 যুক্তাত্মানঃ সৰ্বমেবাবিশন্তি ॥৫॥

অনুবাদ—[কি প্রকারে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন ?] ঋষয়ঃ (নিজ হৃদয়-মধ্যে ব্রহ্মদর্শনকারিগণ) এনং (এই পরমাত্মাকে) সংপ্রাপ্য (দর্শন করিয়া) জ্ঞানতৃপ্তাঃ (সেই জ্ঞানে তৃপ্ত হন) [এজন] কৃতাত্মানঃ (বিত্ত্বচিন্তিত হইয়া) বীতরাগাঃ (রাগ-দ্বेषাদি শূন্য হন) প্রশাস্তাঃ (এবং বাহ্য বিষয় হইতে চিন্তের প্রত্যাহার-হেতু নিস্তব্ধ সমুদ্রের মত শান্ত হন) তে ধীরাঃ (সেই ধীরব্যক্তিগণ) সৰ্বগং (সৰ্বব্যাপী পরমাত্মাকে) সৰ্বতঃ (সকল ক্ষেত্রে) প্রাপ্য (উপলব্ধি করিয়া) যুক্তাত্মানঃ (নিত্য সমাহিতস্বভাব হন) [এবং] সৰ্বমেব (সৰ্বাত্মক সৰ্বময় ব্রহ্মে) আবিশন্তি (অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকেন) ॥৫॥

অনুবাদ—ঐহারা নিজ অন্তরে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞানতৃপ্ত এবং অবিজ্ঞাদি-দোষনির্মুক্ত হওয়ায় বিত্ত্বচিন্তিত, প্রাকৃত গুণের অভাবে রাগদ্বেষ তাঁহাদের নাই, সুখে-দুঃখে, মানে-অপমানে, জয়-পরাজয়ে সৰ্বত্র তাঁহারা শান্তচিন্তিত, ভোগলালসার অভাবে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয় । সেই সকল ধীরব্যক্তি সকল-বস্তুর মধ্যে অন্তর্ধ্যামিরূপে সৰ্বগত বিষ্ণুর উপলব্ধি করিয়া সমাহিত-চিন্তিত হওয়ায় সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মাত্মক মনে করিয়া সেই ব্রহ্মেই অভিনিবিষ্ট থাকেন । এইরূপ ব্রহ্মদর্শিগণ মৃত্যুর পর ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সংপ্রাপ্য.....প্রশাস্তাঃ ।

তত্ত্বদর্শিন এনং পরমাত্মানং জীবদ্দশায়ামেবাহুভূয় তেনাহুভবেন
সন্তুষ্টা লক্ষ্যাত্মসন্তাকা অপগতবিষয়াশা অত এব নিগৃহীতেজ্জিয়াশ্চ যে
সন্তীত্যর্থঃ । তে সৰ্বগং.....আবিশন্তি ।

তে সৰ্বদেশাবচ্ছেদেনাস্তব্ধিচ্চ সৰ্ববস্তুগতং পরমাত্মানং দেশ-
বিশেষবিশিষ্টং প্রাপ্যাবিভূতব্রাহ্মরূপবিশিষ্টাত্মানো ধৰ্মভূতজ্ঞানেন সৰ্বং
বস্তু গত্যা ব্যাপ্নুবন্তি । সৰ্বমহুভবস্তীত্যর্থঃ ॥৫॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—অথ ব্রহ্মদর্শন-প্রকারমাহ—ঋষয়ঃ তত্ত্বদর্শিনঃ,
এনং পরমাত্মানং সংপ্রাপ্য আত্মনি হৃদি উপলভ্য জ্ঞানতৃপ্তাঃ ব্রহ্মদর্শনেন
কৃতার্থা-ভবন্তি অতএব কৃতাত্মানঃ অবিদ্যাদিদোষাপগমাৎ শুদ্ধচিত্তাঃ,
বীতরাগাঃ বিগতভৃক্ষাঃ, ততশ্চ প্রশাস্তাঃ তৃক্ষায়া অভাবাৎ বিষয়েভ্য-
উপরতেজ্জিয়াশ্চ সৰ্বত্র সমদর্শিনো ভবন্তি, তে তাদৃশা ঋষয়ঃ
সৰ্বগং সৰ্বব্যাপিনং পরমেশ্বরং সৰ্বতঃ সৰ্বেষু বস্তুস্বস্তর্য্যামিক্রপেণ
অবস্থিতঃ তং প্রাপ্য উপলভ্য ধীরা ধৈর্য্যবস্তঃ যুক্তাত্মানঃ যোগ-
সমাহিতমনসশ্চ ভূত্বা সৰ্বমেব সৰ্বাত্মকং সৰ্বময়ম্ পরমাত্মানম্
আবিশন্তি তস্মিন্ অভিনিবেশং লভন্তে । উক্তঞ্চ গীতায়াং ভগবতা—
'প্রশান্তমনসং হেনং যোগিনং স্তুত্বমুত্তমম্ । উপৈতি শাস্তব্রজসং ব্রহ্মভূতম-
কল্মষম্' ইতি ॥৫॥

তত্ত্বকণা—পূৰ্বোক্ত প্রকারে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত, মহাপুরুষের লক্ষণ
বলিতেছেন । বিশুদ্ধান্তঃকরণ, সৰ্বথা আসক্তিরহিত মহর্ষিগণ পূৰ্বোক্ত
প্রকারে পরব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া জ্ঞানতৃপ্ত ও কৃতার্থ হন । উহাদের
কোন প্রকার অভাববোধ না থাকায় উহারা উপশান্ত ও পূর্ণকায় ।
এইরূপ যুক্তাত্মা তত্ত্বজ্ঞপুরুষগণ সৰ্বব্যাপী বিভূ বিষ্ণুকে সৰ্বভূতে

অন্তর্যামিরূপে দর্শন করিয়া সৰ্ব্বতত্ত্বাত্মক সেই পরমাত্মাতেই অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকেন ।

শ্রীগীতায়ও পাই,—

“ন প্রকৃষ্ণেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজ়েৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।
 স্থিরবুদ্ধিরসংমৃঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥
 বাহ্যস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্ ।
 স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥” (গী: ৫।২০-২১)

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

“ত্বং বা ইদং সদসদীশ ভবাংস্ততোহন্তো-
 মায়া যদাত্মপরবুদ্ধিরিয়ং হপার্থা ।
 যদ যন্ত জন্মনিধনং স্থিতিরীক্ষণঞ্চ
 তদৈব তদেব বস্তুকালবদষ্টিতর্কোঃ ॥” (ভা: ৭।২।৩১)

বিশুদ্ধাস্তঃকরণ ভক্ত যে সৰ্ব্বত্র বৈরাগ্যবান্ তাহাও শ্রীপ্রহ্লাদের
 বাক্যে পাই,—

“তস্মাদমুত্তমভূতামহমাশিবো জ্ঞ-
 আয়ুঃপ্রিয়ং বিত্তবমৈন্দ্রিয়মাবিরিঞ্চাৎ ।
 নেচ্ছামি তে বিলুলিতাহরুবিক্রমেণ
 কালাত্মনোপনয় মাং নিষ্কৃত্যপাশম্ ॥” (ভা: ৭।২।২৪)

সৰ্ব্বত্র ভগবদর্শনের দৃষ্টান্তও শ্রীভাগবতে পাই,—

“সৰ্ব্বভূতেষু চাত্মানং সৰ্ব্বভূতানি চাত্মনি ।
 ঈক্যেতানন্তভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতাম্ ॥”

শ্রুতিঃ—বেদান্তবিজ্ঞানস্বনিশ্চিতার্থাঃ

সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ ।

তে ব্রহ্মলোকেষু পরাস্তকালে

পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বৈ ॥৬॥

অনুবাদ—[বেদান্তশাস্ত্র-অধ্যয়ন-বাতিরেকে পরমার্থ-নিশ্চয় হয় না, তাই শ্রুতি বলিতেছেন যে] বেদান্তবিজ্ঞানস্বনিশ্চিতার্থাঃ (বাহারা বেদান্তশাস্ত্র সম্যক্ আলোচনা করিয়া পরমপুরুষার্থ নির্ধারণ করিয়াছেন) [এবং] সন্ন্যাসযোগাৎ (সেই পরমপুরুষার্থকে পাইবার জন্য ঈশ্বরোপাসনাব্যতিরিক্ত কর্মে বৈরাগ্যাবশতঃ) শুদ্ধসত্ত্বাঃ (নির্মলচিত্ত হইয়াছেন) তে যতয়ঃ [তু] সর্বৈ (সেই সকল পরমেশ্বরে একান্তনিষ্ঠ যতিগণ) পরাস্তকালে (দেহপরিত্যাগসময়ে) ব্রহ্মলোকেষু (ব্রহ্মলোকে) পরামৃতাঃ [সন্তঃ] (পরম অমৃতস্বরূপ পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া) পরিমুচ্যন্তি (সর্বতোভাবে মুক্ত হন) ॥৬॥

অনুবাদ—পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকারোপযোগী সাধনগুলি ক্রমানুসারে দেখাইতেছেন,—মুমুক্শুব্যক্তিগণ প্রথমে বেদান্তশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিজ্ঞান দ্বারা পরমপুরুষার্থ নির্ধারণ করিয়া লইবেন, পরে তাঁহাকে পাইবার জন্য সমস্ত বিষয়ে বৈরাগ্যরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, পরমেশ্বরে একান্ত নির্ভারূপ যোগদ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইবেন, এইরূপ হইলে, সেই যত্ববান্ সাধকগণ দেহাবসানের পর ব্রহ্মধামে অমৃতস্বরূপ মোক্ষ লাভ করিয়া সংসার হইতে বিমুক্ত হইবেন ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—বেদান্ত.....শুদ্ধসত্ত্বাঃ ।

যে নির্জিহেদ্রিয়গ্রামাঃ কাম্যকর্মসন্ন্যাসেন শুদ্ধান্তঃকরণা বেদান্ত-প্রবণজ্ঞজ্ঞানেন নিজর্জিতপরমাত্মতত্ত্বা ইত্যর্থঃ ।

তে.....সর্কে । ত্রৈলোক্যে লোকে। ত্রিলোকস্তত্র বর্ষমানা ত্রিবিধাঃ
 পরাস্তকালে—অস্তকালে চ মামেবেত্যুক্তচরমদেহাবসানসময়ে পরাম্-
 তাংপ্রসন্নাদব্রহ্মণো হেতোঃ সর্কে পরিমুচ্যস্ত ইত্যর্থ ইতি ‘বিশেষঃ
 চ দর্শয়তি’ [ব্রঃ সূঃ ৪।৩।১৬] ইতি সূত্রে ব্যাসার্থৈরয়ং মন্ত্রথত্তো
 বিবৃতঃ । ‘তে ত্রিলোকেষু পরাস্তকালে পরামুতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্কে’
 ইতি পাঠে তে চরমশরীরাবসানে ভগবল্লোকেষু পরমমৃতশব্দিতং ত্রৈল-
 প্রাপ্যপ্রাপকত্বেন যেষাং তে পরামুতা ত্রৈল প্রাপ্তা ইতি যাবৎ ।
 স্বরূপতিরোধায়কাবিজ্ঞয়া সবাসনং বিমুক্তা ভবন্তি । ‘পরং জ্যোতি-
 কপসম্পদ্য স্নেহ রূপেণাভিনিম্পদ্যতে’ [ছাঃ ৮।৩।৪] ইতি ঋতেরিত্যর্থঃ ।
 ন চ ভগবল্লোকশ্চৈকতয়া কথং বহুত্বমিতি শঙ্কনীয়ম্ । পরিপূর্ণস্ত
 সর্কগতস্ত সত্যসংকল্পস্ত স্বেচ্ছাপরিকল্পিতাঃ স্বাসাধারণা অপ্রাকৃতান্ত
 লোকা নাত্যন্তায় ন সন্তি (?) [ইতি] ঋতিস্বতীতিহাসপ্রামাণ্যাদিতি
 ভগবতা ভাষ্যকৃতোক্তত্বাৎ ৷ ৬ ৷

ঋত্ব্যর্থবোধিনী—কিঞ্চ পরমেশ্বরদর্শনার্থং ক্রমেণ সাধনানি
 প্রদর্শ্যন্তে । সংসারদুঃখোপহতাঃ প্রাণিনঃ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্ত্যর্থং
 প্রথমতঃ বেদান্তবিজ্ঞানস্থানিশ্চিৎতার্থা ভবেয়ুঃ, বেদান্তপ্রতিপাদ্যো যঃ
 পুরুষঃ তস্ত বিজ্ঞানেন সমাগ্জ্ঞানেন স্থানিশ্চিতোহবধারিতঃ অর্থঃ
 পরমপুরুষার্থো যৈস্তাদৃশ্যভবেয়ুঃ ততশ্চ ঐহিকবৎ পারলৌকিকভোগেষু
 সন্ন্যাসযোগাৎ বৈরাগ্যাদিত্যাবৎ, ‘তদ্যথেষহকর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে
 এবমেবামৃত পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে’ ইত্যাদি ঋতেঃ কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ
 ‘তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পশ্বা বিজ্ঞতেহন্নান্ন’ ইত্যোপনিষদার্থ-
 বিজ্ঞানেন পরমেশ্বরে ভক্তিমাশ্রয়া যত্নঃ তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নবন্তঃ, শুদ্ধচিত্তাঃ
 বিমুক্তরাগাদিদোষা ভবেয়ুঃ । ততশ্চ তে সর্কে পরাস্তকালে দেহাবসানে
 ত্রিলোকেষু—ত্রৈলোক্যলোকঃ ধাম তেষু একোহপি স মুমুক্শুণাং বহুত্বাৎ

অনেকবৎ দৃশ্যতে প্রাপ্যতেচ, অতো বহবম্ ব্রহ্মণীত্যর্থঃ পরামৃতাঃ প্রাপ্ত-
পরমানন্দাঃ সন্তঃ পরিমুচ্যন্তি—পরিমুচ্যন্তে সংসারদুঃখত্রয়াৎ একান্তাত্য-
স্তভাবেন মুক্তা ভবন্তি ।৬।

তত্ত্বকথা—পরমাত্মা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত মহাপুরুষগণের মহিমা
বর্ণন পূর্বক এক্ষণে ব্রহ্মলোকগামী মহাপুরুষগণের মুক্তির স্বরূপ বর্ণন
করিতেছেন ।

ঐহারা বেদান্তশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিজ্ঞান দ্বারা পরমপুরুষার্থ সম্যক্
নির্ণয় করিয়াছেন এবং ভক্তি আশ্রয়পূর্বক কর্মফল ও কর্মাসক্তি ত্যাগ-
রূপ সন্ন্যাসযোগের সহায়তায় ঐহাদের চিন্তা শুদ্ধ হইয়াছে, সেই
সকল প্রযত্নশীল সাধকের দেহত্যাগকালে স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর ত্যাগ করতঃ
পরব্রহ্ম পরমাত্মার ধামে গমনপূর্বক পরম অমৃতস্বরূপ মোক্ষ লাভ হইয়া
থাকে অর্থাৎ চিরতরে তাঁহারা সংসার-বন্ধন হইতে সর্বথা মুক্ত হন ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“ন যাবদেতাং তত্ত্বভ্রবন্ত
বিধূয় মায়াম্ বয়ুনোদয়েন ।
বিমুক্তসংক্লে জিতবট্‌সপত্রো
বেদাস্ততত্ত্বং ভ্রমতীহ তাবৎ ॥” (ভাঃ ৫।১১।১৫)

অর্থাৎ হে নরনাথ, তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের দ্বারা দেহধারী জীব যতদিন
অসংস্করহিত ও বড়্‌রিপুবিজয়ী হইয়া মায়ানিরসন পূর্বক পরমাত্ম-
তত্ত্ব অবগত হইতে না পারে, ততদিন সে এই সংসারচক্রে ভ্রমণ
করে ।

আরও পাই,—

“মৰ্য্যো যদা ত্যক্তসমস্তকৰ্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীৰ্ষিতো মে ।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো-
ময়াঅভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥” (ভাঃ ১।১।২২।৩৪)

শ্রীগীতাতে পাই,—

“প্রশান্তাত্মা বিগতভীত্বান্ধচারিব্রতে স্থিতঃ ।
মনঃ সংযম্য মচ্ছিন্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।
যুক্তম্বেবং সদাআনং যোগী নিয়তমানসঃ ।
শান্তিং নির্কীণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥”
(গীঃ ৬।১৪-১৫)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

“বিজ্ঞ জনের হয় যদি কৃষ্ণ-গুণ-জ্ঞান ।
অন্য তাজি’ ভঙ্গে, তাতে উদ্ধব-প্রমাণ ॥”
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।২৪) । ৬।

শ্রুতিঃ—গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা-

দেবাশ্চ সৰ্ব্বৈ প্রতিদেবতান্মু ।
কৰ্ম্মাণি বিজ্ঞানময়ঞ্চ আত্মা
পরেহব্যয়ে সৰ্ব্ব একীভবন্তি ॥৭॥

অম্বশাস্ত্রবাদ—[অতঃপর মুক্তির স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন—]

পঞ্চদশ কলাঃ (দেহাবস্তুক প্রাণ প্রভৃতি ষোলকলা যথা—প্রাণ,
প্রজা, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, বীৰ্য্য,

ଉପାଂ, ସମ୍ପଦ, କର୍ମ, ଲୋକ ଓ ନାମ, ଇହାଦେବ ମଧ୍ୟେ କର୍ମ ବ୍ୟାପିତ୍ବ ନବରାତି
 ଅଂଶ) ପ୍ରତିଷ୍ଠା: (ନିଜ ନିଜ କାରଣେ ସଂଗ୍ରହ) ଗତା: (ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ)
 ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ଦେବାନ୍ତ (ବାଗାଦି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଣିଓ) ପ୍ରତିଦେବତାଂ (ତାହାଦେବ
 ଶ୍ବ-ଶ୍ବ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତାତେ) [ପ୍ରତିଷ୍ଠାଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି—ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଥାକେ]
 [ମର୍ତ୍ତ୍ୟାଦି—] କର୍ମାଦି (ଜୀବେ ଯୋଗାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରଦତ୍ତକଳକ କର୍ମଗୁଣି)
 ବିଜ୍ଞାନମୟ: ଆତ୍ମା ଚ (ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବସମୂହଓ)
 ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ (ମରଣେ) ପରେ ଅବ୍ୟାୟେ (ଉପାଧିନାଶେ ପର ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମେ) ଏକୀ-
 ତବନ୍ତି (ଐକ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଐକମତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ବଳିଆ ସାଂସାରିକ
 ଦଶାବ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ହୁଅ ଉପାନ୍ତ ଭେଦତାରେ ପ୍ରତୀତ ନା ହୁଅ ତତ୍ତ୍ୱମୋ
 ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଦେବତାରେ ଶ୍ଵର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାଇଁ ଥାକେ, ଇହାବ ନାମ ମୃତ୍ତି । କର୍ମେ
 ନାମ ହୁଅ ବଳିଆ କଳା-ମଧ୍ୟେ ଗଣିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତ ସମସ୍ତ ଐ-
 ଶ୍ବ-ଶ୍ବ କାରଣେ ସଂଗ୍ରହ ହୁଅ) । ୧୩ ।

ଅନୁବାଦ—ମୃତ୍ତି କାହାକେ ବଳେ ? ଦେହାବସ୍ଥା ପ୍ରାଣାଦି ପଞ୍ଚଦଶ
 ପଦାର୍ଥେ ଶ୍ବ-ଶ୍ବ କାରଣେ ସଂଗ୍ରହକେ ମୃତ୍ତି ବଳା ହୁଅ । ପରାତି କଳା ନିଜ
 ନିଜ ପ୍ରକୃତିରେ ସଂଗ୍ରହ ହୁଅ, ବାକ ପ୍ରଭୃତି ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଚକ୍ଷୁ: ପ୍ରଭୃତି
 ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନ—ଇହାବା ନିଜ ନିଜ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତା ମିଳିତ
 ହୁଅ ; ବିଜ୍ଞାନମୟ ଜୀବାତ୍ମା, ଅଦତ୍ତକଳକ କର୍ମ—ଇହାବା ସେହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟାନ୍ତର
 ଅବସ୍ଥାପୁରବେ ଏକୀତାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ । ତତ୍ତ୍ୱମୋ ମିଳିତ ହୁଅ ତାହାଦେବତାରେ
 ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ୧୩ ।

ଶ୍ରୀରାମାନୁଜ—ଗତା:.....ଦେବତାଂ ।

ସୂଚ୍ୟମାନୁଜୀବୋପକାରିକା: ପ୍ରାଣଶ୍ଵାକାଶବାୟୁଜ୍ୟୋତିରଗ୍ନିଧିବିନ୍ଦ୍ରିୟ-
 ମନୋହରବୀର୍ଯ୍ୟାତ୍ମୋମୟକର୍ମଲୋକନାମାନୀତି ଷୋଡ଼ଶ କଳା: । 'ମ ପ୍ରାଣମ-
 ହତ୍ତ ପ୍ରାଣାହୁତାମ୍' [ପ୍ର: ୬୫] ଇତ୍ୟାଦିପ୍ରଶ୍ନୋପନିଷଦ୍ଭିଃ ପ୍ରାଣାଦି-
 ନାମାଷ୍ଟୋଡ଼ଶକଳାମଧ୍ୟେ କର୍ମବ୍ୟାପିତ୍ବା: ପଞ୍ଚଦଶ କଳା: ଶ୍ବ-ଶ୍ବ ପ୍ରକୃତିଷୁ

সংল্লেখবিশেষযুক্তা ভবন্তি । দেবা বাগাদৌজ্জিষ্যণি তদধিষ্ঠাতাদিদেবতাস্থ
প্রতিষ্ঠাং সংসর্গবিশেষং গচ্ছন্তি ন তু লীয়ন্তে । ইজ্জিষাদীনাமாகল্প-
ন্থান্নিহাং । ‘যত্রাস্ত পুরুষস্ত মৃতশ্চাগ্নিং বাগপোতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরা-
দিত্যম্’ [বৃঃ ৩।২।১৩] ইত্যাদিষু বাগাদীনামগ্ন্যাচপ্যয়শ্রবণশ্চ ভাস্তত্ব-
মিত্যাগ্নাদিগতিশ্রুতিরिति চেন্ন । ‘ভাস্তত্বাৎ’ ইতি সৃজিতত্বাৎ ।

কর্মাণি.....ভবন্তি ।

যানি চ কর্মাণি অদন্তফলানি দর্শনসম্মানাকারজ্ঞানারম্ভসময়ে
ক্ষয়িত্ব ইতি সংকল্পবিষয়ভূতানি তানি কর্মাণি চ বিজ্ঞানময় আত্মা
চাক্ষুরাংপরত ইতি সর্ক্সাৎপরভূতেহব্যয়েহক্ষর একীভবন্তি । পর-
মাত্মপ্রীতাপ্রীতিরূপাণাং কর্মণাং তত্রৈকীভাবন্তকর্মভূতজ্ঞানে লয় এব ।
জীবৈশ্চকীভাবো নামরূপাত্মকভেদকাকারপ্রহাণম্ । কর্মণাং নাশাৎ
কলানাং মূচ্যমানং প্রতি নোপকরণত্বমিতি ভাবঃ ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ মুক্তিরূপং দর্শয়তি—কার্যাণাং কারণে
সংল্লেখো মুক্তিরिति । তৎপ্রকারশেষম্ মোক্ষকালে যাভিঃ প্রাণাছাভিঃ
ষোড়শকলাভির্দেহ আরভ্যাতে তাঃ প্রতিষ্ঠাঃ গতাঃ স্বং স্বং কারণং গতাঃ
ভবন্তি, তত্র কর্মনাম্মী কলা ন কারণে মিলিতা ভবতি কিন্তু বিদ্যয়া
বিনষ্টেব ইতি পঞ্চদশ সংখ্যাকাঃ কলা গৃহ্যন্তে যথা প্রমোপনিষদি ষষ্ঠে
প্রশ্নে—‘ষোড়শকলং ভারবাহু ! পুরুষং বেখ’ ইতুপক্রম্য স প্রাণ-
মসৃজত, প্রাণাচ্ছৃঙ্খাং থং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথ্বীজ্জিয়ং মনঃ । অন্নমন্না-
ধীর্ধ্যং তপোমজ্জাঃ কর্মলোকা লোকেষু চ নাম চ’ । ইতি, সর্ক্সে দেবাশ্চ
বাগাদৌজ্জিষ্যণি তদধিষ্ঠাতৃদেবতাস্থ প্রতিষ্ঠাঃ সংল্লেখবিশেষম্ গচ্ছন্তি,
প্রতীতি প্রাতিলোম্যেনেতার্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ—‘যত্রাস্ত পুরুষস্ত মৃত-
শ্চাগ্নিং বাগপোতি, বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রং দিশঃশ্রোত্রং
পৃথিবী শরীরম্ আকাশমাত্মোষধীলোমানি বনস্পতীনৃকেশা অপ্সু

লোহিতঞ্চ রেতশ্চ নিধীয়তে ইতি'। কৰ্ম্মাণি অদন্তফলানি, বিজ্ঞানময়ঃ জীবাশ্চ। সৰ্কে পরে পরমাশ্চনি, অব্যয়ে অপ্রচ্যুতস্বরূপে একীভবন্তি মিলন্তি ব্রহ্মশক্তিভ্যাং তদভেদেন-তৎসাম্যেন বা ক্ষুরন্তি যথা তদ্বুদ্ধি-বিষয়ীকৃতার্থ-বিষয়ক-বুদ্ধিমন্তো ন তু তদ্বিরুদ্ধার্থবিষয়ক-মতিমন্তো-ভবন্তীত্যর্থঃ: ৷৭৷

তত্ত্বকণা—যাহার এই দেহে পরব্রহ্ম পরমাশ্চার প্রাপ্তি হয়, তাহার অন্তকালে কি প্রকারে স্থিতি হয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন।

উক্ত মহাপুরুষের যখন দেহপাতকাল উপস্থিত হয়, তখন পঞ্চ-দশ কলা এবং মনে অবস্থিত সকল ইন্দ্রিয়ের দেবতা—সে সকল নিজ নিজ অভিমানী সমষ্টি দেবতাতে গিয়া স্থিত হয়। উহার সহিত জীবমুক্ত পুরুষের কোন সম্বন্ধ থাকে না। ইহার পর উহার সমস্ত অদন্তফলক কৰ্ম্ম এবং বিজ্ঞানময় জীবাশ্চ—পরব্রহ্ম পরমেশ্বরে একীভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ একত্রিত বা মিলিত হয়। ঐ সকলই পরব্রহ্মের শক্তি বলিয়া সাংসারিক দশার চায় ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্নরূপে প্রতীত না হইয়া তদভেদে বা তৎসাম্যে ক্ষুর্তি পাইয়া থাকে।

যদি বলা যায়,—সন্ধ্যাকালে গো-সমূহ একীভূত হয়, তাহা হইলে ইহা বুঝায় না যে, গো-সমূহ পরস্পর মিশিয়া একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার যদি বলা যায় যে, সভায় অসংখ্য লোক একীভূত বা মিলিত হইয়াছে, তাহাতেও বুঝা যায় না যে, লোকগুলি সব মিলিত হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এস্থলে 'একীভবন্তি' কথাটির তাৎপর্য্যও বুঝিতে হইবে না যে, জীবসমূহ শ্রীভগবানের সহিত একীভূত হওয়ায় একত্ব প্রাপ্ত হইয়া কেবলাভেদ হইয়াছে। পরন্তু ইহাই জানিতে হইবে যে, জীবগণ শ্রীভগবানের আশ্রয়ে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধে মিলন প্রাপ্ত হইয়া নিত্য সেব্য-সেবকভাবে অবস্থান করিতেছে। মুক্তিতে জীবের

শুদ্ধ সত্তার বিনাশ হয় না। অধিকন্তু অবিহোপাধি বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ায় প্রাকৃত নাম-রূপ-রহিত হইয়া শুদ্ধস্বরূপে বা সিদ্ধস্বরূপে ত্রিভগবানের নিত্য সেবা প্রাপ্ত হয়। ইহাই জীবের প্রকৃত মুক্তি।

বেদান্তসূত্রেও পাই,—“আপ্রায়ণাস্ততাপি হি দৃষ্টমিতি” (৪।১।১২)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“পরমভক্তিয়োগাত্বভাবেন পরিভাবিতাশ্চহৃদয়াধিগতে ভগবতি সৰ্কেষাং ভূতানাং অতীতভূতে প্রত্যগাত্মনোবাত্মনস্তাদাত্ম্যমবিশেষণ সমীযুঃ ।” (ভাঃ ৫।১।২৭)

এই সন্দর্ভেও টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

“বিশেষো দেহাত্মাপাধিঃ, তদপোহেন প্রাপুঃ ।”

শ্রীল চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

“অবিশেষণ বিশেষো দেহাত্মাপাধিকৃত পৃথগ্ভাবস্তদপোহেন ।”

এতৎপ্রসঙ্গে মুণ্ডকের ৩।১।৩ সূত্রের ‘তত্ত্বকণা’ এই গ্রন্থের ১৮৮ পৃষ্ঠাতে দ্রষ্টব্য।

গীতার ১৪।২ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলেন —“গুরুপানয়েদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য প্রাপ্য জনাঃ সৰ্কেশস্ত যম নিত্যাবিভূতগুণাষ্টকস্ত সাধর্মাং সাধনাবির্ভাবিতেন তদষ্টকেন সামামাগতাঃ সন্তঃ……জন্মমৃত্যুভ্যাং রহিতা মুক্তা ভবন্তীতি যোকে জীব-বহুত্বমুক্তং ; “তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি সুরয়ঃ ।” (সাম-বেদ, কঠোপনিষৎ ১।৩।২) ইত্যাদি শ্রুতিভাট্টৈশ্চতদবগতম্”।

বেদান্তসূত্রে প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় পাদে “অপি স্মর্য্যতে” সূত্রের ভাষ্যে গোড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গীতার এই শ্লোক উদ্ধার পূর্বক লিখিয়াছেন,—“ইদং জ্ঞানম্……চেতি। মুক্তানাং ভগবৎ-সাধর্মা-লক্ষণঃ স স্মর্য্যতে তস্মাৎ দহরঃ শ্রীহরিরেব ন জীবঃ ।” ১৭।

শ্রুতিঃ—যথা নত্বঃ স্তন্দমানাঃ সমুদ্রেহ-

স্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় ।

তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ

পর্যং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥৮॥

অনুবাদ—[জীবাশ্মর পরব্রহ্মের সহিত একীভাব অর্থাৎ মিলন কি প্রকার ? তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন—] যথা নত্বঃ (যেমন নদীগুলি) স্তন্দমানাঃ (পর্কতাদি নিজ নিজ উৎপত্তিস্থান হইতে প্রবাহিত হইয়া) নামরূপে (নিজ নিজ নাম ও স্ব স্ব আকৃতি) বিহায় (পরিভাগ করিয়া) সমুদ্রে স্তং গচ্ছন্তি (সমুদ্র-মধ্যে তিরোহিত অর্থাৎ মিলিত হয়, সমুদ্রের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হয়), তথা বিদ্বান্ (সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি) নামরূপাং (প্রাকৃতিক নাম ও ভিন্ন আকৃতি হইতে) বিমুক্তঃ [সন্] (মুক্ত হইয়া) দিব্যং (অপ্রাকৃত) পর্যং (অব্যক্তাখ্য পুরুষ হইতে) পরং পুরুষম্ (অন্তরতম অক্ষরপুরুষকে) উপৈতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) [কেহ কেহ বলেন—মুক্তি হইলে জীব নির্বিশেষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয় কিন্তু নির্গুণ বিজ্ঞাপ্রকরণে অপহতপাপস্বাদি গুণ-প্রাপ্তির কথা থাকায় এবং উহা বৈশিষ্ট্য-প্রতিপাদক হওয়ার দ্বৈতভাবেই তাৎপর্য বুঝিতে হইবে] ৮।

অনুবাদ—যেমন নদীগুলি বিভিন্ন নাম ও আধারবশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া প্রবাহিত হয় ও পরিশেষে সমুদ্রেই অন্তর্হিত অর্থাৎ মিলিত হয় তখন আর তাহার নাম-রূপের পৃথক পরিচয় থাকে না, সেইরূপ জীব অবিজ্ঞানিত নাম ও রূপ মায়াবদ্ধাবস্থায় ধারণ করিয়া থাকে, তত্ত্বজ্ঞান-লাভের ফলে মুক্তাবস্থায় প্রাকৃত নাম রূপ ত্যাগ-পূর্বক পরাংপর পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয় ৮।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তদেবোস্তবমগ্নেণ বিশদয়তি—

যথা.....বিহায়। যথা গঙ্গাঘমুনাসরস্বত্যাদিনন্তঃ স্রোতপত্তি-
স্থানেভ্যঃ প্রসৃত্য গঙ্গাঘমুনাসরস্বত্যাदीনি নামানি শুক্লকৃষ্ণলোহিতাদীনি
রূপানি চ বিহায়ৈকতামিব ভজন্তে।

তথা.....দ্বিভ্যম্। তদ্বদেযু ভেদকৈর্নামরূপাদিভির্বিমুক্তঃ সন্দিবো-
দ্যমূর্তঃ পুরুষ ইতি মন্ত্রপ্রতিপাত্তং পুরুষং প্রাপ্নোতি। যথা নদীসমুদ্র-
জলয়োর্কস্তুতো নৈক্যমপি তু ভেদকাকারপ্রহাণমাত্রমেবমিহাপি মুক্তস্ত
পরমাত্মনা পূর্বমুক্তাত্মিরপি নৈক্যমপি তু পরমসাম্যমাত্রম্। অত এব
কঠবল্লভাঃ শুদ্ধে শুদ্ধমানিক্তং তাদৃগেব ভবতীতি সাদৃশ্যমেবোক্তং ন
তু তদ্ব্যবঃ। নস্বয়ব্যাতিরিক্তাবয়ব্যাস্তরাভাববাদিনাং পরম্পরসদৃশানাং
ঘটাবয়বানাং ভিন্নানামেব সতামেকত্বাবস্থাশ্রয়ত্ববৎকুণ্ডলকটকাदीनां
মৃদানিক্ষিপ্তানামগ্নিতাপজ্বতানাং বস্তুতো ভিন্নানামপ্যেকত্বাবস্থাশ্রয়-
ত্ববদদীসমুদ্রজলয়োরপি পরম্পরমিলিতয়োঃ সংসর্গিদ্রব্যায়োরেকতাবস্থা-
শ্রয়ত্বমন্তি। ততশ্চ নির্বিশেষত্বকৈকতাপত্তিরেব পরং মুক্তিরিতি
চেন্ন। নিগুণবিজ্ঞাশ্রেষ্ঠত্বেন পরাভিমত্যাং প্রজ্ঞাপতিবিজ্ঞায়ামপি স
তত্র পর্যেতীতি মুক্তব্রহ্মণোরাদারাধেয়তাবশ্রবণাৎসত্যকামত্বসত্যসংকল্প-
ত্বাদিরূপধর্ম্যাণাং মুক্তাবেবাবির্ভাবস্ত নিগুণবিজ্ঞাফলত্বেনোক্তরাচ্ছেদাবি-
ভূতস্বরূপাস্থিত্যত্র পরৈরপ্যঙ্গীকৃতত্বাৎ। ন চ সত্যকামত্বং সত্যসংকল্পত্বং
চ জীবন্ত স্বরূপমাত্রমিতি শক্যতে বক্তুম্। কামশব্দোদিতানাং কামনা-
বিষয়স্বল্প্যপদার্থানাং সংকল্পশব্দোদিতস্ত তৎসৃষ্টিহেতুমায়াবৃত্তিবিশেষস্ত চ
স্বরূপাধির্ভাবাবশ্তঃভাবাৎ। তেষাং চ মুক্তাবেবাবির্ভাবে কথং নির্বিশে-
ষতাপত্তিঃ। অনাবির্ভাবে চ প্রজ্ঞাপতিবিজ্ঞায়াং য আত্মাহুত-
পাপ্পোত্যাदिना गुणाष्टकोपदेशवैयर्थ्याम्। न हि प्रज्ञापतिविज्ञायां
गुणाष्टकोपदेशस्तोपासनार्थत्वं संभवति। परैस्तज्जोपासनाविधानङ्गी-
कारात्। नापि तदवगत्यर्थ उपदेशः। मूर्त्यर्थवगतेः शुद्धब्रह्मविषयत्वात्
तत्त्वमसीत्युपदेशश्रुते ब्रह्मणो जगदुपादानादिवर्णनस्तथाध्यारोपापवाद-

ক্ৰায়েন নিশ্চয়কৃত্ববোধনর্থতয়ৈবাত্র প্রকারান্তরেণ সার্থকত্বোপপাদনা-
যোগাৎ । নাপি কচূৎপাদনার্থঃ । গুণকীৰ্ত্তনশ্চ নিগুণবিচ্ছাকচূৎ-
পাদকত্বাসম্ভবাৎ । অতো নিগুণবিচ্ছাপ্রকরণেহপহতপাপ্যাহ্যাক্তেরা-
বিৰ্ত্তবিশ্বদ্বয়া তৎবোধনর্থতয়ৈব সাফলাং বাচ্যাম্ । অতশ্চ মুক্তৌ নির্বিস-
শেষব্রহ্মভাবাপত্তিকথনমসংগতম্ ॥৮॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—মুক্তৌ যজ্জীবব্রহ্মণোরেকীভাব উক্তস্তশ্চ তাৎপ-
র্যমাহ—দৃষ্টান্তেন—যথানন্ত ইত্যাদিনা । নন্তঃ পার্শ্বত্যা অন্না বা সন্নিহিতঃ
স্বপ্রকৃতিভা উদ্ভূতা নামরূপে দধতি এবং জীবোহপি বদ্ধাবস্থায়াম্
প্রাকৃতিক শরীরাদিসম্বন্ধাৎ দেবদত্তাদিনাম, খেতপীতাদিবর্ণং চ গৃহ্ণন্তি,
এতচ্চ নামরূপগ্রহণম্ অনিত্যং মায়াকৃতং মায়াসম্বন্ধিত্বাৎ যতস্তা নন্তঃ যদা
সমুদ্র-মঃসা অদৃশ্যতাং গচ্ছন্তি তদা পূৰ্ণবৎ পৃথক্ভবেন ন জায়ন্তে তাসাং
তত্র পূৰ্ণনামরূপলোপাৎ এবং জীবোহবিচ্ছয়া গৃহীতং নামরূপং বিচ্ছয়া
পরিত্যজ্য ব্রহ্মণা সইহকভাবে সতি তত্র সন্নিহিত ন পৃথক্ভবেন পূৰ্ণপরিচয়েন
জায়তে এষ একীভাবঃ সামান্যাতঃ ন তু ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিঃ তথা চেৎ সবি-
কারত্বপ্রসঙ্গঃ । সমুদ্রসায়াং নদীনামিব ন ভেদপ্রতীতিঃ অতত্ত্ববোক্তং
শ্রুত্যা ‘নিরঞ্জনঃ পরমমুপৈতিসাম্য’মিতি ধ্যেয়ম্ ॥৮॥

তত্ত্বকণা—কি প্রকাৰে জীবাত্মা পরমেশ্বরে একীভাব প্রাপ্ত হয়,
তাহাই বলিতেছেন । যেমন প্রবহমান নদীসমূহ তাহাদের নাম ও
রূপ পরিত্যাগ পূৰ্ণক সমুদ্রে অদর্শন হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি তত্ত্ব-
জ্ঞানের ফলে প্রাকৃত নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিবা
পুরুষকে প্রাপ্ত হয় ।

কঠোপনিষদে পাওয়া যায়,—

“যথোদকং শুক্রে শুক্লমাসিতং তাদৃগেব ভবতি” (কঠ ২।১।১৫)
এই মন্ত্রে দেখা যায়—যেমন নির্মল জল নির্মল জলে স্থাপিত হইলে

উহা নির্মল জনসদৃশই দৃষ্ট হয়, কিন্তু এক হয় না। কারণ তাহা হইলে জলের বৃদ্ধি দেখা যাইবে না। সেইরূপ তত্ত্ববিৎ মূনির আত্মা মুক্তাবস্থায় ভগবৎসদৃশই হয়, কিন্তু তাহার সহিত সৰ্ব্বতোভাবে অভিন্ন হয় না। অতএব মুক্ত আত্মা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া ‘তাদাত্মা’ (সাধৰ্ম্ম্য)-ভাব প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমহাগবদগীতার “ইদং জ্ঞানম্পাশ্রিত্য” (গী: ১৪।২) শ্লোকের চীকার শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

“জ্ঞান সামান্ততঃ ‘সগুণ’, ‘নিগুণ’-জ্ঞানকেই ‘উত্তম-জ্ঞান’ বলা যায়, সেই নিগুণ জ্ঞানকে আশ্রয় করিলেই জীব আমার সাধৰ্ম্ম্য অর্থাৎ আমার নিত্য অষ্টগুণযুক্ততা লাভ করে। জড়বুদ্ধি নবগণ মনে করে যে, প্রাকৃত ধৰ্ম্ম, প্রাকৃত রূপ ও প্রাকৃত অবস্থা পরিত্যাগ করিলে জৈবধৰ্ম্ম রূপশূন্য ও অবস্থা-শূন্য হয়। তাহারা জানে না যে, জড় ভগতে যে রূপ ‘বিশেষ’-নামক ধৰ্ম্মের দ্বারা বস্ত্ত সকলের পার্থক্য আছে, তদ্রূপ জড়া প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যে ব্রহ্মাকরূপ বৈকুণ্ঠরাজ্য আছে, তাহাতেও একটি বিশুদ্ধ ‘বিশেষধৰ্ম্ম’ আছে। সেই ‘বিশেষ’-দ্বারা অপ্রাকৃত ধৰ্ম্ম, অপ্রাকৃতরূপ ও অপ্রাকৃত অবস্থা নিত্য ব্যবস্থাপিত আছে, উহাকে ‘আমার নিগুণ সাধৰ্ম্ম্য’ বলে। নিগুণ-জ্ঞানের দ্বারা প্রথমে সগুণ-ভগৎকে অতিক্রম করতঃ নিগুণ-ব্রহ্ম লাভ হয় এবং তন্নাভ্যন্তে অপ্রাকৃত গুণ সকল উদ্ভিত হয়। তাহা হইলে সৃষ্টি-সময়ে জড়-ভগতে জীব আর ভ্রমলাভ করে না এবং প্রলয়ে আত্মবিনাশরূপ ব্যথা পায় না।”

এতৎপ্রসঙ্গে এই মুণ্ডক-ক্রতির “যদা পশ্তঃ পশ্ততে কল্পবর্ণং..... নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।” (মু: ৩।১।৩) মন্ত্র এবং শ্রীমহাগবতের “ধ্যায়ন্ত আকৃতধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ তৎসাম্যমাপূরহরুক্তধিয়াং পুনঃ কিম্” (ভা: ১।১।৫৮) শ্লোকও আলোচ্য।

শ্রুতিঃ—স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ
 ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্ত্যব্রহ্মবিৎ কূলে ভবতি ।
 তরতি শোকং তরতি পাপমানং
 গুহ্যগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোহমৃতো ভবতি ॥৯॥

অনুবাদ—[পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে তাঁহার কি ফল হয়, তাহাই বলিতেছেন—] যঃ (যে ব্রহ্মবিদ) হ বৈ (নিশ্চিত) তৎ (সেই অভীষ্ট) পরমং ব্রহ্ম (পরমব্রহ্ম, পরমেশ্বরকে) বেদ (জ্ঞানেন অর্থাৎ সাক্ষাৎ করেন) সঃ (সেই ব্রহ্মবিদ) ব্রহ্মৈব ভবতি (ব্রহ্মসদৃশ হইয়া, ব্রহ্মের অপহতপাপ্যাদি অষ্টগুণে বিভূষিত হন) [আর আনু-বঙ্গিক ফল এই হয়—] অস্ত (এই ব্রহ্মবিদের) কূলে (বংশে) অব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মবিদ ভিন্ন) ন ভবতি (জাত হয় না), [তিনি] শোকং তরতি (মানসতাপ—শোক অতিক্রম করেন) পাপমানং তরতি (অবিচারাদি পঙ্কজেশ হইতে উত্তীর্ণ হন) [তিনি] গুহ্যগ্রন্থিভ্যঃ (হৃদয়গ্রন্থি অবিচারাদি বন্ধন হইতে) বিমুক্তঃ [সন্] (বিমুক্ত হইয়া) অমৃতো ভবতি (মুক্তি প্রাপ্ত হন) ॥৯॥

অনুবাদ—যিনি সেই পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করেন তিনি ব্রহ্মসদৃশ হন, এই ব্রহ্মবিদের বংশে কোন অব্রহ্মবিৎ জন্ম গ্রহণ করে না, যাহার জন্ম ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মধাম হইতে পতন ঘটবে। তিনি ত্রিবিধ দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হন, এবং সঞ্চিত সকল পাপ জীবদ্দশাতেই অতিক্রম করেন, হৃদয়মধ্যে সংসারবন্ধনের কারণ যে সকল কাম-কর্ষ-বাসনা দৃঢ়ভাবে সংলিষ্ট আছে, তিনি সে সমুদয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন ॥৯॥

শ্রীমদ্রামানুজ—স যো……ব্রহ্মৈব ভবতি ।

য এতৎপরং ব্রহ্ম বেদ । বেদনং ধ্যানবিশ্রাস্তৃধ্যানং শ্রাস্তং ধ্রুব-
স্বভৌ সা চ দৃষ্টিভক্তিঃ সমুচ্ছতীত্যাকুরীত্যা । প্রীতিমাপন্নদর্শনসমানাকা-
রোপাসনযুক্তো ভবতি । আবিভূতব্রহ্মরূপো ভবতীত্যর্থঃ । আত্মষদ্বিকং
প্রয়োগেনমাহ—

নাশ্চ.....ভবতি । অশ্চ কুলেঃ ব্রহ্মবিন্ন ভবতীত্যর্থঃ ।

তরতি.....পাপপুণ্যম্ । স্পষ্টোহর্থঃ । গুহা.....অমৃতো ভবতি ।

ত্রিগুণাত্মপ্রকৃতিকারিতরাগদ্বेषাদিভ্যো বিমুক্তঃ সন্নাবিভূতগুণাষ্টকো-
ভবতি ৷২৷

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—ব্রহ্মবিহুধো গতিং ফলং বাহ—হ বৈ ইতি
অবধারণে, যঃ তৎপরমং ব্রহ্ম সৰ্ব্বাদিকং ইতি পরব্রহ্মণঃ স্বরূপকথনম্ ।
যঃ তৎ পরব্রহ্ম-পরমেশ্বরং বেদ জানাতি সাক্ষাৎকরোতি স ব্রহ্মৈব
ব্রহ্মসদৃশো ভবতি এবশব্দ ইবার্থে । সাদৃশ্যক অপহতপাপপুণ্যাদি গুণা-
ষ্টকবশেন । অধাত্মষদ্বিকং ফলম্ অশ্চ পরমেশ্বরসাদৃশ্যং প্রাপ্তবতঃ
কুলে বংশে অব্রহ্মবিদ্বন ভবতি ন জায়তে । স হি ব্রহ্মবিৎ শোকং
দুঃখহেতুমবিজ্ঞাদিকং ত্রিবিধং দুঃখং বা তরতি জীবন্মুখোভিক্রামতি,
পাপপুণ্যং দৃষ্টতক জন্মজন্মার্জিতং তরতি বিলুপতি, গুহাগ্রস্থিভাঃ
হৃদয়স্থিতবাসনাবন্ধনভাঃ প্রাকৃতরাগদ্বেষাদিভ্যো বিমুক্তঃ সন্ অমৃতো-
ভবতি আবিভূতগুণাষ্টকো ভবতি ৷২৷

তত্ত্বকণা—ব্রহ্মবিদের ফল বলিতেছেন । যিনি নিশ্চিত পরব্রহ্ম
পরমেশ্বরের তত্ত্ব জানেন অর্থাৎ সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তিনি
ব্রহ্মের সাদৃশ্য লাভ করেন অর্থাৎ অপহতপাপপুণ্যাদি অষ্টগুণ তাহাতে
আবিভূত হয় । এস্থলে এই বিষয়টি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে,
যিনি ‘পরমং ব্রহ্ম বেদ’ অর্থাৎ পরমব্রহ্মকে জানেন, ইহার তাৎপর্য্য
—জীবের স্বরূপকেও ব্রহ্ম বলা হয় কিন্তু জীবের জাতব্য, ধ্যেয়,

উপাশ্রবন্ত কিস্ত পরম ব্রহ্ম । ইহাতেই জীব-ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের স্বরূপতঃ ভেদ স্পষ্টরূপেই লক্ষিত হয় । আর জীবকে ব্রহ্ম বলিলেও কখনও পরব্রহ্ম বলা চলে না, ইহাই শ্রুতিদেবী জ্ঞাত করাইতেছেন । আর যে বলিয়াছেন—জীব পরব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্ম সদৃশ হয়, তাহাও ব্রহ্মের অপহতপাপ্মত্বাদি অষ্টগুণের আবির্ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই কথিত হইয়াছে । ইহা কিস্ত সৰ্ব্বতোভাবে অভেদ বুঝায় না ; কারণ সদৃশ বস্তু কেবলাভেদ নহে ।

এতদ্ভিন্ন জীবের পরব্রহ্মদর্শনের আনুষ্ঠানিক ফল বলিতেছেন—ব্রহ্ম-বিদের কুলে অব্রহ্মবিৎ জাত হয় না, পরব্রহ্মদর্শী সৰ্ব্বপ্রকার শোক অর্থাৎ মনস্তাপ অতিক্রম করেন এবং সৰ্ব্বপ্রকার পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন অর্থাৎ অবিদ্যাভিজ্ঞানিত পাপাদি ক্লেশ তাঁহার থাকে না । তিনি হৃদয় গ্রহি অর্থাৎ কাম, কর্ষ ও বাসনাকে ছেদন পূর্বক তাহা হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ শ্রীভগবানের পরমপদ প্রাপ্ত হন এবং নিত্যধামে নিত্যসেবা প্রাপ্ত হইয়া পরমামৃত আনন্দন করেন ।

জীবায়া ও পরমায়ায় ভেদ-বিচার-সমক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

“ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাং প্রধানাজ্জীবসংজিতাং ।

আয়া তথা পৃথগ্ ভ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজিতঃ ।

সৰ্ব্বভূতেষু চাত্মানং সৰ্ব্বভূতানি চাত্মনি ।

ঈক্ষেতানন্ত্যভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতাম্ ॥”

(ভাঃ ৩।২।৪১-৪২)

আরও পাওয়া যায়,—

“বাসুদেবে ভগবতি সৰ্ব্বক্ষে প্রত্যগাত্মনি ।

পৰেণ ভক্তিতাবেন লঙ্কাত্মা মুক্তবন্ধনঃ ॥” (ভাঃ ৩।২।৪৫)

ভগবদ্বর্শনের ফল শ্রীভাগবতে পাই,—

“ভিত্তিতে হৃদয়গ্রহিষ্টিতন্তে সৰ্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনৌশ্বরে

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা ।

বাহুদেবে ভগবতি কুর্কন্ত্যাঅপ্রসাদনৌম্ ॥”

(ভা: ১১২১-২২)

শ্রীকৃষ্ণ যে পরব্রহ্ম তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“যুগং নৃলোকে বত ভূদিভাগা-

লোকং পুনানি মুনয়োহভিষন্তি ।

যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্-

গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মহুগলিকম্ ॥” (ভা: ৭।১০।৪৮)

শ্রীউদ্ধবও বলিয়াছেন,—

“অং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদনাত্মন্তমপাবৃতম্ ।

সৰ্ব্বেষামপি ভাবানাং ত্রাণস্থিত্যপ্যয়োন্তবঃ ॥”

(ভা: ১১।১৬।১)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকবাক্যে পাওয়া যায়,—

“অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্ ।

এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মগ্ৰাধায় নিঃশলে ॥” (ভা: ১২।৫।১১)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

“যোহহং স ব্রহ্মৈবাহং ন সংসারীতি ভাবনয়া শোকাদিনিবৃত্তিঃ
ব্রহ্মাহমিতি অহমেব ব্রহ্মেতি ভাবনয়া চ ব্রহ্মণঃ পরোক্ষনিবৃত্তির্ভ-
বতীতি ব্যতীহারো দর্শিতঃ । নিঃশলে নিক্রপাধৌ আত্মনি ব্রহ্মবি ।

পক্ষে অহং ধাম সূর্যোপমস্ত পরমেশ্বরস্ত ত্রিটকগণ্ঠিকং এবত্যর্থঃ ।
 “গৃহদেহত্ৰিটপ্রভাবাধামানি” ইত্যমরঃ । কীদৃশং ব্রহ্মপয়ং “নারায়ণ-
 পয়ো বিপ্রঃ” ইতিবদ্ব্রহ্মাপাসকমিত্যর্থঃ । অতএব ব্রহ্মাহং ব্রহ্মণঃ
 পরমেশ্বরত্বৈবাহমিতি বধীতং পুরুষঃ । এবং পরমং পদং ব্রহ্মস্বরূপং চরণার-
 বিন্দং বা সমীক্ষ্য আত্মানং স্বং আত্মনি পরমাত্মনি কৃষ্ণে নিহলে নিষ্ণো
 বক্ষোহলঙ্কারস্তদ্বতি ।”

পরীক্ষিং বলিয়াছেন,—

“অজ্ঞানঞ্চ নিরস্তং মে জ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্ঠয়া ।

ভবতা দর্শিতং ক্ষেমং পয়ং ভগবতঃ পদম্ ॥”

(ভাঃ ১২।৬।৭) । ২।

শ্রুতিঃ—তদেতদৃচাহভ্যুক্তম্—

ক্রিয়াবস্তুঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ

স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তুঃ ।

তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত

শিরোব্রতং বিধিবদৃষন্তু চীর্ণম্ ॥১০॥

অন্বয়ানুবাদ—(একথা ঋগ্বেদেও কথিত আছে—পাত্র বিবেচনা
 করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা উপদেষ্টব্য) তৎ (উক্ত ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক) এতৎ
 (সম্প্রদান-বিধি) ঋচা (ঋক্ মন্ত্রে) অভ্যুক্তম্ (বলা হইয়াছে)—
 [যে—যাহারা] ক্রিয়াবস্তুঃ (নিকামভাবে নিতানৈমিত্তিক কৰ্ম্মাহুষ্ঠায়ী)
 শ্রোত্রিয়াঃ (বেদের যথার্থ অভিপ্রায়জ্ঞাতা) ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ (পরব্রহ্মে
 নিষ্ঠাবান্) শ্রদ্ধয়ন্তুঃ (শ্রদ্ধাসহকারে) স্বয়ং (স্বয়ং) একর্ষিং (একর্ষি
 নামক অগ্নিকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে) জুহ্বতে—জুহ্বতি (আহুতি প্রদান
 পূর্বক উপাসনা করেন) তেষামেব (তাদৃশ মুমুক্শু উপাসকগণকেই)

এতাং (এই পূর্বোক্ত) ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত (ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিবে) শিরোব্রতং (শিরোব্রত নামক ব্রত—যে ব্রতে মস্তকে অঙ্গার অর্থাৎ অগ্নি ধারণ করিতে হয় অর্থাৎ যেমন সেই ব্রতে অল্প-মাত্র প্রমাদেই সর্কশরীর দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ অতি সাবধানে একাগ্রতার সহিত অমূর্চ্ছ্য) যৈঃ (যাহারা) বিধিবৎ (শাস্ত্রবিধি-অনুসারে) চৌর্ণং (পালন করিয়াছেন, তাঁহারা এই ব্রহ্মবিদ্যোপদেশের পাত্র) । ১০ ।

অনুবাদ—এই দুর্লভ ব্রহ্মবিদ্যা যে কোন ব্যক্তিকে উপদেশনীয় নহে ; পাত্রবিচারকরতঃ উপদেষ্টব্য । যাহারা নিষ্কামভাবে নিত্য-নৈমিত্তিক কৰ্ম্মাহুষ্ঠান করেন বা বর্ণাশ্রমধৰ্ম্ম পালন করেন এবং ঈশ্বর-প্রীতিভিন্ন অন্ত্রবিষয়ে কামনাহীন, এক পরমেশ্বরকেই শ্রদ্ধাসহকারে একনিষ্ঠভাবে উপাসনা করেন, অথবা যাহারা এই শিরোব্রত অর্থাৎ মস্তকে অঙ্গারপাত্র ধারণ করিয়া ব্রতচরণ করিয়াছেন, সেই বিষয়-অনাসক্ত, স্ত্রী-পুত্রাদির উপর মমতাহীন, অপ্রমাদী ব্যক্তিগণকেই আচার্য্য এই দুর্গম ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিবেন । ১০ ।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তদেত.....তম্ ।

এতদ্বিদ্যাসম্প্রদানমভিমুখীকৃত্য ঋত্মস্ত্রেণোক্তম্ । ক্রিয়ানন্তঃ...সন্তঃ ।

নিত্যনৈমিত্তিকক্রিয়াযুক্তা অদৌতবেদা ব্রহ্ম বুদ্ধংসব একবিশদ্বিত-মগ্নিহোতঃ স্বয়মেব জুহ্বতীত্যর্থঃ । একর্দ্ধিগ্নাত্রাসাধ্যাত্ম্যগ্নিহোতৃশ্চৈক-বিশ্বমিত্যর্থঃ । যদ্বা একশাসাবৃষিষ্ট মুখ্যাবিঃ পরমাত্মা । তথা প্রাণ ইত্যত্র ঋষিশব্দস্ত সৰ্ব্বজ্ঞে তস্মিন্বেব যুজ্যাত ইতি ভাষিতত্বাৎ । তত্র শ্রদ্ধাযুক্তা ইত্যর্থঃ । তেষামেব.....চৌর্ণম্ ।

অত্র বিদ্যাশব্দো গ্রন্থসন্দর্ভে বর্ততে । তেষামেবৈতাং ব্রহ্মপ্রতিপা-দিকাং বেদরূপাং বিদ্যাং প্রক্ৰয়াদ্ যৈঃ শিরশ্চঙ্গারপাত্রধারণলক্ষণমাখর-

ণিকানাং বেদব্রতেনে প্রসিদ্ধং যথাশাস্ত্রমহুষ্টিতমিতার্থঃ । অয়ং চার্থঃ
 ‘স্বাধ্যায়শ্চ তথাষে হি’ [ব্র: সূ: ৩।৩।৩] ইতি সূত্রে ভাষ্যে স্পষ্টঃ ।
 ইথং হি তদধিকরণম্—নানাশাখাস্বাশ্রিতানি বৈশ্বানরান্ধরোপাসনা-
 সংবাদীনি, অভ্যাসপ্রকরণান্তরাভ্যাং ভিগন্তে । ইতরথা পুনঃশ্রবণ-
 লক্ষণাভ্যাসশ্চ প্রকরণান্তরশ্চ চ বৈয়র্থাপ্রসঙ্গাদিতি শাখান্তরাধিকরণ-
 পূর্বপক্ষায়ােন পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে । ‘সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাগুবি-
 শেষাৎ’ [ব্র: সূ: ৩।৩।১] সর্ববেদান্তেষু প্রতীয়মানং বৈশ্বানরাদ্যুপা-
 সনমেকমেব চোদনাগুবিশেষাৎ । চোদনা তাবৎ—‘বৈশ্বানরমুপাসীত’
 ইত্যাদিকৈকরূপৈব । ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপফলসংযোগোহপ্যবিশিষ্টঃ । উপাস্ত-
 রূপমপ্যবিশিষ্টং বৈশ্বানরবিগ্নেতি সমাখ্যাহপ্যবিশিষ্টা । অত ‘একং বা
 সংযোগরূপচোদনাখ্যাবিশেষাৎ’ [ব্র: সূ: ২।৪।২] ইতি শাখান্তরাধি-
 করণসিদ্ধান্তসূত্রোক্তায়ােনোপাসনৈক্যমেব স্বীকর্তব্যম্ । ‘ভেদান্নেতি
 চেন্নৈকশ্চামপি’ [ব্র: সূ: ৩।৩।২] শাখান্তরেহভ্যাসপ্রকরণান্তরাদি-
 বশেন বিগ্নাভেদাবশংভাবান্ন বিগ্নৈক্যং বিগ্নৈক্যে পুনঃশ্রবণবৈয়র্থা-
 প্রসঙ্গাদিতি চেন্ন । একশ্চামপি বিগ্নায়ামধ্যোতৃতভেদাংপুনঃশ্রবণসার্থকো-
 পপন্তের্ন বিগ্নাভেদঃ । নহু বিগ্নৈক্যে মুণ্ডকান্নাতাক্ষরবিগ্নায়াঃ শাখান্তরা-
 ধী তাক্ষরবিগ্নৈক্যে সতি ‘তেষামেবৈতং ব্রহ্মবিগ্নং বদেত শিরোব্রতং
 বিধিবদ্ যৈস্ত চীর্ণম্’ ইত্যাবর্ধণিকমাত্ৰাহুর্ষ্টেঃ শিরোব্রতাস্তর্গতৎ
 শাখান্তরাধীতাক্ষরবিগ্নায়াঃ অপি স্মাৎ । ন চেষ্টাপত্তিঃ । শিরো-
 ব্রতশূন্যনামনাথবর্ধণিকানামক্ষরবিগ্নানিষ্ঠা ন স্মাৎ । অত আথবর্ধণিক-
 মাত্ৰাহুর্ষ্টেশিরোব্রতাস্তকমুণ্ডকান্নাতাক্ষরবিগ্নায়াঃ শাখান্তরাধীতাক্ষর-
 বিগ্না ভিগ্নত ইত্যভ্যুপগন্তব্যমিতি চেন্তদ্রাহ—‘স্বাধ্যায়শ্চ তথাষে হি
 সমাচারেহধিকারাক্ত সববচ্ তন্নিয়মঃ’ [ব্র: সূ: ৩।৩।৩] । তথাষ-
 ইতি নিমিত্তসপ্তমী । স্বাধ্যায়শ্চ তথাষসিদ্ধার্থমধ্যয়নজ্ঞসংস্কারভাক্ত-
 সিদ্ধার্থং শিরোব্রতোপদেশঃ । শিরোব্রতাস্তাধ্যয়নেনোপনিষজ্ঞপস্বা-

ধ্যায়স্ত সংস্কারো ভবতি । উপনিষদধ্যায়নাক্ষং শিরোব্রতং ন বিচ্ছাদ্যম্ ।
 ‘নৈতদচীর্ণব্রতোহধীতে’ [মৃণ্ডঃ ৩২।১১] ইতি শিরোব্রতস্তাধ্যায়ন-
 সংযোগাবগমাৎ । সমাচারাত্ম্যাবধিকগ্ৰহ ইদমপি বেদব্রতভেদে
 ব্যাখ্যাতমিতি শিরোব্রতে বেদব্রতশব্দপ্রয়োগাচ্ছাধ্যায়নাক্ষমেব শিরোব্রতং
 ন বিচ্ছাদ্যম্ । সববচ্চ তদ্বিষয়ঃ । যথা সপ্ত সৌর্যাদয়ঃ শতৌদন-
 পৰ্য্যন্তাঃ সপ্ত সোমা আধৰ্বণিকৈকাগ্নিসম্বন্ধান্ত্রৈব নিয়তা ভবন্তি,
 এবং শিরোব্রতমপ্যাবধিকাত্ম্যসম্বন্ধান্ত্রৈব নিয়তং ভবতি । দর্শয়তি
 চ শ্রুতিক্রিপাসনস্ত সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বম্ । তথা হি ছান্দোগ্যে—‘তস্মি-
 ন্দন্তস্তদ্বদেবাম্’ [৮।১।১] ইত্যুক্তা কিং তত্র বিচ্ছতে যদেবামিতি
 প্রশ্নপূৰ্ণকমপহতপাপ্যাদিগুণাষ্টকবিশিষ্টে পরমাত্মা তস্মিন্নুপাস্ত ইত্যুক্তম্ ।
 তৈত্তিরীয়কে তু ছান্দোগ্যাস্থং প্রতিনির্দেশমুপজীবা তত্রাপি দহরং গগনং
 বিশোকস্তস্মিন্দদন্তদুপাসিতবাম্ । ইতি গুণাষ্টকবিশিষ্টস্ত পরমাত্মন-
 উপাসনমুচ্যতে । তদেতদুপজীবনং বিত্বেকাঃ দর্শয়তি । এবং মিহস্ত
 বিত্বেকাস্ত প্রয়োজনমুচ্যতে—‘উপসংহারোহর্থভেদাচ্ছিধিশেষবৎসমানে
 চ’ [ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৫] । এবং সৰ্ববেদান্তেষু সমানে সত্যাপাসনে
 বেদান্তরাস্নাতগুণা বেদান্তান্তর উপসংহর্তব্য বিধিশেষবদর্থভেদাৎ ।
 ষথৈকস্মিয়েদান্তে শ্রুতো বৈশ্বানরদহরাদিবিধিশেষো গুণস্তদ্বিত্বাসম্বন্ধা-
 স্তদুপকারায়াহুতীয়তে, তথা বেদান্তরোদিতোহপি গুণস্তৎসম্বন্ধিত্বাবিশে-
 ষাদুপসংহর্তব্যঃ । চ শব্দোহবধারণে । এবং গুণোপসংহারপাদান্তে
 হিতম্ ॥ ১০ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অত্র প্রমাণান্তমোহ—ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া
 ইত্যাদি ঋগ্বেদেহপি অয়মর্থ উক্তঃ—তথাহি ক্রিয়াবন্তঃ নিদ্ধামভাবেন
 বেদোক্তাগ্নিহোতাদি-নিত্যকৰ্ম্মাচরণিনঃ অথবা নিদ্ধামভাবেন বর্ণা-
 শ্রমধৰ্ম্মাচারিণঃ শ্রোত্রিয়াঃ বেদজ্ঞাঃ ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ ব্রহ্মণি পরমেশ্বরে
 নিষ্ঠা নিতরাং স্থিতিধেয়াং তে একান্তিনো ভক্তা ইত্যর্থঃ, ব্রহ্মবন্তঃ

—শাস্ত্রার্থে গুরুপদেশেচ দৃঢ়প্রভায়াঃ সন্তঃ শ্রদ্ধাং কুর্কস্তুতি নিচি-
টিলোপে শতবি প্রথমায়াম্ । একর্ষিং একশ্বাসৌ ববিশ্চেতি অদ্বিতীয়ং
পরমেশ্বরমেব স্বয়ম্ আত্মনা প্রেমা ইত্যর্থঃ জুহুতে উপাসতে । তেষামেব
উপাসকানাম্ এতাং পূর্বোক্তাং ব্রহ্মবিদ্যাং তত্ত্বজ্ঞানম্ বদেত উপদিশেৎ,
পুনঃ কীদৃশানাং বদেত তজ্জাহ যৈঃ তু যৈর্হি সাধকৈঃ শিরোব্রতং শিরসি
উন্মুকং গৃহীত্বা ব্রতপালনমিব অপ্রমাদেন ইতরেষু অনাসক্ত্যা এতৎ
পরমেশ্বরারাধনং ব্রতং চীর্ণম্ উদ্ঘাপিতং তাদৃশানামেব বদেত ।
এতেন অপ্রমাদিনোহনন্ত্যাসক্তা নিতানৈমিত্তিকসেবাহুষ্ঠাশ্রিনো বেদোক্ত-
প্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনবস্ত এষ ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারিণো ভবন্তীতি
স্মৃতিতম্ ॥১০॥

তত্ত্বকণা—বর্তমান মন্ত্রে এই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারীর বিষয় বর্ণন
করিতেছেন । যাহা এই উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মবিদ্যার
অধিকারীর বিষয় ঋগ্বেদেও কথিত হইয়াছে ।

যিনি স্ব-স্ব বর্ণোচিত ও আশ্রমোচিত ধর্ম নিকামভাবে অহুষ্ঠান-
পরায়ণ, বেদের ষথার্থ তত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ অর্থাৎ বেদজ্ঞ, পরব্রহ্ম
পরমেশ্বরে শ্রদ্ধাসহকারে জিজ্ঞাসু হইয়া স্বয়ং ‘একর্ষি’ নামে প্রসিদ্ধ
প্রজ্জলিত অগ্নিতে অর্থাৎ অন্তর্ধ্যায়ী পরমাত্মায় শাস্ত্র-বিধি-অনুসারে
হবন অর্থাৎ উপাসনা করেন ; যিনি শিরোব্রতবিশেষ পালন পূর্বক
সর্বত্র অনাসক্তি লাভ করিয়াছেন, এবং উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য সাধন-
ভক্তির অহুষ্ঠান করেন, তাহাকে এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিতে
হইবে । শিরোব্রতের পালন কিন্তু আধর্কগদিগেরই জন্ত অপরের
জন্ত নহে ।

ত্রিমহাগবতে পাই,—

“প্রদধানায় ভক্তায় বিনীতায়ানম্রবে ।
 ভূতেষু কৃতমৈত্রায় শুক্রাতিবতায় চ ।
 বহির্জাতবিরাগায় শাস্তচিত্তায় দীয়তে ।
 নির্ঝংসরায় শুচয়ে যস্তাহং প্রেরসাম্ প্রিয়ঃ ॥”

(ভা: ৩।৩২।৪১-৪২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রদ্বাবান্, ভক্ত, বিনীত, শিষ্টমর্যাদায়ুক্ত, অনুরা-
 বদ্ধিত, সৰ্বভূতে দয়ামুক্ত, শুকসেবানিরত, বাহ্য বিষয়ে আসক্তি শূন্য,
 শাস্তচিত্ত, নির্ঝংসর, বাহ্যভ্যস্তরে পবিত্র এবং যিনি আমাকে সৰ্বপ্রকার
 প্রিয়বস্ত হইতেও প্রিয়তর বলিয়া মনে করেন, তাদৃশ অধিকারীর
 বিকটই উহা কীৰ্তন করিবে ।

আরও পাই,—

“নৈতৎ অয়া দান্তিকায় নান্তিকায় শঠায় চ ।
 অন্তঃসৌরভক্তায় দুর্বিনীতায় দীয়তাম্ ॥
 এতৈর্দৌৰ্বৈর্বিহীনায় ব্রহ্মণ্যায় প্রিয়ায় চ ।
 সাধবে শুচয়ে ক্রয়ান্তক্তিঃ স্তাৎ শূদ্রয়োষিতাম্ ॥”

(ভা: ১।১২।৩০-৩১)

এতৎপ্রসঙ্গে ত্রিমহাগবদসীতার “ইদম্ভে নাতপস্কায়...মন্তুকেষতি-
 ধাস্ততি ॥” (গী: ১।৮।৬৭-৬৮) শ্লোকটির আলোচ্য ।

ত্রিচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“প্রদ্বাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী ॥”

(চৈ: চ: মধ্য ২২প:) ১০।

শ্রুতিঃ—তদেতৎ সত্যম্—ঋষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ ।

নৈতদচীর্ণব্রতোহধীতে ।

নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥১১॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমান্ধৰ্যজ্ঞাতাঃ ।

শ্বিতৈররৈশ্চৈশ্চষ্টু বাওঁ সন্তনুভিৰ্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।

অনুবাদ—[পূৰ্ণশ্রুতিতে ব্রহ্মবিজ্ঞা-গ্রহণে অধিকারীর কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে ব্রহ্মবিজ্ঞার অধ্যাপনায় উপযুক্ত আচার্য্যের কথা বলা হইতেছে—] তদেতৎ (এই সেই) সত্যং (অক্ষরপুরুষত্ব পরমেশ্বর) পুরা (পূর্বে) ঋষিঃ অঙ্গিরাঃ (অঙ্গিরাস নামক ঋষি) [শৌনকায় —যথাবিধি শিরোব্রতের অমুষ্ঠায়ী শৌনককে] উবাচ (উপদেশ দিয়াছেন) অচীর্ণব্রতঃ (যিনি এই শিরোব্রত অমুষ্ঠান না করিয়াছেন— এমন ব্যক্তি) এতৎ (এই ব্রহ্মবিজ্ঞাগ্রন্থ) ন অধীতে (পাঠ করেন না) । নমঃ পরমঋষিভ্যঃ (ঐশ্বাদের নিকট হইতে পৰম্পরা-ক্রমে এই ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাঁহাদিগকে প্রণাম, ঐশ্বারা পরমর্ষি অর্থাৎ পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মা প্রভৃতি তত্ত্বদর্শীকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম) ॥১১॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়মুণ্ডকে 'দ্বিতীয়খণ্ডশ্চ'

অনুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—অক্ষরত্ব পরমপুরুষ-বিষয়ক এই উপদেশ পূর্বে অঙ্গিরা মুনি চীর্ণব্রত শৌনককে করিয়াছেন, চীর্ণব্রত না হইলে এই

বিজ্ঞাগ্রহ কেহ অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করিবেন না। যাঁহাদের নিকট হইতে আমি এই ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ করিয়াছি—যাঁহারা এই পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম জানাইতেছি ।১১।
ও তৎ সৎ ।

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদের তৃতীয়মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের
অমুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তদেতৎ.....প্রোবাচ ।

এতৎসত্যমক্ষরমঙ্গিরা ঋষিঃ শৌনকায় প্রোবাচ। নৈতৎ...অধীতে ।
অচীর্ণশিরোব্রতৈরেতন্নাধ্যেতব্যমিত্যর্থঃ । ‘তেষামেবৈতাং ব্রহ্ম-
বিজ্ঞাং বদেত’ ইতি পূৰ্ব্বমদ্বৈতচীর্ণশিরোব্রতায়ৈতদধ্যাপনং নিষিদ্ধম্ ।
অস্মিন্শ্চ বাক্যেহচীর্ণশিরোব্রতশ্চাধ্যয়নং নিষিধ্যত ইতি ভেদো দ্রষ্টব্যঃ ।
ইয়মূপনিষৎসৰ্ব্বাহপি ভগবৎপরেতি ভগবতা বাদরায়ণেন সমন্বয়াধ্যায়ে
ষাভ্যামধিকরণাভ্যাং নির্ণীতম্ । তথা হি—‘অদৃশ্যাদিগুণকো-
ধৰ্ম্মোক্তেঃ’ [ব্রঃ সূঃ ১।২।২১] ইত্যধিকরণেহদ্বৈতমগ্রাহমিত্যেতেন-
ধৰ্ম্মাণাং দৃশ্যাদীনাং নিষেধস্তৎপ্রসক্তিমত্যেতেন এবাবস্থাস্তরাপন্থে
যুজ্যতে ন তু তৎপ্রসক্তিশূন্তে পরমাত্মনি—অবালোহতরুণ ইত্যাদি-
নিষেধাস্তৎপ্রসক্তিমত্যবস্থাস্তরাপন্থমহুতাদাবেব দৃষ্টা ন তু তৎপ্রসক্তি-
শূন্যপাষণাকাশাদৌ । কিঞ্চাদ্বৈতাদিবিশিষ্টশ্রুতাক্ষরশ্চ পরমপুরুষশ্চে,
অক্ষরাৎপরতঃ পর ইতি ততোহপি পরশ্চ পুরুষশ্চ অবগৎ নোপ-
পত্ততে । অতোহক্ষরাৎপরতঃ পর ইতি পুরুষগতপরত্বাবধিতয়া-
হক্ষরাদিতিনির্দিষ্টশ্চ ভূতযোক্তাক্ষরশ্চ পরমপুরুষত্বাসম্ভবাদক্ষরশব্দশ্চ প্রধান-
প্রসিদ্ধেচ্চাদৃশ্যাদিগুণকং ভূতযোক্তাক্ষরং প্রধানমেব তৎপরতয়া
নির্দিষ্টমানঃ পুরুষোহপি পঞ্চবিংশক এব ন তু পরমপুরুষঃ । পরম-
পুরুষশ্রুতাক্ষরপরভূতজীবাদপি পরত্বেনাবাবহিতপরত্বাভাবাৎ । ন চাক্ষরাৎ-

পরত ইতি পদয়োর্বৈয়ধিকরণ্যাশ্রয়ণেনাক্ষরাদপি পরভূতাজ্জীবাৎ-
 পরত্বেমৈব পুরুষশ্চ প্রতিপাদ্যত ইতি বাচ্যম্। অক্ষরাৎপরত ইতি
 পদয়োঃ স্বকার্যাবর্গাপেক্ষয়া পরভূতেহক্ষরে সামান্যধিকরণেন বৃষ্টি-
 সম্ভবে তয়োর্বৈয়ধিকরণ্যে প্রমাণাভাবাৎ। অতোহত্র প্রকৃতিজীবাবেব
 প্রতিপাদ্যেতে ন পরমাঐতি পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে—‘অদৃশ্যাদিগুণকো-
 ধর্মোক্তেঃ’ [ত্রঃ শৃঃ ১।২।২১] ‘বিশেষণভেদবাপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ’
 [ত্রঃ শৃঃ ১।২।২২] ‘রূপোপন্যাসাচ্চ’ [ত্রঃ শৃঃ ১।২।২৩] ইতি ত্রিভিঃ
 সূত্রেঃ সিদ্ধান্তঃ। তেষাং চায়মর্থঃ—অদৃশ্যাদিগুণকঃ পরমাত্মৈব।
 তদ্বর্মাণাং সর্বজ্ঞত্বাদীনাং ‘ষঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ’ [মৃঃ ২।২।৭]
 ইত্যাদিবাচ্যেনাচ্চ প্রকরণ উক্তত্বাদেকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা-
 দিনা সিদ্ধেন চেতনাচেতনানুনিখিলপ্রপঞ্চোপাদানত্বেন ভূতযোক্তকরশ্চ
 বিশেষণাৎ। ‘অক্ষরাৎপরতঃ পর ইতি প্রকৃতিজীবাত্যাং ভেদবাপ-
 দেশাচ্চ ভূতযোক্তকরং পরমাত্মৈব। ন চাক্ষরাৎপরত ইতি পঞ্চম্যোঃ
 সামান্যধিকরণ্যাৎস্বকার্যাবর্গাপেক্ষয়া পরভূতাদক্ষরশক্তিাদব্যাকৃত্যৎ-
 পরত্বেন তদ্বৈদ্যসিদ্ধাবপি ন জীবভেদঃ সিধ্যতীতি বাচ্যম্। সামান্য-
 ধিকরণ্যে সতি পরত্বাবধিসমর্পকস্বকার্যাবর্গবাচিপদাস্তরাধ্যাহারপ্রসঙ্গাৎ।
 বৈয়ধিকরণ্যপক্ষেহধ্যাহারাত্বাভাবাজ্জীবাদপি বৈলক্ষণ্যপ্রতিপাদকত্বেন
 সার্থক্যসম্ভবে পরতঃ পদশ্চ সামান্যধিকরণ্যাশ্রয়ণেন স্বকার্যাবর্গপরত্বা-
 হুবাদশ্চ নিম্নয়োজনশ্চাশ্রয়ণাযোগাৎ। ন চাক্ষরাৎপরশ্চ পুরুষশ্চ
 পরমাত্মত্বে ভূতযোক্তকরশ্চ কথং পরমাত্মত্বং সিধ্যেদिति বাচ্যম্।
 অক্ষরাৎপরত ইতি নির্দিষ্টশাক্ষরশ্চ, ‘অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে’
 [মৃঃ ১।১।৫] ‘তথাহক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্’ [মৃঃ ১।১।৭] ‘তথাহক্ষ-
 রাধিবিধাঃ সোম্যা ভাবাঃ’ [মৃঃ ২।১।১] ‘যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ
 সত্যম্’ [মৃঃ ১।২।১৩] ইতি বাক্যানির্দিষ্টভূতযোক্তকরাপেক্ষয়া ভিন্নত্বাৎ।
 ন চ তত্র প্রমাণাভাবঃ।

‘দিব্যো হৃম্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যভ্যন্তরো হৃদঃ । অপ্রাণোহ-
 মনাঃ শুভ্রঃ’ [মু: ২।১।২] ইতি পূৰ্বসন্দৰ্ভপ্ৰতিপাদিতবিশেষ-
 বিশিষ্টং ভূতযোক্তকং স ইতিপদেন পরামৃশ্য তন্ত্ৰাক্ষরাৎপরতঃ
 পরত্যাভিধানাৎ । ন হি তৈশ্চৈব পরতঃ পরত্বং সম্ভবতি । অতোহ-
 ক্ষরাৎপরতঃ পর ইতি বাক্যস্বমক্ষরপদমব্যাকৃতাভিধায়ি ন তু ভূতযোক্ত-
 ক্ৰাভিধায়ি । ‘অগ্নিমূৰ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রমূৰ্য্যো’ [মু: ২।১।৪] ইতি
 ভগবৎসম্বন্ধিতয়া প্ৰসিদ্ধস্ত রূপস্ত ভূতযোক্তকরসম্বন্ধিতয়োপন্যাসাচ্চ
 ‘পুরুষং বেদ সত্যম্’ [মু: ১।২।১৩] ‘দিব্যো হৃম্তঃ পুরুষঃ’ [মু: ২।১।২]
 ইতি ভগবদসাধারণপুরুষশব্দাভ্যাসাচ্চ পরমাত্মৈবাত্ম প্ৰতিপাত্ত ইতি
 নির্ণীতম্ । তথা ‘যস্মিন্দ্যোঃ’ [মু: ২।২।৫] ইতি বাক্য শুভ্রঃ মনঃ
 সহ প্ৰাণৈশ্চ সৰ্বৈশ্চিতি মনঃপ্ৰাণসম্বন্ধিতপ্ৰতিপাদনাৎ । ‘অয়া ইব
 বরুণাভৌ সংহতা যত্র নাভ্যঃ স এষোহস্থশ্চরতে বহধা জায়মানঃ’
 [মু: ২।২।৬] ইতি জীবলিঙ্গাচ্চ ভূতযোক্তকপ্রকরণং ভঙ্ক্ৰা জীব-
 পরত্বমেবাস্ত সন্দৰ্ভস্তাশ্রয়ণীয়মিতি পূৰ্বপক্ষে প্ৰাপ্তে ‘হ্যাত্মাত্মাত্মতনং স্ব-
 শব্দাৎ’ [ব্র: সূ: ১।৩।১] ‘মুক্তাপন্থপ্যাব্যপদেশাচ্চ’ ‘নাত্মমানমতচ্ছব্দাৎ’
 ‘প্ৰাণভূচ্চ’ ‘ভেদব্যাপদেশাৎ’ ‘প্ৰকরণাৎ’ ‘স্থিত্যদনাভ্যাং চ’ ইতি
 ষড়্ভিঃ সূত্ৰৈঃ সিদ্ধান্তঃ কৃতঃ । অয়মর্থঃ—হ্যাত্মাত্মাত্মতনং পরমাত্মা ।
 অমৃততৈশ্চ মেতুরিতি মোক্ষপ্ৰদত্বলক্ষণস্তাসাধারণশব্দস্ত শ্রবণাৎ । ব্যাপ-
 কার্থত্যাগশব্দস্ত চ শ্রবণাৎ । ‘নামরূপাধিমুক্তঃ’ ‘পর্যাপরং পুরুষ-
 মূপৈতি দিব্যম্’ ইতি পরমাত্মাসাধারণমুক্তপ্ৰাপ্যব্যাপদেশাচ্চ পর-
 মাত্মৈব । নাত্মমানমাত্মমানিকং প্ৰধানমস্মিন্ প্ৰকরণে তৎপ্ৰতিপাদক-
 শব্দাভাবান্ন প্ৰতিপাত্তম্ । এবং প্ৰাণভূজ্জীবোহপি তৎপ্ৰতিপাদকশব্দা-
 ভাবান্ন প্ৰতিপাত্তঃ । ‘জুহুং যদা পশুতান্নমৌশমি’তি প্ৰকরণপ্ৰতিপাত্তে-
 শস্ত জীবভেদব্যাপদেশাচ্চ ভূতযোনিপ্ৰকরণাচ্চ । ‘তয়োবহ্নঃ পিঙ্গলং
 স্বাষষ্ঠানশ্নম্নস্তো অভিচাক্ষীতি’ [ইতি] জীবস্ত কৰ্ম্মফলাত্ তৎ পরমা-

অনন্ত তদন্তরেণ শরীরেহবস্থানমিতি পরমাশ্রয় এব প্রকরণতাংপর্য-
পর্যাবসানভূমিতায়া আবিষ্কৃতত্বাচ্চ পরমাত্মৈব মুক্তকোপনিষৎপ্রতিপাদ্য-
ইতি সিদ্ধাস্তিতম্ । অতশ্চ মুক্তকোপনিষদ্ব্যবৎপরেতি সিদ্ধম্ । ইয়ং
ব্রহ্মবিদ্যা যেভ্যো ব্রহ্মাদিতাঃ পারম্পর্যোণ প্রাপ্তা তান্নমশ্রুতি—

নমঃ.....ঋষিভ্যঃ । ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

দ্বির্বিচনমাদরার্থং বিদ্যাসমাপ্ত্যর্থং চ ।১১।

ক্লেমায় যঃ করুণয়া ক্ষিতিনির্জরাণাং

ভূমাবচ্ছত্বেত ভাষ্কর্যমুদারঃ ।

বামাগমাদধগবদাবদতুলবাতো

বামাত্মজঃ স মুনিরাশ্রিত্যতাং মদুক্তিম্ ।১১।

ইতি—অথর্কবেদীয়-মুক্তকোপনিষৎ প্রকাশিকায়াম্

তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥

ইতি—শ্রীমদ্রঙ্গরামানুজ-মুনীশ্বরকৃত-প্রকাশিকাখ্যা-ভাষ্কর্য-
সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—এবং ব্রহ্মবিদ্যোপগমে আচার্য্যঃ প্রতি উপদেষ্টে:
কৃতজ্ঞতাসহকারেণ প্রণতিপূৰ্ণকম্ উপদেশমূলমাহ—তদেতৎ পূৰ্ণবর্ণিত-
মেতৎ ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়মক্ষরং পুরুষং শ্রেয়োহর্থিনে যথাবৎ চীর্ণব্রতায় মুনয়ে
শৌনকায় ঋষিচীর্ণব্রতোজ্ঞাততত্ত্বো মুনিরঙ্গিরাঃ পূৰ্ণম্ উবাচ উপদিষ্টবান্ ।
ন হি অচীর্ণব্রতঃ যথাবৎ শিরোব্রতচরণহীনঃ এতৎগ্রন্থরূপং ন অধীতে
ন পঠেৎ । অতোহধ্যাপকস্তাপি চীর্ণব্রতত্বমাবশ্যকমিত্যপুনরুক্তিঃ ।
অথবা যৎপরম্পরাক্রমেণ ব্রহ্মবিদ্যা অধিগতা, মুনিঃ অঙ্গিরাস্তেভ্যঃ প্রণতিং
বিজ্ঞাপয়তি নমঃ পরমঋষিভ্যঃ পরমং পুরুষং যে দৃষ্টবন্তঃ তে পরমবর্ষ-
স্তেভ্যো নমঃ । ইত্যাদরার্থা গ্রন্থসমাপ্তিসূচনার্থাচ দ্বিকৃতিঃ ।১১।

ইতি—মুক্তকোপনিষদ্দি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডস্ত

‘শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী’ টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—মহুত ব্রহ্মবিভাক্ষর এই সত্য পূর্বে মহর্ষি অঙ্গিরাস পূর্বোক্ত প্রকারে শৌনক ঋষিকে উপদেশ করিয়াছিলেন। যিনি সাধনব্রত অমুষ্ঠান করেন না, তিনি ইহা অবধারণ করিতে পারেন না। পরম ঋষিগণকে নমস্কার, পরম ঋষিগণকে নমস্কার। ইহার তাৎপর্য—গ্রন্থসমাপ্তির সূচনা এবং ঋষিগণের নিকট হইতে ব্রহ্মবিভাক্ষর লাভ হয়, সেই ভগবদ্ভবদর্শী মহাপুরুষগণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার, ইহা আদরার্থও।

মুণ্ডকশ্রুতিতে প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের ষোড়শ মন্ত্রে পাওয়া গিয়াছে,—

“পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ষচিহ্নান্ ব্রাহ্মণো-

নির্বেদয়ায়ান্ভাস্তাকৃতঃ কৃতেন।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ

সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্টম্ ॥” (মুঃ ১।২।১২)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কর্ষ দ্বারা প্রাপ্য ফলসমূহের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া ও কর্ষাতীত নিত্যসত্য বস্তু কর্ষের দ্বারা লাভ হয় না জানিয়া, কর্ষের প্রতি নির্বেদগ্রস্ত হইবেন এবং সেই ভগবদ্বস্তুর বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রেমভক্তির সহিত জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তিনি সমিৎহস্তে অর্থাৎ প্রণিপাত, পরিপ্রসন্ন ও সেবারূপে লইয়া বেদ-তাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সৎগুরুর সমীপে গমন করিয়া কায়মনো-বাক্যে তাঁহাকে সেবা করিবেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্ব-রচিত ‘জৈবধর্মে’ লিখিয়াছেন—“কর্ষ-জ্ঞানযোগাদি সকলই নৈমিত্তিক স্মৃতি, ভক্তসঙ্গ ও ভক্তক্রিয়া সঙ্গই নিত্য স্মৃতি। জন্মজন্মান্তরে এই নিত্যস্মৃতি যিনি অর্জন করিয়াছেন,

তাঁহারই শ্রদ্ধা হইবে। নৈমিত্তিক স্মৃতি দ্বারা অন্তান্ত ফল হয়, কিন্তু অনন্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধা উদ্ভিত হয় না।”

মহাসংহিতা বলেন,—

“উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্বিষঃ ।

সকল্লং সরহস্তঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে ॥” (মহু ২।১৪০)

শিষ্যের কর্তব্য-সম্বন্ধে শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“তস্মাদ্ গুরুং প্রপণ্ডেত সিজ্জান্নঃ শ্রেয় উত্তমম্ ।

শাস্ত্রে পয়ে চ নিষ্ठाভং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥” (ভাঃ ১।১।৩।২১)

যা মুণ্ডোঃভিধয়া পৃথুপনিষদাবল্যাস্তনোঃ সারভাগ্

যা বৈ মুণ্ডয়তে শ্রুতা শ্রুতিমতাং চিন্তং মলানাং পদম্ ।

যামুচে কিল শৌনকায় মুনয়ে চৌর্ব্রতায়াক্রিয়াঃ

সা মুণ্ডোপনিষদ্ বিদ্যাং বিতহুতাং চেতঃ সদা নির্মলম্ ॥

তত্ত্বকণালঙ্কতা যা শ্রুতার্থবোধিন্না শোভিতাচ ।

সেয়ং মুণ্ডোপনিষৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিং দধাতু ॥১১॥

ইতি—মুণ্ডকোপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের

‘তত্ত্বকণা’ নাম্নী-অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—তৃতীয় মুণ্ডক সমাপ্ত ॥

ইতি—উদ্যাপিতেয়ং মুণ্ডকোপনিষৎ ॥

ମାତୃକ୍ୟୋପନିଷତଂ

ଉପଲକ୍ଷିକା

ଓ

ଅତ୍ତାନାତିଶିରାକ୍ଷମ୍ୟ ଡାନାଞ୍ଜନମଳାକନ୍ଧା ।
ଚକ୍ଷୁଃକର୍ମାମିତଂ ଧେନ ତତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀମୁରବେ ନକ୍ଷତ୍ର ॥

ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ବିଷ୍ଣୁପାଦାୟ କୃଷ୍ଣପ୍ରେଷ୍ଠହସ୍ତାନ୍ତେ ।
ଶ୍ରୀହତେ ଓକ୍ତିମିଦ୍ଧାନ୍ତ-ମରମ୍ଭତୀତିନାନ୍ତେ ॥
ଶ୍ରୀବାର୍ଯ୍ୟଓନବୀଦେବୀଦାନ୍ତାୟ କୃପାକ୍ଷେ ।
କୃଷ୍ଣମନ୍ତ୍ରକ୍ଷବିଜ୍ଞାନଦାନ୍ତେ ମୁଖେ ନକ୍ଷତ୍ର ॥
ହାସୁର୍ଯ୍ୟୋଦ୍ଧୃତପ୍ରେକ୍ଷାଚ୍ୟ-ଶ୍ରୀକୃପାନ୍ତଃଓକ୍ତିଦ ।
ଶ୍ରୀମୌର-କରୁଣାମନ୍ତ୍ରବିଗ୍ରହାୟ ନକ୍ଷତ୍ରତେ ॥
ନକ୍ଷତ୍ରେ ମୌରବାଣୀ-ଶ୍ରୀଧୂର୍ତ୍ତେ ଦୀନତାନ୍ତେ ।
କୃପାନ୍ତସାବିରୁଦ୍ଧାମିଦ୍ଧାନ୍ତ-ଶ୍ରୀହତାନ୍ତେ ॥

ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟାନ୍ତୋଦ୍ଧୃତଂ ଶ୍ରୀମିତଂ ଧେନ ଓତ୍ତେ ।
ଅନ୍ତଃ (ମୋଦନ୍ତଂ) କୃପଂ କଦା ହତଂ ଦଦାତି

ଅପଦାନ୍ତକ୍ଷ ॥

ବନ୍ଧେ ମିଶ୍ରାନ୍ତ୍ରଂ ଶ୍ରୀମଂ ଓକ୍ତିବିବେକଓରତୀନ୍ତ୍ର ।
ମରମ୍ଭତ୍ୟନ୍ତଂ ବିଜ୍ଞଂ ମଦା ନାନ୍ତମନ୍ତାନ୍ତ୍ର ॥
ବୈଷ୍ଣବାଚାର୍ଯ୍ୟପାଦାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣବୈକରୀବିନେ ।
ଶ୍ରୀମରମ୍ଭତମୌଡ଼ୀହାମନନ୍ତାମନକାନ୍ତେ ॥

ମଂମାରହୋହନାଶାୟ ପ୍ରାପକାୟ ଶ୍ରୋତଃ ପଦୟ୍ ।
ଓଡ଼ିବନ୍ଧୁଦଶକାୟ ନୟତୁୟେ କୁପାୟେ ॥

ନୟୋ ଗୋରାକିଶୋରାୟ ମାୟାଦ୍-ବୈରାଗ୍ୟଧୂର୍ତ୍ତୟେ ।
ବିପ୍ରଘଣ୍ଡରାୟାୟେ ! ପାଦାୟୁଜାୟ ତେ ନୟଃ ॥

ନୟୋ ଓଡ଼ିବିନୋଦାୟ ମୟିଦାନନ୍ଦ-ନାୟିନେ ।
ଗୋରାବନ୍ଧୁ-ସ୍ବରୂପାୟ କୁପାୟୁଗବରାୟ ତେ ॥

ଗୋରାବିର୍ଭାବୁଦ୍ଧେଷ୍ଟଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଷ୍ଟା ମୟନାମ୍ବିଷ୍ଣଃ ।
ବୈଷ୍ଣବମାର୍କଣ୍ଡେୟ-ସ୍ତ୍ରୀଋଗମାୟାୟ ତେ ନୟଃ ॥

କୃତିରାବର୍ତ୍ତୟେଷୁକୟ୍ ପଦୁଃ ଲକ୍ଷ୍ମଣାତେ ଶିରିଷ୍ଟ ।
ଧାରୁପା ତୟତଂ ବନ୍ଧେ ସ୍ତ୍ରୀଋଗମାୟାୟ ତେ ନୟଃ ॥

ବାହ୍ୟାକଳ୍ପତରୁଣ୍ଡୟ କୁପାୟିଷ୍ଟୁୟ ଏବ ଚ ।
ମତିତାନାଂ ପାବନେଷ୍ଟୋ ବୈଷ୍ଣବେଷ୍ଟୋ ନୟୋ ନୟଃ ॥

ନୟୋ ଶତାବଦାନାୟ କୁଞ୍ଜସ୍ନେହସ୍ରଦାୟ ତେ ।
କୁଞ୍ଜାୟ କୁଞ୍ଜଚୈତନ୍ୟନାୟେ ଗୋରାବନ୍ଧୁୟେ ନୟଃ ॥

ମହତତ୍ତ୍ବାୟକଂ କୁଞ୍ଜଂ ଓଡ଼ାକ୍ଷମକ୍ଷମକୟ୍ ।
ଓଡ଼ାବତାରଂ ଓଡ଼ାଧ୍ୟାୟଂ ନୟାୟି ଓଡ଼ାସନ୍ତିକୟ୍ ॥

ଶହେର ଆରମ୍ଭେ କାରି ଶହେନାଟରଣ ।
ଋଗ-ବୈଷ୍ଣବ-ଓଗବାନ୍ ତିନେର ଅରଣ ॥
ତିନେର ଅରଣେ ଶହ ବିଷ୍ଣ-ବିନାଶନ ।
ଅନାୟାସେ ଶହ ଧେନ ବାନ୍ଧିତ-ପୁରଣ ॥

শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৰুণায় উপনিষদ্ গ্রন্থমালার অন্তর্গত মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ গ্রন্থদ্বয় একসঙ্গে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথমে মুণ্ডকোপনিষদের একটি ভূমিকা ‘তত্ত্বপীঠিকা’ নামে লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে মাণ্ডুক্যোপনিষদেরও একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা ‘উপলস্তিকা’ নামে লিখিত হইয়া এই গ্রন্থে সংযোজিত হইতেছে। এই প্রতিখানির কলেবর অতিশয় ক্ষুদ্র সুতরাং ভূমিকাও যে ক্ষুদ্র হইবে, ইহা স্বাভাবিক।

এই উপনিষদখানিতে পরব্রহ্ম পরমাত্মার সমগ্ররূপের তত্ত্ব বুঝাইবার জগৎ উহার চারিটি পাদের কল্পনা করা হইয়াছে। নাম ও নামীর অভিন্নতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত প্রণবের ‘অ’, ‘উ’, ‘ম’—এই তিন মাত্রার সহিত ও মাত্রাহিত উহার অব্যাক্তরূপের সহিত পরব্রহ্ম পরমাত্মার এক এক পাদের সমতা দেখান হইয়াছে।

সংক্ষেপে চারিপাদের স্বরূপ লিখিত হইতেছে যে, জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা, বহিঃপ্রজ্ঞ, স্বর্গাদি সপ্ত-অঙ্গবিশিষ্ট, উনবিংশতি ইন্দ্রিয়রূপ মুখযুক্ত। বধাঃ—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, শব্দাদি স্থূলবিষয়-সমূহের ভোক্তা বৈশ্বানর পুরুষই আত্মার প্রথম পাদ।

স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতা অন্তঃপ্রজ্ঞ, মনোলীন সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট ও মনোলীন চক্ষুরাদি উনবিংশতি মুখযুক্ত, সূক্ষ্ম বিষয় সমূহের ভোক্তা তৈজস পুরুষই আত্মার দ্বিতীয় পাদ। সূষুপ্তির অধিষ্ঠাতা, বৈশ্বানর ও তৈজসের সহিত একীভূত, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময়, আনন্দভূক ও চেতোমুখ প্রাজ্ঞপুরুষই আত্মার তৃতীয় পাদ।

এইরূপে পাণ্ডুর নিরুপিত হইবার পর চতুর্থপাদে পাদচতুষ্টয়-
 বিশিষ্ট আত্মার মহিমা বলিতেছেন—ইনি সর্বেশ্বর, সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী,
 সকলের কারণ এবং সকলের উৎপত্তি ও লয়স্থান। বৈশ্বানর,
 তৈজস ও প্রাক্ত হইতে বিলক্ষণ, প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের অদৃশ, অগ্রাহ্য,
 অগম্য ও অচিন্ত্য। কেবল শব্দমাত্রগম্য, শাস্তির আশ্রয়, মঙ্গলময়, সর্ব-
 শক্তিমান—এই অদ্বিতীয় স্বরূপই চতুর্থপাদ নাদাত্মক। তিনিই
 বিজ্ঞেয়, তিনিই উপাস্ত।

সেই এই আত্মা ‘ও’—এই অক্ষরকে অধিকার করিয়া অবস্থান
 করিতেছেন অর্থাৎ ওকারই তাঁহার বিগ্রহ-স্বরূপ।

এ-বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণন গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যাইবে বলিয়া এস্থলে
 নিবৃত্ত হইলাম।

গ্রন্থ-মধ্যে যে সকল ভুল-ত্রুটি লক্ষিত হইবে, তাহা সম্বন্ধনগণ
 নিজগুণে সংশোধন করতঃ গ্রন্থের মর্ম্ম অবধারণ করিলে আমি নিত্নেকে
 কৃতার্থ বোধ করিব। শতচেষ্টা সন্তেও গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে মুদ্রাকর প্রমাদ-
 শূন্য করা যায় না। ইহাই অধর্মের উপলব্ধি। অলমতিবিস্তরণে—
 ইতি।

শ্রীশ্রীপঞ্চমী তিথিবরা।

শ্রীল ভারতী মহারাজের

ভিরোভাব-তিথি।

বাং ৭ই মাঘ, (১৩৭৮);

ইং ২১শে জানুয়ারী, (১৯১২)।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণরেণু-সেবাপ্রার্থী—

শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী

(গ্রন্থ-সম্পাদক)

ত্ৰিভীণ্ডক-গোবাস্কো ভগ্নত:

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

মন্ত্ৰ-সূচী

(বৰ্ণমালানুক্রমে)

মন্ত্ৰ	শ্ৰুতি-সংখ্যা	পত্রাঙ্ক
অ		
অমাত্ৰশ্চতুৰ্থোহব্যবহার্থাঃ প্রপঞ্চোপশমঃ	১২	৪২
এ		
এষ সৰ্বেশ্বৰ এষ সৰ্বজ্ঞ এবোহিস্তৰ্থ্যাম্যেব	৬	২২
ও		
ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সৰ্বং তস্তোপব্যাখ্যানম্	১	৩
জ		
জাগৰিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ	৩	১০
জাগৰিতস্থানো বৈশ্বানরোহকারঃ প্রথমা মাত্ৰা	২	৩২
ন		
নাস্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং	৭	২৫
য		
যত্র স্থপ্তো ন কৰন কামং কাময়তে,	৫	১৭
স		
সৰ্বং হেতদ্ ব্রহ্ম ; অয়মাত্মা ব্রহ্ম ;	২	৮
সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারতৃতীয়া মাত্ৰা	১১	৩২
সোহয়মাত্মাহধ্যাক্ষরমোক্যোরোহধিমাত্রং	৮	৩১
অপ্রস্থানন্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্ৰা	১০	৩৫
অপ্রস্থানোহস্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ	৪	১৪

ঐশ্বর্য-গীতার্থো ভবতঃ

অধৰ্ষবেদীয়া

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

শ্রীশ্রীউপনিষদ্-গ্রন্থমালা—৬

শান্তিসূক্তম্

ওঁ ভজং কর্ণেতি: শৃণুয়াম দেবা ভজং পশ্যেমাঙ্কতিৰ্বজ্রভা: ।

স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্ট্বাং স্তনুভিৰ্য্যশেম দেবহিতং যদাম্বু: ॥

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবা: । স্বস্তি ন: পৃষা বিশ্ববেদা: ।

স্বস্তি ন স্তাক্ষেগ্যাহরিষ্টনেমি: । স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু: ॥

ওঁ শান্তি: শান্তি: শান্তি: ॥

অর্থশাস্ত্রবাদ—[হে] দেবা: (ভগবদ্ভক্ত্যাহিত-শক্তিশালিন্
দেবভাগণ!) কর্ণেতি: (কর্ণসমূহের দ্বারা) [বসু—আমরা]
ভজম্ (ভগবন্তজনাত্মকুল বাক্য) শৃণুয়াম (যেন শ্রবণ করিতে
সমর্থ হই) [হে] যজ্রভা: (যজ্ঞমান-পালক দেবগণ!) অঙ্কতি:
(চক্ৰ দ্বারা) [আমরা] ভজম্ (ভগবন্তজনাত্মকুল মঙ্গলময়
কৃতিপ্রতিপাদ্য-বিষয়) পশ্যেম (দর্শন করিতে যেন সমর্থ হই) স্থিরৈ:
(দৃঢ় ও অবিকল) অঙ্গৈ: (হস্তপদাদি অবয়ব) [এবং] স্তনুভি:
(শরীরের সহিত) [যুক্ত হইয়া] তুষ্ট্বাংস: (শ্রীভগবানের স্তব করিতে
করিতে) দেবহিতং (ভগবদ্ভূতপাসনাবোগ্য) যদাম্বু: (জীবন বা পরমাম্বু:)
ব্যশেম (যেন প্রাপ্ত হই) ॥

বৃদ্ধশ্রবাঃ ইন্দ্রঃ (মহতীকৌত্তি ষাঁহার সেই অসমোৰ্দ্ধৈশ্বৰ্য্যশালী
 পরমেশ্বর) নঃ (আমাদিগের অৰ্থাৎ গুরু ও শিষ্যের) স্বস্তি (মঙ্গল)
 দধাতু (বিধান করুন অৰ্থাৎ নিৰ্ব্বিস্ত্রে আমাদেৱ ঐতিজ্ঞান উৎপন্ন
 করুন) [তথা] বিশ্ববেদাঃ (সৰ্ব্বজ্ঞ) পূৰ্বা (পোষক সূৰ্য্য অৰ্থাৎ
 সৰ্ব্বজ্ঞান-প্রকাশক ঐহরি) নঃ (আমাদিগের) স্বস্তি [দধাতু]
 (কল্যাণ বিধান করুন) অৱিষ্টেনৈমিঃ (অকুণ্ঠিত চক্রধার বিষ্ণুর বাহন)
 তাক্ষ্যঃ (গরুড়দেৱ) নঃ (আমাদিগকে) স্বস্তি [দধাতু] (কল্যাণ-
 ময় গন্তব্যস্থানে লইয়া চলুন) [তথা] বৃহস্পতিঃ (বাক্‌পতি বা বুদ্ধির
 অধিপতি) নঃ (আমাদিগকে) স্বস্তি [দধাতু] (পঠন-পাঠনে ও বোধে
 শক্তিপ্রদান করুন)।

ও (হে ভগবন্‌ পরমাত্মন!) শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ (ত্রিবিধ তাপ
 ও বিয়ের উপশম হউক)।

অনুবাদ—হে মঙ্গলবিধায়ক ভগবচ্ছত্ৰাঙ্কিত-শক্তিশালী ইন্দ্ৰাদি
 দেৱগণ! আমৱা (গুরু-শিষ্য সম্প্রদায়) কৰ্ণ দ্বাৰা ইন্দ্ৰিয়-পৰিচালক
 আপনাদেৱ অহুগ্রহে যেন কল্যাণময় বিষয় নিৰ্ব্বাধে উপাসনা ও
 উপনিষদেৱ বাণী-শ্রৱণ কৰিতে পাৰি। হে ইন্দ্ৰিয়াধিষ্ঠাতা যজমান-
 পালক দেৱগণ! চক্ষুৰ্দ্ৱাৰা যেন ভগৱদুপাসনাৰ অহুকুল বিষয় দৰ্শন
 কৰি। দৃঢ় অঙ্গ ও হৃদয়শরীৰ লইয়া ঐভগৱানেৰ স্তবে নিৱত থাকিয়া
 যেন উপাসনাযোগ্য পরমাত্মা আমৱা প্রাপ্ত হই। সকল কল্যাণময়
 পরমেশ্বৰ আমাদিগকে কল্যাণ দান করুন। সূৰ্য্যৰূপ সৰ্ব্বজ্ঞ ঐহরি
 আমাদিগেৰ নিৰ্ব্বিস্ত্রে পাঠ সমাপ্তি বিধান করুন। ষাঁহাৰ চক্রধাৰা
 কুত্ৰাপি কুণ্ঠিত হয় নাই, সেই বিষ্ণুৰথ অথবা বিষ্ণুবাহন গরুড়
 ঐবিষ্ণুৰ উপাসনাকাৰী আমাদিগকে গন্তব্য-স্থানে লইয়া যাউন।
 বাক্‌পতি দেৱগুরু আমাদিগেৰ পঠন-পাঠনে ও বোধে শক্তি বিতৰণ
 করুন।

শ্রুতিঃ—ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সৰ্বং তস্মোপব্যাখ্যানং—

ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিত্তি সৰ্বমোঙ্কার এব ।

যচ্চাশ্রয়ং ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥১॥

অনুবাদ—[এই গ্রন্থে-অধিকারী—মুমুকু, প্রয়োজন—ত্রিবিধ দুঃখের আত্মাস্তিক নিবৃত্তিপূৰ্ণক পরমানন্দ-লাভ, বিষয়—সমস্ত ও ব্যস্ত প্রণব-প্রতিপাণ্ড ভগবদুপাসনা, সম্বন্ধ—বিষয়ের সহিত গ্রন্থের প্রতিপাণ্ড-প্রতিপাদক ভাবসম্বন্ধ । প্রমোপনিষদে প্রণবের এক এক মাত্রার উপাসনার ফল বলা হইয়াছে, এক্ষণে সমষ্টি প্রণবের উপাসনা ও তাহার ফল বিবৃত হইতেছে—] ওম্ ইতি এতৎ অক্ষরম্ (অকার, উকার, মকারের সম্মিশ্রণে উৎপন্ন অক্ষরাত্মক এই ওঙ্কারটিই) ইদং সৰ্বং (এই সমস্ত তত্ত্বস্বরূপ), তস্ম (সেই ওঙ্কারের) উপব্যাখ্যানং (পরাপর ব্রহ্মস্বরূপ অক্ষরের সুস্পষ্টভাবে প্রবচন উপক্রান্ত জানিবে) ভূতং (অতীত) ভবং (বৰ্ত্তমান) ভবিষ্যং (ভাবী) ইতি সৰ্বং (এই ত্রিবিধকালীন যত বস্তু আছে, তৎসমুদায়ও) ওঙ্কারঃ এব (ওঙ্কার ব্রহ্মকে ছাড়িয়া স্থিতিমান্ নহে সুতরাং ওঙ্কারাত্মক) যচ্চ অশ্রয়ং (আর যাহা কিছু) ত্রিকালাতীতং (কালদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন) তৎ অপি ওঙ্কারঃ এব (তাহাও ওঙ্কার) ॥১॥

অনুবাদ—প্রণব পরমেশ্বরের বাচক, জগতে যাহা কিছু পদার্থ আছে, সমস্তই তদাত্মক । ‘ওম্’ এই অক্ষরটি পরমাত্মার অতি নিকট-তর বাচক, এজন্য ‘ওম্’ এই অক্ষরটি অক্ষরব্রহ্ম, তাহারই বোধো-পায়, এজন্য সুস্পষ্ট প্রকথন প্রক্রান্ত জানিবে । অতীত, বৰ্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালকে অধিকার করিয়া যাহা কিছু পদার্থ আছে তাহাও ওঙ্কারাত্মক, শুধু ইহাই নহে, কালত্ৰয়াতীত অব্যাকৃত (প্রধান) প্রভৃতিও ওঙ্কারস্বরূপই ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ও তৎসদৃশ্যে নমঃ ।

মুম্ক্ষোরধিকারিণো নিখিলক্লেশনিবৃন্তিপূৰ্ণকং পরমানন্দাবাপ্তয়ে
সমস্তবাস্তবপ্রতিপাত্তভগবদুপাসনাং বক্তুং প্রবৃত্তেয়মুপনিষৎ । আদৌ
সমস্তপ্রণবপ্রতিপাত্তং তাবদাহ—হরিঃ……এব ।

এতদিতি শ্রবণাভ্যাসিত্যেতি । ওমিত্যুক্তমিতি শেষঃ । ওতং
জগদশ্মিত্বমিতি ব্যাপ্ত্যোমিত্যুক্তং যদ্বৈততদক্ষরং সত্যমিদংশব্দবাচ্যস্ত
সৰ্ব্বস্ত চিদচিদাশ্রয়প্রপঞ্চশাস্ত্রং ওতত্বাৎ । সৰ্ব্বং কেন নিমিত্তেনোং-
কারবাচ্যং ব্রহ্মাক্ষরমিত্যুচ্যাত ইত্যাতো ন ক্ষরতি কালত্রয়েহপীতি
ব্যাপ্ত্য। কালত্রয় একপ্রকারতয়া নিত্যত্বহেতুনেতিভাবঃ প্রজ্ঞাপূৰ্ণং
প্রবৃন্তিনিমিত্তমাহ—তশ্চেতি । বিশিষ্টাখ্যায়তেহনেনেতি ব্যাখ্যানং
প্রবৃন্তিনিমিত্তং তত্ত্বোমিতোতৎপ্রতিপাত্তাক্ষরশব্দার্থত্ৰ উপপন্নং ব্যাখ্যা-
নমুচ্যাত ইত্যর্থঃ । তৎকিমিত্যাত আহ—ভূতমিতি । ওমিত্যুক্তং ব্রহ্ম
ভূতমতীতকালে বিগম্যানং ভবদ্বর্তমানকালে সদ্ভবিষ্যদাগামিকালেহপি
সচ্ছন্দেদেকপ্রকারমিতি যাবৎ । অতোহক্ষরমুচ্যাত ইত্যর্থঃ । ইতিশব্দশ্চো-
পব্যাখ্যানমিতি পূৰ্ণেণাশ্রয়ঃ । যদক্ষরস্ত সৰ্ব্বত্বমুক্তং তদশ্রাপ্যন্তি কিমি-
ত্যাতো নেতাহ—সৰ্ব্বমিতি । ওমিতিক্রিয়তে প্রতিপাত্ত ইত্যোংকারঃ ।
কৃষ্ণঃ কৰ্ম্মণি ঘঞ্-প্রত্যয়ঃ । ‘অচোঞ্-গতি’ [পাঃ সূঃ ৭।২।১১৫]
ইতি বৃদ্ধিঃ । ঘঞ্বস্ত ইতি পুংলিঙ্গত্বাৎ । ওমিত্যুচ্যামানমক্ষরমেব
সৰ্ব্বং ন তদ্বাদিত্যর্থঃ । ভূতমিত্যাদিনোক্তং শব্দেদেকপ্রকারত্বরূপং
কালত্রয়াতীতত্বগক্ষরপদপ্রবৃন্তিনিমিত্তমপি নান্নশ্চেত্যাহ—যচ্চান্নদিতি ।
কালত্রয়কৃতবিকারহীনরূপং ত্রিকালাতীতং চ যদগ্ন্যবস্থন্তি তদপোংকার-
এব । ওমিত্যুচ্যামানাক্ষরাখ্যং ব্রহ্মৈব ন ততোহগ্ন্যবস্থাদশমস্তুতীত্যর্থঃ । ১১।

শ্রুত্যর্থবোধিনী—উক্তং হি পূৰ্ণমোক্ষারোপাসনয়া আত্মতত্ত্বোপ-
লব্ধিধারা পরব্রহ্মাপ্তিরিতি তচ্চ কথ্যমিত্যর্থমাহ—ওমিত্যোতদক্ষর-
মিদং সৰ্ব্বম্—ইদমুপলভ্যমানং যৎকিঞ্চিস্ত্বং তৎসৰ্ব্বমোক্ষারোপকম্

এতৎ তন্ত্রোক্তারশ্চ উপন্যাস্থানম্ উপ ব্রহ্মণঃ প্রতিপত্তিসাধনম্৷ তৎ-
সামীপোন তস্পষ্টং প্রবচনম্ প্রকাস্তং বেদিতবাম্—ওমিত্যেতদক্ষরং
পরমাত্মনোহিতিধানং নেদিষ্টম্, তথাচ ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ ‘ওমিত্যেতদক্ষর-
মৃদগীথমুপাসীত’ কিস্তং সৰ্ব্বপদেন গ্রাহম্ তদাহ—ভূতমতীতং যদ্বন্ত,
ভবং বর্তমানং, ভবতীতি ভবং, ভবিষ্যং ভাবি ইত্যেতৎ কালত্রয়-
পরিচ্ছেদম্, তদপি ওকারএব, কথম্? ওকারশ্চ পরাপরব্রহ্মাত্মকম্৷।
যচ্চাত্তং ত্রিকালাতীতং কালত্রয়েণ নাবচ্ছিন্নম্ অব্যাকৃতাদি তৎ খলু-
কার্ধোণাহুমেয়ম্। এতদপি ওকারএব, যতোহিতিধানাভিধেয়য়োরেকশ্চে-
ত্বপাতিধানপ্রাধান্যাদেবমুক্তিঃ। অভিধানপ্রাধান্যেন নির্দিষ্টম্ পুনরভি-
ধানপ্রাধান্যেন নির্দেশোদয়োরেকত্বস্বাপনার্থ ইতি ॥১॥

তত্ত্বকণা—পূর্বে প্রশ্নোপনিষদে ওঁকারের এক এক মাত্রার উপা-
সনার ফল বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে এই উপনিষদে পরব্রহ্ম পরমাত্মার
সমগ্র রূপের তত্ত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত উহার চারিটি পাদের স্বরূপ
বর্ণিত হইয়াছে। নাম ও নামীর অভিন্নতা প্রতিপাদনকল্পে প্রণবের
‘অ’, ‘উ’ এবং ‘ম’ এই তিন মাত্রার সহিত এবং মাত্রারহিত উহার
অব্যাক্ত রূপের সহিত পরব্রহ্ম পরমাত্মার এক এক পাদের সমতা
দেখাইয়াছেন।

এই মন্ত্রে পরব্রহ্ম পরমাত্মার নাম ওঁকার, উহা তাঁহার সহিত
অভিন্নবোধে বলিতেছেন যে, ওকার অক্ষরই পূর্ণব্রহ্ম অবিনাশী
পরমাত্মা। যাহা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জড়-চেতনের সমুদায়রূপ সম্পূর্ণ
জগৎ, তাহাও উহারই উপন্যাস্থান অর্থাৎ উহারই নিকটতম মহিমার
নিদর্শক। যে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ প্রথমে উৎপন্ন হইয়া উহাতে
বিলীন হইয়াছে, আর এই সময়ে যাহা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে যাহা
উৎপন্ন হইবে, এই সমস্তই ওঁকারাত্মক। সেইরূপ যাহা ত্রিকালাতীত,
ইহা হইতে ভিন্ন, তাহাও ওঁকারাত্মক। অর্থাৎ কারণ, সূক্ষ্ম ও

স্থূল—এই ত্রিবিধ জগৎ এবং ইহার ধারণকারী পরব্রহ্মের যে অংশ আত্মারূপে বা আধাররূপে অভিব্যক্ত হয়, উহা পরমাত্মার স্বরূপ নহে, পরমাত্মা হইতে ভিন্ন। কিন্তু এই অভিব্যক্ত অংশ ও উহার অতীত বাহা কিছু সেই সমস্তই পরমাত্মার সমগ্ররূপ। অতিপ্রায় এই—কেহ কেহ পরব্রহ্মকে সাকার বলেন; আবার কেহ বা নিরাকার নির্বিশেষ বলিয়া থাকেন। সৰ্বস্বতা, সৰ্বাধারতা, সৰ্বকারণতা, সৰ্বৈশ্বরতা, পরমানন্দময়তা ও বিজ্ঞানময়তাди সমস্ত কল্যাণময় গুণসম্পন্ন পরমেশ্বরকে না মানিয়া উহার এক এক অংশকেই পরমাত্মা পরমেশ্বর বলিয়া মানা, প্রকৃত বা সম্পূর্ণ মানা নহে।

শাস্ত্রের সমগ্র তাৎপর্য্য বিচার করিলে তাঁহাকে সাকার এবং নিরাকার উভয়স্বরূপেই জানিতে পারা যায়। প্রাকৃত আকারবহিত বলিয়া তিনি নিরাকার আবার অপ্রাকৃত আকারবিশিষ্ট বলিয়া তিনি সচ্চিদানন্দময়াকার।

অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-বিচারে এই জগৎ তাঁহার বহিরঙ্গরূপ আবার তিনি এই জগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি প্রাকৃত গুণবহিত বলিয়া নিগূর্ণ আবার অপ্রাকৃত কল্যাণগুণময় বলিয়া তাঁহাকে শাস্ত্রে মগুণও বলিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সার্কসৌমকে বলিয়াছেন,—

‘বেদ-পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিকুপণ।

সেই ব্রহ্ম—বৃহৎসত্ত্ব, ঈশ্বর-লক্ষণ।

সৰ্বৈশ্বর্য্যাপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।

তাঁরে নিরাকার করি’ করহ ব্যাখ্যান।

‘নির্বিশেষ’ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।

‘প্রাকৃত’ নিষেধি’ করে ‘অপ্রাকৃত’ স্থাপন ॥”

আরও বলিয়াছেন,—

‘প্রণব’ যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্তি ।

প্রণব হইতে সৰ্ববৈদ, জগৎ উৎপত্তি ॥”

(চৈ: চ: মধ্য ৬।১৭৪।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রকাশানন্দকেও বলিয়াছেন,—

“ ‘প্রণব’ সে মহাবাক্য বেদের নিদান ।

ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব—সৰ্ববিশ্বধাম ॥”

(চৈ: চ: আদি ৭।১২৮)

শ্রীগীতায় পাই,—“ওমিতোকাক্ষং ব্রহ্ম বাহরন্মামহুশ্বরন্ ।

যঃ প্রযাতি তাজন্ দেহং স বাতি পরমাং গতিম্ ॥” (গী: ৮।১৩) ;

“বেত্তং পবিত্রমোক্ষারঃ” (গী: ৯।১৭) ; “ও তৎসদিতি নির্দেশো-

ব্রহ্মণ্ডবিধঃ স্মৃতঃ” (গী: ১৭।২৩) ; ছান্দোগ্যোপনিষদে পাই,—

“ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত । ওমিতি হৃদগায়তি । তস্তোপ-

ব্যাখ্যানম্” (ছা: উ: ১।১।১, ১।৪।১) ; “য উদগীথঃ স প্রণবো যঃ

প্রণবঃ স উদগীথ” (ছা: উ: ১।৫।১) , প্রণবঃ সৰ্বান্ প্রাণান্

প্রণময়তি নময়তি, চৈতন্যং প্রণবশ্চতুর্ধাহবস্থিত ইতি বেদ

দেবঘোনিধোঁয়্যাক্ষেতি সংবর্তা সৰ্ব্বোভো হুঃখভয়েভাঃ সংতারয়তি,

তারণাং তানি সৰ্ব্বাণীতি বিষ্ণুঃ সৰ্বান্ জয়তি” (অথৰ্ব্বশিখা—২) ;

“ওমিতি ব্রহ্ম । ওমিতীদং ব্রহ্ম । ওমিতি সামানি গায়ন্তি । ওমিতি

ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যামাহ ব্রহ্মোপাপ্রবানীতি । ব্রহ্মৈবাপ্রাপ্নোতি ।” (তৈ:

শি: ৭ অ:) । মাণ্ডুক্যোপনিষদের বর্তমান মন্ত্রে পাই,—“ওমিত্যেতদক্ষর-

মিদং সৰ্বং.....তদপ্যেকার এব” (মা: উ: ১) ।

ভগবৎসন্দর্ভে (৪২ সংখ্যায়) “শ্রুতৌ চ প্রণবমুদিশ্রু—“ওমিত্যে-

তদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্টং নাম যস্মাদ্ভ্যুচ্যামাণ এব সংসারভয়াং তারয়তি

তস্মাদ্ভ্যুচ্যতে তার ইতি” । * * তস্মাদ্ ভগবৎস্বরূপমেব নাম ।

পরমারাধ্যতম ত্রীত্রীল প্রভুপাদের অমৃতভাষ্যেও পাই,— “ ‘ও’ ইহাই
 পরব্রহ্মের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ (মধুরতম) নাম—উচ্চারণরত হইতেই
 বাহ্য জীবকে সংসার-ভর হইতে ত্রাণ করে ; এইজন্য তিনি ‘তার’
 নামেও কথিত । [ত্রীধর-স্মৃতিপাদ ভাগবতের নিজকৃতটীকার প্রা়ন্তে,
 ওঁকারমুখে আরম্ভ বলিয়া ত্রীমঙ্গাগবতকে ‘তারাকুশ’—সংজ্ঞা
 দিয়াছেন] অতএব ত্রীনাম সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপই । অষ্টাক্ষর মন্ত্রকে
 উদ্দেশ করিয়া ত্রীনারদপঞ্চরাত্র স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—“ইহা প্রসিদ্ধ
 আছে যে, ভগবান্ ত্রীনারায়ণ স্বয়ং অষ্টাক্ষরমন্ত্ররূপে জীবের মুখে সাক্ষাৎ
 উদ্ভিত হন ।” প্রণবকে উদ্দেশ করিয়া মাণ্ডুক্যোপনিষদেও—
 “চিৎসর্গে বাহ্য কিছু দৃশ্য, সমস্তই ওঁকার—‘ওঁ’ এই অক্ষর” ১১।

ক্রতিঃ—সর্বত্র ব্রহ্মতত্ত্ব ; অমরমাস্ত্রা ব্রহ্ম ;

সোহমরমাস্ত্রা চতুষ্পাদঃ ১২॥

অমরমাস্ত্রাবাদ—এতৎ (প্রণবমাত্র অর্থাৎ প্রণবের চারিপাদ দ্বারা
 গম্য) সর্বং হি (সমস্ত তত্ত্বই) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপ, অভিধান-
 অভিধেয় অথবা নাম-নামীর ঐক্যবশতঃ সমস্ত ওঁকার অর্থাৎ ওঁকার-
 স্বরূপ) অমরমাস্ত্রা ব্রহ্ম (এই অন্তর্ধ্যামী পরমাস্ত্রা ব্রহ্ম) [প্রত্যক্ষতঃ
 বিশেষভাবে সেই ব্রহ্মের নির্দেশ করিতেছেন] সঃ অমরমাস্ত্রা
 (চতুষ্পাদরূপে বিভজ্যমান যে ব্রহ্ম তিনিই প্রত্যগাত্মা ইহাই প্রণবের
 বাচ্য পরাপররূপে নির্দিষ্ট) [ইনি] চতুষ্পাদঃ (চারিটিপাদমুক্ত, তাৎপর্য্য
 এই—বৈশ্বানর প্রভৃতি তিনটি পাদের পর তুরীয়পাদরূপে তিনি অবগত
 হন) ১২।

অমরমাস্ত্রাবাদ—প্রণববাচ্য এই যে চতুর্বিংশতিতত্ত্ব ইহার। সকলেই
 পরাপর ব্রহ্মস্বরূপ । এই যে জীব-শরীর মধ্যে প্রত্যগাত্মা আছেন
 ইনিই সেই ব্রহ্ম, চারিটি মাত্রা লইয়া যে চতুষ্পাদ ব্রহ্ম প্রণববাচ্য,

ভয়ম্বে বৈশ্বানর প্রভৃতি তিন পাদের পরে যিনি তৃতীয় বা চতুর্থ-
পাদরূপে প্রতিপন্ন হন, তিনিই সেই আত্মা ওকারবাচ্য ।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সর্বমোংকার এবোভাতোংপদবাচ্যব্রহ্মণঃ পূর্ণত্ব-
মুক্তং তৎকৃত ইত্যাদি প্রমাণস্থচনেন নিবাক্তব্রাহ্ম—

সর্বংচতুশ্চাপাং ।

সর্বং হেতুঃ স্বেতি । এতদোংকারপদবাচ্যমক্ষরাত্ম্যং ব্রহ্ম সর্বং
পূর্ণং হি । ‘পরমং যো মহদব্রহ্ম’ ‘তদেব ব্রহ্ম পরমং কবীনাং’ ‘পূর্ণমদঃ
পূর্ণমিদমি’তাদিষু প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ । নহু জীবানামপি ক্রিয়াসু স্বাতন্ত্র্যা-
ভূতবেণ তত্রাপি কশ্চিদস্তু নিয়ন্তেত্যত আহ—অয়মিতি । ব্রহ্মাদিষ্টা-
দানকর্তৃত্বয়া স্থিতোহয়মাত্মাহয়ং ব্রহ্ম প্রাণুক্তোংপদবাচ্যং ব্রহ্মৈব ন
অন্যঃ কশ্চিদিত্যর্থঃ । ইতি সমস্তপ্রণবপ্রতিপাদ্যোক্তিঃ । এবং সমস্ত-
প্রণবপ্রতিপাদ্যম্পাসনার্থং নিরূপোদানীং তশ্চৈকদেশৈরকারোকারম-
কারনাদৈঃ প্রতিপাদ্যানাং বিশ্বাদিতগবজ্রূপাণাম্পাসনামকার উকারো
মকার ইত্যাদিনা তৃতীয়খণ্ডে বক্তুং তানি রূপাণাহ—সোহয়মাত্মা
চতুশ্চাপাঙ্গাবিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্ক একোনবিশতিমূখঃ । স
সমস্তোংপদবাচ্যোহক্ষরনামাহয়ং ব্রহ্মাদিষু নিয়ামকতয়া স্থিত আত্মা
চতুশ্চাপাঙ্গদ্বারঃ পাদা অংশাঃ স্বরূপভূতা যন্ত স চতুশ্চাপাং । পাদপদস্ত
‘সংখ্যাম্পূৰ্ণস্ত’ [পাঃ সূঃ ৫।৪।১৪০] ইত্যন্তলোপঃ । সর্বজীবনিয়া-
মকতয়া তত্তদেহেষু চতুরূপতয়া তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । ২৫।

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—সর্বোহি আগমবোধিতং বস্ত প্রত্যক্ষত
উপলভ্য তত্র বিশ্বমিতি—তেন পূৰ্ণশ্রুতৌ সামান্ততো ষড়্ভুক্তমোকারমাত্রং
সর্বং তদেতদ্ ব্রহ্মেতি তংপরোক্ষত্বাৎ বোদ্ধসংশয়ং নিবায়য়িতুং
প্রত্যক্ষতোবিশেষণ দর্শয়তি সর্বং হেতুঃ স্বেত্যাদিনা সর্বং তদ্ব্যমোকার-
মাত্রং ব্রহ্মেতিষড়্ভুক্তং কিন্তুদুব্রহ্মেত্যপেক্ষায়ামাহ—অয়মাত্মা ব্রহ্মেতি

অয়মিতিদং শব্দেন সৰ্বজীবদেহান্তর্বক্তিপ্রতাগাত্যতয়াদর্শয়তি সৌম্য-
মোক্ষারবাচাঃ পরাংপরঞ্জন বাবস্থিতঃ আত্মা পরমেশ্বরঃ চতুষ্পাদ্ ন
পশুবাং প্রাকৃতচরণচতুষ্টয়সম্পন্নঃ কিন্তু বিশ্বাদয়ো য়ে পূৰ্বোক্তান্তয়ঃ
পাদান্তে চতুৰ্থেপাদে অস্থিন্ পরমাত্মনি প্রবিলীয়ন্তে অতন্তেবাং
প্রবিলাপনেন অয়মেব তুরীয়ঃ পাদো জ্ঞেয়হিতার্থঃ পণ্ডিতে জ্ঞায়তে ইতি
কৰ্মসাধনঃ পাদশব্দ ইতি ॥২॥

তত্ত্বকণা—সমস্তই ওঁকার কি প্রকারে হয় ? তাহাই বলিতেছেন ।
এই সম্পূর্ণ জগৎ ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছু নহে । সমস্তই ব্রহ্ম বা ওঁকার ।
ইহার কারণ নাম ও নামী অভিন্ন ; সুতরাং সব কিছু ওঁকারাত্মক ।
প্রথম মন্ত্রেও এই কথা বলা হইয়াছে যে, সম্পূর্ণ জগৎ পরমাত্মার
বহিরঙ্গ শরীর এবং সমগ্র জগতের অন্তর্ধ্যামীও পরমাত্মা । এইজন্য
সৰ্ব্বাত্মা ব্রহ্ম । পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সৰ্ব্বাত্মা পরব্রহ্ম চারিটি
পাদবিশিষ্ট । বাস্তবিক তিনি অখণ্ডস্বরূপ, তথাপি তাঁহার সমগ্র রূপের
ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্তই উহার অভিব্যক্তির প্রকারভেদ লইয়া
শ্রুতিতে স্থানে স্থানে উহার চারিটি পাদের বর্ণন করিয়াছেন ॥২॥

শ্রুতিঃ—জাগরিতস্থানো বহিস্প্রজঃ সপ্তাদ একোন-

বিংশতিমুখঃ স্থূলভূগ্‌বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥৩॥

অঙ্কশাস্ত্রবাদ—[প্রণববাচ্য ব্রহ্ম চতুষ্পাদ্, সেই চতুষ্পাদ্ অর্থাৎ
চারি অংশ কিরূপ, তাহাই দেখাইতেছেন,—যথা জাগরিতস্থান,
অপ্নস্থান, সুষুপ্তস্থান ও তুরীয়, তন্ন্যধো] জাগরিতস্থানঃ (যাহা
জাগ্রদ্বশাভোগকারী) [ইনি] বহিস্প্রজঃ (স্বাত্মব্যতিরিক্ত বিষয়ে
প্রজ্ঞাবান্ অর্থাৎ বাহ্যজগতে যাহার প্রজ্ঞা প্রকাশ পাইয়া থাকে)

[তথা] সপ্তাঙ্গঃ (সাতটি ইহার অঙ্গ, যথা ছালোক—মস্তক, চক্ষু ও সূর্য্য—চক্ষুঃ, বায়ু—প্রাণ, অগ্নি-জল—উদর, আকাশ—মধ্যদেশ, পৃথিবী—চরণ, এই সাতটি অথবা ছান্দোগাশ্রতীকৃত বৈশ্বানর পুরুষের মস্তক স্তোত্রোক্তাঃ চক্ষুঃ, বিশ্বরূপ, প্রাণ পৃথগ্‌বর্জ্জা আত্মা, দেহ বহল, রয়ি বস্তি, পৃথিবী চরণ, ৫।১৮।২ অগ্নিহোত্র হোমে যেমন চারিটি ঋত্বিক ও তিনটি অগ্নি এই সাতটি অঙ্গ থাকে অথবা সপ্তলোক) [সেইরূপ তথা] একোনবিংশতিমুখঃ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত এই উনিশটি মুখের মত উপলক্ষিবার, একমুখমুখস্বরূপ) স্থূলভূক্ (ইনি স্থূল শব্দাদি বিষয় ভোগ করেন) বৈশ্বানরঃ (ইনি বিশ্বরূপ) [ইহা পরবর্তী তিন পাদেব জ্ঞানের কারণ বলিয়া] প্রথমঃ পাদঃ (চতুষ্পাদ ব্রহ্মের প্রথম পাদ) ৷৩৷

অনুবাদ—অতঃপর ওকার-বাচ্য পরাপর ব্রহ্মের চতুষ্পাদরূপ প্রতিপাদন করিতেছেন । আত্মা চারিটি যে দশা ভোগ করেন সেগুলি তাঁহার চারিটি মাত্রা বা পাদ । তাহাদের মধ্যে জাগ্রদ্‌ দশাভূক্ আত্মার সাতটি অঙ্গ, উনিশটি মুখ, ইনি বাহ্য বিষয়ের প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সাতটি স্থূল শব্দাদি তিনি ভোগ করেন, বৈশ্বানর নামে প্রথিত, ইহাই প্রথম পাদ ৷৩৷

শ্রীরঙ্গরামানুজ—কানি তেষাং স্থানানি কশ্চ ব্যাপারঃ কীদৃশানি তানি রূপাণি কিং তেষাং ভোগ্যং কানি নামানীত্যন্তঃসৰ্ব্বং ক্রমেণাহ—জাগরিতস্থানঃ……পাদঃ ।

যত্র স্থিত্বা জাগৰ্হন্তি তচ্চক্ষুর্জাগরিতম্ । অধিকরণে ক্রুপ্রত্যয়ঃ । তদেব স্থানং যন্ত স জাগরিতস্থানঃ । চক্ষুঃস্থান ইত্যর্থঃ । বহিঃপ্রজ্ঞঃ । বহিঃশব্দো বাহার্ধপরঃ । বাহানর্থান্‌প্রজ্ঞাপন্নতীতি বহিঃপ্রজ্ঞঃ । জানা-

তেরস্তর্ভাবিতার্থাৎ 'ইণ্ডপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ' [পা: সূ: ৩।১।১৩৫]
 ইতি ক প্রত্যয়ঃ। 'আতো লোপ ইটি চ' [পা: সূ: ৬।৪।৬৪]
 ইত্যাকারলোপঃ। সপ্তাঙ্গঃ। চত্বারো হস্তা যৌ পাদৌ গজমুখত্বাদা-
 জহস্ত এক ইতি সপ্তাঙ্গঃ। একোনবিংশতিমুখঃ। মধ্যমমুখং গজ-
 মুখাকারং পার্শ্বদ্বয়ে তু নব নব মুখানি পুরুষমুখাকারাগীতিবিবেকঃ।
 স্থূলভূক্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ স্থূলভূভোগান্ ভূক্ত ইতি
 স্থূলভূক্। বৈশ্বানরঃ। বিশ্ৰুতে গমাতে সর্কৈজ্জায়ত ইতি বিশতে:
 কশ্ববি ব প্রত্যয়ঃ। অনেকার্ধত্বাদ্বাতূনাং বিশতিরত্র ভগতার্থঃ সঙ্-
 জ্ঞানপরঃ। বিশং সর্কৈজ্জৈয়ং স্থূলং বস্তুচ্যতে। ভোক্তৃতয়া তৎসম্বন্ধী
 বৈশ্বঃ। ন রীয়তে কীয়ত ইতি নরঃ। রীঙ্ ক্ষয়ে। ড প্রত্যয়ঃ।
 বৈশ্বচাসৌ নরশ্চেতি 'নরে সংজ্ঞায়াম্' [পা: সূ: ৬।৩।১২২] ইতি
 সূত্রেণ ভাষ্যোক্তনিকৃতিবলাদ্বা দীর্ঘে বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। আত্মন-
 ইতি বিপরিণামেনাত্রোক্তবত্র চাত্মবক্ষঃ। সর্কদেহেষাদানকর্তৃত্বেন স্থিত-
 ত্বাত্মনঃ প্রথমং রূপমিত্যর্থঃ ॥৩॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—অথাস্ত চতুষ্পাদং প্রতিপাদয়তি যথা জাগরিত-
 স্থানঃ প্রথমঃ পাদঃ, স্বপ্নস্থানঃ দ্বিতীয়ঃ পাদঃ, স্বযুপ্তিস্থানতৃতীয়ঃ পাদঃ,
 তুরীয়স্থানচতুর্থঃ পাদঃ, তত্রাদৌ প্রথমস্থানো বিত্রিয়তে যথা সর্কং হি
 এতৎ চরাচরাত্মকং বিশং ব্রহ্ম ওকাররূপত্বাৎ, অয়ং প্রত্যগাত্মা যঃ খলু
 পরাপবত্বেন ব্যবস্থিতঃ ওকারবাচাঃ, স চতুষ্পাদং চতুর্শ্রীত্রঃ মাত্রায়াঃ
 পাদার্ধকত্বাৎ। চতুর্ভিঃ পত্নতে জ্ঞায়তে ইতি করণসাধনঃ পাদশব্দঃ,
 তুরীয়স্ত পাদস্ত কর্ণসাধন ইতি তত্র প্রথমঃ পাদঃ জাগরিতস্থানঃ জাগরিতং
 জাগরণং স্থানমাত্রয়োহস্তজাগ্রদশভূগিত্যর্থঃ, আত্মা বহিঃপ্রজ্ঞঃ বাহ্য-
 বিষয়েব প্রজ্ঞা বিজ্ঞানমস্ত বাহ্যজগতি এব অবভাসতে। স খলু সপ্তাঙ্গঃ সপ্ত
 মন্তকাণীনি অঙ্গানি যন্ত যথা ছান্দোগ্যে 'তস্য হ বা এতস্তাত্মনো বৈশ্বা-

নবস্ত মূর্ধৈব ছোঃ সূতেজ্জাচ্চক্ষুর্বিষরূপঃ' প্রাণঃ পৃথগ্‌বদ্বীত্বা, সন্দেহো-
বহলোবন্তিরেবরয়িঃ পৃথিব্যাবপাদৌ' ইতি । স একোনবিংশতিমূখঃ পঞ্চ
কর্মেজ্জিগ্যাণি পঞ্চ জ্ঞানেজ্জিগ্যাণি পঞ্চপ্রাণাঃ মনোবুদ্ধিরহকারশ্চিন্তামিতি
একোনবিংশতি মূখানীব মূখানি উপলক্ষিধারানি যন্ত সং, তথা
স্থূলভূক্ স্থূলান্ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ভুঙ্ক্তে ইতি, স বৈশ্বানর ইত্যাচ্যতে
বিষঃ সর্ষঃ নরঃ জীবন্তেতি বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ স্বার্থেঅণ্ । স প্রথম
পাদ ওক্তারম্ ॥৩॥

তত্ত্বকর্ণা—পরব্রহ্ম পরমাত্মার চারিপাদ কি প্রকার? এবং কি
কি? তাহা বুঝাইবার জন্য জীবাত্মা তথা তাহার স্থূল, সূক্ষ্ম ও
কারণ—এই তিন শরীরের উদাহরণ প্রদানপূর্বক পরমাত্মার তিন
পাদের বর্ণন ক্রমশঃ দিয়াছেন । তাহাদের মধ্যে প্রথম পাদের বর্ণন এই
মন্ত্রে দিতেছেন । ভাবার্থ এই যে,—যে প্রকার জাগ্রদবস্থায় এই স্থূল
শরীরাত্মিমানী জীবাত্মা মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া পা পর্য্যন্ত
সপ্তাঙ্গযুক্ত হইয়া স্থূল বিষয়ের উপভোগের স্বরস্বরূপ এই দশইন্দ্রিয়,
পঞ্চপ্রাণ ও অন্তঃকরণ চতুষ্টয়; এইপ্রকার উনিশ মূখদ্বারা বিষয়
উপভোগ করে আর উহার বিজ্ঞান বাহু জগতে প্রকাশ থাকে ।
এপ্রকার সপ্তলোকরূপ সপ্তঅঙ্গ, ও ইন্দ্রিয় সমষ্টি, পঞ্চপ্রাণ আর চতুর্বিধ
অন্তঃকরণ—এই প্রকার উনিশটি মূখ দ্বারা যুক্ত এই স্থূল জগৎরূপ
শরীরের আত্মা—যাহা সম্পূর্ণ দেবতা, পিতৃগণ, মনুষ্যাদি সমস্ত প্রাণীর
প্রেমক ও স্বামী হওয়ার দরুন এই স্থূল জগতের জ্ঞাতা ও ভোক্তা হইয়া
থাকে । যাহার স্থূল অভিযুক্তি এই বাহু জগতেও হইয়া থাকে । এই
সর্ষরূপ বৈশ্বানর পূর্বব্রহ্ম পরমাত্মার প্রথম পাদ ।

যিনি বিশ্ব অর্থাৎ বহু এবং নর, তাহাকেই বৈশ্বানর বলে । এই
ব্যাংপত্তি-অনুসারে স্থূল জগদ্রূপ শরীরধারী সর্ষরূপ পরমেশ্বরকে

বৈশ্বানর বলা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রেও পাওয়া যায়—আত্মা ও ব্রহ্ম—
এই দুইয়ের বাচক বৈশ্বানর। ছান্দোগ্যে ৫।১।১১-৬ বৈশ্বানরবিদ্যাতে
পরমাত্মাকে বৈশ্বানর বলা হইয়াছে।

অতএব জাগরিত স্থান অর্থাৎ জাগ্রদবস্থাভিমানী জীবাাত্মাকে ব্রহ্মের
প্রথম পাদ বৈশ্বানর বলা ঠিক নহে। কারণ ত্রিবিধ অবস্থার দৃষ্টান্ত
হইতে ব্রহ্মের তিন পাদের বর্ণন করার পর ষষ্ঠ মস্ত্রে যাহা স্পষ্ট
করিয়া বলিয়াছেন যে, যাহাকে এই তিন অবস্থায় স্থিত বলা
হইয়াছে, তিনি সর্বেশ্বর, সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, সম্পূর্ণ জগতের কারণ
তথা সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি ও প্রলয়স্থান, যে লক্ষণ জীবাাত্মায় সম্ভব
নহে। সুতরাং সর্বাাত্মা বৈশ্বানরকে পরমেশ্বর পরব্রহ্মের এক পাদ যাহা
বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত।

বেদান্তসূত্রে পাওয়া যায়,—

“বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ” (বে: সূ: ১।২।২৫) সূত্রের
গোবিন্দভাষ্য দ্রষ্টব্য। এতৎপ্রসঙ্গে ছান্দোগ্যের (৫।১।১১-৬) মন্ত্রগুলিও
আলোচ্য। ৩।

শ্রুতিঃ—স্বপ্নস্থানোহন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ
প্রবিবিক্তভুক্তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥৪॥

অন্যায়ানুবাদ—স্বপ্নস্থানঃ (স্বপ্নদশাধিষ্ঠিত) তৈজসঃ (কেবল
প্রকাশময়, কারণ নিদ্রাকালে কোন বিষয় জ্ঞেয় থাকে না অথচ জাগ্রত-
কালীন বিষয়-ভোগজনিত সংস্কারযুক্ত মনে প্রজ্ঞা হয়, এজন্ত) অন্তঃপ্রজ্ঞঃ
(ইন্দ্রিয়াপেক্ষায় মনঃ অভাস্তবস্থিত তাহার দ্বারাই মাত্র প্রজ্ঞা হয়)
[ইনিও] সপ্তাঙ্গঃ একোনবিংশতিমুখঃ (সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট ও উনিশটি

মুখযুক্ত) [প্রভেদ এই] প্রবিবিক্তভূক্ (এই প্রজ্ঞায় কেবল বাহ্যবস্তুর সংস্কারাস্বক পরিণামভূতবিষয়—তাহাই ভোগ্য হইয়া থাকে) দ্বিতীয়: পাদ: (পরব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদ) ৷৪৷

অনুবাদ—স্বপ্রাধিষ্ঠিত আত্মা নিদ্রাকালে বহির্বিষয়ক প্রজ্ঞাশূন্য, কেবল জাগ্রৎকালীন বিষয়গুলির সংস্কার লইয়া ভোগ (অনুভব) করেন ইহাতেও আত্মার সাতটি অঙ্গ আছে এবং পূৰ্ব্বোক্ত উনিশটি উপলব্ধি স্থান থাকে । কিন্তু মূৰ্দ্ধ বিষয় প্রজ্ঞামাত্র ভোগ করে । এণবের এই দ্বিতীয় পাদ তেজোময় মনোহতিমানী এজন্ত তৈজস নামে অভিহিত ৷৪৷

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স্বপ্নস্থান:.....দ্বিতীয়: পাদ: ৷৬৷

স্বপ্নস্থান: । যত্র স্থিত্বা জীব: স্বাপ্নপদার্থান্পশতি তৎস্বপ্নস্থানং তদেব স্থানং যন্ত স স্বপ্নস্থান: । কণ্ঠদেশস্থ ইত্যর্থ: । অস্ত:প্রজ্ঞ: । অস্ত:শব্দোহত্র বাহ্যার্হজ্ঞানজন্তবাসনাপরিণামরূপার্হপর: । তানস্ত:- স্থিতাবাসনাময়ানর্থান্প্রজ্ঞাপয়তি জানাতি চেত্যস্ত:প্রজ্ঞ: । প্রজ্ঞ ইতি জানাতে: ক: । অত্র স্বাপ্নিকপদার্থানাং জাগ্রবাসনাজন্তবোক্তি: প্রায়িকত্বাভিপ্রায়া । ‘দৃষ্টং চাদৃষ্টং চ শ্রুতং চাশ্রুতং চাহুভূতং চানহু- ভূতং চ সৰ্বং পশতি’ [প্র: ৪।৫] ইতি শ্রুতে: । সপ্তাঙ্গ একোন- বিংশতিমুখ ইতি প্রাথং । প্রবিবিক্তভূক্ । বাসনাময়তয়া বাহার্বেভ্যো বিবিক্তান্স্বাপ্নার্থান্ভুঙ্কে ভোজয়তি চেতি প্রবিবিক্তভূক্ । তেজো- ময়চিন্তাস্বতয়া চিন্তসম্বন্ধিৎসেন তৈজসনামাত্মনো দ্বিতীয়: পাদ: । দ্বিতীয়ং রূপমিত্যর্থ: ৷৪৷

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ দ্বিতীয়ং পাদং তৈজসংবর্ণয়তি দ্বিতীয়:পাদ: স্বপ্নস্থান: নিদ্রাদশাধিষ্ঠিত:, এব: অস্ত:প্রজ্ঞ:, জাগ্রদশয়াহুভূতবিষয়াণাং

সংস্কারোপহিতমনোমাত্রেন জ্ঞেয়ঃ । অত্রাপি দশায়ামাত্মা সপ্তাঙ্গঃ একো-
নবিংশতিমুখঃ, কিন্তু প্রবিবিক্তভূক্ ইহ নির্বিষয়া প্রজ্ঞা কেবলা ভূত্বাভে,
এষ দ্বিতীয়ঃ স্বপ্নস্থানঃ তৈজসঃ কেবল প্রকাশরূপঃ । প্রজ্ঞা জ্ঞানরূপস্তা-
দ্বনো বিষয়ঃ, অতএব তৈজস ইতি ৷৪৥

ভঙ্করণা—এই মন্ত্রে পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মার দ্বিতীয় পাদেব বর্ণন
আছে। ভাবার্থ এই—যে প্রকার স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মশরীরাত্মানী
জীবাশ্মা—পূর্বে বলা হইয়াছে সূক্ষ্ম সপ্তাঙ্গযুক্ত আর উনিশ মুখযুক্ত
হইয়া সূক্ষ্ম বিষয়ের উপভোগ করে আর উহাতে উহার জ্ঞান
প্রকাশ পায়। সেইপ্রকার স্থূল অবস্থা হইতে ভিন্ন সূক্ষ্মরূপে পরিণত
হইয়া সপ্তলোকরূপ সপ্ত অঙ্গ তথা ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও অন্তঃকরণরূপ
উনিশমুখযুক্ত সূক্ষ্ম শরীরে স্থিত, উহার আত্মা—হিরণ্যগর্ভ।
যিনি সমস্ত জড় ও চেতনাত্মক সূক্ষ্ম জগতের সমস্ত তত্ত্বের নিয়ন্তা,
জ্ঞাতা ও সকলকে নিজমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া থাকেন। এইজন্য
উহাকে ভোক্তা ও জ্ঞাতা বলা হয়। উহা তৈজস অর্থাৎ সূক্ষ্ম
প্রকাশময় হিরণ্যগর্ভ, উহা পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মার দ্বিতীয় পাদ।

সমস্ত জ্যোতির জ্যোতিঃ, সকলের প্রকাশক, পবন প্রকাশময়
হিরণ্যগর্ভরূপ পরমেশ্বরের বর্ণন তৈজস নামে কথিত হইয়াছে।
ব্রহ্মসূত্রেও—“জ্যোতিঃচরণাভিধানাৎ” (১।১।২৪) এই সূত্রে স্পষ্ট
করিয়া বলিয়াছেন যে, পুরুষের প্রকরণে যে জ্যোতিঃ বা তেজঃ
শব্দ, উহা ব্রহ্মের বাচক জানিতে হইবে। যাহা ব্রহ্মের দ্বিতীয়
পাদেব বর্ণন। উপনিষদে বহুস্থানে পরমেশ্বরের বর্ণন জ্যোতিঃ “অথ
ষদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে” (ছাঃ উঃ ৩।১২।৭) আর তেজঃ
“যেন সূর্যাস্তপতি তেজসেহঃ” (তৈঃ ব্রাঃ ৩।১২।২) শব্দেও কথিত।

এইজন্য যাহা কেবল স্বপ্নস্থান তাহা স্বপ্নাবস্থার অভিমানী জীবাত্মাকে
ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদ মনে করা উচিত নহে। ইহাতে তৃতীয় মন্ত্রের
ব্যাখ্যায় যে কারণ বলা হইয়াছে, স্বপ্নাবস্থায় জীবাত্মার জ্ঞান
জাগ্রদবস্থা অপেক্ষা কম হইয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে যাহার বর্ণন
তৈজস নামে করা হইয়াছে, উহাতে দ্বিতীয় পাদরূপ হিরণ্যগর্ভের
জ্ঞান জাগ্রতের অপেক্ষা অধিক বিকসিত হইয়া থাকে। এইজন্য
ইহাকে তৈজস অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে। আর এই মন্ত্রে
ওঁকারের দ্বিতীয় মাত্রা 'উ'কারের সহিত ইহার একতা করা
হইয়াছে বলিয়া ইহা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। ইহাকে জানিবার
ফলে জ্ঞান-পরম্পরার বৃদ্ধি ও জ্ঞাতার সন্তানও জ্ঞানী হয়। স্বপ্না-
ভিমানী জীবাত্মার জ্ঞানের দ্বারা এরূপ ফল হয় না। এইজন্য
তৈজসের ব্যাখ্যা—স্বপ্ন জগতের স্বামী হিরণ্যগর্ভকে জানাই যুক্তি-
সঙ্গত ।৪।

শ্রুতিঃ—যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে,

ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি, তৎস্বসুপ্তম্।

স্বসুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দ-

ময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্বভীয়ঃ পাদঃ ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[নিদ্রাকালে যথার্থদৃষ্ট ও অযথা দৃষ্ট অথবা অদৃষ্ট
বৃত্তিগুলির অবতাস হয়, অতএব স্বসুপ্তির মত তত্ত্বের অপ্রকাশ স্বপ্ন,
এজন্য তাহা হইতে ব্যাবৃত্তি প্রদর্শনার্থ স্বসুপ্তিলক্ষণ দেখাইতেছেন]
যত্র (যে সময়ে) সুপ্তঃ (সুপ্ত ব্যক্তি) কঞ্চন কামং ন কাময়তে
(নিদ্রা ও জাগ্রদশার মত কোন কাম্যবস্তু কামনাই করে না)
[আবার] ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি (নিদ্রাদশার মত স্বপ্ন অর্থাৎ

অন্তথাকার বিষয় দর্শনও করে না) তৎ (সেই অবস্থাই) স্বযুগ্ম (স্বযুগ্ম অর্থাৎ তাহার নাম স্বযুগ্ম) স্বযুগ্মস্থানঃ (সেই স্বযুগ্মস্থানাদিষ্ঠিত আত্মা) একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘনঃ (সমস্ত স্পন্দন একীভূত হইয়া ঘন প্রজ্ঞানের মত হয়, প্রজ্ঞানাত্তিরিক্ত কোন বিষয়ই প্রতিভাত হয় না) আনন্দময় এব (কেবল আনন্দাহুভূতিপূর্ণ ই হয়) হি (যেহেতু) আনন্দভূক্ (একমাত্র আনন্দের ভোক্তা) চেতোমুখঃ (চিত্তই তাহার বোধলক্ষণ দ্বার) [একন্ত তিনি] প্রাজ্ঞঃ (প্রজ্ঞাসম্পন্ন), তৃতীয়ঃ পাদঃ (প্রণবের তৃতীয় মাত্রা) ॥৫॥

অনুবাদ—অতঃপর প্রণববাচ্য পরাংপর আত্মার তৃতীয় পাদ বর্ণিত হইতেছে। স্বযুগ্ম-স্থানাদিষ্ঠিত প্রাজ্ঞ আত্মাই প্রণবের তৃতীয় পাদ। যে অবস্থায় যুগ্মব্যক্তি কোন কামনা করে না, স্বপ্ন দেখে না, যেমন জাগ্রদশায় কামনা থাকে এবং স্বপ্নাবস্থায় অন্তর্থা দর্শন হয়, স্বযুগ্মিতে সেরূপ হয় না অর্থাৎ তখন ইন্দ্রিয়গণের মনে লয়হেতু মনে অবিচার কার্য্যও উপলব্ধি হয় না সেই অবস্থার নাম স্বযুগ্ম। এই স্বযুগ্মাদিষ্ঠিত আত্মা স্বযুগ্মস্থান, তখন মনঃ স্পন্দিত যে ষ্ঠৈতপদার্থ নিচয় জাগ্রৎ ও নিদ্রায় যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা সেরূপে প্রকাশ পায় না একন্ত যেন দুইয়ে মিলিয়া একীভূত, এই কারণে জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালীন মনঃস্পন্দনরূপ প্রজ্ঞানগুলি ঘনীভূত হয় অর্থাৎ জমাট বাধিয়া থাকে বলা হইয়াছে, কিন্তু সে অবস্থা কেবল আনন্দবহুল, আত্মা তখন আনন্দভোগকারী, আনন্দভোগের দ্বার চিত্ত, প্রাজ্ঞ বা বিজ্ঞানাভিমানী তখন আত্মা ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তৃতীয়পাদস্ত স্থানং বক্তুং স্থানস্বরূপং তাবদাহ—

যত্র স্থণ্ডো ন.....তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥

যত্র দেশে স্থণ্ডোহজ্ঞানবৃত্তঃ স্বরূপং ভগবন্তং প্রাপ্ত ইতি বা।
'প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষক্তঃ' [বৃ: ৪।৩।২১] ইত্যাদেঃ। ন কঞ্চন

কমপি কামং কাম্যমানমর্থং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নপদার্থং ন চ
 পশুতি । উপলক্ষণমেতৎ । স্বাখ্যানং বিনা কিমপি ন পশুতীত্যর্থঃ ।
 তৎস্থানং স্বযুপ্তিমিত্যাচ্যতে । স্বযুপ্তমেব স্থানং যন্ত স স্বযুপ্তস্থানঃ ।
 হৃৎকর্ণিকাগ্রস্ত ইতি যাবৎ । একৌভূতঃ । বৈশ্বানরতৈজসাত্ম্য
 সংশ্লেষবিশেষরূপৈকীভাবং প্রাপ্তঃ । প্রজ্ঞানঘনঃ । ‘অবিজ্ঞাকর্মসংজ্ঞাহন্তা
 তৃতীয়া শক্তিরিহ্যতে । যয়া ক্ষেত্রজশক্তিঃ সা বেষ্টিতে’ভূক্তকর্মবেষ্ট-
 নাবৃতো জীবো ঘন ইত্যাচ্যতে । স্বযুপ্তিবৈশ্বানরং ঘনং তজ্জীবস্বরূপং
 জ্ঞানাতি প্রজ্ঞাপয়তি চ জীবন্তেতি প্রজ্ঞানঘনঃ । প্রপূর্ক্সা-
 দস্তর্গতগ্যার্থাজ্জ্ঞা অববোধন ইতি ধাতোঃ ‘কৃত্যলুটো বহনম্’
 [পা: সূ: ৩।৩।১১৩] ইতি বহনগ্রহণাৎকর্মণি লুটানাদেশে প্রজ্ঞানঃ ।
 প্রজ্ঞাপিতো ঘনো জীবো যেন স প্রজ্ঞানঘন ইতি বিগ্রহঃ । যদা
 ঘনপ্রজ্ঞ ইতি বক্ষ্যমাণাদিহাপি প্রজ্ঞানঘন ইত্যস্ত ঘনপ্রজ্ঞান ইতি
 বিপরীতসমাসো ধোয়ঃ । তথাভেদস্তর্গতগ্যার্থাৎকর্ত্ত্বি লুট্ । আনন্দময়ঃ ।
 আনন্দপ্রচুরঃ । পূর্ণানন্দ ইতি যাবৎ । ‘যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে’
 [ঐত: ২।৪।১] ইত্যাদৌ প্রসিদ্ধমিতি হেয়র্থঃ । আনন্দভূক্ । বিষয়-
 ভোগাশ্বিনৈবানন্দং ভুঙ্ক্তে ভোজয়তি চেত্যানন্দভূক্ । অত্র স্থল-
 ভূক্ং প্রবিবিক্তভূক্ং চ নিত্যপূর্ণানন্দাহুভবরূপস্ত ক্রীড়ারূপম্ । চেতো-
 মুখঃ—জ্ঞানরূপমুখঃ । মুখেত্ব্যপলক্ষণম্ । জ্ঞানরূপসর্ক্সাবয়ব ইত্যর্থঃ ।
 এতদানন্দময়চেতোমুখরূপবিশেষণময়ং প্রাপ্তরূপম্বয়ে নাস্তঃপ্রজ্ঞ-
 মিতি বক্ষ্যমাণচতুর্থরূপে চ ধোয়ম্ । প্রাজ্ঞঃ । প্রকর্ষণে ন জ্ঞাপয়-
 তীতি প্রাজ্ঞঃ । জীবস্বরূপকালজ্ঞানাতিরিক্তং বাহ্যং স্বাপ্নং বা কিমপি
 ন জ্ঞাপয়তীতি প্রাজ্ঞনামক ইত্যর্থঃ । প্রপূর্ক্সাগ্ণপ্নপদাস্তর্গতগ্যার্থাৎ
 ‘আতশ্চোপসর্গে’ [পা: সূ: ৩।১।১৩৬] ইতি কপ্রত্যয়ঃ । আত্মনস্তৃতীয়ঃ
 পাদঃ । তৃতীয়ং রূপম্ ॥ ৫ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ স্বষ্ণিকালীন আত্মা কিংলক্ষণস্তদাহ—
 যত্রাত্মা স্থপ্তোহর্থ্যাং স্থপ্তইব তিষ্ঠতি, কথম্? ন কামং কিমপি কাম্যাং
 বস্ত ন কাময়তে ন প্রার্থয়তে ন প্রার্থিতভুগ্ ভবতীত্যর্থঃ, ইতি জাগরিত-
 স্থান-ব্যবচ্ছেদঃ, ন কঞ্চন স্বপ্নং বাসনামহমনোবিজ্জুষ্টিতং পশ্যতি ইতি
 স্বপ্নস্থানব্যাবৃষ্টিঃ, তৎস্থপ্তং অতিশয়েন স্থপ্তাবস্থা সৰ্ব্বথা বিষয়শ্রুতি-
 ভাসাম্ভাবাৎ । স স্থপ্তস্থানঃ স্থপ্তং স্থপ্তিঃ স্থানমধিষ্ঠানং যন্ত সঃ, স
 একীভূতঃ জাগরিতে স্বপ্নে চ পৃথক্ পৃথক্ অহুভূতাঃ পদার্থা যত্র
 একীভবন্তি, স্থানষয়ে প্রবিভক্তং মনঃশব্দিতং বৈতজাতং যশ্চামবস্থায়াং
 ন প্রবিভক্ত্যতে একীভূতমিব তিষ্ঠতি, প্রজ্ঞানঘনঃ ঘনীভূতানি প্রজ্ঞানানি
 যন্ত সঃ সৰ্ব্বানি প্রজ্ঞানানি মিলিতানি ভবন্তি নৈশাক্ষকারণাপ্রবি-
 ভজ্যমানং সৰ্বং প্রজ্ঞানং বিষয়াশ্রুতিভাসাং ঘনীভূতমেকং জ্ঞানমিব যদা
 তিষ্ঠতি, কিঞ্চ আনন্দময়ঃ আনন্দপ্রচুরঃ আনন্দভূক্ আনন্দমেব ভুঙ্কতে ।
 নহু তদা ইন্দ্রিয়াণাং মনসি লীনত্বাং মনসোহপি আত্মনি প্রলয়াৎ কথ-
 মানন্দভূক্ৎ সাধনাভাবাদিত্যেৎ স্থপ্ত্যানন্তরং ব্যাখ্যানকালে 'স্থপ্তমহম-
 স্বাপ্ং ন কিঞ্চিদবেদিষ্মি'তি স্থত্বম্বতেঃ, স্মৃতেষুপি অহুভবপূৰ্ব্বকত্বাৎ
 স্থপ্তাহুভূতিৰ্ভব্যেব অথবা স্মৃতেষুপপত্তিঃ, যন্তু সাধনাভাবাৎ নৈষা
 অহুভূতিকংপত্ততে ইতি তদপি ন যতঃ স আত্মা চেতোমুখঃ, চেতঃ
 চিস্তং বিজ্ঞানমেব মুখম্পলক্ষিষ্যারং যন্ত তাদৃশঃ, বোধলক্ষণং চেতঃ
 খৰন্ত বোধদ্বারমিতি । অতএব প্রজ্ঞপ্তিমাত্রমশ্রাসাধারণং রূপম্ ইতি
 সৌহৃদ্যং প্রাজ্ঞত্বতীযঃ পাদ উচ্যতে ॥৫॥

তত্ত্বকণা—এই মন্ত্রে জাগ্রদবস্থার কারণ ও লয়াবস্থারূপ স্বষ্ণির
 সহিত প্রলয়কালে স্থিত কারণরূপের সহিত জগতের সমতা দেখাবার
 নিমিত্ত প্রথমে স্বপ্রসিদ্ধ স্বষ্ণি অবস্থার লক্ষণ বলিয়া তাহার পর
 পূর্বব্রহ্ম পরমাত্মার তৃতীয় পাদের বর্ণন করিয়াছেন ।

ভাবার্থ এই যে,—যে অবস্থায় স্থপ্ত মানব কোন প্রকারের কোন ভোগের কামনা করে না ও অশুভবও করে না, তথা কোন প্রকারের স্পন্দও দেখে না, এই অবস্থাকে স্বযুগ্মি বলে। এই স্বযুগ্মি অবস্থার সদৃশ প্রলয়কালে জগতের কারণাবস্থা। যে অবস্থায় নানা রূপের প্রাকট্য হয় না, এইপ্রকার অব্যাকৃত প্রকৃতিই যাহার শরীর, তথা যাহা এক অদ্বিতীয়রূপে স্থিত হয়, উপনিষদে তাঁহার বর্ণন করিয়াছেন—‘সদেব সৌমোদমগ্র আসীদ্’ (ছাঃ ৬।২।১) ; আর আত্মার কথা বলিয়াছেন—‘এষ সর্কেষু ভূতেষু গৃঢ়াত্মান প্রকাশতে’ (কঠ ১।৩।১২) । যাহার একমাত্র চেতনা (প্রকাশ)—মুখ জ্ঞানদ্বার এবং আনন্দই—ভোজন, যাহা বিজ্ঞানঘন, আনন্দময়, প্রাজ্ঞ, তাহাই পূর্ণব্রহ্মের তৃতীয় পাদ ।

ইহা প্রাজ্ঞ নামে দৃষ্টির কারণরূপে সৰ্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের বর্ণন । ব্রহ্মসূত্রে প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদেব অন্তর্গত পঞ্চম সূত্রে ‘প্রাজ্ঞ’-শব্দ ঈশ্বর অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । যথা—“বদন্তীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ” (ব্রঃ সূঃ ১।৪।৫) । এইরূপ আরও বহুসূত্রে প্রাজ্ঞ-শব্দ ঈশ্বর-স্থানে প্রযুক্ত দেখা যায় । আচার্য্য্য ত্রিশঙ্কর স্বীয় ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে স্থানে স্থানে পরমেশ্বরের বদলে প্রাজ্ঞ-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । উপনিষদেও অনেকস্থলে পরমেশ্বরের স্থানে প্রাজ্ঞ-শব্দের প্রয়োগ আছে । (বৃঃ উঃ ৪।৩।২১ ও ৪।৩।৩৫) দ্রষ্টব্য ।

বিশেষতঃ প্রস্তুত মস্ত্রে সঙ্গ্রে সঙ্গ্রে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন শরীরাভিমানী জীবাত্মারও বর্ণন করা হইয়াছে । যাহা স্বযুগ্মির প্রকরণ । ইহা হইতে স্পষ্ট হয় যে, কোন দৃষ্টিতে ‘প্রাজ্ঞ’ শব্দ জীবাত্মার বাচক নহে । ব্রহ্মসূত্র (১।৩।৪২) দ্রষ্টব্য । ত্রিশঙ্করও বলিয়াছেন—সৰ্ব্বজ্ঞতা-রূপ প্রজ্ঞা দ্বারা নিত্য সংযুক্ত বলিয়া ‘প্রাজ্ঞ’ নাম পরমেশ্বরেরই ।

অতএব উপরি-উক্ত শ্রুতিমত্রেণ পরমেশ্বরেরই বর্ণন। সূত্রায়
‘স্বষুপ্তস্থান’ পদের বলে স্বষুপ্তি-অভিমানী জীবাাত্মাকে ব্রহ্মের
তৃতীয় পাদ মনে করা উচিত নহে। কারণ ইহার পরে পৃথক্
মত্রে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, এই তিন অবস্থায় তিন পাদের বর্ণন
বাহার সম্বন্ধে হইয়াছে, তিনি সর্বেশ্বর, সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, সমগ্র
জগতের কারণ এবং সমস্ত প্রাণিবর্গের উৎপত্তি ও লয়ের স্থান।
ওঁকারের তৃতীয় মাত্রার সহিত এই তৃতীয় পাদের একতা বিচার-
পূর্বক জানিলে, তাহার ফলে সব জানা যায় ও সমগ্র জগৎ বিলীন
হয়। এই কারণেও ‘প্রাজ্ঞ’ পদের অর্থ কারণ-জগতের অধিষ্ঠাতা
পরমেশ্বরকে বুঝিতে হইবে। যাহা পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বরের তৃতীয় পাদ।

বেদান্তমত্রে পাই,—

“স্বষুপ্ত্যংক্রান্তোৰ্ভেদেন” (বে: সূ: ১।৩।৪২)। এই সূত্রের
ত্রিগোবিন্দভাগ্য দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“বুদ্ধেৰ্জাগরণং স্বপ্নঃ স্বষুপ্তিরিতি বৃত্তয়ঃ।

তা যেনৈবাহুভূয়ন্তে সোহধ্যাক্ষঃ পুরুষঃ পরঃ ॥” (ভা: ৭।৭।২৫)

“যো জাগরে বহিরহুক্ষণধর্মিণোহর্থান্

ভূক্তে সমস্তকরণৈর্হৃদি তৎসদৃক্ষান্।

স্বপ্নে স্বষুপ্ত উপসংহরতে স একঃ

স্বত্যম্ময়াং ত্রিগুণবৃত্তিদ্গিজিজ্ঞেষশঃ ॥” (ভা: ১।১।৩৩২) ॥৫॥

শ্রুতিঃ—এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোহন্তর্যাম্যেষ

যোনিঃ সর্বস্ত—প্রভবাপ্যয়ো হি ভূতানাম্ ॥৬॥

অন্যান্যমুবাদ—[এইবার চতুর্থপাদ বলিবার অভিপ্রায়ে আত্মার
মহিমা বলা হইতেছে] এষ: (এই আত্মা) সর্বেশ্বর: (সর্বনিয়ন্তা)

এষঃ (এই আত্মা) সৰ্বজ্ঞঃ (সৰ্ববিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন) এষঃ
অন্তৰ্ধ্যামৌ (ইনিই দেহের অভ্যন্তরে প্রত্যগাত্মা অন্তৰ্ধ্যামিরূপে থাকিয়া
সমস্ত ভূতের পরিচালনা করিতেছেন), সৰ্বশ্চ যোনিঃ (সমস্ত প্রপঞ্চের
তিনি নিমিস্তকারণ) ভূতানাম্ হি (পঞ্চমহাভূতের বা সৰ্ব
প্রাণীর) প্রভবাপ্যায়ৌ (উপাদান-কারণ ও লয়স্থান বা উৎপত্তি ও লয়ের
স্থান) । ৬।

অনুবাদ—এক্ষণে পাদত্রয়-বিশিষ্ট আত্মার মহিমা বলিতেছেন—
এই পরমাত্মা সৰ্বেশ্বর ও সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বনিয়ন্তা, ইনি সকলের নিমিস্ত-
কারণ, ইনিই জীবের হৃদয়ে অন্তৰ্ধ্যামী প্রত্যগাত্মরূপে থাকিয়া সৰ্বভূতের
পরিচালক, ইনিই জগৎ সৃষ্টি করেন এবং সমস্ত ভূতের উৎপত্তিস্থান ও
লয়স্থান । ৬।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং রূপত্রয়ঃ নিরূপ্য চতুর্থং পাদং নাস্ত্যঃ-
প্রজ্ঞামিত্যাদিনা। নিরূপয়িষ্যেৎস্থানবাদিরূপাণামুক্তস্থানব্যাপারাগুণার্থে
ল্লোকাস্বিবক্ষ্যমধ্যে বক্ষ্যমাণচতুর্থরূপেণ সহ চতুর্থাং রূপাণাং মহিমানমাহ—

এষ সৰ্বেশ্বর.....ভূতানাম্ ।

এষ উক্তবক্ষ্যমাণচতুরূপাত্মা । এষ ইত্যন্তাত্মাসত্ত্বাৎপৰ্য্যার্থঃ ।
অন্তৰ্ধ্যাম্যন্তনিয়ন্তা । সৰ্বশ্চ যোনিঃ কারণমিতি । অশ্চ বিবরণং
প্রভবাপ্যায়ৌ হি ভূতানামিতি । হি ষম্মাৎপ্রভবাপ্যায়হেতুরত ইত্যর্থঃ ।

উপনিষৎস্বয়ং প্রমাণমপি দাঢ়্ণায় শ্লোকার্থে যদ্বাহুদাহরতি ।
অত্রৈতে ল্লোকা ভবন্তি । সংবাদিন ইতি শেষঃ । * * * *

ইত্যধৰ্ববেদীয়মাণ্ডুক্যোপনিষৎপ্রকাশিকায়াং প্রথমঃ খণ্ডঃ । ৬।

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—পাদত্রয়বিশিষ্টা তন্ত মহিমানমাহ—এষঃ আত্মা
পরমেশ্বরঃ সৰ্বেশ্বরঃ সৰ্বেষামাধিদৈবিকাदीনাং নিয়ন্তা, এষঃ সৰ্বজ্ঞঃ

সৰ্বশ্চ জ্ঞাতা, এষ: অস্তৰ্ধ্যামী অয়মেব জীবন্তাস্তঃপ্রবিশ্য সৰ্বেষাং
ভূতানাং নিয়ন্তা, এষ এব সৰ্বশ্চ প্রপঞ্চশ্চ সৃষ্টিকৰ্ত্তা, ভূতানাং
ক্ষিত্যাঙ্গীনাং প্রাণিনাঞ্চ প্রভবাপ্যায়ৌ উপাদানকারণম্ লয়স্থানঞ্চ ।৬।

তত্ত্বকণা—আত্মার তিনটি পাদ যথা—বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ ।
ইহা বর্ণন করিবার পর এক্ষণে সেই আত্মার পরিচয় দিতেছেন ।

যে পরমেশ্বরের তিন পাদের বর্ণন করা হইয়াছে, তিনি সৰ্ব-
শ্বেশ্বর । তিনি সৰ্বজ্ঞ ও সকলের অস্তৰ্ধ্যামী । তিনিই সমগ্র
জগতের উপাদান ও নিয়ন্তাকারণ । সমগ্র প্রাণিগণের উৎপত্তি,
স্থিতি ও প্রলয়ের স্থান—তিনিই । প্রম্নোপনিষদে তিন মাত্রাবিশিষ্ট
ওঁকারের দ্বারা পরমপুরুষ পরমেশ্বরের ধ্যান করিবার কথা
বলিয়া উহার ফলস্বরূপে সকলের সমস্ত পাপরহিত হইয়া অবিনাশী
পুরুষোত্তমকে প্রাপ্তির কথাও বলিয়াছেন । (প্রশ্ন ৪।৪) । অতএব
পূর্ববর্ণিত বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ—পরমেশ্বরেরই নাম । পৃথক্ পৃথক্
স্থিতিতে উহার বর্ণন ভিন্ন ভিন্ন নামে দেওয়া হইয়াছে ।

কিন্তু কোনমতেই জীবকে ব্রহ্মের সহিত কেবলাভেদ-বিচারে স্থাপন
করা যুক্তি ও শাস্ত্রসঙ্গত নহে ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“যেই মূঢ় কহে,—‘জীব’ ‘ঈশ্বর’ হয় সম ।

সেই ত ‘পাষণ্ডী’ হয়, দণ্ডে তারে যম ॥ (চৈ: চ: মধ্য ১৮।১১৫)

শ্রীভাগবতে শ্রুতির স্তবে “দূরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায়” (ভা: ১০।৮।২১)

শ্লোকে সৰ্বজ্ঞ ভাষ্যকার শ্রীধরধৃত ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়,—

“মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃৎস্না ভগবন্তং ভজন্তে” এতৎপ্রসঙ্গে

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮।৩০ শ্লোকও আলোচ্য ।৬।

শ্রুতিঃ—নাস্তুঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং

ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্ ।

অদৃশ্যমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিস্ত্য-

মব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং

শাস্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে ।

স আত্মা । স বিজ্ঞেয়ঃ ॥৭॥

অনুমান্যবাদ—[অতঃপর পূর্ণত্রয় পরমাখ্যার চতুর্থ পাদেয় স্বরূপ বলিতেছেন—তুরীয়াবস্থ আত্মা কোন প্রাকৃত শব্দপ্রতিপাত্ত নহেন, কোন প্রত্যক্ষ-অনুমানাদি প্রমাণগ্রাহ্যও নহেন, স্মতরাং] ন অস্তুঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং (স্বপ্নদশার মত সংস্কারোপহিত মনের কল্পনা প্রসূত প্রজ্ঞাবান্ তৈজস নহেন, এবং জাগ্রৎকালীন বৈশ্বানরের মত স্থূলবিষয়ক প্রজ্ঞাবান্ নহেন) নোভয়তঃ প্রজ্ঞম্ (জাগ্রৎ ও স্বপ্নের মধ্যবর্তী অবস্থার মত বাহ্য শব্দাদির জ্ঞানকালে স্বপ্নদশাও নহেন) ন প্রজ্ঞানঘনং (সুষুপ্তের মত ঘন প্রজ্ঞানীও নহেন) [তিনি] ন প্রজ্ঞম্ (মানস বাসনাময় ধোয় বস্তুর প্রকাশক নহেন) ন অপ্রজ্ঞম্ (প্রজ্ঞাহীনও নহেন, তাহা হইলে অচেতন বলিতে হয়) [এইজন্য] অদৃশ্যম্ (প্রাকৃত জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা অগ্রাহ্য) [অদৃশ্য বলিয়া] অব্যবহার্যম্ (অপ্রাকৃত, এজন্ম প্রাকৃত ব্যবহারের অযোগ্য) অগ্রাহ্যম্ (প্রাকৃত কর্ষেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণাযোগ্য) অলক্ষণম্ (ইহা অলিঙ্গ অর্থাৎ অননুমেয়) [স্মতরাং] অচিস্ত্যম্ (প্রাকৃত মনের অগোচর) অব্যাপদেশ্যম্ (প্রাকৃত শব্দদ্বারা ব্যাপদেশ্য নহেন অর্থাৎ প্রাকৃত বাকের অগোচর) একাত্ম-প্রত্যয়সারম্ (জাগ্রদাদি তিন অবস্থাতেই এক শব্দমাত্রগম্য আত্মজ্ঞানই বাহার প্রমাণ অর্থাৎ কেবল শ্রুতি-প্রত্যয়গম্য) [ইহাতে অস্তুঃপ্রজ্ঞাদি অবস্থা থাকে না] প্রপঞ্চোপশমং (প্রাপঞ্চিক বিষয়রহিত) শাস্তং (শাস্তির

আশ্রয়) শিবং (মঙ্গলময়, বড়বিকারবহিত) [এছন্দ] অষ্টৈতৎ
 (ভেদ—বিকল্পশূন্য) মন্ত্ৰস্তে (তত্ত্ববিদগণ তুরীয়পাদকে এইরূপ মনে
 করেন, কারণ তাঁহাতে পাদত্রয়ের রূপ থাকে না) সঃ (সেই তুরীয়)
 আত্মা (পরমাত্মা) সঃ বিজ্ঞেয়ঃ (তাঁহাকেই ভক্তিধারা) বিজ্ঞেয়ঃ
 (উপাসনা করিবে) ॥৭॥

অনুবাদ—অতঃপর আত্মার চতুর্থপাদের বিবৃতি করিতেছেন—
 তিনি স্বপ্নদশাধিষ্ঠিত তৈজস আত্মার মত অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন এবং
 জাগ্রদশাধিষ্ঠিত বৈশ্বানরাত্মার মত বাহ্যপ্রজ্ঞানীও নহেন, স্বপ্ন ও
 জাগ্রদশার মধ্যবর্ত্তি-অবস্থাভূক্ত আত্মার মতও নহেন, সুষুপ্তাত্মার
 মত ঘনপ্রজ্ঞানসম্পন্নও নহেন। বদ্ধজীবের তায় অপ্রজ্ঞ নহেন, আবার
 জড়বৎ নির্বাপারও নহেন, তাহা বলিলে অচেতন বলা হয়। ঐ স্বরূপ
 অদৃশ, প্রাকৃত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর, অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্বহেতু লৌকিক
 ব্যবহারের অযোগ্য, প্রাকৃত কর্মেন্দ্রিয়েরও অগ্রাহ, প্রাকৃত লিঙ্গজ্ঞা-
 নাধীন অহুমান প্রমাণের অগম্য, প্রাকৃত মননের অবিসয়, প্রাকৃত শব্দ-
 প্রমাণাধীন নহেন, একারণ তাহা কোন প্রাকৃত সংজ্ঞার সংজ্ঞেয়
 নহেন, তবে তাঁহার সত্য প্রমাণ কি ? জাগ্রদাদি সকল দশাতেই
 অমুভবকারীকে বেদপ্রমাণ দ্বারা আত্মা বলিয়া জ্ঞান করা হয়,
 ইহাই তৎসত্য প্রমাণ। কিন্তু তাহাতে প্রপঞ্চের কোন সম্পর্ক
 নাই, সেই স্বরূপ শাস্ত্র অর্থাৎ বড়বিকারবহিত, সর্বকল্যাণাধার,
 ইহা স্বয়ংসিদ্ধ, তাদৃশ ও বিজাতীয় অতাদৃশ ভেদবহিত অদ্বিতীয় তত্ত্ব,
 ঔপনিষদগণ এই রূপকে চতুর্থ পাদ বলিয়া থাকেন। তিনিই শ্রুতি-
 কথিত আত্মন্ শব্দবাচ্য পরমেশ্বর, তিনিই মৃত্তিকামীর উপাস্ত ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—(অথ মাণ্ডুক্যোপনিষদি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ) ।

চতুর্থপাদমাশ্রয়ন আহ—

(উপনিষৎ)

নাস্তঃ প্রজ্ঞং.....বিজ্ঞেয়ঃ ।

অন্তঃ প্রজ্ঞাপয়তীত্যন্তঃপ্রজ্ঞঃ । স্বাপ্নার্থপ্রদর্শকঃ স নেতৃত্বার্থঃ । ন
বহিস্প্রজ্ঞম্ । জাগ্রদর্থপ্রদর্শকো ন ভবতি । নোভয়তঃপ্রজ্ঞম্ ।
বাহ্যশব্দাদিকং জানন্ স্বপ্নার্থাংশ্চ যদা পশ্চতি সাহপি কাচিদ্ভ্যশোভয়ত-
ইতানেন গৃহ্যতে । উভয়তো বাহ্যভ্যন্তররূপার্থান্ প্রজ্ঞাপয়তীত্যাভয়তঃ-
প্রজ্ঞম্ স নেতি নোভয়তঃপ্রজ্ঞম্ । এতদশাব্যাপারো বিশ্বতৈজ-
সাত্ম্যেশ্বররূপদয়কর্তৃকো জ্ঞেয়ঃ । সোহপি তুর্থে নাস্তীত্যর্থঃ । ন
প্রজ্ঞানঘনম্ । প্রাথম্যপরীতসমাসঃ কর্তৃবো ঘনপ্রজ্ঞানমিতি । ঘন-
মজ্ঞানাবৃতং সুপ্তজীবস্বরূপং প্রজ্ঞাপয়তীতি ঘনপ্রজ্ঞানং তন্ন ভবতীতি
ন প্রজ্ঞানঘনমিতি চাভ্যে । ন প্রজ্ঞম্ । প্রকর্ষণে জ্ঞাপয়তি মানস-
বাসনাময়ং ধোয়মিতি প্রজ্ঞং, তন্নেতি । অয়মপি স্বাপ্নিকব্যাপার-
তুল্যতয়া তৈজসাত্ম্যভগবদ্রূপব্যাপারো দ্রষ্টব্যঃ । সোহপি তুর্থে নেতৃত্বার্থঃ ।
ইদমূপলক্ষণম্ । জাগ্রৎকালীননির্বিষয়কেবলাত্মস্বরূপজড়ীভাবাত্ম্য-
বস্থানস্তাপি । ইদমপি সুষুপ্তিব্যাপারতুল্যতয়া প্রাজ্ঞাত্ম্যভগবদ্-
ব্যাপারো জ্ঞেয়ঃ । সোহপি তুর্থে নাস্তীতি ধোয়ম্ । এবং
বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞাত্ম্যরূপত্রয়ব্যাপারান্ বাহ্যভ্যন্তরপদার্থস্বরূপজ্ঞাপনসুপ্তস্বরূপ-
জ্ঞাপনরূপং কিঞ্চিৎসাহকিকিং স্বাপ্নোভয়রূপব্যাপারং সমাধিস্থনিরন্তরজ্ঞান-
সংতত্বাৎপাদনরূপব্যাপারং জড়ীভাবরূপব্যাপারং চাকুর্কদিত্যর্থঃ । নোভয়-
তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞমিত্যত্র কিং রূপকর্তৃকং ব্যাপারদ্বয়মশ্চ ? নেতি চাভ্যে
তদ্বিচারণীয়ম্ । তদ্বি কিং নির্ব্যাপারমেব চতুর্থং রূপং ? নেত্যাহ—
নাপ্রজ্ঞমিতি । অপ্রজ্ঞাপকং নেতি নাপ্রজ্ঞং প্রজ্ঞাপকমেব । যুক্তানাং
তত্ত্বোগ্যসম্বন্ধজ্ঞানপ্রদানরূপব্যাপারকর্তৃ, ইত্যর্থঃ । অদৃশ্যং বিশ্বাদিরূপ-
ত্রয়ং বাহ্যভ্যন্তরপদার্থজ্ঞাপনতদ্ব্যবহাররূপকার্যালিঙ্গে নাস্তমেয়ং ন তথা

চতুর্থং রূপং দৃশ্যমিত্যদৃষ্টমিতি বা । অমুক্তদৃষ্টাগোচরাদ্বাহদৃষ্টমিত্যর্থঃ ।
 অব্যবহার্যামগ্রাহমিতি । মুক্তিং বিনা তদ্রূপবিষয়কগ্রহণবাবহারমোর-
 ভাবাদবাবহার্যামগ্রাহমিত্যাচ্যতে । অলক্ষণং লক্ষণমন্ত্যমাপকং জ্ঞাপ্রদা-
 দিপ্রবৃত্তিরূপানুমান্যাপকরাহিত্যাদলক্ষণম্ । অত এবাচিস্ত্যম্ । অচিস্ত্যা-
 দ্বাদেবাব্যাপদেশঃ ব্যাপদেষ্টুমশক্যম্ । একাত্মাপ্রত্যয়সারম্ । একঃ
 প্রধান আত্মা পূর্ণ একচ্চাসাবাত্মা চৈকাত্মা । একাত্মৈবৈকাত্ম্যম্ ।
 স্বার্থেজ্ঞাৎ । প্রত্যয়ঃ জ্ঞানরূপঃ সার আনন্দরূপ ইত্যৈকাত্ম্যাপ্রত্যয়-
 সারম্ । প্রপঞ্চোপশমম্ । পচি বিস্তারে । প্রপঞ্চো বিস্তৃতো ব্যাপ্ত-
 ইতি যাবৎ । উপশব্দোহত্রোৎকৃষ্টবাচী । শমঃ স্থখমুৎকৃষ্টানন্দরূপং
 প্রপঞ্চচ্চাসাবুপশমশ্চ প্রপঞ্চোপশমস্তমৈকাত্ম্যাদেহবন্ধানিষ্টং প্রপঞ্চং শময়-
 তীতি প্রপঞ্চোপশমমিতি । শিবং শাস্তম্ । উর্মিষট্ করহিতম্ ।
 নিদ্রাঃ স্থখরূপত্বাচ্ছিবম্ । অদ্বৈতং দ্বীতিভাবপ্রধানং দ্বিভেদে বস্তুতত্ত্বা-
 পেক্ষয়াহন্তাত্মকরূপদ্বিতীয়েন প্রকারেণেতং জ্ঞাতং বস্তু দ্বীতম্ । ইণ্
 গতৌ । দ্বীতশ্চেদং দ্বৈতং মিথ্যাজ্ঞানং ন বিদ্যতে মিথ্যাজ্ঞানং যস্মা-
 ত্তদদ্বৈতমহংমমতাদিমিথ্যাধ্যবসায়নিবর্তকম্ । এতাদৃশমাশ্রয়চতুর্থং পাদং
 মন্তস্ত ঔপনিষদা ইত্যর্থঃ । সোহয়মাত্মা চতুর্ঙ্গাদিতি প্রতিজ্ঞাতং-
 বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞতুরীয়াথারূপচতুর্ষ্টয়ং সপত্রিকরং নিরূপ্য রূপত্রয়বিষয়ে
 মন্তানুদাহৃত্য চতুর্থবিষয়ে মন্তানুদাহরিত্বান্নিদানীং চতুরূপ আত্মাহবন্ত্যং
 জ্ঞাতব্য ইতি বদনুপসংহরতি—স আত্মেতি । য ইতি শেষঃ । স
 চতুরূপো বিবিধতয়া চতুর্বিধতয়া বিশেষেণ চ মুমুকুভিজ্ঞেয় ইত্যর্থঃ ।

ইত্যাখৰ্ষবেদীয়মাণ্ডুক্যোপনিষৎপ্রকাশিকায়াং দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৭॥

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—অথ চতুর্থপাদং নিরূপয়তি, অস্মিন্ পাদে
 তৈজসবৈশ্বানর-প্রাজ্ঞব্যাতিরেকং দর্শয়তি নাস্তঃপ্রজ্ঞং—নিদ্রাকালীন-
 পদার্থপ্রকাশকত্বাভাবাৎ তৈজসস্বরূপাদব্যবচ্ছিন্নত্বং, ন বহিঃপ্রজ্ঞং

জাগ্রৎকালীনস্থূলশব্দাদিপ্রকাশকথাভাবাদ্ বৈশ্বানরব্যাবৃতিঃ, নাপি উভয়তঃ প্রজ্ঞং জাগরিতস্বপ্নয়োর্ধাহন্তরালাবস্থা অস্তাং দশায়াং বাহ্যান্ আভাস্তরাংশ্চ পদার্থান্ প্রকাশয়তি আত্মা, তুরীয়স্ত তাদৃশো ন ভবতি, কিন্তুহিস্বপ্নবদনির্ক্যাপারম্ ? তদপি নেত্যাহ—ন প্রজ্ঞানঘনম্ ন স্বপ্নস্বরূপং তর্হি মানসমস্ত তদিত্তিচেত্নেত্যাহ—ন প্রজ্ঞম্ যদ্ মানস বাসনাময়ং ধোয়ং প্রকর্ষণে জ্ঞাপয়তি তৎ প্রজ্ঞম্ তন্ন, অথবা যুগপৎ সর্ববিষয়প্রজ্ঞাতৃ ন ভবতীতি ন প্রজ্ঞমিতি । যদ্বা মুক্তজীব-রূপং ন, তর্হি কিং জড়ং ? ন, নাপ্রজ্ঞমিতি ইত্যট্টেত্তপ্রতিবেধঃ । অতএব অদৃশম্ প্রাকৃতজ্ঞানেন্দ্রিয়াগম্যম্, অব্যবহার্যম্ অপ্রাকৃতত্বাদ্ প্রাকৃতব্যবহারায়োগ্যম্, তথা অগ্রাহ্যং প্রাকৃতকশ্চেন্দ্রিয়গ্রহণায়োগ্যম্, অলক্ষণম্ লক্ষণং প্রাকৃতলিঙ্গং তচ্ছূন্যম্ অননুমেষ্যমিত্যর্থঃ অচিন্ত্যম্ প্রাকৃত-রূপাত্তভাবাৎ চিন্তয়া মননে ন গ্রাহ্যম্, অতএব অব্যপদেশম্—প্রাকৃত শব্দৈক্যাপদেষ্টুং ন শক্যতে ইতি অবাঙ্মনসগোচরত্বাৎ । একাত্মপ্রত্যয়-সারম্—জাগ্রদাদিস্থানেষু একএবায়মাত্মা ইত্যব্যভিচারী যঃ প্রত্যয় স্তৎ প্রমাণকং কিন্তু প্রপঞ্চোপশমম্ জাগ্রদাদিস্থানীয়প্রপঞ্চধর্মহীনম্ । অতএব শাস্তম্ উর্ষিষট্কহীনম্, শিবম্ মঙ্গলময়ং সর্বকল্যাণাকরং অদৈবতং স্বয়ংসিদ্ধং তাদৃশ তদ্বিজ্ঞাতীয়ত্বহীনত্বাৎ, তাদৃশং পরমাত্মানং চতুর্থং পাদং তুরীয়াবস্থং মনস্তে তত্ত্বজ্ঞানিনঃ, স আত্মা ‘ষ অদৃষ্টোদ্রষ্টা’ ‘যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি’ ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধঃ, স বিজ্ঞেয়ঃ তত্ত্বা উপাস্ত ইতি বিধিঃ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—বর্তমান মস্ত্রে নিগূর্ণ-নিরাকার নির্বিশেষ স্বরূপকে পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মার চতুর্থপাদরূপে বর্ণন করিতেছেন । তাবার্থ এই যে,—যিনি বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন অর্থাৎ বাহ্যবিষয় অহুভূতি করেন না, যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন অর্থাৎ স্বাপ্ন বিষয় অহুভূতি করেন না,

আর উভয় প্রজ্ঞও নহেন অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নের মধ্যবর্তী অবস্থারও অহুভূতি সম্পন্ন নহেন ; ইনি প্রজ্ঞানঘন অর্থাৎ প্রজ্ঞ নহেন, প্রজ্ঞ অর্থে এস্থলে মুক্তজীব নহেন, অপ্রজ্ঞ অর্থে বদ্ধজীবও নহেন । ইনি অদৃশ্য অর্থাৎ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং ইনি অব্যবহার্য্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত বলিয়া প্রাকৃত ব্যবহারের যোগ্য নহেন । অগ্রাহ্য অর্থাৎ ইনি প্রাকৃত কশ্মেদ্রিয়েরও অগম্য, ইনি অলক্ষ্য অর্থাৎ লৈঙ্গিক জ্ঞানরূপ অহুমানের অতীত, অচিন্ত্য — যিনি প্রাকৃত মনের অগোচর, যিনি অব্যাপদেশ্য অর্থাৎ প্রাকৃত বাকের অবিষয়, একমাত্র শব্দ অর্থাৎ শ্রুতিমাত্র গম্য, আত্মজ্ঞানই যাহার প্রমাণ, যাহাতে সকল প্রপঞ্চের নিবৃত্তি, যিনি শাস্তির আশ্রয় অতএব শান্ত, যিনি মঙ্গলময়, যিনি অদ্বিতীয় তত্ত্ব । ইহাকে ঔপনিষদার্থ-বিচারক তত্ত্বজগণ চতুর্থ অর্থাৎ তুরীয় সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া থাকেন অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্মের ইহা চতুর্থপাদ । এইপ্রকারে চারি পাদে বিভাগ পূরক যাহার বর্ণন করা হইয়াছে, তিনি পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা, তিনিই বিজ্ঞেয় অর্থাৎ উপাস্ত ।

এস্থলে লক্ষ্যের বিষয় এই যে, পরতত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই এই চারিপাদের বিভাগ করা হইয়াছে, নতুবা তিনি সৰ্ব্বত্র পরিপূর্ণ বস্তু, সকলের অন্তরে অন্তর্য্যামী ও অধিষ্ঠাতা, তিনিই পূর্ণব্রহ্মরূপে পরমেশ্বর ঐক্য, তাঁহার এক একটি ভাব বা আংশিক বা অসম্যক্ প্রতীতি লইয়াই বিভিন্ন বিচার উপস্থাপিত হইয়াছে ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামিপাদ স্বীয় তত্ত্বসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—

“যন্ত ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং কচিদপি নিগমে ষাতি চিন্মাত্রসত্তা-

প্যাংশো যস্তাংশকৈঃ স্বেবিভবতি বশয়নৈব মায়্যং পুমাংশ্চ ।

একং যন্তৈব রূপং বিলসতি পরমবোয়ি নারায়ণাখ্যং

স শ্রীকৃষ্ণো বিধস্তাং অয়মিহ ভগবান্ প্রেম তদ্পাদভাজাম্ ॥”

(তত্ত্বসন্দর্ভ—৮ শ্লো :)

শ্রীমন্তাগবতে পাই,—

“বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ঞজ্ঞানমবয়ম্ ।

ব্রহ্মৈতি পরমাত্মৈতি ভগবানিতি শক্যতে ॥” (ভাঃ ১।২।১১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“অবয়বজ্ঞানতত্ত্ববস্ত্ত কৃষ্ণের স্বরূপ ।

‘ব্রহ্ম’, ‘আত্মা’ ‘ভগবান্’—তিন তাঁর রূপ ॥”

(চৈঃ চঃ আদি ২।৬৫)

আরও পাই,—

“পরমাত্মা ষিঁহো, তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ ।

আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ,—সর্ব-অবতঃস ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৬১) ॥৭॥

শ্রুতিঃ—সোহয়মাত্মাহব্যক্ষরমোঙ্কারোহধিমাত্রং পাদা মাত্রা

মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকারো মকার ইতি ॥৮॥

অবয়বানুবাদ—[ওকারের প্রতিপাদ্যস্বরূপ পরমেশ্বর—তিনি চতু-
 পাদ স্বরূপ] সঃ (সেই চতুপাদ) অয়ম্ আত্মা (এই পরমাত্মা)
 অধ্যক্ষরম্ (প্রণবে সংলিষ্ট চারিটি অক্ষরে বর্ণ্যমান) ওকারঃ (ওকার
 সেই অক্ষর) পাদাঃ (প্রতিমাত্রায় ভাগ করিলে) অধিমাত্রং (মাত্রাকে
 অধিকার করিয়া থাকে) [মাত্রা কে ?] মাত্রাশ্চ পাদাঃ (আত্মার

যে বৈশ্বানরাদি চারিটি পাদ আছে, তাহারাই ওঙ্কারের মাত্রা) [প্রণবের কি কি মাত্রা?] অকার উকারো মকার ইতি (অকার, উকার এবং মকার এই তিনটি) [ইহারি নাদ বিন্দুরূপ চতুর্থী মাত্রার উপলক্ষণ] ৷৮৷

অনুবাদ—সেই এই আত্মা প্রণবের প্রতি অক্ষরকে অধিকার করিয়া থাকে। সেই প্রণবকে অধিকার করিয়া যে চারিটি পাদ বর্তমান, তাহারাই চারিটি মাত্রা, অকার, উকার, মকার ও নাদ—এই চারিটি মাত্রা লইয়া গঠিত প্রণবই চতুষ্পাদ্ পরমাত্মা ৷৮৷

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—পূৰ্ব্বমোক্ষারপ্রতিপাত্তাত্মান্চতুষ্পাদমুক্তম্ ইদা-
নীং স এবায়মাত্মা অধ্যক্ষরম্ অক্ষরমধিকৃত্য বর্ণ্যমানো মাত্রাচতুষ্কেন-
বিশিষ্টো ভবতি, কিং পুনস্তদক্ষরম্? উচ্যতে ওঙ্কার ইতি, মোহয়মোক্ষার-
পাদশঃ প্রবিভজ্যমানোহধিমাত্রং বৰ্ত্ততে মাত্রামধিকৃত্য বৰ্ত্ততে, কাশ্চ তা-
মাত্রাঃ? অত্রাহ—আত্মনো যে পাদান্তে ওঙ্কারস্ত মাত্রা অবয়বভূতাঃ,
পাদাঃ কে? অকার-উকার-মকারা এবং নাদোহপি। এবং চতশ্রো
মাত্রাশ্চত্বারঃ পাদান্তে চ বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞস্তরীয়নামান ইতি ৷৮৷

শ্রুতিঃ—জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোহকারঃ প্রথম মাত্রা।

আপ্তেরাদিমত্বাচ্চ, আপ্পোতি হ বৈ সৰ্ব্বান্ কামান্,
আদিষ্ট ভবতি, য এবং বেদ ৷৯৷

অনুবাদ—[সেই মাত্রাচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রত্যেক মাত্রার স্থান ও মাত্রাজ্ঞানের ফল নির্দেশ করিতেছেন—] অকারঃ—(ওঙ্কারে যে প্রথম মাত্রা অকার আছে তাহা) জাগরিতস্থানঃ (তাহা জাগ্রদধিষ্ঠিত) বৈশ্বানরঃ (বৈশ্বানর অর্থাৎ বৈশ্বানর তাহার সংজ্ঞা) [ইহা] প্রথম

মাত্রা [যেহেতু] আশ্বে: (যেহেতু সমস্ত বাক্ অকার দ্বারা ব্যাপ্ত অর্থাৎ প্রতিপাত্ত) [সেইপ্রকার বৈশ্বানর দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত] বা আদি-মহাৎ (অথবা অকার যেমন আদি বর্ণ, বৈশ্বানরও সেইরূপ আত্ম) [সেই অকার ও বৈশ্বানরের অভেদ-জ্ঞানফল এই যে] য: হ বৈ এবং বেদ (যিনি এইপ্রকার জ্ঞানেন, তিনি) আপ্রোতি হি সৰ্ব্বান্ কামান্ (সেই একত্ববিদ সমস্ত কামাবস্ত প্রাপ্ত হন) আদিশ্চ ভবতি (এবং জগতের মহদ্দিগের প্রথম হন) ৷২৷

অনুবাদ—যিনি জাগ্রদধিষ্ঠানভূত বৈশ্বানর তিনিই প্রণবের আত্মকর অকার, ইহা প্রথম মাত্রা, কেননা, ঐ অকার সমস্ত বাক্কে যেমন ব্যাপিয়া আছে, সেইপ্রকার বৈশ্বানর জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। যে ব্যক্তি এই প্রথম মাত্রার মাহাত্ম্য অবগত হয়, সে সমস্ত কামাবস্ত পায়, এবং জগতে মহদ্দিগের শ্রেষ্ঠ হয় ৷২৷

শ্রীরঙ্গরামানুজ—(অথ মাণ্ডুক্যোপনিষদি তৃতীয়: খণ্ড:) ।

এবং সমগ্রোৎকারপ্রতিপাত্তান্তানো বিশ্বাদিরূপচতুষ্টয়ং নিরূপ্য তেষাং রূপাণামকারাদিপ্রণবাংশপ্রতিপাত্তাদিমাহাত্ম্যং বক্তুমুক্তমনুব-
দতি—

সো.....ইতি । জাগরিত.....বেদ ।

ওমিত্যাক্রিয়মাণতয়োৎকারশব্দিত: সোহয়ং চতুরাত্মকত্বেনোক্ত-
আত্মাহ্ব্যক্ষরং সৰ্ব্বতোহধিকং চ তদক্ষরমবিনাশি চেত্যাহ্ব্যক্ষরম্ ।
শব্দস্বাভাব্যান্নপুংসকতা । কীদৃশমক্ষরমিত্যত আহ—অধিমাত্রমিতি ।
অধিকা মাত্রা অংশা বস্ত তদক্ষরমধিমাত্রম্ । মাত্রা: কা ইত্যত
আহ—পাদা মাত্রা ইতি । পদন্ত ইতি পাদা বিশ্বাদিরূপাণি । পাদা:

ক ইত্যতোহকারাদিপ্রতিপাদ্য বিশ্বাদয় ইত্যাহ—অকার ইতি । অ ইত্যাক্রিয়ত আহুয়তে প্রতিপাদ্যত ইত্যাকারো বিশ্বঃ । এবমুক্তদিশা । উকারস্তৈজসো মকারঃ প্রাজ্ঞঃ । উপলক্ষণমিদং নাদবোধ্যন্তরীয়োহপি নাদ ইতি শেবোক্ত্যা গ্রাহঃ । এতে বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞতুরীয়াঃ পাদা মাত্রাশব্দেনাধিমাাত্রমিত্যজ্ঞোক্তা ইত্যর্থঃ ।

অবর্ণপ্রতিপাদ্যং রূপং স্থানোক্ত্যা নির্দিশতি—জাগরিতেতি । অকারঃ, অ ইত্যাক্রিয়মাণঃ, প্রথম মাত্রা । প্রণবপ্রতিপাদ্যস্তাক্ষরস্ত প্রথমংশ ইত্যর্থঃ । অত্র জাগরিতস্থানঃ প্রথম মাত্রা । বৈশ্বানর- ইত্যবর্ণপ্রতিপাদ্যত্বং বিধীয়ত ইতি ন পৌনরুক্ত্যমিতি ধ্যেয়ম্ । এবমগ্রেহপি । বৈশ্বানরস্তাবর্ণবাচ্যে নিমিস্তদ্বয়মাহ—আপ্তেরাদিমত্বা- বেতি । তন্তজীবযোগ্যভোগ্যবিষয়ান্ভোগায়াপয়তি প্রাপয়তি । বিশ্ব- ইতি । অ ইত্যাচ্যতে বিশ্ব ইতি । আপ্তু ব্যাপ্তাবস্তর্ণীতগ্যার্থাড্ ড- প্রত্যয়ে অ ইতি রূপমিতি ভাবঃ । প্রাজ্ঞস্তৈজসশ্চাদৌ অস্তেতি আদি- মাংস্তস্মাদা অ ইত্যাচ্যত ইত্যর্থঃ । স্বপ্নস্তৌ স্বপ্নে চ প্রাজ্ঞতৈজসা- ভ্যামেকীভূতো বিশ্বঃ স্বপ্নেকুথানে প্রাজ্ঞাংশ্বপ্নাহুথানে চ তেজসা- দ্বিবিধঃ সন্দক্ষিণাক্ষিস্থানমায়াতীতি তয়োরাদিতয়া বিশ্বস্ত তদাদি- মত্বমিতি ভাবঃ । এতন্নিমিস্তদ্বয়যুক্তত্বেনাবর্ণবাচ্যত্বং বিশ্বস্ত জ্ঞানতঃ ফলমাহ—আপ্নোতি হ বা ইতি । যোহধিকারী এবমকারবাচ্যত্বং বিশ্বস্ত বেদ সোহস্তেতি শেষঃ । স বৈশ্বানরোহস্ত বেদিতুঃ স স্তান্শ্বযোগ্যসর্কান্কামানাপ্নোতি প্রাপয়তি । অস্তর্ণীতগিচ্ । আদিশ্চ বিশ্ব এবং বেদিতুরাদিশ্চ ভবতি । আবিভূতস্বরূপতয়া মুক্তরূপেণ তত উৎপত্ততে তজ্জ্ঞানীতি তস্তায়মাদিঃ কারণং ভবতীত্যর্থঃ । যদা— আদিশ্চেত্যগ্নৈবাস্তেতি শেষঃ । আপ্নোতীত্যত্র তু স জ্ঞানীতি শেবো- ধ্যেয়ঃ ৷২৷

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তেষাং প্রণবাক্ষরাণাং বিশেষ উচ্যতে ।
অকারোহি প্রণবস্ত প্রথমা মাত্রা সহি প্রথমঃ শব্দঃ জাগরিতস্থানঃ
জাগ্রদশাধিষ্ঠিত আত্মা, বৈশ্বানর ইতি তন্ত সংজ্ঞা, সহি প্রণবস্তাণ্ডো-
বর্ণঃ, কথং তন্ত প্রথমমাত্রাত্মং তত্রাহ—আপ্তে: প্রাপ্তিসামান্যং
অকারেণ হি সর্ক্সা বাগ্‌ব্যাপ্তা, আদিমত্বাচ্চ আদিভূতত্বাৎ, আপ্তি:
কথং ? সর্ক্সান্ কামান্ ব্যাপ্নোতি প্রাপ্নোতি, স প্রণবস্তাণ্ডাক্ষরবৎ মহ-
তামাদির্ভবতি, যোহি এবং প্রণবস্তাণ্ডাক্ষরস্ত মাহাত্ম্যং জানাতি । ৯।

ভব্বকণা—পরব্রহ্ম পরমাত্মার নামাত্মক ওঁকারের প্রথম মাত্রা
অকার জাগ্রদধিষ্ঠানভূত বৈশ্বানর, ব্যাপ্তি ও আদিমত্বই ইহার
কারণ অর্থাৎ যেক্রপ অকার সমুদয় বর্ণকে ব্যাপিয়া আছে, বৈশ্বানরও
সেইক্রপ সমুদায় জগৎকে ব্যাপিয়া আছেন এবং অকার যেমন সকল
বর্ণের আদি, বৈশ্বানরও সেইক্রপ সমগ্র জগতের আদি, এইক্রপ
সাদৃশ্য দর্শনেই অকার ও বৈশ্বানরের একত্ব জানা যায় । যিনি
এইক্রপ জানেন, তিনি নিখিল কাম্যবস্ত্র লাভ করিয়া থাকেন এবং
জগতে সকলের প্রধান হন অর্থাৎ সর্ক্সমাণ্ড হন ।

ঐতরেয় আরণ্যকে পাই,—“অকারো বৈ সর্ক্সা বাক্” (২।৩।৬)

শ্রীগীতাতেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

“অক্ষরাণামকারোহস্মি” (গী: ১০।৩৩) । ৯।

শ্রুতিঃ—স্বপ্নস্থানৈস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রা,
উৎকর্ষাদ্ভয়ত্বাদ্ব্যৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসমুত্তিঃ,
সমানশ্চ ভবতি, নাস্ত্রাত্রন্ধবিৎকুলে ভবতি,
য এবং বেদ ॥১০॥

অনুমান্যবাদ—স্বপ্নস্থানঃ (স্বপ্নস্থানাধিষ্ঠিত) [য:] তৈজসঃ (তৈজস
নামক যে আত্মা) [স:] উকারঃ দ্বিতীয়া মাত্রা (তাহা ওঁকারের

দ্বিতীয় মাত্রা উকার, যেহেতু উকার, অকার-উকার-মকার এই সমষ্টি-
 স্বরূপ প্রণবের দ্বিতীয় বর্ণ) [কোন্ সাধর্ম্যাবশতঃ তাঁহার দ্বিতীয়ত্ব ?
 তাহাই বলিতেছেন] উৎকর্ষাৎ (যেমন অকার হইতে উকার
 উৎকৃষ্ট, সেইরূপ তৈজস আত্মা বৈশ্বানর হইতে উৎকৃষ্ট) [আরও
 একটি কারণ] উভয়ত্বাৎ বা (যেমন অকার ও মকারের মধ্যস্থ
 উকার, সেইরূপ বৈশ্বানর ও প্রাজ্ঞ আত্মার মধ্যবর্তী তৈজস আত্মা
 এই উভয়ধর্মসম্বন্ধী বলিয়া) য এবং বেদ (যে পুরুষ এইপ্রকার
 প্রণবের দ্বিতীয় মাত্রার মর্ম্ম বুঝেন, তিনি) উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসমুত্তিঃ
 (বিজ্ঞানধারা বর্দ্ধিত করেন) সমানশ্চ ভবতি (মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষ
 উভয়ের নিকট তুল্য হন অর্থাৎ মিত্রের মত শত্রুপক্ষের নিকটও তিনি
 ঘেষের পাত্র হন না) [এবং] অন্ত কুলে (এই প্রণবের দ্বিতীয়-মাত্রা-
 বিদ্যাক্রিয় বংশে) অত্রক্ষবিদ্ ন ভবতি (ত্রক্ষজাতিগ্ন জন্মে না অর্থাৎ ইহার
 বংশজাত ব্যক্তিমাত্রই ত্রক্ষবিদ্ হন) ১০।

অনুবাদ—প্রণব অকার উকার ও মকার এই তিন বর্ণের
 সম্মিশ্রণে গঠিত ; তাহার দ্বিতীয়বর্ণ উকার, বৈশ্বানর, তৈজস ও
 প্রাজ্ঞ এই তিনের দ্বিতীয় স্থানাধিষ্ঠিত তৈজস আত্মা, ইহা স্বপ্নদশা
 অধিকার করিয়া থাকে ; সুতরাং প্রণবের উকার ও তৈজস আত্মা
 একই । ইহা উ-বর্ণবাচ্য কেন ? এবিষয়ে দুইটি হেতু আছে—এক
 উৎকর্ষ, অন্যটি উভয়ত্ব, যিনি এই তত্ত্ব জানেন, তিনি বিজ্ঞানধারা
 বৃদ্ধি করেন ও শত্রুমিত্রের কাছে সমান হন । আরও একটি ফল—এই
 প্রণবতত্ত্ববিদের বংশে কোনও অত্রক্ষবিদ্ জন্মগ্রহণ করে না ১০।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অথ দ্বিতীয়পাদমাহ—স্বপ্নস্থান……বেদ ।

স্বপ্নস্থানো দ্বিতীয়া মাত্রাত্মনো দ্বিতীয়াংশতৈজস উকার ইত্যাক্রিয়-

মাণ্ড্যাকার ইত্যুক্তঃ। উবর্ণবাচ্যে নিমিত্তদ্বয়মাহ—উৎকর্ষাদ্ভয়-
 দ্বায়েতি। জাগ্রদশায়াং বিদ্যমানদেহাভিমানাদত্যাজ্যদেহাভিমানং
 ত্যাগয়িত্বা স্বপ্নমণ্ডলে জীবং কৰ্ষতীত্যুৎকর্ষণাদ্ভেতোৰ্কা। বাহ্যাজ্ঞপ্তি-
 রূপনিদ্রাং বাসনাময়বিষয়ানুভবং চ প্রযচ্ছতীত্যুভয়হেতুত্বাদ্ভা নিমিত্তাদ্ভ-
 ইত্যুচ্যতে তৈজস ইত্যর্থঃ। তথা বেদিতুঃ ফলমাহ—উৎকর্ষতি হ বা
 ইতি। যোহধিকারী এবং নিমিত্তদ্বয়যুক্ততয়োকারবাচ্যতৈজসং বেদ
 স জ্ঞানী জ্ঞানসংততিং জ্ঞানধারাং জ্ঞাননিত্যত্বমিতি যাবৎপ্রাপ্নোতীত্য-
 নুষঙ্গঃ। উৎকর্ষতি দেহবন্ধাদান্মনমুৎকর্ষতি উদ্ধরতি উৎকৃষ্ট চ সমানশ্চ
 মানমন্তর্গতিরिति স্মৃত্যুক্তেন্মনসহিতঃ সমানঃ সৰ্বমোক্ষিণামন্তর্গতো-
 মধ্যগতো ভবতীত্যর্থঃ। দোষাতাবাংপ্রীত্যা চেতি ভাবঃ। অশ্র
 জ্ঞানিনঃ কুলেহব্রহ্মবিদ ভবতি ব্রহ্মজ্ঞানিসংততিরেব ভবতীত্যর্থঃ। ১০।

শ্রুত্যাৰ্থবোধিনী—স্বপ্নস্থানস্থঃতৈজসাত্তিধেয় আত্মা প্রণবশ্চ
 দ্বিতীয়োবর্ণ উকারঃ। কথন্তশ্চ উবর্ণবাচ্যং তত্র নিমিত্তদ্বয়ং—উৎকর্ষাৎ
 উভয়দ্বায়েতি—জাগ্রদশায়াং বিদ্যমানং দেহাভিমানং ত্যাগয়িত্বা
 স্বাপ্নমণ্ডলে জীবমুৎকর্ষতীতি, উভয়দ্বায়েতি বাহ্যাজ্ঞপ্তিং বাসনাময়-
 বিষয়ানুভবং প্রযচ্ছতি তৈজস ইত্যতঃ তশ্চ দ্বিতীয়ত্বম্। এবং বিদঃ
 ফলমাহ—যোহধিকারী উকারবাচ্যতৈজসমেবং হেতুদ্বয়যুক্ততয়া জ্ঞানাত্তি
 স জ্ঞানসন্ততিং ব্রহ্মবিদ্যাধারাম্ উৎকর্ষতি প্রাপ্নোতি দেহবন্ধাদান্মন-
 মুদ্ধরতীত্যর্থঃ। সমানশ্চ মোক্ষবতামন্তর্গতো ভবতি। অশ্র জ্ঞানিনঃ
 কুলে বংশে অব্রহ্মবিদ ব্রহ্মজ্ঞভিন্নো ন ভবতি ন জায়তে। ১০।

তত্ত্বকণা—এক্ষণে দ্বিতীয় পাদেব সহিত প্রণবের দ্বিতীয় মাত্রার
 একতা প্রতিপাদন করিতেছেন।

পরব্রহ্ম পরমাত্মার নামাত্মক ও'কারের দ্বিতীয়মাত্রা 'উ'কার
 'অ'কার হইতে উৎকৃষ্ট হওয়ার দরুণ শ্রেষ্ঠ, তথা 'অ' ও 'ম' এই

ଦୁଇয়ের ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହওয়ার দର୍ଶନ ଏବଂ ଐ ଦୁଇয়ের ସହିତ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭବ
 আছে ଅତଏବ ଉଭୟସ୍ୱରୂପ, এইପ୍ରକାର ବୈଦ୍ୟାନର ହିତେ ତୈଜସ
 (ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ) ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ତଥା ବୈଦ୍ୟାନର ଓ ପ୍ରାକ୍ତର ମଧ୍ୟଗତ ହওয়ার ଉଭୟ-
 ସମ୍ଭବ। ମୋକ୍ଷାର୍ଥୀଦେବ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିତ୍ୱରୂପ ସମାନତାର ଜନ୍ମ ‘ଓ’କାରକେ ‘ତୈଜସ’
 ନାମକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ବଳା ହୁଏ । ଭାବାର୍ଥ ଏହି ଯେ,—ଏହି ସ୍ଥୁଳ ଜଗତର
 ପ୍ରାକଟ୍ୟର ପୂର୍ବେ ପରମେଶ୍ୱରର ଆଦି ସଙ୍କଳ୍ପଦ୍ୱାରା ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଉତ୍ପନ୍ନ
 ହୁଏ, ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମାନସ-ସୃଷ୍ଟି ନାମେ ବଳା ହୁଏ, ଯାହାତେ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ତନ୍ମାତ୍ରା-
 ରୂପେ ଥାକେ, ସ୍ଥୁଳରୂପେ ପରିଣତ ହୁଏ ନା, ଐ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରୂପେ ଧର୍ମରେ
 ଚେତନମୟ ପ୍ରକାଶସ୍ୱରୂପ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ହିତର ଅଧିଷ୍ଠାତା ହିତା
 ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି । ସେହିପ୍ରକାର କାରଣଜଗତ ଓ ସ୍ଥୁଳଜଗତ—ଏହି ଦୁଇয়ের
 ସହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭବ, ଏହିଜନ୍ମ କାରଣ ଓ ସ୍ଥୁଳ—ଏହି ଦୁଇ
 ରୂପବିଶିଷ୍ଟ । ଏହି କାରଣେ ‘ଓ’କାର ଆଉ ମାନସିକ ସୃଷ୍ଟିର ଅଧିଷ୍ଠାତା
 ତୈଜସରୂପ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ସମାନତା ଥାକାର ‘ଓ’କାର ପରମାତ୍ମାର
 ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ । ସେ ମାନବ ଏହିପ୍ରକାର ‘ଓ’କାର ଓ ତେଜୋମୟ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ-
 ସ୍ୱରୂପର ଏକତାର ରହନ୍ତ ଜ୍ଞାନେନ, ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ଜଗତର ସୂକ୍ଷ୍ମତତ୍ତ୍ୱର
 ମତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରନ୍ତି, ତିନି ଜ୍ଞାନ-ପରମ୍ପରା ଉତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି କରନ୍ତି
 ଥାକେନ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ସମଭାବାପନ୍ନ ହୁଏ । କାରଣ ଜଗତର ସୂକ୍ଷ୍ମତତ୍ତ୍ୱର
 ଜ୍ଞାନ ହওয়ার ଦର୍ଶନ ଉହାର ବାସ୍ତବିକ ରହନ୍ତ ଜ୍ଞାତ ହওয়ার ସର୍ବତ୍ର
 ବିଷୟତାର ନାଶ ହିତା ଥାକେ । ଏହିଜନ୍ମ ଉହା ହିତେ ସେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ
 ହୁଏ, ସେଠା କখনଓ ଅବସ୍ଥାବିତ୍ ହୁଏ ନା ସେ, ଉପରିବର୍ଣ୍ଣିତ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ
 ପରମେଶ୍ୱରର ରହନ୍ତଜ୍ଞାନହୀନ ହିତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ବଂଶେ ବ୍ରହ୍ମାବିତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିହି
 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ।

‘ତୈଜସ’ ଆତ୍ମା ସ୍ୱପ୍ନସ୍ଥାନେ ଅଧିଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବକ ଜୀବକେ ବିଦ୍ୟମାନ
 ଦେହାଭିମାନ ଛାଡ଼ାହିତା ସ୍ୱପ୍ନମଣ୍ଡଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମବିଷୟେ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି

ধাকে । অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞানবিষয়ে নিদ্রা ও বাসনাময় বিষয়াহুভব প্রদান করিয়া থাকেন ॥১০॥

শ্রুতিঃ—স্বষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতে-
রপীতেৰ্ব্বা, মিনোতি হ বা ইদং সৰ্ব্বমপীতিশ্চ
ভবতি, য এবং বেদ ॥১১॥

অনুবাদ—স্বষুপ্তস্থানঃ (স্বষুপ্তিদশায় অধিষ্ঠিত) প্রাজ্ঞঃ (প্রাজ্ঞ-
নামক আত্মা) [সঃ] তৃতীয়া মাত্রা মকারঃ (তিনি প্রণবের তৃতীয়মাত্রা
'মকার' । মকারের সহিত এই প্রাজ্ঞ আত্মার সাদৃশ্য আছে) [তাহাই
বলিতেছেন—] মিতেঃ (পরিমাণ-ধৰ্ম্মে উভয়ের সাম্য আছে ; যেমন
ধান বা যব এক প্রস্থের মধ্যে প্রবেশ করে আবার নির্গত হয়
সেইপ্রকার স্বষুপ্তিদশায় বৈশ্বানর ও তৈজস আত্মার প্রাজ্ঞ আত্মার
মধ্যে প্রবেশ হয় এবং বাস্থানদশায় পুনরায় তাহা হইতে নির্গম
হয়, এই সাম্য আছে) [আর একটি হেতু] অপীতেঃ (একীভাব
হেতুও অন্ত্য অক্ষর মকারে স্বষুপ্তিকালে বৈশ্বানর তৈজস আত্মার
প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত একীভাব হয়, এ-কারণেও 'মকারের' ঐক্য ।
[অতঃপর এই তত্ত্ববিদের ফল বলিতেছেন—] যঃ (যিনি) এবং বেদ
(এইরূপ জানেন) [তিনি] মিনোতি হ বা ইদং সৰ্ব্বম্ (এই সমস্ত
জগৎকে সেই তত্ত্ববিদ পরিমাণ করিয়া লন অর্থাৎ জগতের যথার্থস্বরূপ
জানিতে পারেন) অপীতিশ্চ ভবতি (জগৎকারণ পরমেশ্বরের সহিত
মিলিত হন অর্থাৎ যুক্ত হন) ॥১১॥

অনুবাদ—প্রণবের শেষ অক্ষর মকার, ইহা স্বষুপ্তাধিকৃত প্রাজ্ঞ
পুরুষের সাদৃশ্য ।—যেহেতু উভয়ের সাদৃশ্য আছে । যেমন প্রস্থাদি
পরিমাণ পাণ্ড্রে ত্রীহি, যব প্রবেশ করে, আবার ঢালিবার সময় তাহা

হইতে নির্গত হয়, এইপ্রকার সৃষ্টিস্থিকালে বৈশ্বানর ও তৈজস আত্মার প্রাক্ত আত্মায় প্রবেশ হয়, সৃষ্টিস্থিকালে প্রবিষ্ট সেই আত্মার প্রাক্ত হইতে জাগ্রদশায় নির্গম হয়, এইপ্রকার সাদৃশ্যবশতঃ প্রাক্ত ও প্রণবের তৃতীয় মাত্রা উভয় সমান। আর একটি হেতু এই—অপীতি অর্থাৎ উভয়ের একীভাব প্রাপ্তি, যেমন—ওকারোচ্চারণকালে অস্ত্যবর্ণ মকারে অকার উকার মিশিয়া যায়, সেইরূপ সৃষ্টিস্থিকালে বৈশ্বানর ও তৈজস আত্মা প্রাক্ত আত্মায় একীভূত হয়। এই তত্ত্ববিদ্ব অধিকারী সমস্ত জগতের তত্ত্ব যথাযথভাবে জানিতে পারে এবং জগৎ-কারণ পরমেশ্বরের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-ভাবে মিলন প্রাপ্ত হয় ॥১১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—কতৃতীয়ঃ পাদঃ কথমশ্রুতমকারং কিঞ্চ তজ্জানিনঃ ফলমিত্যতন্তৎসর্বং ক্রমাদাহ—সৃষ্টিস্থানঃ……বেদ ।

সৃষ্টিস্থানতৃতীয়া মাত্রাঅনন্তৃতীয়োহংশঃ । মকারঃ । ম ইত্যাক্রিয়মাণঃ । কৃতঃ ? মিতেরপীতেক্ষা স্বাত্মনি জীবমন্তর্গময়তীতি স্বাস্তর্গমন-হেতোর্ক্সা বৃত্তিজ্ঞানশ্রাপীতেরপ্যায়শক্তিতলয়করণায়া ম ইত্যাক্রিয়ত ইত্যর্থঃ । যোহধিকারী এং নিমিস্তদ্বয়যুক্তত্বেন মকারবাচ্যং প্রাক্তং বেদ স জ্ঞানীদং সর্বং যথাযোগং জগন্মিনোতি স্বাস্তর্গময়তি । জীবানামগুণ্ডেহপাধিকারিণঃ সূর্যাদেবিব প্রকাশতো ব্যাপ্তিরন্তীতি তন্মধ্যেহস্তর্গময়তি মুক্তঃ সন্নিসি ভাবঃ । অপীতিচ ভবতি—অপ্যয়-ক্কচ্চ ভবতি দুঃখাণুনিষ্টশ্চেত্যর্থঃ ।

এবং রূপত্রয়ং প্রণবশ্রাব্যাদিবর্ণত্রয়প্রতিপাদমুক্তা চতুর্থং রূপং মাত্র-চতুর্থ ইত্যাদিনাহত্রে বিবক্ষুঃ প্রাপ্তস্তরূপত্রয়জ্ঞানিনো যানি ফলাভ্যন্তানি তত্র ব্রহ্মদৃষ্টেন্নোকান্ প্রণয়তি—

* * * * *

ইত্যর্থসর্ববেদীয়মাণ্ডুক্যোপনিষৎপ্রকাশিকায়াং তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥১১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ প্রণবাস্তিমাঙ্করস্ত মকারস্ত স্বষ্প্তস্থানাধি-
কারিণঃ প্রাজ্ঞস্ত সাদৃশ্যং দর্শয়তি—স্বষ্প্তস্থানঃ প্রাজ্ঞ ইতি স্বষ্প্তি-
দশাধিষ্ঠিতো যঃ প্রাজ্ঞঃ স প্রণবস্ত মকারস্থানীয়ঃ, সাচ তৃতীয়া
অস্তিমা মাত্রা পাদশতুপ্পাদ ব্রহ্মণঃ, কুতঃ ? মিতে: পরিমাণাৎ—বিশ্ব-
তেজসাবাস্ত্রানৌ প্রলয়ে প্রাজ্ঞে প্রবিশতঃ সৃষ্টিকালে চ নির্গচ্ছতঃ যথা
পরিমাণপাত্রে প্রস্থাদৌ ত্রীহিয়বৌ প্রবিশতো নির্গচ্ছতশ্চ ইতি পরি-
মাণসাধৰ্ম্ম্যাৎ মকারস্ত প্রাজ্ঞাতুল্যাৎ, কিঞ্চ অপীতৈৰ্কা অথবা
অপীতিরেকীভাবস্তদ্ধেতোঃ, তথাহি প্রণবোচ্চারণে অন্ত্যাক্ষরে মকারে
উচ্চারিতে অকারোকারৌ তত্র প্রবিষ্টাবিব পুনঃ প্রয়োগে নির্গচ্ছত ইব
এবং স্বষ্প্তিকালে বৈশ্বানর-তৈজসয়োঃ প্রাজ্ঞে প্রবেশঃ, ব্যাথানে চ
পুনর্নির্গম ইতি সাদৃশ্যং মকার-প্রাজ্ঞয়োঃ সাম্যম্ । অথ জ্ঞানফলমাহ—
মিনোতি হ বৈ ইদম্—এতত্তত্ত্ববিৎ পুরুষঃ, ইদং সৰ্ব্বং জগৎ মিনোতি
যাথার্থেন জ্ঞানাতি । অপীতিশ্চ জগৎকারণেন ভগবতা সহ অচিন্ত্যভে-
দাভেদ-সম্বন্ধেন মিলিতভাবঞ্চ লভতে । ১১।

ভঙ্গকণা—পরমাআর নামাআক ওঁকারের তৃতীয় মাত্রা ‘ম’কার ।
মাত্রা শব্দটি ‘মা’ ধাতু হইতে উৎপন্ন । ‘মা’ ধাতুর অর্থ মাপিয়া লওয়া
যায়, এই বস্তু, এইপ্রকার । ‘ম’ ওঁকারের অস্তিম মাত্রা । ‘অ’ ও ‘উ’র
পর উচ্চারিত হয়, ইহার কারণ দুইয়ের মাপ ইহাতেই আসে
অর্থাৎ উহার জ্ঞাতা । সেইপ্রকার ‘ম’ এর উচ্চারণ হইতে হইতে পূর্ক
অক্ষয়দ্বয় লয় হয় । ‘অ’ ও ‘উ’ দুইই উহাতে বিলীন হয়, অতএব
ঐ দুই মাত্রার অস্তে বিলয়কারী স্বষ্প্তস্থানীয় কারণ প্রাজ্ঞ জগতের
অধিষ্ঠাতা—প্রাজ্ঞই জ্ঞাতা । কারণ, এই তিন অবস্থাতে স্থিত
জগতের জ্ঞাতা । কারণ জগৎ হইতে সূক্ষ্ম ও স্থূল জগতের
উৎপত্তি হয় এবং উহাতে উহার লয় হয় । এইপ্রকার ‘ম’

এবং জগতের কারণ অধিষ্ঠাতা প্রাজ্ঞ নামক তৃতীয় পাদের সমতা হওয়ার দরুন 'ম'রূপ তৃতীয় মাত্রা পূর্ণব্রহ্মের তৃতীয় পাদ।

যে মহত্ম্য এইপ্রকার 'ম'কার এবং 'প্রাজ্ঞ' স্বরূপ পরমেশ্বরের একতা জানেন এবং এই রহস্য জ্ঞাত হইয়া ওঁকারের স্মরণ দ্বারা পরমেশ্বরের ধ্যান করেন, তিনি মূলসহিত সম্পূর্ণ জগতের জ্ঞান লাভ করেন এবং পরমেশ্বরে সমস্ত বিলীন দর্শন করেন অর্থাৎ উহার বাহ্যদৃষ্টি নিবৃত্ত হইয়া যায়। অতএব—সর্বত্র এক পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

“স্বাবর জন্ম দেখে না, দেখে তার মূর্তি।

সর্বত্র স্মরণে তার ইষ্টদেব-মূর্তি।” ১১১।

শ্রুতিঃ—অমাত্রশ্চতুর্থোহিব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ

শিবোহৈতৎ এবমোঙ্কার আত্মৈব।

সংবিশত্যাশ্বনাশ্বানং য এবং বেদ, য এবং বেদ ১১২॥

ইতি—মাণ্ডুক্যোপনিষদি শ্রুতিচয়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অশ্বয়ানুবাদ—অমাত্রঃ (মাত্রাহীন) ওঙ্কারঃ (ওঙ্কার) চতুর্থঃ (ইহাই তুরীয় আত্মা) [উহা] অব্যবহার্য্যঃ (প্রাকৃত অভিধান-অভিধেয়ের অভাবে প্রাকৃত বাক্ ও মনের অব্যবহার্য্য) [এবং] প্রপঞ্চোপশমঃ (সমস্ত প্রপঞ্চের অতীত) শিবঃ (সকল কল্যাণময়) আত্মৈবতঃ (প্রাকৃত বৈতভাববর্জিত অদ্বিতীয়তত্ত্ব) এবমোঙ্কার (এইভাবে নাদপ্রতিপাত্ত ওঙ্কার) আত্মৈব (আত্মাই) যঃ (যে অধিকারী) এবং (এইপ্রকার ওঙ্কারকে পরমাত্মরূপে) বেদ (জানেন) [তিনি] আশ্বনা (স্বরূপে) আশ্বানং (পরমাত্মাতে) সংবিশতি (প্রবিষ্ট হন) ১১২॥

ইতি—মাণ্ডুক্যোপনিষদি অশ্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—অতঃপর প্রণবের নাদবাচ্য আত্মার স্বরূপ বলিতেছেন,—
ইনি অমাত্র অকারাদি মাত্রাবর্জিত, ইহা প্রণবের চতুর্থাংশ, কিন্তু
ইহা বাঙ্মনসের অগোচর; এজন্য লৌকিক ব্যবহারের অযোগ্য,
কারণ কোন প্রপঞ্চের সম্পর্ক তাঁহাতে নাই, ইহা সকল কল্যাণা-
ম্পদ, প্রাকৃত ভেদরহিত অদ্বিতীয় বস্তু, এইপ্রকার ওঙ্কার
পরমাত্মাই, যে সাধক এইভাবে প্রণবস্বরূপে পরমাত্মাকে অবগত
হন, তিনি পরমাত্মার অহুগ্রহে সংস্কৃত স্বরূপে পরমাত্মায় মিলিত
হন অর্থাৎ সেব্য-সেবকভাব প্রাপ্ত হন ॥১২॥

ইতি—মাণ্ডুক্যোপনিষদের শ্রুতির অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নাস্তঃপ্রজ্জমিত্যাদিনোক্তং তুরীয়গুণাহ্বাদপূর্বকং
তুরীয়শ্চ নাদপ্রতিপাদ্যমাহ—অমাত্রচতুর্থঃ.....বেদ ॥

অমাত্রোহব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোহষ্টৈষতশ্চতুর্থ ইত্যনুবাদঃ ।
ওঙ্কারঃ । প্রণবৈকদেশনাদপ্রতিপাদ্যঃ বিবক্ষিতম্ । অমাত্র ইত্যাদি-
পদানাং প্রাপ্তকুরীত্যাহর্থো বোধ্যঃ । অদৃশ্যব্যবহার্য্যমিত্যাदिना
প্রাপ্তকুরীত্যব্যবহার্য্যত্বাদেঃ পুনরত্রাহ্বাদোহব্যবহার্য্যত্বাদিকমুপাসকেহপি
সমং মুক্তাবিতি প্রদর্শনায়েতি জ্ঞেয়ম্ । যথা বিশ্বাদীনামকারাদি-
বাচ্যত্বমেবমোংকারৈকদেশনাদবাচ্যত্বং তুরীয়শ্চেত্যর্থঃ । নাদপ্রতিপাদ্যত্বেন
তুরীয়োপাসকশ্চ ফলমাহ—আত্মেতি । যোহধিকার্য্যেবমাত্রত্বাব্যবহা-
র্য্যত্বাদিনোংকারমোংকারৈকদেশনাদপ্রতিপাদ্যং বেদ জানাতি স আত্মৈব
সংস্কৃতস্বরূপ এব সন্দেহগেহাদাবগত মমতাগ্ভিমানত্যাগী ভূত্বৈতি
যাবৎ । আত্মনা পরমাত্মনা তৎপ্রসাদেনেতি যাবৎ । আত্মানং
নাদবোধ্যং তুরীয়াত্মানং সংবিশতি প্রবিশতি । প্রবিশ্য বহিরন্তঃ
স্বেচ্ছয়া স্বযোগ্যভোগ্যান্ভুঞ্জনঃ সূখমাস্ত ইতি ভাবঃ ॥

প্রণবাবয়বাকারাদিপ্রতিপাদভগবজ্ঞপজ্ঞানমন্ত্রস্বরণত্যাগেন সম্পাদ-
মিত্যত্র মন্ত্রানুব্রক্ষদৃষ্টানাং—

* * * *

ইত্যধৰ্শবেদীয়মাণ্ডুক্যোপনিষদি তুরীয়ঃ খণ্ডঃ ।

ইত্যধৰ্শবেদীয়মাণ্ডুক্যোপনিষৎপ্রকাশিকায়াং তুরীয়ঃ/খণ্ডঃ ॥১২॥

ইতি—মাণ্ডুক্যোপনিষদি শ্রীরঙ্গরামানুজ-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ প্রণবোচ্চারণে নাদপ্রতিপাদমাাত্রাস্বরূপং
বানন্তি । অমাত্রঃ স্বরূপতো মাত্রাভিঃ পাদৈর্বিবর্তিতঃ, চতুর্থঃ নাদ-
প্রতিপাদঃ তুরীয়স্থানঃ আত্মা অব্যবহার্য্যঃ বাণ্‌মনসয়োস্তত্রাপ্রবৃত্তেঃ
লৌকিকব্যবহারস্ত অযোগ্যঃ, যতঃ প্রপঞ্চোপশমঃ প্রপঞ্চসম্পর্ক-
বর্তিতঃ, শিবঃ সকলকল্যাণাধারঃ অদ্বৈতঃ সজাতীয়-বিজাতীয়-
ভেদবর্তিতো নাদাত্মকঃ প্রণবঃ এবমাত্মা পরমেশ্বরঃ ওঙ্কারঃ
ওঙ্কারস্বরূপঃ । এবমাত্মজ্ঞানে ফলমাহ—আত্মৈব জীবাত্মা আত্মনা স্বরূপেণ
আত্মানং পরমেশ্বরং সংবিশতি তেন সত্বৈকাত্মতামাপ্নোতি সেব্য-সেবক-
ভাবেন তাদাত্ম্যভাবমিত্যর্থঃ । কোহসৌ ? য এবং বেদ যোহধিকারী
এবম্ কাং স্নোনাত্মানং বেদ জানাতি ॥১২॥

ইতি—মাণ্ডুক্যোপনিষদি “শ্রুত্যর্থবোধিনী”-নান্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্ম পরমাত্মার নামাত্মক ওঙ্কারের যাহা মাত্রাবর্তিত,
প্রাকৃত বাক্য ও মনের অতীত বলিয়া লৌকিকভাবে অব্যবহার্য্য, প্রপঞ্চ-
তীত, কল্যাণময় অদ্বিতীয় স্বরূপ, তাহা তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থপাদ । ভাবার্থ
এই যে,—যে প্রকার তিন মাত্রার বিষয় প্রথম বলা হইয়াছে অর্থাৎ
তিন মাত্রা তিন পাদের সহিত সমান ; সেই প্রকার ওঙ্কারের
নিরাকার স্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মার নিগূঢ়, নিরাকার, নির্বিশেষ রূপ

চতুর্থ পাদেব সহিত সমান। যে মানব এই ওঁকার ও পরব্রহ্ম পরমাত্মার অর্থাৎ নাম ও নামীর একতার রহস্য অমুভব করিয়া পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে পাইবার নিমিত্ত উহার শ্রীনাথের শ্রবণ-কীৰ্ত্তন ও শ্রবণ অবলম্বন পূর্বক অগ্রসর হন তিনি নিঃসংশয়রূপে শ্রীনাথের কৃপায় শ্রীনাথোক্তি নামী পরব্রহ্মে প্রবেশ করেন অর্থাৎ সেব্যসেবকভাবে মিলিত হন।

‘যিনি এইপ্রকার জানেন,’ ‘যিনি এইপ্রকার জানেন’—ইহা উপনিষদের সমাপ্তিসূচক দ্বিকৃতি।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“নামসঙ্কীৰ্ত্তনং যন্ত সৰ্বপাপপ্রণাশনম্।

প্রণামো হুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্ ॥” (ভাঃ ১২।১৩।২১)

শ্রীপরীক্ষিতমহারাজও বলিয়াছেন,—

“ভগবন্তক্ষকাদিভ্যো মৃত্যুভ্যো ন বিভেদ্যাহম্।

প্রবিষ্টো ব্রহ্মনির্কাণমভয়ং দর্শিতং ত্বয়া ॥

অহুজানীহি মাং ব্রহ্মন্ বাচং যচ্ছাম্যধোক্ষজে।

মুক্তকামাশয়ং চেতঃ প্রবেশ্য বিম্বজাম্যস্মন্।

অজ্ঞানঞ্চ নিরস্তং মে জ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্ঠয়া।

ভবতা দর্শিতং ক্ষেমং পরং ভগবতঃ পদম্ ॥” (ভাঃ ১২।৬।৫-৭)

পদ্মপুরাণে পাই,—

“নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশৈচতন্তরসবিগ্রহঃ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥”

“ওঁ আহশ্রু জ্ঞানস্তো নাম চিদ্বিবিক্তন্ মহন্তে বিষ্ণো স্মৃতিং

ভজামহে ।

ওঁ তৎসৎ ওঁ । ওঁ পদং দেবশ্রু নমস্ বাস্তু শ্রবশ্রু বশ্রব আপন্নমুক্তম্ ।

নামানি চিদ্বিধিষে যজ্ঞিয়ানি ভদ্রায়ান্তে বর্ণয়ন্ত সংদৃষ্টৌ ॥

ওঁ তম্ স্তোতারঃ পূৰ্ণং যথাবিদ ঋতশ্রু গন্তুং জম্ববা পিপর্তন্ ।

‘আহশ্রু জ্ঞানস্তো নাম চিদ্বিবিক্তন্ মহন্তে বিষ্ণো স্মৃতিং ভজামহে ॥’

(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৭৪-২৭৬ ধৃত)

শান্তিস্থতপাঠঃ—

ওঁ ভদ্রং কর্ণেতিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমান্ কর্ণভির্যজ্ঞভাঃ ।

স্বিৰৈবৈষ্ণেস্তষ্ট্রৈবাস্তনুভির্বাণেম দেবহিতং যদাযুঃ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥১২॥

ইতি—মাণ্ডুক্যোপনিষদে শ্রুতির ‘তত্ত্বকণা’

নান্নৌ-অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—মাণ্ডুক্যোপনিষদি শ্রুতি-পূর্ণাঙ্কতিঃ ॥

“নিখিল-কৃতিমোহি-রত্নমালা-
 দ্যুতিবীৰ্য্যাজিত-পাদ-পঙ্কজাঙ্গ ।
 অগ্নি-মুক্তকুলৈরুপাস্যমাণং
 পরিতুষ্টাং হରିনাম্‌ ধংসয়ামি ॥”

(শ্রীল রূপগোস্বামি-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-নামাষ্টক)

অর্থাৎ নিখিলবেদের সারভাগ উপনিষদ্-ব্রহ্মমালার
 প্রভানিকর দ্বারা তোমার পাদপদ্ম-নখের শেষ-সীমা
 নীরাজিত হইতেছে এবং নিবৃত্ততৃষ্ণ মুক্তকুল নিরন্তর
 তোমার উপাসনা করিতেছেন, অতএব হে হরিনাম!
 আমি তোমাকে সর্পতোভাবে আশ্রয় করিতেছি ।